

449

182-Nb.918-3.

18/17/19

লালমতি সয়ফল-মূলক ।

পাণ্ডিত মুন্শী আব্দুল হাকিম মরহুম-প্রণীত ।

নব-পঞ্চম প্রথম সংস্করণ ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী-সম্পাদিত ।

কলিকাতা

৬৭, ৬৭/১ নং মেছুওয়া বাজার স্ট্রীট, হইতে
ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ।

দ্বারা প্রকাশিত ।

হরিনি প্রেস

৬৪/৩, মেছুওয়া বাজার স্ট্রীট হইতে

মুন্শী রহিম বখশ দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩২৫ সাল ।

449

182-Nb.918-3.

18/17/19

লালমতি সয়ফল-মূলক ।

পাণ্ডিত মুন্শী আব্দুল হাকিম মরহুম-প্রণীত ।

নব-পঞ্চম প্রথম সংস্করণ ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী-সম্পাদিত ।

কলিকাতা

৬৭, ৬৭/১ নং মেছুওয়া বাজার স্ট্রীট, হইতে
ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী ।

দ্বারা প্রকাশিত ।

হাবিবি প্রেস

৬৪৩, মেছুওয়া বাজার স্ট্রীট হইতে

মুন্শী রহিম বখশ দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩২৫ সাল ।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন

কহে হীন গোলাম মওলা গোম-নাম । লালমতি প্রকাশ যে কেতাবের নাম ॥ সাবেক যতক
ভুল দোরস্ত করিয়া । খুব সহী মতে পুথি দিখু ছাপাইয়া ॥ আব্দুল হাকিম যে রচিল
কবিতা । কি খবির পুথি ইহা যেমন মুকুতা ॥ লালমতি দিয়া কবি গাথিল এ হার । হীরা
জমরদ যিনি দিগ্ধি হয় জার ॥ জহরী হইলে লালমতি যে চিনিবে । নহে শিশু পুত্ৰিয়া
ঠকিয়া যাইবে ॥ এই লালমতি মাচ্চা লইও চিনিয়া । শিশুমালা নাহি লিবে দাগাতে
পড়িয়া ॥ হবিবি প্রেসেতে ভাই মাচ্চা হার পাবে । শিবাদহ হাজী পাড়া ঠিকানা জানিবে ॥
মোর ছাপাখানা এই হবিবি নামেতে । লইবেন পুথি সবে আসি এখানেতে ॥ সাবেক নাম
ছিল “খলিলি” “মোর্তজবী” । পরেতে রাখিহু ইহার নাম যে হবিবি ॥ এই ছাপাখানা
বিচে আসিয়া লইবে । আর যে যে কেতাবের আশ্যক হবে ॥ ইতি সন ১৩০০ সাল
১৫ ই পৌষ ।

দিন্মীন

গোলাম মওলা ।

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন ।

কবিতামোদি শওকিন মোসলমান ভাই দিগের মেহেরবানীতে চতুর্থবার লালমতি-সম্বন্ধ
দুখু ছাপা হইল । ইহা আমার অন্য বড়ই আনন্দের কথা । ইতি সন ১৩০২ সাল
২৪ ই ফালগুন ।

দিন্মীন

গোলাম মওলা ।

দ্বাদশ বারের বিজ্ঞাপন ।

খোদাওয়াল তায়ালা মেহেরে ও শওকিন মোসলমান ভাই সাহেব দিগের যত্নে, “লাল-
মতি-সম্বন্ধ দুখু” পুস্তক দ্বাদশ বার ছাপা হইল । খোদা হামফেজ । ইতি ১৩১৫ সাল

দিন্মীন

গোলাম মওলা ।

নব-পর্যায় প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

জিপুরা জেলার “মোকাম সুধারামের ধানী আমীরের গাঁয়ের এলাকা মোজা জাঙ্গাপুর” নিবাসী পণ্ডিত আবদুল হাকিম সাহেব মরহুম, ১২৭০ বাঙ্গালা সালের ২৭শে ফালগুন তারিখে, এই “লালমতি-সরফল মুলুক” ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় এই পুস্তক কখনও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা, তাহা জানা যায় না। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর, তাঁহার ওয়ারেন মৌলবী আলিনকী সাহেব মরহুম, কলিকাতার ৯ নং ফিনিক বাজারস্থিত মৌলবী মোহাম্মদ দায়েমউল্লা সাহেব মরহুমের “বশিরী ছাপাখানায়” ১২৭৪ বঙ্গাব্দে প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া, রেজেষ্টারী আইন অনুসারে আপন নামে কপি রাইট রেজেষ্টারী করেন। তাহার পর উক্ত মৌলবী আলিনকী সাহেব ১২৭৬ বাঙ্গালা সালের ২৬শে ফাজ্র তারিখে ২৫ নং মর্থ শিকালদহ রোডস্থিত, মুনশী কালু ধানসামা মরহুমের “সান্তা-রিয়া প্রেসে” আমার পরমারাধ্য পিতৃদের ফনাব মুনশী গোলাম মওলা সিদ্দিকী মরহুম মগফুর সাহেবের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয়বার ছাপাইয়া প্রকাশিত করেন। এই সময় কলিকাতার ৮৫ নং ওয়েলসলী ষ্ট্রীটে মৌলবী আলিনকী সাহেব মরহুমের পুস্তকের দোকান ছিল।

১২৮০ বঙ্গাব্দে মৌলবী আলিনকী সাহেবের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার ওয়ারেনশগণ, কারিবার পরিচালন করিতে অক্ষমতা বিধায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে লালমতি সরফলমুলুক ও অপরাপর কয়েক ধানী পুস্তকের কপিরাইট, আমার পিতা মরহুম ও পিতৃবন্ধু মৌলবী সৈয়দ হামিদুল্লাহ সাহেব মরহুমের নিকট বিক্রয় করিয়া নিঃসত্ত্ব হইলেন। উক্ত ১২৯৫ সালে আমার পিতা মরহুম ও মৌলবী হামিদুল্লাহ মরহুম খরিদ সূত্রে দখলিকার হইয়া, এক যোগে খরিদা পুস্তকগুলি প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তাহার পর আমার পিতা মরহুম ও মৌলবী হামিদুল্লাহ মরহুম, আপোষে পুস্তকের কপিগুলি বিভাগ করিয়া লইলেন। “লালমতি সরফল মুলুক” পুস্তকের সম্পূর্ণ কপি-রাইট আমার পিতা গ্রহণ করেন, এবং তিনি নিজ খরচ পত্রের দ্বারা, আপন হবিবি পুস্তকে, বিগত ১৩১৫ সাল পর্যন্ত ষোলশ বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া বিগত ১৩২৪ বাঙ্গালা সালের ২৮শে কার্তিক তারিখে, স্বর্গবাসী হইয়াছেন।

আমি গত কয়েক বৎসর হইতে মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি। আমার এই কার্যের সহায়তা ও সুবিধার জন্য, বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে, মুসলমানী-বাঙ্গালা-সাহিত্যের খ্যাত নামা লেখক দিগের, হস্ত লিখিত পুথিরও সন্ধান করিতেছি। আমার এই সন্ধানের ফলে, পণ্ডিত আবদুল হাকিম মরহুমের “লালমতি সরফল মুলুক” পুস্তকেরও একখানি হস্ত লিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

লালমতি সরফল মুলুকের বর্তমান সংস্করণ, সেই হস্ত লিখিত পুথি দৃষ্টে সম্পাদন করিলাম। পুস্তকের ভাব ভাষা, এবং বর্ণনা অনেক স্থলে আমূল পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তথাপি এই সংস্করণে পুস্তকখানি নিছুল করিতে পারিলাম না। দুইটি কারণে ইহার অনেক স্থলে বানান

এ শকে পোষ বহিমা গেল । প্রথম কারণ, এই শ্রেণীর পুস্তক ইতিপূর্বে কখনও বর্ণাঙ্কিত করা হইত না, সে কারণ কোনও একটি শকেরও ঠিক ছিল না । তাহার উপর অত্যেক ফর্মা প্রেসম্যান দিগকে এক প্রক্ষে ছাপিবার আদেশ দিতে হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিত আবুল হাকিম মরহুমের হস্ত লিখিত পুথির অনেক স্থলে পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই । বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকা এবং মুসলমান ভ্রাতা দিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তকখানিকে সর্বদা সুন্দর রূপে পাঠক পাঠিকার সমুখে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা রহিল । ইতি ১৫ই পৌষ ১৩২৫ সাল ।

অনুগ্রহ ভিখারী

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

হবিবি প্রেসে ছাপা পুস্তকের বিজ্ঞাপন ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা মুনশী গোলাম মওলা সাহেব মরহুমের দ্বারা স্থাপিত ৬০ বৎসরের পুরাতন, হবিবি প্রেসে মুদ্রিত, নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে । যাহার আবশ্যক হইবে, তিনি নিম্ন ঠিকানায় গমন করিলে, তিঃ পিঃ ডাকে বাড়ি বসিয়া পুস্তক পাইবেন । কেবল আমরাই এই দুর্লভতার বাজারে, বাজারদর অপেক্ষাও সুলভ মূল্যে, পুস্তক বিক্রয় করিতে সক্ষম । আশা করি, সহস্র পাঠক মওলা একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ।

কোরাণ শরিফ হরের ক্রয়কর্ম :

কোরাণ রাশি ১১ ফর্মা রয়েল কাপড়ের জিল

কোরাণ রাশি ১১ ফর্মা রয়েল চামড়ার জিল

ঐ আলিদার ১১ ফর্মা কাপড়ের জিল

ঐ ঐ ঐ চামড়ার জিল

ঐ মাজারী ১১ ফর্মা চামড়ার জিল

ঐ ৬০ পুনি ঐ চামড়ার জিল

ঐ সুপারয়েল ১১ ফর্মা চামড়ার জিল

ঐ মাজারী ১২২ ফর্মা রয়েল চামড়ার জিল

ঐ ৬০ পুনি ঐ ঐ ঐ

ঐ ১০ পুনি ঐ ঐ ঐ

ঐ ৮০ পুনি ১২২ ফর্মা রয়েল চামড়ার জিল

ঐ ৩৪ পুনি সুপারয়েল ১২২ ফর্মা চামড়ার জিল

ঐ ৩৬ পুনি ঐ ঐ ঐ

ঐ ৪০ পুনি ঐ ঐ ঐ

ঐ ৫০ পুনি ঐ ঐবাদামী ঐ

ঐ ৯০ পুনি সুপারয়েল ১২২ ফর্মা সাদা ঐ

কাগদা বাগদাদী

আম-সেপারা

আমসেপারা কাগদা সহ

আলেক লাম সেপারা

কলিকাতার ছাপা উদ্‌কেতাব।

হেদায়েৎ ইসলাম

খোতবা রসুল মোহাম্মদ

খোতবা পকেট

পাঞ্জ হুরাহ

গোলেস্তা মতন

মৌলুদ, আহইরান কুলুব

মেস্তাহল জামাতি

৬০ খোতবা

পান্দে নামাহ

বোস্তা মতন

ফার্সী নামা

দরুদ আকবর

পাঞ্জাল আরশ

ভূমিকা

শরাহ দিওরান আলী

তফসির মোরাদিয়া

খোতবা মোরাদিয়া মাহী

রাহে নাজাত

বাঙ্গালী কেতাব।

উমর উম্মিরার নকল

খোতবা বাঙ্গালী

নব-চিকিৎসা বোধ

বড় খাব নামা

সোলতান জমজমা

শাহা দৌলা

জুল হাউশ শাহজাদা

বাঙ্গালী মেস্তাহল জামাতি

ইমাম বাত্রা

মৌলুদ বাহারিয়া

মউত নামা

হাসেন মকসুদ

সোলতান বলখী

দলিলুল আহকাম

লালমতি সরফুল মলুক

পাঞ্জাল আরশ বাঙ্গালী

ভেলেনসমাত সোলেমানী

খিল হজ্জ রাজার জঙ্গ

রাঁড়ের মকর নামা ১ম ভাগ

রাঁড়ের মকর নামা ২য় ভাগ

ভানুশতীর লড়াই

চৌত্রিশ হরফের ফজিলত

দেল-রোবা চার-চমন

শাফাতোল-বালী

নও খরিন পাহালওয়ান

জলে বকাওলি

চোর চক্রবর্তী

কালুগাজী চম্পাবতী

আশরাফ মুনশী ও গোলবাহুর বীর মাদ

জোবেদা খাতুন

সোনাপরি

শাহা বীরবল ও চন্দ্রভানু

খানে নেওয়ামত

মালিকা জোহরা

মফিদল ইসলাম

গোলজারে আতশ

ছায়জী নামা

বার মাস

মল্লিকার হাজার মওরান

মারা-সেকান্দর নামা

মোনাই বাজা

কেরামত নামা

রঙ্গ বাহার

বে-নমাজি নারী

বাগ বাহর মাহিগীর

আজর রহিম আসমা পরি

তালে মামা

কটুর মির

আলাওদ্দিন

মধু মালা

আজারের মোলোমানী আবুল

ফেসানা আজারের

সাহা কলঙ্কর

পদ্মাবতী

সরফন মুদুক

শামারোথ

তমিম গোলাল

নসিহতে করিমী

ফজিলাতে হজ

জমিলা খাতুন

ফজায়েলে হরমাতেন

চমন বাহার

লাল মিঞা শিবতারা

দেল রওশন মুসলি

হুনি নামা

অভয় দলিত

দাকায়েকল হেকায়েক

শামসামল মওরাহেদিন

ব-কান্ধালা মাতম হোসেন

মৌলুদ মোলজারে বাহারিয়া

কাকন মালা

ফাতেমা-জহরা নামা

হয়রাতল কেকা

নুরুল-বসর

আলালতিল ফোকরা

গোলশানে নওবাহার

শামসোল ওয়ায়েজিন

রমুজল আরেফিন

শাহকামান সূর্যাতানু

গারকু-নামা

ফেজানারে বেদার বখ্ত

ডকবিরেতুল ঈমান

নীয়েত নামা আসল

কারামতে কাদেরী

কাসাসোল আশিরা

আমীর হামজা বহু

ঐ ছোট

আবু-শামা

এমাম চুরী

সূর্য উজাল

সোণা ভান

মসাল শিক

আমসেপারা বাজাল

আমীর হামজা মাজারী

বেদাকল গাফেজিন

জঙ্গ নামা

অপরাপর ছাপাখানার ছাপা কেতাব ।

আনুওয়ারুল ইসলাম
 ইসলাম বিষয়
 নবরত্ন বা বাঈলা গজল
 মেহেরুল ইসলাম
 মীরনবী
 আতীর মজল
 লাইলী মজল
 মোসলেম সন্ত্যতার ইতিহাস
 জোহরা
 ত্রিহট বিষয় কাব্য
 হারুন-অর-রশিদের গল্প
 চিত্তার চাব
 মীর পরিবার
 গাথা
 ধর্মের কাহিনী
 পরিজ্ঞান-কাব্য
 কোর-আনের উপাখ্যান
 জোলেখা
 গজলে গওহার
 গোসশানে কাদেবী
 আস্‌রারস্‌লাত আসল
 ঐ মকল
 আদুর কিল হাদিস
 মোলুদ আহইয়াল কুলুব বাঈলা
 আধবার সালাত
 আহকামল মোসলেমিন
 পুণ্য কাহিনী
 ছেলেদের হজরত মোহাম্মদ

শিশুর মজলেস
 হীরার কুল
 আকর্ষণ
 দেবী রাবেয়া
 মজার প্রদীপ
 মোসলেম বীরত্ব
 আউলিয়া কাহিনী
 টাকার কল
 জমজ ডগিনী কাব্য
 স্বর্ণাধোহন কাব্য
 জীবন্ত পুতুল কাব্য
 দেব কাহিনী
 হামিদা
 আফগান আমীর চরিত
 মহাবীর হজরত আমীরের খীমতী
 আনুওয়ারা
 থোমের সমাধি
 রায়-নন্দিনী
 তারা বাই
 সৈয়দ সাহেব
 হাসন গঙ্গা বাহমণী
 বিষাদ-সিদ্ধ
 মাধনাপ্র অন্ন
 হাতেম
 আমীর হামজার দাদ
 আলেক লায়লা
 আধবারল ওজুদ
 আহকাম হবে

মোতির মালা
আদম আদম
আছায়েবল ওজুদ
গ্রীস তুরক যুদ্ধ ১ম ভাগ।
গ্রীস তুরক যুদ্ধ ২য় ভাগ
উপদেশ সংগ্রহ
গোলেস্তার বঙ্গানুবাদ
অগ্নি কুঁকট
আহকামল ইসলাম
জয়ন বৃত্তান্ত
আলির নাম
ইসলাম প্রভা
অওরাবো মাসারা
ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত
হাসির তরঙ্গ
হৃদয় সজ্জিত
আমির সংসার জীবন
জোবেদা খাতুনের রাজ নামচা
আমির-জানের বরকদা
ইসলাম মিহির

আহকামল জুগা
মোসলেম সৌভাগ্য সোপান
হারমিট বা উদাসীন
হক নসিহত
মুহম্মদ হীরক খনি
জুনোদান
পরিজ্ঞান কান্য
রুদে খুশীমান দলিলুল ইসলাম
তর্ক বৃত্ত
খুশীমানের অসারতা
ভাবারকাল দাখী
জঙ্গ ক্রম ও টেউনান
গোলবারে ইব্রাহিম
কুমক বন্ধু
শ্রেম দর্পণ
কবি চিন্তামণি
তুফসির কুহল বয়ান
মাহেব মোসলমান
বিলাতী মোসলমান
দালায়েলে কাফি

এতদ্বিধ আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাঙ্গালা, নভেল, নাটক, স্কুলপাঠ্য প্রভৃতি সকল
রকম কেতাব বিক্রয়ার্থে মৌজুদ আছে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিলে ভিঃ খুশীমান
পাঠাইয়া দিয়া থাকি। অমুগ্রহ করিয়া একবার পরীক্ষা করিতে মর্জি হয়। তালিকায়
কোন পুস্তকের মূল্য লেখা হইল না। কারণ, যুদ্ধের হাজাগার কাগজের দূর্শ্বল্যতার
ফলে, সকল পুস্তকেরই মূল্য বাড়িয়াছে এবং যুদ্ধের শেষে মূল্য কমিবার সম্ভবনা।

পত্র লিখিবার ঠিকানা।

মুন্সী গোলাম মতলা এণ্ড সন্স।

৬৭, ৬৭।১ নং মেছুওয়া বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

❀ শ্রীশ্রী ইকনাম ❀

সহী

লালমতি ও সয়ফলমূলুক ।

❀ — ❀ — ❀

শ্রীশ্রী যুক্ত প্রভু সৃজন সংসার ।

দানব মানব আদি পালক সবার ॥

কোরানের শির সেই মহিমা আসিম ।

বিস্মিন্ন, প্রভুর নাম রহমান রহিম ॥

প্রথমে প্রভুর নাম স্মরি কায়মনে ॥ দ্বিতীয় প্রণাম করি
নবীর চরণে ❀ প্রণামিয়া রশ্মুলের আস্হাবগণ ॥ প্রণামিয়া
নিজ পীর সাহার চরণ ❀ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ পীর গুন-
ধাম ॥ পুরুক তাঁহার পদে মোর মনস্কাম ❀ দানে রত্নাকর
পদে সহস্র প্রণাম ॥ সর্ব সাত্ত্ব বিসারদ পীর গুনধাম ❀
পাখিবীর গুণিগণে বন্দনা করিয়া ॥ জনক জননী পদে শেষে
প্রণামিয়া ❀ গুরুর চরণ বন্দি করি মনে সার ॥ পদে পদে
উক্তি দিবে হৃদয় আমার ❀ জ্ঞানহীন প্রতি হোক ভক্ত
নিরাশ্রম ॥ আবদুল হাকিম সাহা রজ্জক নন্দন ❀ সয়ফল-
মূলুক রোকেবানু লালমতি ॥ তিন মধ্যে তিন প্রেম রস রক্ত
অতি ❀ ভেদ ভঙ্গ এ সকল বাক্য অরুচিত ॥ গুণি আগে
গুপ্ত নহে ভেদের ইঙ্গিত ❀ তেকারনে অন্য হেন কহি
প্রেমবানি ॥ মোর সাবধানে গুন হিত অনুমানি ❀ সাহা

সেকান্দর নবী কিতী অধিপতী ॥ জগমধ্যে নবি নাহি তাঁহান
সম্পত্তি * বিজয় করিল সাহা দিগ দিগন্তর ॥ বহু বলে
লইলেক সংসারের কর * সেকান্দর নামা জান কেতাব
প্রধান ॥ সে কেতায়ে মহিয়ার স্বতান্ত্র তাঁহান * এক দিন
বসিছে শু সিংহাসন মাঝ ॥ গদ গদ মউদিভ যেন বিজরাজি
আশ্চরিতে চন্দ্র হৈল মেঘের অধীন ॥ চিত্তার নৃপতি মুখ
হইল মলিন * ভাদেখিয়া পাত্র মিত্র যত সভাঙ্গন ॥ ছোড়
করে নৃপ আগে করে নিবেদন * ভুবনে নাহিক সাহাভোমা
সমতুল ॥ ভুবন বিজয়ী তুমি আমার রঙ্গুল * কিবা নাহি
সাধিয়াছ সংসারের কাজ ॥ কিকরিতে নার তুমি সংসারের
মাঝ ॥ কিহেতু পাইলে সাহা মনে ক্রেশ অতি ॥ কেনমেঘে
আবরিল পূর্ণ নিসাপতি * প্রভু করতার মিত্র তুমি মহাশয়
তোমা অতি মিত্রজন প্রকাশ সদায় * খোড়াব দিল্লীর
ইন্দিরাস নবাবর ॥ ভুবনে এহেন তোমা হই মহোদর *
পৃথিবীতে অসাধ্য কি তোমার বাঞ্ছিত ॥ না বুঝি তোমার
মন কিহেতু চিন্তিত * পাত্র মুখে শুনি রাজা এসব কচন গদ
গদ কহে নৃপ সজল নয়ন * রূপা বান ঘোর প্রতি ক্রিয়গত
নাথ ॥ সন্তুদীপ পৃথিবী শুপিল ঘোর হাত * পৃথিবী যতলে
বৈদে যত নৃপায় ॥ আমাকে ভেটয় কর অর্ঘ্য অস্তুর *
পরম আশ্চর্য যত এমহি যতলে ॥ আমা হ'তে কেবা
পাইরাছে কিতী তলে * পৃথিবীতে সম্পদের নাহিক
আবেশ ॥ প্রবেশিল মনে ঘোর এই দুখ ক্রেশ *
পৃথিবীতে নাহি ঘোর পুত্র হেন ঘন ॥ এ শুখ সম্পদ
রাজ পাট অকারণ * যৌবন সময় পুত্র দেখি আন-

দিতে ॥ বৃদ্ধ কালে পুত্র মহা ধন পৃথিবীতে ❀ সমন সমস্ত
 পুত্র দেখিলে নয়নে ॥ কদাচিত যত্ন ব্যথা না রহে শু যনে
 সমপি আপনা কর্ম নিজ পুত্র স্থম ॥ মন রঙ্গে প্রভু আগে
 সমপায় প্রাণ ❀ পৃথিবীতে কহে আর পুত্র হেন ধন ॥ পিতৃ
 যত্ন কর্ম করে করি প্রাণপন ❀ ভুবনেছল ভ পুত্রধন অনু-
 পম ॥ যত্ন হ'লে মা বাপের জীববস্তু নাম ❀ পৃথিবীতে
 পুত্র কন্যা না জন্মে জাহায় ॥ বিফল জীবন তাঁর ভুবন
 মাঝার ॥ নৃপতি কহিল যদি এসব বচন ॥ জোড় হস্তে
 মহা পাত্র করে নিবেদন ❀ পাত্র বলে নিবেদন শুন শুন-
 ধাম ॥ দান ধর্ম অবশ্য পুরর মনস্কাম ❀ ভাণ্ডারে সঞ্চিত
 বস্তু আছে তোমা ধন ॥ সে সকল দান নৃপ কর যত্ন মন ❀
 আপে কি না জান তুমি আলার রসুল ॥ দান পুণ্যে কান
 প্রভু সন্তোষ বহল ❀ বহু ধন দান সাহা করি পৃথিবীত ॥
 পুত্র হেতু প্রভু আগে দান হ বাঞ্ছিত ❀ করতার বন্ধু তুমি
 শুদ্ধ কলেধর ॥ মাগিলে পাইবা বর প্রভুর গোচর ❀
 তোমা আগে চতুর্দশ সাস্ত্র চারি বেদ ॥ গোপতে আছর
 বস্তু ইতি ভেদাভেদ ॥ আপে কি না জান সাহা ধর্মাত্ত
 বিশেষ ॥ কি কহিব তোমা আগে হিত উপদেশ ❀ পাত্র
 মুখে শুনি হেন যথুর তারতি ॥ দান ধর্ম করে সাহা মন
 রঙ্গে অতি ❀ দান দরশনে মুড় জন ছাড়ে প্রাণ ॥ দান
 পুণ্যে পুলকিত শাধু গুণবান ❀ দান কর্মে যতি ত্রয়ে
 কষ্টেতে রূপন ॥ দানের মহিমা জানে মোহন্ত মমিন ❀
 এত শুনি আদেশিলা নৃপ গুণবান ॥ ভাণ্ডার ধুলিয়া আর-
 ত্তিতে মহা দান ❀ নৃপতি আদেশ শুনি মহা পাত্রবর ॥

ভাণ্ডার খুলিয়া ধন নিকালে সত্যর * ভিক্ষুক ভিক্ষুক
 রাজ্যের ভিখারি ॥ মাতাপিতা হীন শিশু পতি হীন নারী
 পুত্র হীন বিধবা যতক নারীগণ ॥ দরিদ্র দুখিত ইষ্ট মিত্র
 হীন জন * আলেম ওলম যত দবেশ বৈরাগী। পুত্র পরি-
 জন জেবা পালে ভিক্ষা মাগি * অন্ন বস্ত্রে হীন জেবা
 দেসান্তরি ॥ সেসব বোলাই নৃপ আনে যত্ন করি * সে
 সকলেরে নৃপতি যে দিল বহু ধন ॥ মহা দানে তুষ্ট হৈল
 ভিক্ষকের মন * রাজ্যেতে আছিল যত গরীব ভিখারি ॥
 দানে সন্তোষিল নৃপ যত দেসান্তরি * মসরিকে সন্নিহিত
 আছিল কোন জন ॥ আশীর্বাদ করি এক প্রতি জনজন *
 সেকান্দর নৃপতির জন্মিতে নন্দন ॥ সে সবেল আশীর্বাদে
 ভক্ত নিরঞ্জন * দান পুণ্য প্রভাবে অতি শীঘ্রগতি ॥
 নৃপতির মহা দেবি হৈল গর্তবতী * মহা দেবী গভ শুনি
 নৃপতি উল্লাস ॥ এহিমতে বহি ডি গেল দশ ঘাস * শুভ
 কনে মহা দেবি পুত্র প্রশবিল ॥ শুভর্ণ প্রতিমা হস্তে মানিক
 আবিল * প্রচণ্ড কুমার প্রশবিল কুলজসি ॥ অন্ধকার নাশে
 শিশু যেন পূর্ণশশি * বসিছে জোলকর্ণ সাহা দিব্য সিংহ-
 মনে ॥ পাত্র মিত্র চৌদিকে লইয়া রক্ত মনে * হেন কালে
 এক দূত আসি তুরঘান ॥ মন রঙ্গে শুসংবাদ কহে নৃপস্থান
 তন্তঃপুর শুভ বার্তা শুন মহারাজ ॥ জনমিল মহা দেবি
 গতে সুবরাজ * দূত মুখে শুভ বার্তা শুনি নরপতি ॥
 আনন্দে পূর্ণিত হইল মন রঙ্গে ভক্তি * রাজ্যেতে আছিল
 যত বহু আভরণ ॥ প্রসাদ করিল নৃপ প্রতি জনে জন *
 আনন্দিত পাত্র মিত্র যত প্রজাগণ ॥ তাসবাহে

করিল রঙ্গমন ❖ কুমার অমিল সাহা মহা হরষিতা ❖ অমিল
শিল আনিবারে নজ্জুম পণ্ডিত ❖ নৃপতি আদেশ পাই
মহা পাত্রগণ ॥ বিদ্যাগত পণ্ডিত অসি আনিল তখন ❖
আসিয়া নজ্জুম গণ নৃপতি অণ্ঠেতে ॥ নৃপতিকে প্রনামিল
স্তুতি দণ্ডবতে ❖ নৃপতি বলিল বহু সে সবে সন্তানি ॥
অমিল কুমার যোর দেখ কোন রাশি ❖ পরম অতনে দেখ
সাত্ত্ব অকি ভাতে ❖ কোন রাশি হয় দেখ নক্ষত্র কাহাতে
রাশিকাম গনি যেই বানে ফলাফল ॥ ভাল মন্দ আর জন
সকট কুসল ❖ বংশের প্রদিপকিবা কুলের ধিকার ॥ কহিবা
রাশির মর্ম যেই ব্যাবহার ❖ কুলেতে অমিতে পুত্র জুত
অপণ্ডিত ॥ কুলের ধিকার না হইতে অসুচিত ❖ নৃপতি
আদেশ পাই নজ্জুম সকলে ॥ সাত্ত্বতে বিচারে রাশি জন
কুতুহলে ❖ মাহেন্দ্রকণেতে রাশি-অমিল কুমার ॥ পূর্ণ
রাশি কর্ম পাবে সর্বত্র সুসার ❖ দীর্ঘ জীবি নাম রাশি
পূর স্থলে অতি ॥ ধৈর্য্য বস্তু বিজ্ঞশালী জানে রহস্যতি ❖
বিদ্যাস্থলে বিদ্যা গত প্রচণ্ড বিদ্যান ॥ ভুবন বিদ্যাত
বীর দেবেন্দ্র সমান ❖ দানে দাতা ধর্ম শিল চিকুর
পালক ॥ রূপা শিল জগপতি ভাবের ভারুক ❖ প্রভুর
সেবাতে ভক্ত এক কারা চিত ॥ কমা বস্তু গুরু ভক্ত ধর্ম
অপণ্ডিত ❖ রসের নাগর অতি গুণের সাগর ॥ ভুবন
মোহন রূপ জিগী পুরন্দর ❖ নব রূপ কম্পতরু কাশ্মীর
প্রাণ ॥ জানেতে পণ্ডিত অতি শাস্ত্রেতে বিদ্যান ❖ মিত্র
আগে রূপা বান শত্রু আগে যম ॥ পরাক্রমে সিংহ জিগী
সংগ্রামে বিস্ময় ❖ পত্নি স্থানে অপরূপ ত্রিলক্ষ্য মহিণী ॥

কান্দিতে মুকুতা হবে ইন্দিতে যে মনি ❀ রাশি ক্রমে
 ছই কন্যা পরম সুন্দরি ॥ বিবাহ করিব রঙ্গে হই দেসা-
 সুরী ❀ ভাগ্য স্থলে মহা ভাগ্য সম্পদ অপার ॥ জন্মিল
 কুলের দিপ প্রচণ্ড কুমার ❀ শুভ লগ্নে আসি তবে পড়িল
 ভূমিতে ॥ পাপ বিষোচন অতি শুকতি চরিতে ❀ বিক্রমে
 কেশুরি যিণী ভুবন বিজয় ॥ সর্ব সাক্ষে বিদারদ নৃপতি
 তনয় ❀ কিন্তু মাত্র রাশি জোগে আছয় বিকট ॥ বিদেশে
 ভ্রমিবে পথে পাইবে সঙ্কট ❀ মন রঙ্গে কত দিন ভ্রমিবে
 বিদেশে ॥ মনের বাঞ্ছিত পুরী আসিবেক শেষে ❀ দেসা-
 সুরী হইবেক পুত্রের গমন ॥ শুনিয়া নৃপতি অতি বিরস
 মদন ❀ পাত্র বলে শুন নৃপ না ভাব জঞ্জাল ॥ সপ্ত দীপ
 পথিবীতে তুমি মহীপাল ❀ রুম সাম ইরান মেহের
 হিন্দুস্থান ॥ সম্পূর্ণ তোমার রাজ্য শুন শুনবান ❀ এরাক
 খোরসান তাজী তুরক লাহোর ॥ ছমরকন্দ বাগদাদ যে
 তোমা কর ছর ❀ মোশরেক মগরিব জুব শেখাল ॥
 সম্মালেতে এক বর্ডে তুমি মহিপাল ❀ রবি শশি ভুবনে
 প্রকাশ যত ছর ॥ তোমার অধিক রাজ্য রূপায় প্রভুর ❀
 এতেক তোমার সৈন্য সয়ল সংসার ॥ ব্যাক্ত হবে যথা
 তথা তোমার কুমার ❀ মগরিব মগরিকে ভ্রময় তপন ॥
 নিরুদ্দেশ না হইবে তোমার নন্দন ❀ এহেন তোমার
 পুত্র প্রদিপ ভুবনে ॥ যথা তথা ব্যাক্ত হয় সন্দ কিবা
 মনে ❀ দেশে দেশে পাঠাইবে দূত লৈক্ষাসুর ॥ না
 হইবে তোমা পুত্র দৃষ্টি অগোচর ❀ তিমীরে না ছাপে
 চন্দ্র গগণ মণ্ডলে ॥ তোমা পুত্র নিরুদ্দেশ নহে ক্ষিতী

তলে ❀ ছাঁপাই রাখিলে কড়ু কস্তুরি না ছাপে ❀
 আপনা শুগন্ধ সান্ত্বন হয় আপে আপে ❀ সঙ্কট না
 ভাব মনে ক্ষিতী অধিকারী ❀ যথা জায় যুবরাজ
 আনিষ বিচারি ❀ পাত্রেয় যুধেতে শুনি এসব ঘটন ❀
 চিন্তা পরিহারি সাহা সান্ত্বন কৈল মন ❀ বিমসি কুমার নাম
 রাখি ত্রেকারণ ❀ বসিলেন্ত মহারাজ হরষিত মন ❀ নানা
 দ্রব্য উপহার যে হয় উচিত ❀ লইয়া বসিল রাজা সভার
 বিদ্রিত ❀ উপস্থিত নৃপ মনে হৈল অনুগ্রহ ❀ ছয়ফল-
 ফুলক রাখে কুমারের নাম ❀ তবে অন্তঃপুরে চলিলেক
 মহিষার ❀ হেমিয়া পুত্রের যুধ হরিষ বিসাল ❀ পরম
 আনন্দে অতি নৃপ গুনমনি ❀ বহু বন দান কৈল কুমার
 নিছনী ❀ কুমারের অঙ্গে ঘসে কস্তুরি চন্দন ❀ অষ্ট অঙ্গ
 পরিষ্কার বলকে রতন ❀ কুমারের অঙ্গের বদলে
 কড়ু ধন ❀ অষ্ট গুন দান কৈল অতি রত্ন মন ❀ রতন
 কাঞ্চন মুক্তা কোটি ভারে ভার ❀ সপ্ত দিবা রাত্র দান
 কৈল আনিবান ❀ প্রভু আগে পুত্রিলেক মানস কল্যান ❀
 অশ্ব গজ ভূমি দান কৈল গুনবার ❀ নৃপতি করয় দান
 মন কুতুহল ❀ নরলোক লুটে জেন সমুদ্রের জল ❀
 অশ্ব বস্ত্র স্বত্ব দান কৈল বহুতর ❀ জোলকর্ণ প্রভুর মিত্র
 দানের লহরী ❀ মনের উল্লাস পুরে পুত্রের উৎসব ❀
 পুস্তক বিসাল হয় লিখিতে সে সব ❀ মনের আনন্দে
 ভ্রতি হরষিত মতি ❀ নিজ পুত্র পাল্য করে মহা দেবি
 সতী ❀ রজনিতে উপহার ভুঞ্জয় নানান ❀ দিনে দিনে
 বাড়য় কুমার মতিমান ❀ দ্বিতীয়াতে চন্দ্র যেন বাড়য়

গগনে ॥ কুমার বাড়য় তেন নৃপতি ভবনে ❖ পঠয়
 নামান শাস্ত্র নৃপতি সন্ততি ॥ সর্ব শাস্ত্রে বিসারদ যেন
 যুগ্মপতি ❖ যুগ্ম করিতে জায় মন রঞ্জে অতি ॥
 অরন্য বিহার নিত্য সৈন্যের সংহতি ❖ প্রবেশে অরন্য
 মধ্যে সৈন্য সঙ্গে করি ॥ মহামহা জন্তু বধে জেহেন কেশরী
 অরন্যে প্রবেশ করে সিংহনাদ করি ॥ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার
 হস্তি আনে ধরি ❖ বিপাক্ষিরেরা দেখি জোলকর্ণ তনয় ॥
 জয়ের অধিক ভাবে কুমারের ভয় ❖ মহা বলবন্ত বীর
 বিখ্যাত ভুবন ॥ পরম সুন্দর রূপ কামিনী মোহন ❖
 রূপে গুণে নৃপ শুভ অতি বিলক্ষন ॥ জনক জননী দোহ
 জীবের জীবন ❖ সাহা বদ্বিন মোহাম্মদ করুণা সাগর ॥
 তান জুগপদ ধরি শিরের উপর ■ শিরেতে বন্দিয়া
 সাহা রজ্জ্বক চরণ ॥ আবছল হাকিম কহে মধুর
 বচন ❖ কুমার বিদেশে গতি পুরিতে নিরঙ্ক ॥ চলিবেক
 মধু কর আরি মকরন্দ ❖

—❖—

সয়ফলমূলক ভ্রমিকের মুখে লালমতির বার্তা শুনিয়া
 একান্ত ব্যাস্ত হইয়া, প্রেমানলে দহিয়া, কন্যা
 উদ্দেশে অতিক্রমে মগরিবে গমন
 করিবার বরান ।

❖ রাগ দীপ ছন্দ ❖ রত্নময় টুঙ্গি মাঝ, বসিছে শু
 যুবরাজ, একাধর মনরঞ্জে অতি ॥ হেন কালে অশচরিত,
 আসি ভেল উপস্থিত, দেশাতুরি ভ্রমিক শুমতি ❖ কুমারের

রূপ হেরি, শুক রঞ্জে দেশান্তরি, পরি হরি জ্ঞান আপনার
 মনে ভাবে নিরন্তর, দৈত্য এহি নহে নর, কিবা হয় গন্ধর্ব
 কুমার নতু কাম পঞ্চবান, যুবরাজ সম আন, ভুবনে নাহিক
 রূপযতি ॥ পুরুষের জ্ঞান হরে, নারী প্রাণে কতধরে, দেখি রূপ
 মোহিত যুবতী স্বর্গ অপশরা এহি, রূপে দিপ্তী করে যহি
 নতু হরে অশ্বিনী কুমার ॥ রূপ দেখি প্রাণ কাড়ে, কুলজসি
 মৈর্য ছাড়ে, রূপের প্রসংশা অনিবার ॥ নিজ জ্ঞান পরিহারি
 বসি বুঝে দেশান্তরি, কতকণে স্থির কৈল চিত ॥ কহিলেক
 দেশান্তরি, দুই হস্ত জোড় করি, দাড়াইয়া কুমার বিদিত ॥
 যুগল করিয়া কর, আশির্বাদী বহুতর, কুমারকে কহিতে
 লাগিল ॥ কুমার সে দেশান্তরে, বহুত মান্যতা করে, ভ্রমকে
 সন্তোষ করিল ॥ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্য কহ দেশান্তরি
 ভ্রমিয়াছ কোন কোন দেশ ॥ কোন রাজ্যে গিয়া, আসিয়াছ
 কি দেখিয়া, অপরূপকৌতুক বিশেষ ॥ ভাল মন্দ ব্যবহার
 যথাতে দেখিলে আর, কহ মোকে তথ্য বাক সার ॥ কোথা
 কেবা মহারাজ, কিবা ব্যবহার কাজ, পুত্র কন্যা কি রূপ
 কাহার ॥ ভ্রমিকে কহে শু পুনি, শুন কহি গুনমনি, ভ্রমি-
 রাছি দিগ দিগান্তর ॥ শয়াল সংসার মাঝ, যে যে রাজ্য
 অহরাজ, নাহি আছে ঘোর অগোচর ॥ মসরিক আদি করি,
 সৌম্যল জুবুঝ ফিরি, মগরিবদেশে কৈনু গতি ॥ মগরিবের
 নৃপবর, যেন সিংহ সম আর, মহারাজ এমরান নৃপতি ॥
 তুচ্ছ বিখ্যাত অতি, হয় সেই নরপতি, পৃথিবিতে সম্পদ
 অপার ॥ বিক্রম কেশরী সম, সক্র আগে কাল যম, নাহি নৃপ
 সদৃশ তাহার ॥ পুরি অতি মনোহর, হেম রজতের ঘর,
 লালমতি ॥

যেন হয় ইন্দ্রের স্বর্গ পুরী॥ পুরি মধ্যে শোভে অতি, নৃপমহা-
 দেবি সতী, স্বর্গ মধ্যে যেন সুরেশ্বরী॥ তাঁহার রূপের ধর্ম
 পুরিলেক এমেদেনি, সেরূপে উজ্জ্বল অমৃতমুখি॥ মহাদেবি
 গভে এক, কন্যা জন্ম হইলেক, অপরাপ পরম শুন্দরী॥ প্র-
 কুরমহিমা অতি, শূভে হেনরূপবতী, স্বর্গে উজ্জ্বলিত হুপয়ী
 দেবগণ যদি দেখে, অজ্ঞান হইয়া থাকে, কষ্টেতে যেমন করে চুরি
 শুনকহি শুকবান, অমির ছিন্নানাহা, সপ্তদ্বিপ এমহিম গুলে
 রূপে হেন বিলকণ, না দেখিহু কদাচন, হেন কন্যা নাহি কিতী
 তলে॥ হেনরূপ বিলকণ, স্বপনে কেহ কদাচন, না দেখিহু হেন
 রাজমুতা॥ পরস্তাবে না শুনি, পৃথিবিতে না জন্মিল, রূপে গুলে
 হেন শুচরিতা॥ জেবা গুণ রাজমুতা, শুন অপরাপ কথা, জোমা
 কে কহিবে গুণধামা॥ যদি হাঁসে লালমতি, ছটকে পরম জ্যোতি
 উপর্জ মানিক অমৃতমুখ॥ সে কন্যা কান্দরু যবে, নরনে সুকুণ্ড
 যবে, উপর্জর অমূল্য রতন॥ তে কারণে নৃপবর, মহারিশ নির-
 ক্তর, নিজ কন্যা মহিমা কারণ ॥ মন হরষিত অতি, না ঘরাখে
 লালমতি, কন্যা দেখি মন কতুহল ॥ শুনি রূপ অদ্ভূত, মহা
 মহা রাজমুত, রাজ্য পাট ত্যাজিয়া সকল ॥ কন্যা প্রেম
 মনে ধরি, জীব আশা পরিহরি, কন্যা হেতু করয় গমন ॥
 সে রাজ্যে করিতে গতি, পথেতে সঙ্কট অতি, হাঁটি জাইতে
 নারে কদাচন ॥ অরন্যে নাহিক বাট, সমুদ্রে নাহিক বাট
 নৌকা হীন সমুদ্র অপার ॥ সপ্তম সাগর পার, হইতে সকতি
 কার, অরন্যেতে গতি অখাস্তর ॥ রূপ শুনি হরে জ্ঞান, কর্ণ
 করে সুধাপান, মদমত্তে আঁখি মাতরালা ॥ অদর্শনে প্রাণ

লালবার্ উদ্যোগিয়া, বহু নৃপ শুভ গিরি, অধাঙ্করে ত্যজি
 জীবন ॥ যদিবা সঙ্গট ভাঙ্গি, এসণ্ডু সমুদ্র লজ্জি, সে রাজ্যেতে
 করয় গমন ॥ নৃপতির অঙ্গিকার, শঠম পরীক্ষা ভার,
 জিনীতে পারয় যেই জন ॥ সত্যসেই বরপ্রতি, বিষ্ঠাদিতে
 লালমতি, নৃপতির প্রতিজ্ঞা বচন ॥ শুন কহি যেই সব,
 ত্রিমিয়াছি নানা ভব, যে যে রাজ্যে বাসে নরগণ ॥ জতেক
 রমনি মেলে, না দেখিহু ক্ষিতী তলে, লালমতি সম কদাচন
 রূপে জিনি রূপবতি, জ্ঞানে জিনি বৃহস্পতি, জনম প্রকৃতি
 অতিশয় ॥ যগধন্যা শুচরিতা, সেইত এমান স্মৃতা, প্রথমা
 শরীর জ্যোতিষ্ময় ॥ পুরুষ মণ্ডল মাঝ, তোমা শয় যুবরাজ
 পৃথিবীতে নাহি কদাচিত ॥ তুমি বর সেই বাল্য, শোভয়
 উত্তম মালা, লালবার্ তোমার উচিত ॥ তুমি প্রভাতের
 ডার, তোমা যোগ্য লালবার্, সৃজে প্রভু চাহিতে কোতুক ॥
 হেন অনুমান পাই, হবে দুই এক ঠাই, লালবার্ ছয়কল
 মুখ ॥ যেন দিবাকর প্রতি, অবংশ শোভয় অতি,
 তোমাকে শোভয় লালবার্ ॥ এমান নন্দিনী ধনি, তেনতুমি
 গুনমণি, সমজুস্ত দোহ রাধা কাম ॥ লালমতি রূপ রেক
 সহস্র অংসের এক, কহিতে না পারি কদাচন ॥ যদি দেখ
 রাজ স্মৃতা, প্রত্যয় করিবে কথা, সত্য মিথ্যা জানিবে
 ভদ্রন ॥ সে কন্যা দর্শন পাই, পৃথিবীতে হেন নাই, স্থিরহই
 রহিতে ডাঙাই ॥ নর আদি পশু পক্ষি, লালবার্ রূপ দেখি
 জ্ঞান ছাড়ি পড়ে মোহ ধাই ॥ অপরূপ রূপ রজ, দেখি
 মুনি মন ভুজ, ব্রহ্মা আদি মোহ দেখগণ ॥ প্রভুর মহিমা বলে
 শূজিয়াছে ক্ষিতি তলে, হেন কন্যা রূপ বিলক্ষণ ॥ নারী

মধ্যে লালমতি, প্রকৃতি উত্তম অতি, সাত্ত্ব বিদ্যাগদ
 শুভা * সেই বাল্য তুমি বর, রূপে গুণে সমস্বর, দোহ
 যেন মানিক যুকুতা * এমনি নন্দিনী ধনি, জাতে কন্যা
 পদ্মিনী, যোগ্য তুমিসে কন্যা কুমার ॥ যেন তুমি হইছ
 হেনরূপ বিলক্ষণ, সংসার মধ্যেতে নাহি আর * ভ্রমিয়াছি
 নামাঙ্কন, তুমি বিনে নাহি অন, সেই কন্যা প্রতিযোগ্য
 বর ॥ যেন কন্যা লালমতি, তুবনে প্রসংশা অতি, তেন
 তুমি রসের নাগর * শুন কহি গুণধান, সেই কন্যা বিনে
 অন, ভবে নাই তোমা যোগ্য মারী ॥ তুমি সম পৃথিবীতে
 না দেখেছি কদাচিত্তে, অসিয়াছি সংসার বিচারি * না
 জানিও কোন হেতু, প্রভুর মহিমা সেতু, দূর দেশে সজ্জ
 বর বাল্য ॥ সেই দেশে জাইবার, প্রকার নাহিক তারি,
 কি রূপে পাইবা কণ্ঠমালা * সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে
 বন্দি তান পদ, আবদুল হাকিম হীন ভবে ॥ প্রভুর নিবন্ধ
 কথা, সন্দ কি জাইতে তথা, সঙ্কটেতে নাহি প্রভুবিনে *

* রাগ পয়ার ছন্দ *

ভমিকের মুখে শুনি অপরূপ কথা ॥ বহু সন্তাসিল তাক
 করিয়া মায়তা ॥ বহু ধন রত্ন কৈল ভমিকেরে দান ॥
 সন্তোষ হইয়া অতিগেল নিজ স্থান * লালমতি প্রেমভাবে
 নৃপতি নন্দন ॥ সদয় চিন্তিত অতি নিজ মনেমন * কিরূপে
 দর্শন করি কন্যার সহিত ॥ কন্যা বিনা জীবন সংসার
 প্রতিনিহিত ॥ লালবাহু সজ্জ যদি না হয় দর্শন ॥ জীবন
 হইবে মোর মৃত্যুর লক্ষণ * জীবনে নাহিক ভয়
 হরিষ বিসাল ॥ সংসারে জীবন হতে মৃত্যু তার ভাল *

পিয়া বিনা সন্ধ্যা আকুল যে সকল। সে সব অথোতে সন্ধ্যা
 জীবন বিফল। শরনে না আইসে নিদ্রা বসি তাবে কেশ।
 বিরহ বিচ্ছেদে তাবে, উন্মত্তের ভেসে। প্রেম সুরাপানে মন
 হইল বিভোল। বিরহ তরঙ্গ যেন সমুদ্র হিলোল। ভ্রমি-
 কের ঘূর্থে শুনি কন্যার বৃত্তান্ত। মিলনের জন্য মন হইল
 অশান্ত। যথিব উদ্দেশে উড়ে মন পাশি রাজ। নিরন্তর
 সহে অক্লান্ত প্রেম অগ্নি মাঝ। আকুল হইল চিত্ত ভ্রমিক
 বচনে। মজিয়া রহিল মন প্রেম হৃদাসনে। কন্যা বিনে
 রাজ্য পাট গরল সদৃশ। ধন জন অশ্ব গজ সব লাগে বিষ।
 ইচ্ছা মিত্র বন্ধু যত বান্ধব সকল। প্রাণ প্রিয়া বিনা সব
 হইল গরল। ত্যাগিলেক অম্ল জল যতেক সকল। শরনে
 নাহিক নিদ্রা সদাই বিফল। লালমতি বিনা তিস্ত জীবন
 যৌবন। প্রিয়া বিনা যত ইতি সব অকারণ। না করে মনের
 ভেদ অন্যেতে প্রচার। যথিব রাজ্যেতে জাইতে চিত্তের
 প্রকার। তবে এক দিন জাই নৃপতি সাক্ষাত। করজোড়ে
 নিবেদন শুন নর নাথ। কুমারের করজোড়ে দেখি নরপতি
 পুত্র কুমার তরে মধুর ভারতি। শুনবাণু যুবরাজ জীবের
 জীবন। মনের বাসনা কিবা কহ প্রাণ ধন। মনের
 মানস জেবা কহ মোর ঠাম। অবিলম্বে পুরাইব তব
 মনস্কাম। যদিবা মাস্তহ বাপু রাজ্য সিংহাসন। সমপি
 তোমাকে রাজ্য পাট এইক্ষণ। তোমা ঘূলে রাজ্য পাট মনে
 শোভাকর। তুমি বিনা রাজ পাট মনেতে অসার। আদেশ
 মোকে বাপু বিবাহ কারণে। ভুবনে জাহার কন্যা লয়
 তোমা মনে। প্রভুর আজ্ঞার আমি জগ অধিকারী।

অবিলম্বে শত বিক্রা করাইতে পারি * বল বাপু মনে
 কিবা বাসনা আছে ॥ আদেশ আমাকে বাপু জেবা চিত্তে
 লর * কুমার নিবেদে তবে নৃপতি সম্প্রদ ॥ তোমার
 প্রমাদে কিবা না পুরিল আশ * সহস্র সহস্র নৃপসরাল মাঝার
 তোমার প্রভাবে সব সেবক আমার * মোর সম ভাগ্যবন্ত
 কেবা ক্ষিতী মাঝা ॥ তোমার ঔরসে জন্মি হৈনু যুবরাজ * ক্ষিতী
 অধিপতি তুমি রমুল আল্লার ॥ মহা ভাগ্য, জন্ম মোর
 ঔরসে তোমার * সর্ব অথে মোর প্রতি প্রমাদ তোমার ॥ ইহ
 লোকে পরলোকে প্রতিষ্ঠা আমার * এহতে সম্পদ কিবা
 ভুবন মাঝার ॥ তোমার যতক হয় সকল আমার * যদি যে
 প্রকুর স্থানে নিজ প্রাণ পানে ॥ জনম অবধি তোমার দেখি
 সিংহাসনে * পরম ভরসা মোর তোমার চরণে ॥ কোন প্রয়ো-
 জন মোর রাজ্য সিংহাসনে * বিবাহ নির্বন্ধ জবে পুরয় আমার
 করিবে আপন কর্ম প্রভু করতার * তবে কি বাঞ্ছিত জেবা
 নিবেদি চরণে ॥ একাশ্বর যুগয়া করিতে ইচ্ছা মনে * সৈন্য
 লই জাই যদি অরন্য মাঝার ॥ না জানি কাহার ভাগ্যে
 ঘটয় সিকার * তেজাজে তোমার পদে অধিক মানস ॥
 পরীক্ষা লইতে চাহি ভাগ্য ফলজন * আমা প্রতি আদেশ
 করহ নৃপবর ॥ যুগয়া করিতে আজ্ঞা কর একাশ্বর
 সেকান্দর বলে বাপু করহ বিপারিত ॥ আরন্যে জাইতে একা
 মা হয় উচিত * একাশ্বর প্রবেশিবা বনের মাঝার ॥ কিরূপে
 রহিবে প্রাণ ধড়েতে আমার * কুমার বলিল সাহা শুন
 নিবেদন ॥ জাহার নির্বন্ধে জেবা আছে লিখন * ললাট
 লিখন যটে পুরিলে সমন ॥ ঘরে কিবা বাহিরে হয় অবশ্য

মরণ * পৃথিবীতে আসু জসরৈতে কদাচন ॥ যদি সে সমুদ্রে
 পড়ে না হয় মরণ * জাহার হস্তেতে যত্ন আছর জাহার ॥
 রাখিতে না পারে তারে গড়ের মাঝার * সমন সমর লকলক
 সৈন্যগণ ॥ সহায় হইয়া নারে রাখিতে জীবন * জাহাকে
 রাখর আপে প্রভু নিরঞ্জন ॥ কাহার সক্তি আছে করিতে
 নিধন * জাহারে সংসারে প্রভু দয়া পরিহারি ॥ রাখিতে না
 পারে তারে মা ও বাপ ধরি * অতএব বিবেদিছি তোমা
 পদ তলে ॥ একাশ্বরপরীক্ষিতে নিজ জসবলে * নিশেধ না কর
 পিতঃ মাঙ্গি পরিহার ॥ আদেস আমাকে জাই করিতে শিকার
 কুমারের শুনি হেন বিনয় বচন ॥ আজ্ঞা দিল নৃপতিযে বিসা-
 দিত ঘন * কহিল প্রভুকে তোমা কৈনু সমপন্ন ॥ যুগয়া করহ
 জাই জথা লয় ঘন * সহস্র প্রণাম করি বাপের চরণে ॥ কুমার
 চলিয়া গেল মারের ভবনে * জননি প্রণাম করি সহরিস
 মন ॥ সঙ্গতি লইল রত্ন বহু মূল্য ধন * নানা অস্ত্র পরি-
 পূর্ণ লইল সঙ্গতি ॥ হস্তেতে বিচিত্র ধনু যেন পুরপতি *
 সূক্ষ কনকের ঘুঠ কোমরে কুপান ॥ বহু মূল্য নানা বস্ত্র
 অঙ্গে পরিধান * পৃষ্ঠেতে শোভয় তুন দিব্য দিব্য শর ॥
 সাজিল জুলকর্ণ সূত যেন পুরন্দর * প্রভাত সময় পাই
 মহা শুভক্ষণ ॥ অশ্ব পরে আরহিল সাহার নন্দন * সেবক
 লইয়া এক সঙ্গে আপনার ॥ স্মরিয়া প্রভুর নাম চলিল
 কুমার * বিজলী চমকে জেন অশ্বের গমন ॥ চলিলেক
 নিজ প্রিয়া করি অন্যেমন * এহি ঘতে অশ্ব কেপি জায়েন্ত
 কুমার ॥ প্রবেশিল মহা এক অরন্য মাঝার * তবে সেবকেরে
 ডাকি কহিল কুমার ॥ অশ্ব লই চলি জাও ঘরে আপনার *

রত্ন এক দিন বীর সেবকেরে দান ॥ কহিল - এ রত্ন লই
 জাও নিজস্থান ॥ ভ্রমিব কতেক দিন মন রঞ্জে অতি ॥
 অশ্বের বিসয় কিবা হই পদ গতি ॥ কুমার যুখেতে শুনি
 এহেন বচন ॥ দণ্ডবতে সেবক করয় নিবেদন ॥ বাপ
 পিতামহো সমে সেবক তোমার ॥ না জাবতোমাকে ছাড়ি
 অরন্য মাঝার ॥ ধাইলে আমাকে ব্যাঘ্র ধরি খাউক আগে ॥
 একাস্বর তোমা ছাড়ি জাইতে স্নেহ লাগে ॥ এহাতে
 অধিক পাপ নাহি পৃথিবীত ॥ ঈশ্বরে সঙ্কটে কেলি চিন্তে
 নিজ হিত ॥ তোমা কাজে প্রাণ দিব ভ্রমি দেসান্তর ॥
 তোমার চরন ছাড়ি না হৈব অন্তর ॥ কুমারে বলিল জেবা
 কৈলা যুক্তি হয় ॥ জ্ঞাতি জন প্রতি অন্ন লবনের ভয় ॥
 তবে কিতোমাকে সঙ্গে নিতে না জুরায় ॥ তে কাজে বিদার
 দিহু মোর স্বইচ্ছায় ॥ সত্যতা কহিহু পরিহারি ধর্ম ভয় ॥
 বিদেশে সঙ্কতিতোকে না লিব নিশ্চয় ॥ আমার বচন তোর
 অযুক্ত লজ্জন ॥ নিঃসঙ্কে আপনা যরে জাও রক্তমন ॥ পুনি যদি
 লজ্জা তুমি বচন আমার ॥ অবিলম্বে আশা হন্তে হইবা সংহার
 কুমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনি অঙ্গীকার ॥ নিবেদয় জোড় হন্তে
 কুমার গোচর ॥ যদিবা দেশেতে আই সাহার গোচর ॥ তোমা
 না দেখিলে মোকে বধিবে সত্যর ॥ কিবা এখা কিবা সেখা আমার
 নিপাত ॥ কেমনে দাড়াব বল নৃপতির সাত ॥ কুমারে বলিল
 তথা জাইবা সঙ্কটকালে ॥ তোমাতে পুছিলে আশা বার্তা
 মহি পালে ॥ কহিবা সঙ্কটতে অশ্বমোকে সমর্পিয়া ॥ অস্তঃ-
 স্পু রেযুবরাজ প্রবেসিল গিরি ॥ অস্তঃস্পু রেগেল হেন জ্যানিরা
 নিশ্চয় ॥ সান্ত হইবেক সাহা না শুনি সংশয় ॥ তা শুনিয়া

সেবক কান্দে মিত্তি বিস্তর ॥ কুমারে প্রণামি অশ্রু আরছে
 সন্তর * সন্ধ্যাকালে আসি ডেল আপনা পুরিতে ॥ দাওয়া
 সেবক জাই নৃপতি বিদিতৈ * সেবকে দেখিয়া ব্যাথ হ'ন
 ভরমান ॥ কুমারের বার্তা পুছে নৃপাঙ্গন ॥ সেবক বলিল মোর
 হস্তে অশ্রু দিয়া ॥ অন্তঃস্পুরে যুবরাজ প্রবেশিল গিয়া * কুমার
 আইল শুনি সেবকের স্থান ॥ নিজ পুরি প্রবেশিল সাহাঙ্গন
 এইমতে ত্রিতীয় দিবস বহিজায় ॥ নৃপতি যে কুমারের বার্তা
 নাহি পায় * কুমারের অশ্রু যত সব গণ ॥ ডাকাইয়া সে
 গবে নৃপ পুছিল বচন * সেবকানে বলে আজি তিন দিন
 হয় ॥ কুমারের সঙ্গে দেখা নাহিক নিশ্চয় * শুনিয়া এহেন
 থাক্য অশ্রু স্থান ॥ অকস্মাৎ নৃপতির যেন ছাড়ে প্রাণ *
 পুত্র শোকে রাজা ও রাণী খেদ করিবার বরান ।

* বিলাপ *

পরার ছন্দ ॥

পুত্র শোকে মহা নৃপ করয় কান্দন ॥ আহা পুত্র যোকে
 ছাড়ি বিদেশে গমন * অরন্য ভ্রমহু কিবা সমুদ্র তরঙ্গে ॥
 একাকি ভ্রমহু পুত্র কেহ নাহি সঙ্গে * কিবা ব্যথা মনে
 তোমা হৈল উপস্থিত ॥ যোকে না कहিলে কেন মনের
 বাঞ্ছিত * প্রভুর কৃপায় আমি কিতী অধিকারী ॥
 সিংহাসনে বসি কিবা করি দিতে নারি * পৃথিবী মাঝারে
 যত নরেন্দ্র যশস ॥ প্রভুর কৃপায় মোর অধীন সকল *
 জাকে জেবা আদেসহ ভুবন মাঝার ॥ যরে বসি কোন
 কর্ম না হয় তোমার * পৃথিবীতে ধন রত্ন কটক অপার ॥
 মোর সম নৃপ নাই ভুবনেতে আর * ভুবনেতে আশা সম
 সম্পদ কাহার ॥ কোন দুখে বিদেশেতে গমন তোমার *

লালমতি ॥

[১৮]

ত্রিঙ্গুগ ইন্দ্র প্রভু অনাথের নাথ ॥ প্রভুর রূপায় কিবা না
 ঘটে এখাত ॥ যদি সে বিভার ইচ্ছা মনেতে তোমার ॥ বিবাহ
 করাতে নারি দুহিতা কাহার ॥ গগণেতে কার্য্য মাত্র সাধিতে
 নাপারি ॥ পৃথিবীতে নৃপ সব মোর আজ্ঞাকারী ॥ সপ্তদ্বীপ
 ক্ষিতী পরে যেদিন উপর ॥ আমার অধীন নহে কোন নৃপবর
 মোর পুত্র মনে কন্যা বিভা হয় জার ॥ ভুবনে না বাড়ে
 কিবা প্রতিষ্ঠা তাহার ॥ এহি সে সমুদ্র মোর মনে অতু-
 লিতা ॥ জীবাবধি সজ্জিবে রহিতে পৃথিবীতে ॥ পিতা হিন শিশু
 যেন হইয়া দুর্গতি ॥ অনাথ হইয়া ভ্রমের সমুদ্র পিতমতি ॥ তেমন
 আমার পুত্র হইয়া অনাথ ॥ বিদেশেতে একাধর ভ্রমর কোথা
 আর প্রভু নিরঞ্জন নির্দনের ধন ॥ তোমা পাদে পুত্র মোর
 কৈনু সমর্পন ॥ অনাথের নাথ প্রভু ত্রিঙ্গুগ পতি ॥ তুমি
 বিনা নিলৈক্য জনের নাহি গতি ॥ আমার গুরসে মাত্র সৃজন
 তাহার ॥ বিদেশে সঙ্কটে তাকে করিবা উদ্ধার ॥ সমগি হু পাদে
 তোমা পুত্র প্রান ধন ॥ সজ্জিবে পাঠাও পুত্র মোকে নিরঞ্জন
 স্বদেশে বিদেশে তারে করিবা উদ্ধার ॥ সর্বস্থানে তুমি বিনা
 লৈক্য নাহি আর ॥ কব কি ভবের ধার ॥ পুত্র স্নেহ অতি ॥
 পুত্রের বিচ্ছেদ শোকে স্থির নহে সতি ॥ আছা পুত্র যুব-
 রাজ দিল মনে দুখ ॥ রহিতে নাপারি আমি না দেখি তব
 মুখ ॥ বহু দান ধ্যান পুত্র পাইনু তোমারে ॥ কিবা দোষ
 দিয়া পুত্র ছাড়িল ॥ আমারে ॥ বুঝিতে না পারি বাপুতোর
 মায় ছল ॥ প্রবোধি আমারে ভাণ্ডি করিল ॥ বহল ॥ একা-
 দ্বর হই পুত্র যুগয়ার ছলে ॥ মোকে দহি গেল ॥ পুত্র
 বিচ্ছেদ অনলে ॥ তুমি বিনা হৈল মোর কঠিন জীবন ॥

অকারণ ধন রত্ন রাজ সিংহাসন * এহি মতে শোকাবুল
 হই নৃপবর ॥ পুত্রের বিচ্ছেদ শোকে কান্দিল বিস্তর * তবে
 মহা পাত্রবর আসি ততৈক্ষণ ॥ নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিল
 বচন ॥ সঙ্কটে কাতর নহে জেব ॥ মহাজন ॥ ধৈর্য্য মত্তে না ছাড়
 ধৈর্য্য কদাচন * যেই মতে বিষটীত হইব সুসার ॥ পণ্ডিতসবের
 যুক্তি চিন্তিতে প্রকার * অযুক্ত কান্দন সাহা বিফল আদেশ
 নিয়োজহ সৈন্য বহু প্রতিদেশে দেশ * দেশে ২ গ্রামে ২ প্রতি
 রাজ্যে রাজ্য ॥ পাঠাইলে সৈন্য সব সিদ্ধ হয় কার্য্য * অরনে ২
 কিবা সাগরে ২ ॥ বিচার করুক জাই কোটি ২ নরে * যতেক
 আছয় নৃপ এসণ্ড ভুবনে ॥ কোটি ২ পত্র লিখ প্রতি জনে *
 কদাচিত্ত নিকৃৎশ না হৈবে কুমার ॥ অবিলম্বে বিষটীত হইবে
 সুসার * শুনিয়া পাত্রের বাক্য সন্তু নৃপবর ॥ পত্র লিখি
 দেশে দেশে নিয়োজিল চর * সহস্র ২ কোটি ২ লিখে লিখন
 এক জন পিছে ধায় সহস্রেক জন * উদ্দেশ করিতে সিতা
 জনক নন্দিনি ॥ রামচন্দ্র কৈল যেন কটক পাটনি * উদ্দে-
 শিতে নৃপ স্মৃত বীর যুবরায় ॥ তাহাতে অধিক সৈন্য চারি
 দিগে ধায় * সাহাবদ্দিন মোহম্মদ চরণ বন্দিয়া ॥ অবতুল
 হাকিম কহে পাঁচালি রচিয়া * যথা দিব্য বন্দা মাঝে
 পুষ্প মনোহর ॥ তথা চলি গেলা রসময় মধুকর * চিন্তা
 পরিহারি সাহা ধর্য্য কলেষর ॥ অবিলম্বে যুবরাজ আসিবে
 সন্তর * চিন্তা পরিহার সাহা বাক্য ধর মোর ॥ জুগাই
 লই বীর আসিবে গোচর *

পুনর্বার মহাদেবী পুত্র-শোকে খেদ
 করিবার বয়ান ।

* রিউ পদি *

* রাগ পরিতাল ছন্দ *

বার্তা যে সকল, শুনিয়া বিকল, কান্দে মহারানী সতী ॥
 আহা পুত্রবর, কিশোর অন্তর, ভিন্ন দেশে কৈলা গতি *
 আমি অভাগিনী, তোমার জননী, তোমা ধরিনু উদরে ॥
 তোমা না দেখিয়া, এতখ সহিয়া, কি রূপে রহিব ঘরে *
 তোমা চক্ষু মুখ, না দেখিলে দুখ, মর্ম বিদরয় ঘোর ॥
 মোর মর্মে ব্যথা, দিয়া গেল কোথা, কি দোষ করিনু
 তোর * বহু বর ধ্যানের, মাসি প্রভু স্থানের, পুত্র পাইনু
 কিতী মাঝ ॥ বিধাতা বিঘ্ননা, হৈল বিড়ম্বনা, ছাড়ি গেল
 সুবরাজ * প্রচণ্ড কুমার প্রদীপ আমার, চলি গেল করি
 ঘরে ॥ অন্তঃস্পুর মোর, অন্ধকার ঘোর, মোর প্রাণে
 কত ধরে * সরফল মুসুক, হইল বিষুখ, ছাড়িনু জীবন
 আশ ॥ দিয়া পুত্র নিধী, হরি নিলা বিধী, হইনু অতি
 নৈরাস * মোর ভাগ্য অতি, ভবে পুত্রবতি, হৈনু অতি
 আনন্দিত * কর্ম দোষ ফলে, পুত্র শোকানলে, চিত্য
 দহে মোর চিত * বদন শুন্দর, জিনি শশধর, প্রভাতের
 দিন মণি ॥ হেন পুত্র বর, গেল দেশান্তর, বিফলে জিরে
 জননি, অন্তঃস্পুর মাঝ, নাহি মোর কাজ, ধরিব
 জোগিনী ভেস ॥ লজ্জা পরিহারি, হৈব দেশান্তরি, ভ্রমিব
 নানান দেশ * কহে মনস্তাপে, মৃত্যু ইচ্ছা আপে, গরল
 ভকিব আনি ॥ কুমার সন্তাপে, মঘন বিলাপে, অন্তঃস্পুরে
 মহারানী * যত সখিগণ, কান্দে সর্বজন, অন্তঃস্পুরে
 যুবতি ॥ পাত্র মিত্রগণ, কান্দে সর্বজন, কান্দে নৈন্য সৈন্য
 পতি * সাহায্যদিন পীর, পদে মনঃস্থির, আবদুল হাকিম



হীন কহে॥ কহে মনে ভাবি, সোন মহাদেবী, মনদুখকতদিন
তুমি মহা সতী, ভবে পুত্র বতি, কিবা সংশয় তোমার ॥
মহা মনরঞ্জে, বধু লই সজ্জে, আনি মিলিবে কুমার ॥

অথা কুমারের অনেসনে নৃপতি ছুত পাঠাইবার বরান ।

॥ পয়ার, মালসি রাগ ॥ কুমারের অনেসনে আই

ছুত গণ ॥ দেশে দেশে বিচারেস্ত সাহার নন্দন ॥ লক্ষ

লক্ষ কোটি কোটি ধায় ছুত গণ ॥ প্রতি দেশে বিচারিল

গিরি জনে জন ॥ প্রায়ে প্রায়ে বিচারিল প্রতি ঘরে ঘর ॥

পৃথিবী জুড়িয়া চলে নৃপতির চর ॥ হাটেতে বাজারে

আর সহর নগরে ॥ বিচারে নৃপতি সূতে অবধি অন্তরে ॥

চাহিয়ে সমুদ্র গিরি পর্বত শিখর ॥ নাহিল স্থান এক দৃষ্টি

অগোচর ॥ সমুদ্র বিচারে নৌকা লামি সতে সতে ॥ সহস্রে

সহস্রে ছুত আরহী পর্বতে ॥ একতন দুই করি বিচারে কাননে

উদ্দেশ না পায় কেহ সাহার নন্দনে ॥ সেকান্দর চর ফিরে

কোটি লৈক্ষান্তর ॥ পৃথিবী মণ্ডল যত নৃপতির চর ॥

একত্র হইয়া সৈন্য অন্তর অপার ॥ বিচারি চাহিল সবে

সমাল সংসার ॥ জদ্যপি পাইত কেহ নয়ান নিকটে ॥

এতু না ঘটায় জাকে কভু নাহি ঘটে ॥ না ঘটিল নৃপ সূত

কাহর নয়নে ॥ অজ্ঞতাপ রৈল বহু সে সবে মনে ॥ তবে

যত ছুতগণ হইয়া নিরাশ ॥ বার্তা জানাইল আনি সাহার

সম্প্রসি ॥ ছুতমুখে শুনি সাহা বার্তা অকুশল ॥ পুত্র শোক

মহা নৃপ কান্দিয়া বিকল ॥ তবে মহা পাত্র আমি কহে

ভুপস্থান ॥ মন দুক পরিহর সাহা গুণবান ॥ কুমার কারনে

সন্দ না রাখিও মনে ॥ গিৎহের ঔরসে গিৎহ জন্মিল ভুবনে

না রাখে তোমার গর্ভ মনে কদাচন ॥ আপনা গর্ভে ত চলে
 ভাবি নিরঞ্জন ॥ আপনার কণ্ঠে কারো না চাহে সাহায্য ॥
 আপনা শক্তিতে চাহে সাধিবারে কার্য ॥ মহাবীর শালি
 বীর তনয় তোমার ॥ স্বদেশ বিদেশ সম ভাবেন কুমার ॥
 তে কারণে নৈন্য পরিহর একেশ্বর ॥ গগন মণ্ডলে যেন ভ্রম
 দিবাকর ॥ পৃথিবী ভিতরে তেন তোমার নন্দন ॥ একেশ্বর
 ভ্রমিতে আছর রঙ্গ মন ॥ মহা অরন্যে তে যেন ভ্রমর কেশরী
 জেহেন ভ্রমর বীর মনে গর্ভ ধরি ॥ বিবাহ করিতে ইচ্ছা
 উপজিল মনে ॥ তে কারণে চলি গেল কন্যা অন্যমনে ॥ মনে
 বঞ্ছা অনুরূপ পার য়েই স্থান ॥ মন সুখে তথা চলি গেল
 গুণবান ॥ মহা পাত্রবর কহে জান গুণিগণ ॥ দুখদসা শেব
 ভিন্ন নহে শু-গঠন ॥ মনের বাঞ্ছিত জেবা বীর যুবরাজ ॥ না
 কহিল তোমা আগে ভাবি মহা লাজ ॥ যথাক্রমে হটয় নিজ
 যোগ্য রাজ স্ত্রী ॥ বিবাহ করিয়া শীঘ্র আনিবে কহেথা ॥ মহা
 জন্ম রাসি নৃপ তোমার কুমার ॥ অবিলম্বে কর্ম গিকি ইহবে
 তাহার ॥ জেহেন জোলকর্ণ তুমি রসুল আল্লার ॥ জন্মিল
 আল্লার গুলি গুরসে তোমার ॥ অরনের প্রতি মনে না গুণ
 সংশয় ॥ অরন্যে খোণ্ডাজ তোমা ভ্রাতা মহাশয় ॥ সমুদ্রে
 তরিতে কিছু মনে সঙ্ক নাই ॥ সমুদ্রেতে ইলিয়াছ নবি
 তোমা ভাই ॥ জথা তথা ভ্রমে তোমা পুত্র বীর বর ॥
 সঙ্কেতে আছেন তোমা দুই সহদর ॥ না ভাব কুমার হেতু
 নৃপ কদাচিত ॥ বিঘটিত না হইল খোণ্ডাজ বিদিত ॥
 বিদেশেতে নিরাক্ষর তোমার তনয় ॥ এহেন না ভাব মনে
 নৃপ মহাশয় ॥ তোমা মনে সঙ্ক যেন কুমার কারণে ॥

ততধিক সন্দ জানখো গাজের মনে * বেকর্ম করিতে নারে
 আপে মহারাজ ॥ কুমারের সেই কর্ম করিবে খো গাজ * অবি-
 লম্বে পুরিবে তাহার মনস্কাম ॥ কার্য সিদ্ধি যথা তোমাপুত্র
 গুণধাম * অরন্যে জখাতে রাম অযোধ্যা তথা তাহাতে
 তোমার পুত্র ভুবনবিখ্যাত * আগিতে বিলম্ব নাহি তোমার
 নন্দন ॥ শোক পরিহর সাহা সান্ত্বকর মন * মনে চিন্তা পরি-
 হর না গুন প্রমাদ ॥ প্রভুর নিকটে কর তুমি আশির্বাদ *
 আমার রসুল তুমি জ্ঞানেতে পণ্ডিত ॥ ক্ষুদ্র বুদ্ধি হই আমি
 তোমার বিদিত * আমি হেন সহস্রেক কটিনরগণে ॥ হিত
 উপদেশ প্রায় তোমর চরণে * তেকাজে কহিতে লজ্জা
 তোমার পোরে ॥ আপেকিনা জান তুমি * পাত্রে
 রহনে সাহা সান্ত্বকৈল মন ॥ নিজ অন্তঃস্পরে নৃপ করিল
 গমন * মহারাণী প্রতি তবে বহু আশ্বাসিয়া ॥ সান্ত্বাইল
 নিতী শাস্ত্র বচন কহিয়া * পাত্রেতে শুনিল জেবা কহিল
 বচন ॥ শুনি মহারাণী সতী সান্ত্ব কৈল মন * কিন্তু দেবি
 শুল্কে কহ নৃপ গুণমনি ॥ কোন দেশে কার আসে গেল
 জাহ্নমনি * হাকিম কহেন আমি সার বাক্তা জানি ॥ আনিবে
 তোমার স্মৃতে রসের কামিনী * হুখ দসা অবশেষ পরিনর
 করি ॥ নিজ রাজ্যে আসি পুনি হৈবে অধিকারী *

রাজ কুমার সর্প লঙ্কে সমুদ্র পার হইয়া জঙ্গলে

প্রবেশ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিবার বরনি ।

* পরার জমক ছন্দ *

এথা পশ্বে ক্রমে চলি জায়েন্তু কুমার ॥ সমুখে মিলিল
 মহা সমুদ্র অপার * পার হ'তে নাহি নৌকা নাহি ঘাট-

তাল ॥ গগন মন উঠে তরঙ্গ বিশাল❀ বিসম তরঙ্গ অস্তি
 সমুদ্র চঞ্চল ॥ দেখিয়া কুমার মন চিত্তায় বিকল❀ সমুদ্রের
 কুলে বসি কান্দে যুবরায় ॥ কি রূপে হইবে, পার না দেখি
 উপায় ❀ প্রভুর নিকট কহে সাহার সন্ততি ॥ অর প্রভু
 নিরঞ্জন ত্রিজগৎ পতি ❀ রূপার সাগর প্রভু সৃজন আহার
 এতিন ভুবন প্রভু সকলি তোমার❀ নিলক্যে লক্ষ্য তুমি
 নিরাশের আশা ॥ দুর্ভাগ্য জনের মাত্র তুমি যে ভরসা❀ মাতা
 পিতা ইক মিত্র ভাই বন্ধুগণ ॥ সঙ্কটেতে কেহ কার নহে
 কদাচন ॥ নিরলি জনের বল তুমি করতার ॥ ধিনের ধনতুমি
 সম্পদ অপার ❀ দুর্গতি জনের গতি তুমি দয়াময় ॥ তব
 রূপা ব্যতিরেকে কস্ম নাহিকয়❀ আবিহুল হাকিম কহে প্রভু
 দয়াময় ॥ আমাকে নৈরাস কৈলে সবারে সদয় ❀ বিস্তারি
 লিখিলে সেই বিচ্ছেদ ভারতি ॥ সদয় শুনিলে নির হইবেক
 কিতী ❀ বিদেশ নৈরাস বার্তা লিখে নাহি ফল ॥ এবে শুন
 কুমার বিনয়ে যে সকল❀ মোর আগে যেই সব কস্ম বহুতর
 তোমার নিকট অতি দরার ঠাকুর ❀ অমাখের নাথ তুমি
 রূপার সাগর ॥ তুমি বিনা কেহ নাহি তোমা সমশ্বর❀ মনোরথ
 না পুরিলে তোমার বিদিত ॥ দ্বিতীয় নাহিক প্রভুপুর্নাতে
 বাঞ্ছিত❀ সঙ্কটে তরাণমোরে জামি নিজ দাস ॥ তুমি বিনা
 কেহ নাহি পুরাইতে আশ ❀ যেমন হানিলা মনে প্রেমশ্বর
 বান ॥ মিলিত আমারে প্রেম-বন্ধু তুরমান ❀ প্রেম রোগ
 দিলা মম্মে প্রভু করতার ॥ রূপা করি দিতে যুক্ত ঔষধ
 তাহার ❀ এহি মতে কান্দি কান্দি সাহার নন্দন ॥ যদি সে
 প্রভুর পদে কৈল নিবেদন ❀ ভক্ত হৈল দয়াময় ত্রিজগৎ

পতি ॥ ফেরেশতার তরে আজ্ঞা দিল শীঘ্র গতি * সমুদ্র
 তীরেতে কান্দে সাহার সন্ততি ॥ অবিলম্বে কর পার জাই
 শীঘ্রগতি* ফেরেশতার পাইল যদি প্রভুর আদেশ ॥ চলিল
 ফেরেশতা এক ধরি সর্প ভেসে ॥ জখাতে বসিয়া কান্দে
 জোলকর্ণ নন্দন ॥ তথা জাই সর্প রূপে দিল দরশন ॥ সর্প
 দেখি যুবরাজ উঠি ততক্ষণ ॥ যুদ্ধ শয্যা কৈল হস্তে লই
 শরাসন ॥ ক্রোধ যুথ দেখি সর্প কহিল বচন ॥ শুন কহি
 সেকান্দর নবীর নন্দন * বিপক্ষ সহিতে যুদ্ধ আরম্ভিতে
 রণ ॥ মোকে দেখি যুদ্ধ সাজ কৈলা কি কারণ ॥ সময়ক
 ফুলুক তুমি জোলকর্ণ নন্দন ॥ চলিয়াছ লালমতি বিবাহ
 কারণ * কদাচিত্ত সক্র আমি না হই তোয়ার ॥ আইস
 সমুদ্র তোমা করি দিতে পার* সমুদ্র করিব পারতোমাকে
 নিশ্চয় ॥ আমারনিকটে আইসনা গুণসংশয়* যথিবদেশেতে
 জাই মন রঞ্জে আতি ॥ অবিলম্বে কর বিভা কন্যা লালমতি
 এবলিয়া শরীর বাড়ায় অজাগর ॥ নিজ অঙ্গে বান্ধি দিল গহন
 সাগর* সমুদ্র জুড়িয়া সর্প সাঁকর লক্ষণ ॥ কুমারকে ডাকে পার
 হ'বার কারণ* তা দেখিয়া যুবরাজ আশ্চর্য্য ভাবয় ॥ জানিল
 রাক্ষস মায়া ভুজঙ্গ নাহয়* পশ্চাতে ভাবয় মনে সাহারনন্দন
 যে হয় হউক মোর জীবন মরণ* জীবন রহিতে মৃত্যু নাহি
 কদাচিৎ ॥ তিলেক রহিতে নারি পুরিলে সমন * যদি মোর
 মৃত্যু লিখিয়াছে যাটে বাটে ॥ খণ্ডাইতে নারি জেবা নির্বন্ধ
 ললাটে * সর্প পৃষ্ঠে যদি সে না হই নদী পার ॥ তরিতে
 সমুদ্র আর না দেখি প্রকার * সর্পের নিকট জাই কহিল
 বচন ॥ যদিবা ডাকিতে ইচ্ছা ভকহ এখন* যদি সে না করি

প্রেম-বন্ধুর উদ্দেশ্য ॥ জীবন রাখিতে যোর নাহিক আশঙ্ক
 দর্শন না হৈল প্রেম-বন্ধুর সহিত ॥ কঠিন জীবন হ'তে মরণ
 উচিত ❀ খাইলে আমাকে খাও হই আশ্রয়ান ॥ বীর দর্প
 ছাড়িলু কেপিলু ধনুর্ধার ❀ নহে যদি প্রেম ভাবে কর উপকার
 মগ্রিব দেশে তে যোকে করি দেও পার ❀ সর্প বলে শুনকহি
 তোমাকে বিশেষ ॥ আসিতে আমাকে আনি কি দিবাসন্দেস
 যুবরাজ বলে জেবা আদেশ বচন ॥ সেই জুবা আনি দিব করি
 প্রাণপন ❀ হাঁসিয়া কহিল সর্প শুন বীরবর ॥ ঠেকিবে তোমার
 হস্তে রক্ত বহতর ❀ গৃহে উপজিবে তোমায়নি মুক্তাবন ॥ মোর
 হেতু পক্ষ গোটা আনিবা রতন ❀ সঙ্গিতে কুমার তবে কৈল
 জঙ্গীকার ॥ আসিতে দর্শন হৈলে মানিক্য দিবার ❀
 মর্গের পৃষ্ঠেতে হাঁসি সাহসক নন্দন ॥ সমুদ্র হইল পার
 অতি রক্ত ক্রম ❀ সমুদ্র হইয়া পার বীর গুণমান ॥ সমুদ্রে
 পাইল এক অরণ্য প্রধান ❀ হাটর অরণ্য পড়ে নৃপতি কুমার
 মহা এক রক্ত দেখে অরণ্য ম'বার ❀ রক্ত তলে সন্ধ্যাবনে
 পরম সুন্দর ॥ নানা পুষ্প পরিপূর্ণ দিব্য সরোবর ॥ দেখি
 লেকমনোহর অতি দিব্য স্থান ॥ তথা গিয়া বিশ্রাম করিল গুণ
 কান ❀ পহের গমনে তথা বিশ্রাম কারণ ॥ মিদ্রাগত হই
 তথা করিল শয়ন ❀ শয়নে রহিল তবে কুমার সুখতি ॥
 সুগয়া করিতে আইল সে দেশের পতি ❀ তৃফা কুল নৃপতির
 বহু মৈন্যগণ ॥ জলপান হেতু তথা আইল ভখন ❀ দেখিলেক
 সন্ধ্যাবনে প্রচণ্ড কুমার ॥ ভুবনমোহন রূপ অতি শোভাকর
 কুমারে দেখিয়া সবে আশ্চর্য্য ভাবয় ॥ কেহ বলে সভ্য
 এহি মনুষ্য না হই ❀ কেহ বলে গন্ধর্ব সর্গের বিদ্যা ধর ॥

ভুবন মোহন জিনি পায়স সুন্দর * কেহ বলে পারহরি
 অবতার ॥ লভিল যানব * ভুবন মাঝার * নৃপতি সবার
 সাহা জেবা ক্রিতি মাঝ ॥ মনে লয় হেন নৃপ-পুত্র যুবরাজ
 এই মতে কোলাহল করে সর্ব জন ॥ নিদ্রা পরিহরি উঠে
 নৃপতি নন্দন * কুমার নিকটে জাই পুছে সর্বজন ॥ সত্য
 কই কেবা তুমি কাহার নন্দন * দেবেন্দ্র কুমার কিবা নরেন্দ্র
 কুমার ॥ স্বরূপ বচন কহ কি নাম তোমার * কুমার বলিল
 আমি সাধুর কুমার ॥ মঙ্গিল বহিদ্ৰ মোর সমুদ্র মাঝার *
 সে সবে বলিল। তুমি আইস মোর সঙ্গে ॥ নৃপতি সহিতে
 দেখা কর ঘন বন্ধ * নৃপতি দেখিলে তোমা রূপ কদাচন
 ইহবে পরম ভুট নৃপতির মন * দেখিয়া বিচীত্র রূপ অতি
 মনোহর ॥ মহা যত্নে গৌরব করিবে বহুতর * উদ্দেশি বহিদ্ৰ
 তোমা সমুদ্র মাঝার ॥ ধন সমে ভিঙ্গা তুলি দিবেক তোমার
 কুমার বলিল আমি মনের বাঞ্ছিত ॥ প্রভু বিনা অন্যেতে
 না মাগি কদাচিত * নৃপতির মনোরথ যে প্রভু সম্পাদ ॥
 পুরাইবে সেই প্রভু মোর মন তাশ * কদাচিত না বাইব
 নৃপতি নিকট ॥ মাজিব প্রভুর পদে খণ্ডিতে সঙ্কট *
 এতেক কহিল যদি সাহার নন্দন ॥ ফারেস নৃপতি আগে
 গেল সৈন্যগণ * সে সব কহিলে জাই নৃপতি সম্মুখ ॥ অন্তরেতে
 অপারূপ দেখি নু কৌতুক * হন যত্নে স্বন্দা মাঝে দেখি নু
 কুমার ॥ সমুদ্রে ইহল তল বহিদ্ৰ তাহার * উদ্দেশি বহিদ্ৰ নিজ
 ফিরে বনেবন ॥ ভুবন মোহন রূপ সাধুর নন্দন * সাধু পুত্র হেন
 মাত্র কহিল বচন ॥ ভুবনে নাহিক রূপ নৃপতিনন্দন * পুরুষের
 প্রাণ হরে আছুক কাশিণী ॥ দর্শনে মহিড় হয় ইন্দ্রেয় মন

মানব কুলেতে হেন রূপ না জন্ময় ॥ দেব কুলে হেন রূপ
 মনেতে না লয় ❀ চিত্রপটে হেন রূপ লিখন না জার ॥ হেন রূপ
 সপ্তকে হ দর্শন না পায় ❀ এমন পারমরূপ ভুবনমোহন ॥ প্রস্তাবে-
 তে নাহি শুনিয়া ছিবিবরণ ❀ শুনিয়া এসব বাক্য নৃপ মহামতি
 কুমারে দেখিতে কৈল অরন্যে ত গতি ❀ তথা যাই কুমার পাইল
 দরশন ॥ দেখিল অপূর্ব রূপ ভুবনমোহন ❀ নৃপতি ভাবয় নিজ
 মনে আপনার ॥ এরূপ প্রসংশে হেন যোগ্যতাকাহার ❀ কুমারকে
 পুছে নৃপ মহিত অনুর ॥ কাহার তনয় তুমি কোন রাজ্যের ❀
 জ্ঞাতে বঞ্চহ রাজ্য অধীন কাহার ॥ কি কাজে ভ্রমিতে আছ
 বনের মাঝার ❀ নৃপতি কুমার তুমি কিবা দেব রাজ ॥ তোমা সম
 রূপ নাহি ভুবনের মাঝার ❀ আইলা আকাশ হৈতে কিবা পৃথিবীত
 কোতুকে ভ্রমহ কিবা কার্য উপস্থিত ❀ কোন দ্রুত উপজিয়া
 আছে তোমা মনে ॥ কিহেতু ভ্রমিতেছ গহন কাননে ❀ কুমার
 বলিল কহি শুন নৃপবর ॥ মসরিক দেশেতে সত্য জান মোর বর
 সয়াল সংসার হয় জার অধিকার ॥ সাহা সেকান্দর নবীর সুল
 আলার ❀ তাহান রাজ্যেতে হয় আমার বসতি ॥ পিতা মোর
 সাধুর মহাধনপতি ❀ সমুদ্রে মজিল মোর নৌকা দৈবগতি ॥
 তে কারণে দেশান্তরে ভ্রমি প্রতিনিভী ❀ নৃপতি বলিল শুন
 সাধুর নন্দন ॥ আমার সঙ্গী আইস স্বহৃদিসমন ❀ সঙ্গী সাহায্য
 দিব সৈন্য বহুতর ॥ আনিব তোমার নৌকা বিচরী সাগর ❀
 নিজ দেশে পাঠাইয়া দিব শীঘ্রগতি ॥ আমার সহিত আইস
 সাধুর সন্তুতি ॥ কুমার বলিল নৃপ শুনহ বচন ॥ চারিদিগে
 নিয়োজিলু নিজ সৈন্য গণ ❀ হেথায় বিশ্রাম মোর জানে
 সর্বজন ॥ সজ্জানে আসিবে পুনি আমার কারণ ❀

এখাতে আসিয়া মোকে যদি না দেখয় ॥ নিরাশহইয়া সবে
 গণিবে সংশয় ॥ প্রধান জনের যুক্ত একর্য নাহয় ॥ নিজ সেনা
 পরিহরে সঙ্কট সময় ॥ একারণে তোমাস্থানে মাগি পরিহার
 স্থান ছাড়িবার যুক্ত নাহয় আমার ॥ যদি বা সমুদ্রে ডিঙ্গাহই
 গেল তল ॥ ধন প্রাণ প্রভুহস্তে জানহ সকল ॥ হারাইল যেই
 ধন প্রভুর আশ্রয় ॥ পুনি প্রভু না দিলে নাপাই সর্বথা ॥ দশা
 দোষে দুক্ষ আশা প্রতি উপস্থিত ॥ তোমা প্রতি দুক্ষ দিতে
 না হয় উচিত ॥ এতেক কহিল যদি আচরিয়া বাম ॥ নৃপতি
 চলিয়া গেল আপনার ঠাম ॥ আবদুল হাকিম কহে শুন
 সর্বজন ॥ প্রভুর মহিমা কিছু না জার বুঝান ॥

পরার ছন্দ ॥

এহিযতে বন্দাবনে সয়কল যুলুক ॥ বিধীর নির্বন্ধ শুনপত্নের
 কোতুক ॥ সেই নৃপতির ছিল এক পুত্রবর ॥ আছিল কুচ্ছিত
 রূপ দেখিতে দুক্ষর ॥ কৃষ্ণ বর্ণ কুব্জ পৃষ্ঠ কান্ন এক অঁধি
 নৃপ স্মৃতহেনকেহ না বলর দেখি ॥ সেকুমার বিভাহেতু নৃপ
 গুণমণি ॥ মহা এক নৃপ স্মৃতাকরেছে জোড়নি ॥ পরম সুন্দরি রমা
 পদ্মমণি নারী ॥ উত্তম প্রকৃতি বাল্য নৃপতি কুমারী ॥ পরম
 সুন্দরি রমা ত্রৈলোক্য মহিণী ॥ মহা নরপতি সাহা আমির
 নন্দিনী ॥ পরিণাম গুণিবালা শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ॥ কুমারে দেখিতে
 চরপাঠায় তুরিত ॥ নিজ্ঞনে কহিল রমা চরগণ প্রতি ॥ অজ্ঞাত
 জাইবাতথা অতি শীঘ্রগতি ॥ মায়া রূপে জাইতথা ভ্রমিক
 লক্ষন ॥ দেখিবা কিরূপ বর নৃপতি নন্দন ॥ পরম সুন্দর কিবা
 কুচ্ছিত দুক্ষর ॥ শাস্ত্রেতে পণ্ডিত কিবা যুগ ও বর্ষর ॥ শাস্ত্র অনুকূপ
 গন্য কর্য সদাচার ॥ নহে কিপাপেতে মগ্ন কুচ্ছিত আকার ॥ স্বরূপ

বিরূপমোরৈকৈবভালমন্দ॥বঝিয়া করিব কৰ্ম ললাট নিরঙ্ক
 হৃদে নয়নযেবা পরিণাম হিত ॥ না দেখে যে সব মুউখিক
 কুপাণ্ডিত❀অবিচারকর্মজেরাকরেআপনার॥পরিণামে অহু-
 শোচ অবশ্যতাহার❀বুদ্ধিমন্তেহেনকর্ম করিতে উচিত॥পরি-
 নামেযে কর্ম না জন্মেবিসানিত❀একেতআমাকেযুক্তের
 পাঠাইতে ॥ গোপনে এসব বার্তা উচিত লইতে❀কন্যার
 আদেশ পাই অনুচরগণ॥ দেখিতে চলিল যথা নৃপতিনন্দন
 তথা জাই দ্রুত সবে নৃপসুতেদেখে॥ পুরুষের মাঝে তাকে
 পুরুষ না লেখে❀অতিসেবিকটমূর্ত্তিদেখিতেদুষ্কর॥নাজানে
 আলেখ্য আঞ্জি মুখ ও বর্ষর❀মান্যতা না করে লোকে নৃপ
 সূত জানি॥ সবিন্দীতে কহে তাকেউপহাস বাণী❀দেখিয়া
 নৃপতিসুতঅতিসে কুচ্ছিত॥দ্রুতগণচলি আইলমনবিসানিত
 কন্যারঅগ্রেতেআসিকহেদ্রুতগণ॥দেখিহুনৃপতি সূত্র অতি
 কুলক্ষণ❀নৃপকুলেহেনকেবাকুরূপলক্ষণ ॥ চণ্ডাল কুলেতে
 হেন না জন্মে নন্দন ❀ কৃষ্ণ বর্ণ কব্জ পৃষ্ঠ এক চক্ষুকানা
 ভুবনেকুরূপ তার সমানদেখিনা❀মুখভাদ্জি জলবহেনরনে
 কেতর ॥ চক্ষু নাসিকা বক্র দেখিতে দুষ্কর ❀ হস্তপদ সব
 বক্র মুণ্ড গুরুতর॥ দশন চীরন অতি লম্বিত অধর❀করপদ
 গ্রিবা খর্ব দীর্ঘল শরীর ॥ ঘূর্ণিত নয়ন অঙ্গ কম্পিত তাম্বির
 আছুক নৃপতি সূতা যোগ্য হেনবর॥ দাসী মনে ঘণা লাগে
 দেখিতে দুষ্কর❀দ্রুত সব মুখে শুনি কন্যাএ বচন॥প্রতিজ্ঞা
 করিল রমাতেজিতেজীবন❀কুমারে সংহারী পুনহৈব আশু
 ঘাতি॥মনদুক্ষেপৃথিবীতেরাখিব অখ্যাতি ❀ মাতা সত্র পিতা
 বৈরী হইল আমার॥ বিভা দিতে চাহে বর না করি বিচার

লিখিতেছি সঙ্কেতে তময়ের বানি॥ এবে শুন কুমারির আকৈশ
 কাহিনী ✽ জনক জননি প্রতি অযুক্ত গোহরি ॥ ললাট নিবন্ধ
 বন্দ খণ্ডাইতে নারি ✽ কি বলিব এতুকে বলিতে নারী মন্দ
 লিখিল বিবাহ লগ্ন দারুণ নিবন্ধ ✽ নাশোভে প্রভুর সঙ্গে বাদ
 কদাচন ✽ প্রতিজ্ঞা করি নু আমিতে জিব জীবন ✽ সুপাতি সঙ্গতি
 জার না হয় বশতি ॥ জীবহেতু শত গুণে যত্ন ভাল অতি ✽ প্র-
 তিজ্ঞা করিয়া রমা আপনা ভবনে ॥ অপমান ভাবিয়া রহিল
 ক্রোধ মনে ✽ এখা তে নুপাতি সেই কুমারের পিতা ॥ শুনিল প্রতিজ্ঞা
 কৈল রাজার দুহিতা ✽ যদি সে শুনিল হেন বার্তা কুসমাদা ॥ অধিক
 চিন্তন পড়া বিয়া প্রমাদ ✽ বিবাহ করাইতে পুত্র না কৈল প্রকার
 আপনে চিন্তি নু আশি পুত্রের সংহার ✽ কেহ বলে পরিহারি বিবাহ
 উৎসব ॥ বিবাহের সঙ্গে অনুযুক্ত পড়া ভব ✽ কেহ বলে উৎসব
 মঙ্গল না জুয়ায় ॥ বিবাহের রঙ্গ নহে মরন উপায় ✽ কেহ বলে সর্বথা
 এক্ষণ নহে ভাল ॥ বিবাহ আনন্দ নহে কুমারের কাল ✽ কেহ বলে
 বিবাহের কৰ্ম নহে তার ॥ রাখিবারে যুক্ত নিজ প্রাণ আপনার
 রাখিলে আপন প্রাণ আনন্দ বহল ॥ বিবাহ মঙ্গল জানে না হোক
 নিমূল ✽ রোক বানু যোগ্য বর নহে কদাচিত ॥ গোময় শোভর
 কোথা ব্রহ্মের সহিত ✽ মধু সঙ্গে নিমিত্ত মিসীলে অন্যায়
 অনুচিত কৰ্ম করিবারে না যুয়ায় ✽ বুদ্ধি মন্ত জন কৰ্ম যুক্ত
 অনুচিত ॥ জানি শুনিলে কেবা নিজ বিষ টীত ✽ জদ্যা পিনাহিক
 চিন্তা কুমারের কাজ ॥ বিষ জ্ঞান হইল নুপাতি যুখে লাজ ✽
 প্রধানের ক্ষুদ্র দোষে দোষ বহুতর ॥ বরের কলঙ্ক জায়দি গদি গা-
 তর ✽ বধূ হতে যত্ন হৈলে পুত্র দকাচিত ॥ রাজ সভা মাঝে ইহ
 নুপাতি লজ্জিত ✽ এইমতে কহে সবে যুক্ত নহে সার ॥ কি

বুদ্ধি করিব কিবা চিন্তয় প্রকার করিতে বিবাহ সয্যা মনে
 ভাবে ডর ॥ কমিতে বিবাহ মনে লজ্জাবহতর ॥ এহি মতে নৃপ
 মহা চিন্তিত অস্তুরে ॥ নিবেদয় পাত্রবর নৃপতি গোচর ॥ কহিতে
 প্রমথ এক মনে অতিভয় ॥ নৃপতি মনে ত বা ক্যলয় কিনা ময়
 নৃপতি বলিল কহ করিকি প্রকার ॥ তুমি বিনা উপদেশ কেবা দিবে
 আর ॥ কহিবা আমাকে বা ক্য হিতে র কারণ ॥ মনেতে নারায়ণ
 সন্দ কহিতে বচন ॥ অভয়েতে কহ তুমি হিত উপদেশ ॥ প্রম-
 শের মত কর্ম করিব বিশেষ ॥ পাত্র বলে নিবেদন শুন মহারাজ
 করিলে প্রশংসা অতি না করিলে লাজ ॥ তে কারণে যুক্ত হয়
 চিন্তিতে প্রকার ॥ যেমতে নিবাহ নিজ কর্ম আপনার ॥ তোমার
 দেশেতে জেবা প্রচণ্ড কুমার ॥ কামিনী মোহন রূপ অতি শোভা-
 কর ॥ এমন কুমার এক চেষ্টে মহা যতি ॥ জেমন বর্গন প্রায় আন
 শী ব্রগতি ॥ সত্য করাই বা তা কে ধর্মের নামেতে ॥ স্পর্শ নাহি করে
 যেন কন্যার অঙ্গেতে ॥ তোমার তনয় হেন করিয়া প্রচার ॥ পুত্র
 পরিবর্তে তা কে সাজাই কুমার ॥ নৃপতির অস্তুরে সাজাই লৈ-
 জাই ॥ কোতুকে আনহ শুভ বিবাহ করাই ॥ নিজ দেশে আনি অঙ্ক
 করি সে কুমার ॥ বিবাহ করা ও পুনি পুত্র আপনার ॥ কুমারের পরি-
 বর্তে চেষ্টে কুমার ॥ এই পরামর্শ বিনা না দেখি প্রকার ॥ নতু-
 হেন অষ্ট বর্ষে কুস্থিত জনকার ॥ সে কন্যার অণ্ডেতে যুক্ত না হয়
 নিবার ॥ যদি সে আশির নৃপে দেখয় কুমার ॥ কদাচিত না দিবে ক
 কন্যা ॥ আপনার করিবে ক নৃপ গণে বহু উপহাস ॥ সভা মাঝে
 লজ্জা পাবে মান্য হবে নাশ ॥ নৃপতি বলিল উপদেশ অতি ভাল
 এহি রূপে কর্ম কৈলে নাহি কজ্জাল ॥ নৃপতি ভাবয় নিজ মনে
 আপনার ॥ কামিনী মোহন কোথা পাইব কুমার ॥ ভাবিতে মনে

হইল স্বরন। কামিনী মোহনরূপ সাধুর মন্দন। দেখিল বসের মাঝে
 প্রচণ্ড কুমার। জুবনে নাহিক রূপ সদৃশ তাহার। যুগরা করিতে
 যেন। আছিল সঙ্গতি। আদেশ করিল নৃপ সে সবে প্রতি
 তারণ্য মাঝে। তে যেন সাধুর কুমার। তাহাকে কহিবা বহু যিনর
 আমার। কহিবা তাহাকে অতিবচন প্রনতি। আন জাই তাকে
 এখা করিণী যুগতি। নৃপতি আদেশ পাইয়া সে সৈন্য গণনী যুজাই
 কুমারকে কহিল বচন। তোমাকে আরিল ভাই মহানরপতি
 দর্শন করিতে চল। তাঁহার সঙ্গতি। বহু কহিয়াছে নৃপ যিনতি
 বচন ॥ শ্রী যুজাই তাঁর সঙ্গে দিতে দর্শন। কুমার সে সকলের
 দিলেন উত্তর। তোমা নৃপতির রাজ্যে নহে মোর যর। নাখাই
 তাঁহার বন বসে নহি তাঁর ॥ তাঁহার নিকটে বল কি কর্ম আমার
 কুমারের বাক্য শুনি যত ছুতগণ। নৃপতি নিকটে গিয়া কহিল
 বচন। আমা সব বাক্য শুনি সাধুর কুমার। না আছিল কদা-
 চিত গোচরে তোমার। তবে নৃপ মহা পাত্র পাঠাইল তথা
 চতুর্দলে তুলিয়া কুমারে আন হেথা। তবে মহা পাত্র চলিল
 ততক্ষণ ॥ কুমার গোচরে কহে যিনতি বচন। কর পুটে মহা
 পাত্র করে নিবেদন ॥ নৃপতির অধ্য। তোমা দেখিতে চরণ
 আকাঙ্ক্ষা করয় যেন। দেখিবার কারণ। বড়ের উচিত তা কে দিতে
 দর্শন। নৃপতি না মাগর ধন রত্ন তোমা স্থান। কাতর হইরা
 মাগে দর্শন দান। যে সকল শ্রদ্ধাশ্রিত বড়ের নন্দন। কদাচিত
 দান পুণ্যে নাহর বিমন। বিজ্ঞ জন অগ্রে কেহ নাহর নৈরাশ
 প্রতি আস জন প্রতিপুরারে। আস। তোমার চরণে মাগি
 প্রথম আরতি। দর্শন দানে তোমার কারে। নৃপতি চতুর্দল
 নিয়োজিল তোমার কারণ। নৃপতিকে রূপা বাসিকর আগমন
 লালমতি ॥

এবলিকুমারহাতে ধরি পাত্রবর॥হরিশে তুলিল চতুর্দোলের
 উপর*এহিমতে চলিগেল নৃপতিগোচর ॥ কুমারকে মান্য
 বহু কৈল নৃপবর*কুমারে বসিতেদিল শুবর্ণ আসন॥কুমার
 অগ্রেতে নৃপ করেনিবেদন*সত্য যদি করসাধুআমারসহিত
 তোমার চরণে মোর পরম বাঞ্ছিত * সয়ফল মূলুক বলে
 শুন মহারাজ॥আমা হতেপূরে যদি তোমা মনকাজ*গুরুর
 আদেশহেন আছয়আমার॥পর উপকারেপ্রাণপন করিবার
 যদি মহা বলবন্ত তোমার পুঙ্গল॥একারণে তোমা সত্র করিব
 নির্মল*যদি করে করতার কৈনু অঙ্গিকার॥নারাধির তোমা
 সত্র ভুবন মাঝার*যদি তোমা রাজ্যকেহ নিয়া থাকে বলে
 লই দিব তার রাজ্য শাস কুতুহলে*যদি যুদ্ধে বধি থাকে
 তোমার কিঙ্কর॥বধিব তাহার পুত্রে তোমার গোচর*যদি ক্ষতি
 করি থাকে তোমা এক কেশ॥কাটী ব তাহার মুণ্ড সবংশে বিশেষ
 নতু কিবা কর্ম বল সঙ্কট তোমার॥অবিলম্বে করি দিব কৃপায়
 আল্লার*কহিহু তোমার অগ্রে প্রতিজ্ঞা বচন॥করিব তোমার
 কার্য শান্ত করমন*মনে কিবা অপমান পাইয়া ছাতি॥আমার
 অগ্রেতে শীঘ্র কহ নরপতি*আদেশিয়া রঙ্গ চাহ মনকৌতু-
 হল ॥ যদি সে পাশান হয় করি দিব জল*নৃপতি বলিল শুন
 সাধুর কুমার॥রূপে হিন হয় অতি তনয় আমার*কুমারের
 হেতু মহানৃপতি নন্দিনী॥বহু যত্নে কৈনু আশি বিবাহ জোড়নি
 মহা রূপ গুণ কন্যা জগৎবাখান॥আমার পুত্রের রূপ নহে সে
 সমান *গুপ্তরূপে সেই কন্যা পাঠাইল চর ॥ কুমার কুচ্ছিত
 দেখি ক্রোধ বহু তর*তেকারণে বিঘটিত একর্ম আমার॥তোমা
 হেতু হয় মোর একর্ম সুসার*আমার তনয় হেতু তোমানা মধরি

আমার পুত্রকে কন্যা দেও বিভা করি সত্য কর মোর সঙ্গে
 করি অঙ্গীকার॥ কাম ভাবে না ছাড়িবে ধৈর্য্য আপনার শয়ন
 সময় মাঝে রাখিবা কাটারী॥ সঙ্কট রাখিবা মনে জানি ভিন্ন
 নারী মহা ধর্ম্মশীল তুমি হেন মনে লয়॥ সামান্য কুমার নহ
 বড়ের তনয় মুখে তেহুরের জ্যোতি চটকে তোমার॥ দেখিতে
 পরম শুচি ধর্ম্ম ব্যবহার যদিও সামান্য তুমি সাধুর কুমার
 বড়ের নন্দন হেন সদৃশ তোমার পৃথিবীতে রূপে গুণে প্রসংশা
 যাহার॥ সেহ যে জানহ সত্য বড়ের কুমার বড়ের নন্দন সন্দেহ
 নহে বড় জনা॥ ভুবন প্রধান ভাল প্রকৃতিকারণ চরিত্র দেখিয়া
 তোমা হেন মনে লয়॥ তোমা হৈতে অপকর্ম্ম কভু নাহি হয়
 তোমা হৈতে সর্বত্র তর্ক মের সুসার॥ হইবে এমন মনে প্রকাশে
 আমার স্নেহ জনে নাহি রেক ভুপায় প্যধন॥ তোমা হেন না দেখি যে
 ভুবনে স্নেহ জন তে কাজে তোমাতে আমি মাঙ্গি পরিহার॥ ধর্ম্মের
 উদ্দেশে কর একর্ম্ম আমার কুমার বলিল কহ অযুক্ত বচন
 বস্ত্র অলঙ্কার যুক্ত নিবারে বর্গন যুক্ত কভু নহে হিতে বর অবি-
 রত॥ কেবাকরিয়াছে বিভাগিয়া পরিবর্তন কোথা গুনিয়াছে হেন
 বাক্য পৃথিবীতে॥ বর পরিবর্তে জায় বিভাকরি দিতে তবে ধর্ম্ম
 মাঝে আনিক হিলা বচন॥ অকর্তব্য একর্ম্ম করিব তে কারণ
 সধৈর্য্য করিব কর্ম্ম কৈনু অঙ্গীকার॥ তবে কি গোপত ভেদ
 প্রভুকে প্রচার গজের আশ্বারি পরে হই আরোহণ তথা জাই
 প্রবেশিল নৃপতি ভবন আসিবার কালে অশ্ব দিবে ন পবর
 অলঙ্কিতে কন্যা হস্তে হইতে অন্তর তোমার নগরে যদি কন্যা
 দিব আনি॥ অলঙ্কিতে জাইবারে মাগিব মেলা নিঃসুবরাজ
 যদি বাক্য কৈল এসকল॥ আদে শিল নৃপতি যে উৎসব মঙ্গল

বাজায় মানামবাদ্য পুরম উৎসব। ঢাকচোল কাড়া দামা পঞ্চ
 সবে রবঃ সানাই বিগুল ধনিকাস করতাল। বিগুল কর্ণাল -
 বাজ উৎসব বিশাল ॥ যুদঙ্গ মাদল আর কবিনাস চঙ্গ ॥
 বাঞ্ছনৈরকুবুঝু শুনিমরঙ্গঃ রাজদ্বারে বাদ্য বাজে বাজনা
 অনেক ॥ পুস্তক বিশাল হরকৈলে একে একঃ বাড়িলে এসব
 বাক্যকোনমনহিত ॥ ধর্ম উপদেশমাত্র বাড়িতে উচিতঃ সাহা
 বদ্দিনমোহাম্মদ চরণ বন্দিনা ॥ আবদুল হাকিমকহে পাঁচালি
 রচিয়াঃ বুঝিতে সঙ্কট অতি গুণ্ডেন্দধন্দ ॥ কাহার পুত্রের
 বিভা কে করে আনন্দঃ প্রভুর নির্দ্বন্দ্বজে বা পুরিতে কারণে
 করয় পরের কর্ম আপ্ত গুণি মনে ॥ লিখন অক্ষর দানে
 সম্রতি মতি ভোলা ॥ দীর্ঘ ছন্দে পদ বন্দ কোতুক সহসা

ত্রিপদী ॥

অধিক হরিশমন, সাজে সৈন্য সেনাগণ, স্বসৈন্য সহিতে সেনা-
 পাতি ॥ পত্রমিত্র ইন্টগণ, সাজে অতিরঙ্গমন, মনশুধে সহরিশ
 অতিঃ লক্ষঃ সাজে গজ, অনন্ত পটকা ধূজ, কোটিঃ অশ্বদার
 গণ ॥ সাজায় পদাতিগণ, সঙ্ধানাই কদাচন, সৈন্যচলে জুড়িয়া
 ভুবন ॥ চলিলেক সারিঃ, যত রাজ বেশ্যা নারী, নৃত্যগীত
 অতি মনোহর ॥ নানাবাদ্য বাজে যণ, নাচয় নর্তকীগণ, সৈন্য
 চলে হরিশ অন্তর ॥ যেমন নকত্র সঙ্গে, চন্দ্রমা চলিল রঙ্গে
 নিশীথে চলিল যুবরাজ ॥ কুমারের মুখদেখি, হৈল অতি মন
 শুধি, পরম আনন্দ মহারাজ ॥ পুত্র পরিবর্তি জানি, পুত্র
 হেন অনুমাণী, কুমারে হেরয় কোতুহলে ॥ গজেঃ আচারীমার
 চলিয়ার যুবরাজ, ন পতিচলিল চতুর্দোলে ॥ সৈন্যলইনানা
 ভেসে, আশির সাহার দেশে, চলিগেল মন রঙ্গে অতি ॥ দ্রুত

জাই তুরমান, আমির সাহার স্থান, বার্তা জানাইল শীঘ্রগতি
 দয়া। হই বিবাহের, আসিয়াছে রাজ দ্বার, সসৈন্য সহিতে
 যুবরাজ ॥ শুনি ছুত মুখে বানি, হরষিত নৃপমনি, পাতে ডাকি
 আনে মহারাজ পাত্র তরে আদেশর, জার জেবা যোগ্য
 বাসাদে সৈন্য থরে থরা যত্ন করি মান্য অতি, ফারেসের সৈন্য
 প্রতি, সন্তোষ করি বা বহুতর পুণ্ড্র আজ্ঞা পাই, পাত্র
 গেল শীঘ্র ধাই, রাজদ্বারে দেখে সৈন্যগণ জার জেবা যোগ্য
 স্থান, বসাইল তুরমান, সন্তোষ করিয়া জনে জন পাত্র দেখে
 যুবরাজ, নাহি হেন কিতী মাঝ, ভুবন মোহিত পৃথিবীত ॥
 দেখিয়া কন্যার বর, পাতে চাহে নিরন্তর, রূপ দেখি পাত্র
 মহশিত পাত্র মনে স্থির করি, প্রবেশিল অস্তুরি, কহিতে
 লাগিল নৃপ স্থান ॥ শুন কহি মহারাজ, নাহি কভু বন মাঝ,
 রূপে তোমা জামতা সমান পুণ্ড্র কি জ্ঞান ধরে, রূপ
 দেখি জ্ঞান হরে, ভুবন মোহন যুবরাজ ॥ পাত্রের বচন
 শুনি, মনেতে আনন্দ গুনি, পরম হরষ মহারাজ

রাগ পরার ছন্দ

রাজদ্বারে হই সৈন্য হুলস্থূল অতি ॥ শুনি কন্যা পুছে নিজ
 সখীগণ প্রতি পুরির বাহিরে কিবা শুনি কোলাহল ॥ কিহেতু
 করর শব্দ কেবা এসকল তবে এক ধাত্রি আনি কহিল নন্দর
 ফারেস নৃপতি নুত আইল তোমা বর তে কারণে সৈন্য সবে
 সবে এখা স্তর ॥ তোমা যুক্ত স্থান করি পর অলকার ধাত্রি
 মুখে রো কবাহু হেন বাক্য শুনি ॥ যেন অঙ্গে ছিটি দিল জলন্ত
 আগুনি ক্রোধে প্রজ্বলিত বাল্য যেন হতাশন ॥ না করর স্থান
 নাহি পরে আড়রন মহারানী শুনি যত রাজ রাণীগণ ॥

সয্যা কল্ল নানাবিধ ত্রাগুরুচন্দন*কস্তুরিকুঙ্কুমাদিশুগন্ধি
 সকল॥সাক্ষাতেরাখিল দিব্য ভিঙ্গারেরজল*অঞ্চলেফুলেল-
 তৈল লইয়া জননী ॥ স্নান করাইতে চাহে আপনা নন্দিণী
 মাতাকে অন্তরে বালা কেপে বহুছাটে॥হানয় আপন কর
 আপনা ললাটে*মহারাণী বলে মোর অভাগ্যের ফল ॥
 বিবাহের লগ্নে হৈল দুহিতা পাগল*জ্ঞানের প্রদীপ বালা
 রোকবানুমোর॥বিবাহ হরিষ লগ্নে কেনে মতিভোর*অমৃত
 লহরি রমা বচন মধুর ॥ আজিকেন চন্দ্রমুখে বচন কঠোর
 পরমউত্তমযত প্রকৃতিসকল॥মোর কর্মদোষে আজি কিহেতু
 চঞ্চল*আহা বিধী কেন মোর মুখে দিলা কালি॥ফারেস
 দেশেতে দিলা কলঙ্কের ডালি*আবদুলহাকিম কহে শুন মহা
 রাণী ॥ নাবুবা দুহিতা মর্ম কিসের জননী*এমত নাবুবিমোর
 প্রিয়সিরমাতা॥মোকে ছাড়িস মর্পিলে দুষ্টেতে দুহিতা*বিভা
 দিল এমত প্রিয়া সব আচরিল॥তথাপি নির্বোধ মাতা মর্ম না
 বুঝিল*যে সকল মাতা পিতার শুদ্ধ জন্ম হয়॥ সূতা শুভা
 মর্মতার৷অবশ্য বুঝায়*ন বুঝায় শোক দুখ যেই মাতা পিতা॥তার
 মরে যথা জন্ম তনয় দুহিতা*জননী আস্বাসে বাক্য না শুনে
 সুন্দরি ॥ হইল উন্মত্ত ভেস লজ্যা পরিহারি*ক্রোধ হই নৃপ
 সূতা ভাবে নিরন্তর ॥মৃতের নিকট কি বা মরনের ডর*এমত
 ভাবিয়া মনে লজ্জা পরিহরী॥পুরির দ্বারেতে গেলে হস্তকাতি
 করি*দ্বারেতে দাড়াইয়া বালা ভাবে মনে মন॥কুমারের সংহারি
 পাছে ভেজীব জীবণ*হেন কালে সয়ফল মুলুক কুমার॥ সভা
 মাঝে দেখে বালা দৃষ্টে আপনার*কুমারি দেখিল যুবরাজ
 আচম্বিত ॥ আকাশের চন্দ্র যেন উদয় ভূমিত*সভা মাঝে

যেমন কনক তরুণ ॥ কামিনী মোহন রূপ নব পঞ্চশ্বর ॥
 আপন। সদৃশ রমা দেখি বীর মণি ॥ নিজ জ্ঞান পরিহরে
 ত্রিলোক মোহিণী ॥ মরমে ফুটিল তিক্ত কামপঞ্চশ্বর ॥ জ্ঞানপরি
 হরি বাল্য পড়িল সন্তর ॥ ফেলার হাতের কাতি কৈপি দুরন্তর
 মোহনিত হই রহে মেদিণী উপর ॥ জ্ঞানলভি নৃপসুতাস্থির
 কৈল মন ॥ চক্রে পাইল যেন চন্দ্রদরশন ॥ পরম হরিসে
 রমা মন পুলকিত ॥ চন্দ্র মুখে হৈল যেন পুষ্প বিকশিত
 ভাবিতে লাগিল রমা নিজ মনে মন ॥ যথা বাক্য মনে দুহু দিল
 দুতগণ ॥ দুট অনুচর সবে আমার বিদিত ॥ কহিলে ককুসব্দ
 বচন কুস্থিত ॥ তেজ হইল ক্রোধ পশু সমতুল ॥ জননী
 অগ্রে তেলজ্জাপাইনু বহুল ॥ জুগে ২ তপজপ করি প্রতিনিত
 হেনপতি কেবা পাইয়াছে পৃথিবীত ॥ জাউক সহস্র প্রাণ জনক
 নিছনী ॥ মোর হেতু আনি দিল হেন গুণ মণি ॥ তবে জান নৃপসুতা
 লজ্জিত অন্তর ॥ হেটু মুণ্ডে চলি গেল জননী গোচর ॥ তবে মহা
 দেবি সতী কন্যা হাতে ধরি ॥ স্নান করাইল বাল্য বহু যত্ন করি
 তবে সাধু নারী রাজবালারঙ্গমন ॥ একত্র হইয়া দিব্য ২ নারীগণ
 কুমারিকে স্নান করাইল রঙ্গমন ॥ পরাইল অপরূপ বস্ত্র আভরণ
 পিক্কীয়ানান ভেস অপরূপ মাজ ॥ পড়িলে কনৃপসুতা দোগানা
 নমাজ ॥ হেন কালের রাজদ্বারে সাহার সন্ততি ॥ বিবাহের খোত বা
 পড়িল রঙ্গমতি ॥ তবে জানে কুমার প্রবেশে অন্তঃস্পুর ॥ একত্র
 হইল গগনের শশী শুর ॥ অন্তঃস্পুরে আছিল যত করাজরাণী
 সে সবে প্রসংশে বহু কুমার কুমারি ॥ ধন্য ২ রোকবানু সফল
 জনম ॥ যেন বাল্য তেন বররূপ সম ২ ॥ যেমন নাগরি রমা তেমন
 নাগর ॥ ভাগ্য বলে পুণ্য ফলে মিলে হেন বর ॥ মহাভাগ্যবতি

রমানুপতিনন্দিনী ॥ রসিল চন্দ্রের কোলে যেমন রোহিণী ॥
 এহিমতে এসংসা করিয়া বহুতর ॥ নারী সব চলি গেল জার যে
 বাসর ॥ কুমারির রূপ দেখি অতি বিলক্ষণ ॥ মনে করে চিন্তা
 সাহার নন্দন ॥ স্বধর্ম বিচারে রমা হয় ভিন্ন নারী ॥ আমার
 অধীন নঃহরাজার কুমারি ॥ পিতামোর সেকান্দর রশূল আলার
 সত্য ভঙ্গ ধর্ম নাশ অযুক্ত আমার ॥ কামলোভে বলবন্ত যেন
 মত্ত গজ ॥ তেমন অকুশ কমা সত্যের ধৈর্য ॥ মহাজন অঙ্গি-
 কার গজের দর্শন ॥ যেমন কুর্মের মুণ্ড দুর্জয় বচন ॥ অঙ্গীকার
 কৈলু অ ফিয়ারে স সহিত ॥ নারী লোভে সত্য ভঙ্গ হয় উচিত
 নিশীর স্বপন যেন ভব ধন্দকার ॥ পরিণামে প্রভু হয় যুক্ত
 রাধিবার ॥ সত্য অরূপে মোর নঃহ এহি নারী ॥ ভিন্ন নারী
 মুখ দৃষ্টে চাহিতে না পারি ॥ কাম ভাবে হরে জেবা পরের
 সুবতি ॥ ইহলোকে পরলোকে নাহি তার গতি ॥ এতক ভাবিয়া
 মনে সাহার সন্ততি ॥ পরপৃষ্ঠে হরির হে কুমার সুমতি ॥ নিজ
 পদদুষ্টি বিনা সাহার নন্দন ॥ নাকরয় অন্যদিগে দৃষ্টি কদাচন ॥
 তা দেখিয়ারাজ বাল মনেতে ভাবয় ॥ কুমার সমান রূপ আমার
 না হয় ॥ এনিমিত্ত যুবরাজ মনে ভাবে দুখ ॥ ঘনায় সদৃষ্টে নাহি
 চাহে মোর মুখ ॥ নহে চরমুখে আমির থা বাক্য শুনি ॥ কুমারকে
 ঘনাকৈলু সত্য নাহি জানি ॥ একগে আমাকে ঘনাবাসে গুণ মনি
 আমাকে আপনা যোগ্য না দেখে রমণী ॥ এহেন ভাবিয়া মনে
 পরম সুন্দরী ॥ নিশ্বাস ছাড়য় রমা প্রভু নাম স্মরি ॥ বাম
 পাশে খড়্গ রাধি সাহার নন্দন ॥ একই পালক মাঝে করিল
 শয়ন ॥ পরনারী পরসনেশা সেপাপ অতি ॥ আয় জন্ম দিনাশয়

হরয় আয় নরকেতেগতি ॥ যেসকল সতীমায়েরউদরে মৃজন
 সপ্তেতেনা চাহে ভিন্ননারীকদাচন ॥ অধোরনরকভয়সাহার
 কুণার ॥ ধামপামেলাঙ্গা করি রাখে অশিথার ॥ পাপভয়শা
 চিত্ত হয় অতিশয় ॥ কন্যাহতে সম্রমে রহিল পাপভয় ॥ তা
 দেখিয়া যোকবালা আমিরনন্দিণী ॥ সদয় তাপিতমনে ত্রিলক
 মোহিনি ॥ পতি ভক্ত সতী রমাপদ্মিণী যুবতী ॥ স্বামীর বিরস
 দেখি মনে দুখ অতি ॥ সঘন চিন্তয় রমা পালঙ্কের মাঝ ॥ কি
 দোষে মোহকে হেন ক্রোধ যুবরাজ ॥ অধিক দুক্ষিত রমা
 বিরহে অনল ॥ শয়নে না আইসে নিদ্রা সদয় বিকল ॥ সঘন
 চিন্তয় বালা চিত্তে উৎপাত ॥ বিনা অপরাধে মোকে রোশে
 প্রাণ নাথ ॥ এহি মাত্র এক দোষকৈরু হেন জানি ॥ পুরির
 বাহের হৈরু আমি অভাগিণী ॥ বাহেরথা কিয়া কিবা দেখিয়া
 কারণে ॥ লজ্জা হিন নারী মোকে ভাবিনি জন্মনে ॥ তে কারণে
 কিবা ক্রোধ আমার উপরে ॥ আমি অভাগিনীর প্রতি প্রেম
 পরিহরে ॥ আমার প্রকৃতি জেবা না বুঝি রত তু ॥ বিনা অপ-
 রাধে মোরে রোশে প্রাণকাণ্ড ॥ বিরহ তাপিত বালা ভাবে মনে
 ক্রেশ ॥ এহি মতে হই গেল নিশি অবশেষ ॥ প্রভাত সময় নিদ্রা
 ছাড়ি যুবরাজ ॥ ওজু করি পড়িল দো গান ॥ নমাজ চলি
 বারে আদেশিল সাহার সন্ততি ॥ চন্দোলে তুলি কন্যা দেশে
 কৈল গতি ॥ চতুর্দোলা প্রতিবালা কহিল দাঁড়াই ॥ একা এক
 না হাঁটী বা কুয়ারে এড়াই ॥ বুঝি তনা পারি কিছু কুয়ার চরিত
 না জানি আমাকে ছাড়ি যায় কোন ভিত ॥ যদিচ কুয়ার সঙ্গ
 ছাড় কদাচন ॥ তোমাসবানে রে আমি করিব নিধন ॥ যদি সে
 না রাখ আজি আমার বচন ॥ সত্য জান সবংশেতে হইবা নিধন
 লালমতি ॥

আঞ্জিকা পালিতে যুক্ত আমার রচন॥ তোমার বেথা ওমোর
 জমকে রখন ✽ চতুর্দোলি গণতরেন পাতিনন্দিনী॥ উরাই এসব
 বাক্যে কহে পুনি ✽ চলিলে কযু বরাজ কপটের ছলে॥ গজ পদ
 পদে চতুর্দোলি সব চলে ✽ এহিমতে প্রবেশিল ফারেস নগর
 কুমারের ঘনে হৈল হইতে অন্তর ✽ গজ পৃষ্ঠ হতে নামে সাহার
 নন্দন ॥ অশ্ব ফেপি যুবরাজ করিল গমন ✽ কন্যায় দেখয়
 জায় ন পতি নন্দন॥ কহিতে লাগিল ষালা বিনয় বচন ✽ কর
 জোড়ে নিবেদন আমির নন্দিনী ॥ নিবেদন শুন মোর প্রভু গুণ
 ঘণি ✽ রাজার নন্দন তুমি জ্ঞানেতে পণ্ডিত॥ শাস্ত্র নিত কর্ম
 জানি কেমন বিপরিত ✽ কোন সাত্রে হেন দেখিয়া ছাণনাথ॥
 পরিণয় করি বধে নারী অকস্মাত ✽ দশন অবধি মোর চিত্তে
 উৎপাত॥ তোমারে বিশ্ব তে মোর মর্ম্মে প্রজায়াত ✽ কোন অপ-
 রাধ কৈল তোমার চরণে ॥ নিজ দাসী হেন মোকে কেন নাই
 মনে ✽ কোথাতে এহেন বিভা আনন্দে রদিন॥ নব নারী প্রতি নব
 পুরুষ কঠিন ✽ যদি তোমা যোগ্য নারী নাহি কদাচিত॥ সস্তা সিতে
 নিজ দাসী ঈশ্বরে উচিত ✽ নাছাড় আমাকে প্রভু বিকীর চরণে
 আনন্দ সময় দুখ নাহি দাও মনে ✽ পুরিতে ষাঙ্কিত মোর তোমা
 পদে আশ ॥ এমন জানিয়া মোকে বা কর নৈরাশ ✽ আবদুল
 হাকিম কহে প্রভু নিরঞ্জন ॥ আশ কালে কর্ম্ম দোষে নাপুরে
 কামন ✽ কন্যার বিনয় শুনি ন পতি নন্দন॥ কহিলে কজাই
 আমি যুগয়া কারণ ✽ যুগয়া নাকৈলে আমি না করি ভোজন
 তে কাজে যুগয়া হেতু করি গমন ✽ নিজ অন্তঃপুরে তুমি জাও
 রঙ্গমন ॥ কুমারি বলিল প্রভু শুন নিবেদন ✽ একদিন বিরহ
 অনলে ঢালি জল ॥ যুগয়া করহ জাই মন কুতুহল ✽ দর্শন

অবধিমর্মদহেপ্রতিনিতা॥ নাকহিলাপ্রেমবানিতা আমার সহিত
দর্শন নাদিয়া কভু নয়নে॥ রজনীগোঙাইলানাথকপটশয়নে
কোথা শুনিয়াছে হেননাশোভেবচন॥ বিশার্জিবিবাহরঙ্গপ্রবে-
শে কাননপৃথিবীর নীতি কর্ম যে হয় উচিত॥ নীতি কর্ম
পরিহরকেনবিপরীত❀ বুঝিতেনা পারিআমিকাপট্যতোমার
কহেতু আমার প্রতিহেন অ-বেভার❀ কান্যারএসববাক্যে
করণা নাহয়॥ অশ্বক্ষেপি চলিজায় সাহারতনয়❀ চতুর্দোলি
প্রতিবালাকরিলআদেশ॥ যদিসেকুমার জায় হয়েনিরুদ্ধেশ
সবংশেবিনাশহৈবাতুমি সর্বজন॥ ঘোটকেরপদে২ করহগমন
বেগবন্ত অশ্বে চড়িযুবরাজজায়॥ প্রাণভয়েচতুর্দোলিপাছে২
ধায়❀ কন্যায় কহয় বহু প্রনতি বিণয়॥ না চাহে কন্যাকে
ফিরী সাহার তনয়❀ পাক সাটে ফারেসেরসৈন্য করেবল
তর্জিয়া ডাকয় ফিরাইতে চতুর্দোল❀ শকিলসৈন্যের পদ
আজ্ঞায় আশ্রয়॥ ধাইজায়চতুর্দোলিনারেধরিবার❀ হেরিতে
কন্যার দিকেসেসৈন্য সকল॥ ফারেসনৃপতিসনেঅন্ধযেহইল
নয়নে না দেখে পশু গুনয় সঙ্কট॥ অশ্ব্য২ ডাক ছাড়ে না হয়
নিকট❀ চতুর্দোলিসবেশুনিসৈন্যেরগর্জন॥ জানিল ফারেস
হাতেহইবনিধন❀ নিজপ্রাণভয়গুণিচতুর্দোলিগণ॥ চতুর্দোল
ফেলাই ধাইল সর্বজন❀ তাদেখিয়া নৃপসুতা পরমসুন্দরি ॥
বাহিরে নিকলে বালা লজ্জা পরিহরি❀ চলিলেকনৃপসুতা
বস্ত্রযুগে ধরি ॥ কুমারের পিছে২ ধায়ন্ত সুন্দরি ❀ ফারেস
বোলয়দেখকন্যারচরিতা॥ মোরপুত্রজোগ্যকন্যানহেকদাচিত
গাধিনী সহিতেকোথা রাজহংসজোড়া॥ গন্ধর্ব সহিতেজোড়া
❀ যযোড়❀ অযুক্তকর্মেতেহয় বিধির বিপাক॥ হরিণ
নাশে

কৌতর সনে নাশোভয় কাক সত্যই জানিহু এইকন্যারূপ
 বতি। পাইলেক পূর্ব ব্রহ্মে জ্যোতিষরপতি * জারজেবা অনুরূপ
 প্রভুরসৃজন। তাহেরসহিতে কোথামিশয়কাঞ্চন * যেমন
 কুমার তেন নৃপতিনন্দিনী। কনকসহিতে যেন শোভে মুক্তামণি
 জারজেবা জোগ্য সৃজিয়াছে নিরঞ্জন। মিলিল কন্যার বরবিধীর
 ঘটন * প্রভুরনির্বন্ধ জেবা পুরিতে কারনে। পর্যন্ত অন্যের
 কর্ণকৈল গন্যজনে * এহিকন্যা সৃজিয়া আছয় নিরঞ্জে। স্বরূপে
 জানিল এই কুমার কারণে * জদ্যপি পর্যন্ত ক্রমে কন্যা লই
 জাই। এহিকন্যামূলে যোর নাহিক ভালাই * এতেক ভাবিয়া
 নৃপ ধর্ম কলেবর। লওটাই নিজ সৈন্য ফিরে গেল যর * কুমারের
 পিছে ২ ধায় কন্যা সতী। কোকিলে কুহরে যেন করিয়া কাণ্ডতি
 ধাইতে সঘন খায় চরনে ছটা। কণে ২ উঠে পড়ে পরম সঙ্কট
 প্রভুর নির্বন্ধ জেবা না জায় খণ্ডন। এহেন নৃপতি স্মৃতা হয়
 বিড়ম্বন * কনে উঠে কনে বৈসে ঘড়ি পড়ি জায়। প্রাণপতি
 বলি কন্যা পিছে ২ ধায় * নদেখে জাহার রূপ সুর নিদাপতি
 সামান্য মনুষ্য দেখে কন্যার দুর্গাত * যেই কন্যা বাহির হইতে
 যর এড়ি। হস্তপদ ধরি শত সখি চলে বেড়ী * সেই বাল্য অশ্ব
 পিছে একাস্বর ধায়। চরণে কণ্টক ফুটীর কুধারাবয় * কুমা-
 রের পিছে ২ ধায় সহাসাত। বিনয় করিয়া কহে শুন প্রাণনাথ
 একবার ফির প্রভু দেখি চন্দ্রমুখ। তোমার দর্শনে খণ্ডে জনমের
 দুখ * চলিতে নাহিক শক্তি প্রেমের সাহসে। প্রাণীকে পীয়া
 ধায় ঘোটক পরশে * কুমারি বলিল প্রভু দোহাই আমার
 পালটি দর্শনে প্রাণনাথ একবার * বল শক্তি-হীন ঘুই বিরহে
 তাপিত। ধাইতে না পারি আমি অশ্বের সহিত * টুকে কদেখি

তোমা দুখ যায় দূর ॥ শক্তি হীন অঙ্গে বল বাড়ে বহুতর ॥
 আবদুল হাকিম কহে সত্য এবচন ॥ প্রাপিষ্ট দুর্জনে লোকেনা
 জানে বেদন ॥ তে কাজে চরণে প্রভু মাগি পরিহার ॥ পালটি
 চাহিয়া প্রাণ রাখ অধীনীর ॥ সহিতে না পারি তোমা বিরহ
 বেদন ॥ অবিলম্বে তোমা আগেতে জিব জীবন ॥ স্ত্রীবধ না করি
 প্রভু হও দয়াময় ॥ অঘোর নরক প্রতি কেন নাই ভয় ॥
 আমাকে স্বরূপ করি কহ প্রাণপতি ॥ কোন অপরাধে মোকে এমন
 বিমতি ॥ যদি সে অধম প্রতিদোষ হয় অতি ॥ সে দোষ কমিতে
 যুক্তপাণ্ডিত্যমতি ॥ ভালমন্দ যত নর ভুবন মাঝার ॥ বিবাহ
 আনন্দ রঙ্গ মনে নাহি কার ॥ কর্মান্তের ফল মোর দৈব পরি
 পাক ॥ হরিষ লগ্নেতে হেন প্রমাদ আমাক ॥ আহা বিধী কি
 লিখিলানসিবে আমার ॥ আমি হেন অভাগি নিভবে নাই আর
 পৃথিবীতে হীন জাতি সে সব যুবতী ॥ বিবাহ উৎসবে কেবা
 এমন দুর্গতি ॥ খণ্ডনগমনির মা ধায় ধরতর ॥ নিবেদি পতির
 আগে জুড়ি দুই কর ॥ ত্রিলোক মোহিণী ধনি নৃপতিনন্দিনী
 গদভাসে কহে বাড়ি মুক্তামনি ॥ ছাড়িতে নারিয়া প্রভু বান্দি
 প্রেমডোরে ॥ যদি ছাড় খজা হানিকা টীপাড় মোরে ॥ জাইতে
 নারিবে প্রভু মোকে পরিহারি ॥ মনরঞ্জে আও মোরে দুই খণ্ড
 করি ॥ তোমা প্রতিবাদি আমি হইব বিশেষ ॥ খণ্ডাই জাইতে
 বাদি কৈব উপদেশ ॥ তুমি হেন প্রদীপে দহিলে মোর অঙ্গ
 সাফল্য ভুবনে আমি জন্মি নৃপতঙ্গ ॥ আবদুল হাকিম কহে
 বলেনারীগণ ॥ আদ্যে কহি ভুলে জায় হৈলে অদর্শন ॥ এত-
 দিক নান বিধ আমার সপথ ॥ কহে মোর প্রিয়া পরে করিলে
 অনাথ ॥ এহিমতে ধায় বালা করিয়া মিনতি ॥ শুনিয়া ককনা

হৈল সাহার সন্ততি * হেন কালে অন্তরিক্ষে শুনি লবচন ॥ প্রভুর
 আদেশে কহেন ফেরে স্তাগণ * সাধু ২ জোল কর্ণ নন্দন গুণ ধাম ॥
 সত্যধর্ম প্রচণ্ড ঈমান অনুপম * তোমাজাতি স্বরী এহি নৃপতি
 কুমারী ॥ গ্রহণ করহ রম্য জানি নিজ নারী * ফারেছ কুমার জোগ্য
 নাহি স্য কামিনী ॥ তোমাজোগ্য নারী এহি আমির নন্দিনী * প্রভুর
 আদেশ পাই যেমন ইউসফ ॥ ক্ষুণ্ণে ধার প্রতিভক্ত আশ্রয় অনুরূপ
 তেমন শুনিয়া বীর অন্তরিক্ষ বানী ॥ কন্যা প্রতি ভক্ত হৈল
 জাতি স্বরাজানি * ফিরাই অশ্বের বাগ চাহে মহামতি ॥ কন্যা
 পরিহরি গেল ফারেস নৃপতি * কুমার ভাবয় নিজ মনে আপ-
 নার ॥ দৈবের নির্বন্ধ এই বনিতা আমার * অঙ্গীকার রৈল মোর
 ফারেস সঙ্গতি ॥ স্বইচ্ছায় কন্যা ছাড়ি গেল নরপতি * না ছাড়ে
 আমার সঙ্গ ইচ্ছিল যরণ ॥ স্ত্রী বধেতে হয় মোর নরকে গমন
 ফারেস সহিত সত্যভঙ্গ নাকরি ॥ সত্য অনুরূপ কন্যা দেশে
 আনি দি ॥ বুঝিয়া বর্জিল কন্যা প্রভুর আশ্রয় ॥ একনে
 ছাড়িতে কন্যা মোকেনা জুয়ায় * দৈবের নির্বন্ধ জে বা ছাড়াইতে
 নারি ॥ লিখিল ললাটে প্রভু এহি মোর নারী * বিশেষ শুনি ॥
 আমি অন্তরিক্ষ বানী ॥ ছাড়িবারে যুক্ত নহে ভিন্ন নারী জানি
 এবেসে জানি ॥ সত্য প্রিয়া রোক বালা ॥ সত্য ইশ্বরূপে বালা
 মোর কণ্ঠমালা * এহি চিন্তি গুণ নিধী সাহার তনয় ॥ কুমারি
 বিনয় শুনি হৈল সদয় * অশ্বপৃষ্ঠে কন্যা তুলি দিল আলিঙ্গন
 যেমস পারিল গলে পুষ্প মূল কর্ণ * গ্রহণ করিল রাখা রসময়
 কার ॥ নিজ কোলে বসাইল প্রিয়া রোক বা ॥ সন্তা দিল নিজ
 প্রিয়া হরিষ অন্তর ॥ মহাশ্রেক চুষ দিল অধর উপর * এহি মতে
 অশ্ব আরহিয়া দোহ জন ॥ অরনের পশ্বে জায় সানন্দ তিমন

সন্মুখে দেখিল রক্ষা উজ্জল বিশাল ॥ রুদ্রমূর্তি আকাশ লাগিছে
 তার ডাল * পাতাল ভেদিয়া আছে সে স্বকের মূল ॥ ভুবনে
 নাহিক সেই রক্ষা সমতুল * সেই মহা রক্ষা দেখি সাহার সন্ততি
 অশ্রু পিরক্ষতলে গেল শীঘ্র গতি * সে রক্ষতলে দোহে করিল
 প্রবেশ ॥ রজনী হইল তথা নিবা অবশেষ * রক্ষতলে বিপ্রায়
 করিল গুণবান ॥ কুমার পুছয় বার্তা কুমারির স্থান * কোন
 হিত মনেতে ভাবিয়া রূপ বতী ॥ অরন্যেতে প্রবেশিলা আমার
 সঙ্গতি * অরন্যে নাহিক এথা সখি সহচরি ॥ এথা যসে বিবে
 কে বা মহা যত্ন করি * অরন্যে নাহিক এথা করিতে ভোজন ॥ শয়ন
 করিতে সয্যা নাহিক দাচন * এমুখ সম্পদ ছাড়ি নৃপতিনন্দিনী ॥
 কেমনে বনের মাঝে গোণ্ডার জনি * কুমারী বলিল কহি
 শুন প্রাণেশ্বর ॥ সংসারে সম্পদ নাই পতি সম আর * ক্ষুধা প্রতি
 তন্ন পতি তৃষ্ণা কুলে জল ॥ আপদে সম্পদে পতি সঙ্কটে কুশল
 শয়নের সয্যা পতি জাড়ার ওড়ন ॥ পতি সেনারীর অঙ্গে পুষ্প
 আভরণ * পতি বিনা বিসর্ঘ্য অঙ্গের অলঙ্কার ॥ পতি বিনা সংসা
 রেতে সম্পদ অসার * চন্দ্র বিনা নক্ষত্র যেন অশোভিত ॥ পতি
 বিনা নারী প্রতি জীবন কুচ্ছিত * নৃপ বিনা নাশোভয় রাজ্য সিদ্ধ
 মন ॥ পতি বিনা নারী প্রতি বিফল জীবন * দীপ বিনা অশোভিত
 গৃহ অলঙ্কার ॥ পতি বিনা পত্নিরূপ নাহি প্রতীকার * নির্বলি
 নারীর অঙ্গে পতি মহাবল ॥ অন্ধ নারীর প্রাণ পতিনয়ন উজ্জল
 হৈল লোকে পরলোকে মনের আরতি ॥ সতী নারীর প্রতি মনোরথ
 নিজ পতি * পতি হেন সম্পদ নাহিক হ্রিভুবনে ॥ সংস্র আপদ
 গতে পতির দর্শনে * পতি সঙ্গে উপবাস পরম কৌতুক ॥ সত
 দুক্ষ পারিঃ রে দেখি পতি মুখ * স্বামি সঙ্গে ভূমি সয্যা পরম

হরিষা পতিবিনা পুষ্পসয্যা গরলসদৃশ ✽ অরন্যেতে পতিসঙ্গে
 তরুতলে বাস ॥ জিনিয়া কনকপুরি পরম উল্লাস ✽ পৃথিবীতে
 যতইতি সম্পদ সকল ॥ পতিবিনা নারী প্রতি যেমন গরল ✽ দুত
 মুখে বার্তা ॥ যাত্রা শুনিরু কুচ্ছিত ॥ নয়নে দেখিরু রূপ কামিনী
 মোহিত ✽ চরিত্র দেখিয়া তোমা হইরু আশ্চর্য্য ॥ তে কাজে
 চলি রু সঙ্গে ধরি মনে ধৈর্য্য ✽ জীবন মরণ মনে করে একাকার
 প্রাণ পানে না ছাড়ি রুচরণ তোমার ✽ আবদুল হাকিম কহে যে
 নারী শুজন ॥ কদাচিত পতি পতিনা হয় বিমন ✽ কন্যা মুখে শুনি
 হেন মধুর বচন ॥ মনরঞ্জে যুবরাজ দিল আলিঙ্গন ✽ পরম
 আনন্দে অতিরসের নাগর ॥ শত চুম্ব দিল প্রিয়া অধর উপর ✽ মহা
 প্রেম অনুভবে নৃপতি কুমার ॥ প্রেমরসে সন্তোষিল প্রিয়া আপ-
 নার ✽ জেত হস্তে রোক বায়ু স্বহাস্য বদনে ॥ কুমার তে পুছে
 রমা মধুর বচনে ✽ মোক প্রতিকপট আছিল কি বা মনে ॥ রাজ্য
 পরিহারি কিবা প্রবেশিলা বনে ✽ পরম অনন্দ মনে কেন বিপ-
 রিত ॥ মনেতে আশ্চর্য্য বহু না বুঝি চরিত ✽ ঈশং হাসিয়া বাক্য
 কহে বীরমণি ॥ সে সব রতাত্ত শুনি প্রিয়া প্রাণ ধুনি ✽ একে কহে
 বীরে সে সব বচন ॥ যেই মতে লালমতি উদ্দেশে গমন ✽ যেই
 মতে পাশ্বে হেন বিধির ঘটন ॥ ফারেস নৃপতি সনে হৈল দরশন
 যেন মতে রূপ হিন তনয় তাহার ॥ শুনিয়া বিসদ মন হইল
 তোমার ✽ যেন মতে করিলা তুমি প্রতীজ্ঞা নিশ্চয় ॥ বধিতে ফা-
 রেস স্মৃত বিবাহ সময় ✽ যেন মতে কহিব হু বিনয় প্রনতি ॥ আ-
 মা কে বগন প্রায় অ নিল নৃপতি ✽ যেন মতে সত্য করাইল নরপ-
 তি ॥ প্রেম ভাব আচারিতে তোমার সঙ্গতি ✽ বরপরিবর্তে জাই বিভা
 করি দিতে ॥ ভিন্য নারীজা নিমনে সঙ্কোচ রাখিতে ✽ দেশেতে

আনিয়া তোমা দিবার কারণ বিবাহ করাই ফিরি আপনা
 নন্দন* সাহা সেকান্দর নবী রসুল আলার ॥ সয়ফলমুলুক
 আমি তাঁহান কুমার*সত্য ভঙ্গ অপকর্ম্যমোকে নাশোভর
 তেকাজে তোমাতে ছিনু কঠিন হৃদয়*সত্য করিনু বাক্য
 শুন প্রাণ ধু নি॥তখনি বুঝিনু তুমি পারের রমণী*তোমা দর-
 শনেহৈল প্রাণ আকুলিত॥কাম ভাবেহৈল মন উন্মত্তেররিত
 তোমারূপ লাগে মনে ধৈর্য্য পরিহরি॥ সধৈর্য্য আপনা মন
 রাখিনু সবারি*সদৃশে দেখিনু প্রিয়া তুমি হেন ধন ॥ লোভিত
 হইনু যেন তক্ষর লক্ষণ*সত্যধর্ম্যমোর প্রতি হইল দোষাধু
 হরিতে নারিনু ধন গনিয়া প্রমাদ*তেকারণে কঠিন পাষানে
 বান্ধি হিয়া॥ ধাইতে চাহিনু প্রিয়া তোমা বিমুখিয়া*ফারেস
 নৃপতি গেল তোমা পরিহরি ॥ না ছাড় আমার সঙ্গ দেখিনু
 সুন্দরি*বিশেষ শুনিহু আমি অন্তরিক্ত বাণী ॥ আচরি লইতে
 তোমা নিজ প্রিয়া জানি*তবে তভাবিনু প্রিয়ানি জমনে মন
 তোমাকে প্রসাদ দিল মোকে নিরঞ্জন*তেকারণে অশ্বে তুলি
 লৈনু প্রাণ ধু নি॥সত্যতা জানিনু আমি তুমি কণ্ঠ মণি*বিভা
 পরিবর্ত্তবর শুনি রাজসুতা॥ বহুল হাঁসিল বাল্য আশ্চর্য্য বারতা
 বলিলেক মোর মণ্ডাগ্যের কারণ॥ প্রভুর এ চক্র মোর রহিতে
 জীবন * প্রভাতে নৃপতি সুতা হরিষ অন্তর॥ প্রভুর মহিমা
 কহে জুড়ি দুই কর*ওহে প্রভু রূপায় ঈশ নিরঞ্জন ॥ সকল
 করিতে পার মহিমা কারণ*তোমার রূপায় মনোরথ পুরে বসি
 বাস্বর হস্তে ত যটে গগনের শশী*তোমার রূপায় পুরিলেক
 মন কাম ॥ পতি মোর জোলকর্ণ নন্দন গুণধাম*জোলকর্ণ
 নন্দন জোগ্য নাহি মানবি॥তোমার রূপায় পাইনু অধেষ পদবি

পাইনুফারেসসু তহেতু অপমান॥ আশুযাতিপাপহতেকৈলা
 পরিত্রাণ॥ প্রভুস্তুতিবাক্যহেনকন্যামুখেশুনি॥ হইলপরমভক্ত
 বীরগুণমনি॥ অধরেঅধরদিয়ানয়নেনয়ন॥ হৃদেহৃদে আশি-
 দ্ধন দিল রঙ্গঘন॥ পরম আনন্দে যাতি কুমারী কুমার॥ সেই
 নিশাকাটাইল বনের ম. বা রঙ্গন নারসেকেলিকৈলা অরণ্যে
 সঙ্গার॥ মন শুখেক্রিয়াকরে জোলকর্ণকুমার॥ কুমারী নাগরি
 আর কুমার নাগর॥ সারদ কৃতিকা রমাদোহ সমস্বর ॥ নানা
 মতেকেলিকৈলা অতিমনরঙ্গ॥ মদনেজেহেন রসপুরেরতি
 সঙ্গে ॥ রূপবতি সঙ্গে রূপ চন্দ্র গুণধামা॥ ভুঞ্জিলেক রসবতি
 রঙ্গ অনুপম॥ তেনমতে রস রঙ্গ ময়ফল মূলুক ॥ রোকবানু
 সঙ্গেপুরেমনেরকৌতুক ॥ রাধিকা সহিতেরঙ্গকরেযেন কানু
 কুমার করয় রঙ্গ লই রোকবানু ॥ অনিরুদ্ধ সনে যেন উদার
 বিহার॥ মমতি সঙ্গেযেন মাধবসুন্দার ॥ চন্দ্রানি সঙ্গেতেযেন
 লোরেন্দ্রকুমার॥ মন শুখেকেলিকলা সঙ্গার বিহার ॥ রোক-
 বানু সঙ্গেতেন বীরগুণধামা॥ কামকেলিকৈল মনরঙ্গ অনুপম
 এইমতেকেলি রসেগোঙাইল রজনী ॥ পূর্বদিকে উদয়হইল
 দিনমনি ॥ নিদ্রাভঙ্গেকুমারকুমারি দুইজন ॥ সমুদ্রেরকুলেতবে
 করিল গমন ॥ স্নান করিবস্ত্র ছাড়ে সাহার নন্দন ॥ কন্যাজাই
 পাখালিলপতির বসন ॥ দিব্য একস্থানে জাইকুমার কুমারী
 তথায় বসিয়া দোহ নাগাজগুজারি ॥ সমুদ্রেরকুলেবসি সঘন
 হেরয় ॥ কোথায় জাইব নাহি দিক পরিচয় ॥ চৌদিগেসমুদ্র
 দেখে মহা ঘোরতর ॥ সদয় চিন্তিত অতি বীর গুণধর ॥
 হেনকালে দেখিলেন্তু সাহার সন্ততি ॥ সমুদ্রে ধীরে
 নৌকা বায় রঙ্গ মতি ॥ মৎস্য হেতু সমুদ্রে ভ্রময় নির-

স্তর॥ কুমার ডাকিয়া তাকে আনিলগোচর*ধিবরেদেখিল।
 নদীতীরে একজন॥কিকাজেডাকয় তথাকরিলগমন*দেখিল
 কুমার কন্যা। পরম সুন্দর ॥ যোহাচিত্ত হই পড়ে নৌকার
 উপর *জ্ঞান লাভিধিবর উঠিয়া বৈসেপুনি॥কহিতে নাপারে
 সখা নিজ মনেগুনি*ফেনে বলেজক্ষ সঙ্গে আইল পুরন্দর
 কনে বলেরতি সঙ্গেআইলপঞ্চশর* কনে বলে ভুবনেতে
 কোতুক অন্তর॥ কৃতিকাসহিতে বুঝি আইলশশধর*কুমার
 গোচরে পুছে জড়িজুগকর॥ দেব কি গন্ধর্ব তুমিকিবা বিদ্যা
 ধর*ইন্দ্রেরনর্তকিকিবা তুমিহুইজন॥নহেকিবানরেশ্বরকহিবা
 বচন*কুমার বলিল অ মি নহি পুরন্দর॥নাইই গন্ধর্ব আমি
 নহি বিদ্যাধর*নৃপতি নাইই আমি শুনহ বচন॥নিজভাষ্য
 সঙ্গে আমি সাধুর নন্দন*বিবাহ করিতে গিয়া ছিন্ন দুরা-
 ত্তরে॥আসিবারকালে নৌকা মঞ্জিল সাগরে*মনুষ্যজানিয়া
 সেই ধিবর দুর্জনে ॥ ভাবিতে লাগিল দুষ্ট নিজ মনে*
 কুমারকেকরিএথা কপট-ভাণ্ডন॥ মনরঞ্জে নিবকন্যা আপন
 ভবন*ধিবরে বলিলসাধুশুনহবিশেষ॥কিকর্ম আমারপ্রতি
 করহ আদেশ*কুমার বলিল যদিধর্মপ্রতিমন ॥ সমুদ্র করহ
 পার আমি দুইজন*ধিবর বলিল শুন সাধুর কুমার॥এনৌ-
 কাতে তিনজনহৈতে নারৈপার*বড়ের তনয় তুমিহেনলর
 মন॥তোমাউপকার যদি করি কদাচন*ইহলোকেপারলোকে
 প্রভুর নিকট॥পাইব বহুল পুন্ন তরিব সক্ষট*সামান্যজনের
 হতে কতুপৃথিবীত॥নাইব বড়ের উপকারকদাচিত*বড়ের
 তনয় কেবা সহজোগে পারি॥ মোরপুণ্য ফলেপ্রভুতোমাকে
 মিলায়*এবেদুইজন করি দিলে পারি॥ সার্থক জনম তবে

জানিব আমার* ললাট নির্বন্ধ জেবা নাজায়খওন ॥ কুমার
 জানিল হিত ধিবর বচন*ধিবরের বাক্য শুনি হরিষ কুমার
 আদেশিল প্রথমে কুমারী হৈতে পার*কুমারী বলিল কহি শুন
 প্রাণেশ্বর ॥ আগতে মি পার হও অনন্ত সাগর*কুমারে বলিল
 শুন প্রিয়া প্রাণধনী ॥ অরন্যে তোমাকে যুক্ত নহে একাকিনী
 অরন্যে সঙ্কট মাঝে নারী পরিহরি ॥ পুরুষ তরিতে যুক্ত নহে
 প্রাণেশ্বর*পার হইর হজাই মনুষ্য আনয় ॥ পশ্চাতে হইব পার
 না ভাব সংশয়*কুমারের বাক্য শুনি রাজার নন্দিনী ॥ গদ ২
 ভাসে জলে বিরহ তাপিনী*নৌকা আরহিল কন্যা লৈ জার
 ধিবর ॥ কুমার রহিল বসি সমুদ্রের তীর*ধিবরে বাহন নৌকা
 যেহেন বিজলী ॥ এড়াইয়া গেল কুমারের তীরগুলি*সমুদ্রের
 মাঝে গিয়া ধিবর দুর্ঘটি ॥ ভাটি যারি বাহে নৌকা অতিশীঘ্র
 গতি*কন্যার বুঝিল সেই ধিবর চরিত ॥ কুমারকে অরিকান্দে
 মন সন্তাপিত*ধিবরে বলয় কন্যা না কর কান্দন ॥ নৃজীল
 তোমাকে প্রভু আমার কারণ*আমাকে অশ্রদ্ধা মনে না কর সুন্দরী
 তোমাকে পালিব নিত্য প্রাণ পন করি*ভাল ২ মৎস্য সব দিব
 প্রতি নিতি ॥ আনন্দে ভঙ্কিবা নিতী আমার সঙ্গতি*ধিব
 রের মুখে রমা শুনি হেন বানী ॥ বহুল কান্দিল বালা অপমান
 গুণি*কান্দন করিল বালা পাই মনে তাপ ॥ লিখিলে পুস্তক
 ঘাড়ে সে সব বিলাপ*প্রনতি করিয়া যাগে প্রভুর গোচর ॥
 অসতী না কর মোরে ত্রি জগদ্বৈশ্বর*স্থাপিলাম তোমাকরে মোর
 এই ভঙ্গ ॥ নাহোক লঘুর হস্তে সত্য মোর ভঙ্গ*রক্ষক হইলে
 তুমি ত্রি জগৎ পাল ॥ সিংহের লজ্জিতে কি বাজো গ্যতা নৃগাল
 রক্ষক হইলে আপে প্রভু কর তার ॥ এক ব্যাঘ্রে বধে যুগ সহস্র

হাজার❀ আপনেনারাথ যদি দৃষ্টি আপনার❀ নিঃশেষে দৈই
 অগ্নি সয়াল সংসার❀ আপৈধৈর্য্য নারাখিলে ধরনী অটল
 মুহূর্ত্তেকে ভাঙ্গিমহী হই জায়তল❀ যদি সে নারাথ নিজ মারুত
 সত্তুরি❀ তিলেকে ভাঙ্গিমহি চূর্ণ বৎকরী❀ শুভ্রন না কর যদি
 মহিমার বলে ॥ উথলে বরুন মহী মজি জায় জলে❀ বলবন্ত
 জনের হরিতে পার বল❀ নির্ভয় করিতে পার নির্বলি সকল
 নির্বলির বলি তুমি দুর্গতির গতি ॥ নির্লক্ষের লক্ষ তুমি ত্রিজগৎ
 পতি❀ এহেন সঙ্কটে মোর রক্ষা নাহি আর❀ স্তাব্য সমর্পিল
 অঙ্গ চরণে তোমার❀ নৌকা বাহি কন্যা লই ধিবর দুর্জয়
 দিন অবশেষে গেল আপনা ভুবন❀ যাটেতে আইল নৌকা শুনিয়া
 বণন❀ মৎস্য নিতে আইল যত মাছুনিয়া গণ❀ যাটেতে আইল
 হাতে মৎস্যের টুকরি ॥ নৌকার উপরে দেখে পরম সুন্দরী
 দেখিল নৌকাতে মৎস্য নাহি কদাচন ॥ ত্রিলক্ষ মহিণী কন্যা
 অতি সুলক্ষণ❀ দেখিয়া কন্যার রূপ মোহ সর্বজন ॥ জ্ঞানপরি
 হরি সবে হৈল অচেতন❀ কতক্ষণে জ্ঞান লভি নিকটে গমন
 কন্যা দেখি আশ্চর্য্য হইল সর্বজন❀ কন্যা দেখি ভাবা যুক্তি
 করে নিরন্তর ॥ কি কথ্য করিল এই চণ্ডাল বর্ষর❀ পরিণাম
 ভর কি দুঃমনেতে নাগুনি❀ হরিল কাহার নারী হইতে উচ্ছনি
 নাহিক এহেন কন্যা নৃপতী ভুবনে❀ ধিবরের জোগ্য হেন বলি বেক
 কোনে❀ এই কন্যা হইল ধিবরের কুলকাল❀ আনিল কাহার নারী
 ঠেকিল জঞ্জাল❀ কোথাতে নিজুয় যত কুকুর উদরে❀ নাশোভে
 এহেন রমা চণ্ডালের ঘরে❀ চণ্ডালের পুত্র গোত্র মৎস্য বেচি
 খায় ॥ অসম্ভব কথ্য কৈল মরণ উপায়❀ এহিমতে নারীগণে
 ভাবে মনেত্রাশ❀ এহি কন্যা মূলে হবে ক্ষমূলে বিনাস❀ তবে

জান ধিবরেকহেঁতু কন্যা তরে॥ নৌকাছাডিলকন্যাআমার
 বাসরে❀ তাশুনিসারাজবালাবিস্মিতঅন্তরে॥ অকর্তব্য চলি
 জায়ধিবরেরঘরে❀ মৎসেরচাচরিএক আনিয়া সতরে॥ বসি-
 বারেদিল তবে কন্যারগোচরে❀ একপদেখিয়া কান্দে রাজ
 বাল্য সতী॥ মৎসেরছগন্ধে যুগুহেট কৈল অতি❀ হেটযুগে
 কহে বাল্য ধিবরগোচর ॥ পরিস্কার করিদেও আর একঘর
 ধিবরশুনিয়াহেনকন্যারউত্তর॥ অতিশীঘ্র গৃহএককৈলপরি-
 স্কার❀ সেগৃহেপ্রবেশি বাল্য কহেমধুবানী॥ কহিল আমাকে
 দেও কাতি এক আনি ❀ যহ দিন অনাহার অন্ননাহিখাই
 করিতেরক্ষন সজ্জাহন্তেকাতিনাই❀ বাড়িয়াছেহতুপদে নখ
 বহুতর॥ কাটিবসে সব নোখ দেখিতে দুস্কর ❀ ধিবর হরিষ
 শুনি কন্যা মুখেবানি॥ কন্যার হন্তেতেকাতিশীঘ্রদিলআনি
 কাতি গাইমনে ভঙ্গী রাজকন্যা সতী॥ ধিবরে সংহারি কিবা
 ইহাআপ্তযাতী❀ সেইকাতিরাজকন্যানিজহন্তে ধরি॥ অধিক
 কুপিত মনে বসিল সুন্দরী❀ দিবস বহিরে অস্তগেল দিবা
 কর॥ অন্নের উদ্দেশ নাই ধিবরের ঘর❀ নগরেতে জাইসেই
 ধিবর দুর্মতি ॥ ভোজনের দ্রব্য কিছু আনিল সজ্জতি❀ রক্ষন
 করিয়া অন্ন ধিবরদুঃখনে॥ শীঘ্রলই অন্ন জায় কন্যারসদনে
 কাঁচেরভাণ্ডেতেঅন্নভরিছরাচার॥ কন্যায় গাড়িলঅন্নমাটির
 মাঝার ❀ বান্ধিল গৃহের দ্বার অতি শীঘ্রগতি॥ হন্তেকাতি
 লইবৈসেরোকবাল্যসতী❀ এইমতেনিশিগঞ্জে দ্বিতীয় প্রহর
 কন্যার নিকটে গেল চণ্ডাল বর্ষর ❀ দ্বার মেলিবারে চাহে
 চণ্ডাল দুর্মতি॥ তরিয়া কহেঁতু কথাৱোকবাল্যসতী❀ দ্বার
 মেলিবারে চাহ কেন ছুরাচার ॥ মরণ নির্ধন বৃষি পুরিল

তোমার ধিবরেকহিদমোকে নাচিনন্দুরি। কুমারবিদিতৈ
 তোমা আনিয়াছি হরি। কুমারীবলিলপাপ ছাড়হকু-আশ
 কেনে চাহ অবিলম্বেহইতেবিনাশ। জদ্যপি চাহিসপাপদ্বার
 মেলিবার। এইকাতি হানি মুণ্ড কাটীবতোমার। কামভাবে
 উন্মত্তধিবর দুর্মতি। দ্বার মেলিবারে চাহে মত হই অতি *
 ভাদেখিয়ানুপশুতাঅতিক্রোধমন। লঘুহস্তেদ্বারেকাতিহানে
 ঘনধিবর কন্যারগতিবুঝি নিজমন ॥ প্রাণ ভরে শ্বগিত
 রহিল কতক্ষণ কন্যায় বলিল শুন ধিবর বর্ষর। না দেখিলা
 পতিমোরদেবপুরন্দর। বধিতেতোহাকেপাপদেবশুরপতি
 মোরেপাঠাইল পাপতোহারসঙ্গতি। ইহাতেনারুঝতুহিমুড়
 পাশায়। ভিন্নপুরুষেতেকেব। নারীসমর্পণ। যদি সে মুখের
 হয় ধিককুপাণ্ডিত। নিজ নারীনা দেভিন্নপুরুষ সহিত। অবশ্য
 জানহমোরপতিদেববর। অন্তর্দ্বানেআছেমোরসঙ্গনিরন্তর
 কামভাবে চাহ যদিমোকে লজ্জিবার। আশ্চর্যিতে আসিমুণ্ড
 ধাইবেতোমার। কামদৃষ্টিহরি সিতালঙ্কার রাবন। সর্বংশে
 বিনাসহৈলপাপের কারণ। নিজদশমুণ্ড গর্বেপাপ আরভিল
 দশমুণ্ডে একমুণ্ড রাখিতেনারিল। একমুণ্ডলইদুর্ভকোনগর্ষ
 ধরি ॥ আরম্ভয় হেন পাপ ধর্মপরিহরি। জানহ দেবেরদেব
 সত্যমোরপতি। লজ্জিতেআমাকে চাহধিবরদুর্মতি। রাবনের
 পুত্র শতপৌত্র সহস্রেক ॥ সর্বসে বিনাসহৈল নারহিল এক
 পুরুষবধেরভয়ভাবি নিজমনে। ভাঙ্গিয়া মনেরভেদকহিতে-
 কারণে। নহেতোকে বধিতে আমার পতিরাজ ॥ বধিলক
 যেনবধেপাতক অব্যাজ। ইন্দ্রেররমনিআমিজোগ্যনহিতোর
 অকালে মরিতেচাহহইমতিভোর। সর্বধাতুসারপাপমনের

কু-আস ॥ নহে সে দেবের হাতে সবংসে বিনাস ❀ যদি সেনা
 হয় মোর পতি দেবরাজ ॥ কোথায় মনুষ্য হেন আছে ক্ষিতী
 মাঝ ❀ জার রূপ দেখি পাপ হৈলা মোহ স্থিত ॥ না শোভয় যৈ বিদ্রুপ
 তাহার সহিত ❀ তুণ ইহ ব্রহ্মার সহিতে কর বাদ ॥ আপনি
 ইচ্ছিতে চাহ আপনা প্রমাদ ❀ কন্যার বচন সত্য জানিয়া ধিবর
 প্রাণ ভয়ে কম্পান হৈল কলেবর ❀ ইন্দ্র দেব হেন জানি হৈল
 চমকিত ॥ মহা ভয়ে দেহ প্রাণ ছাড়ে আশ্চরিত ❀ মৃত্যু ভয় তুণি
 মনেক মদিল ভঙ্ক ॥ কেশরী দর্শনে যেন পলায় কুরঙ্গ ❀ ব্যাধিয়ে
 হরিল যেন মনের হরিষ ॥ মৃত্যু ভয় কাম অধা মনে লাগে বিধ
 দেব নাম শুনি বহু উপজিল উদর ॥ কন্যা পরিহরি হৈল প্রাণের
 কাতর ❀ ধিবর শরীরে নারহিল বীজ্জ্বল ॥ দেব ভয় হেতু বুজি
 হরিল সকল ❀ ধিবরে ভাবয় মনে সত্য এবচন ॥ মনুষ্যের রূপ
 হেন নহে কদাচন ❀ লোভে ঘরে আনি দি নু কালের আশ্রম ॥ জানি
 শুনি গৃহে আনি সঞ্চারি নু ষম ❀ বিপাক হইল মোর ঘটিল
 মরণ ॥ হরি নু দেবের ভাজ্জ ॥ মরিতে কারণ ❀ এইমতে ধিবর
 আসিত কলেবর ॥ নিজ স্থানে চলি গেল বিক্ষিত অন্তর ❀ হেন
 কালে নিশি শেষ হইল প্রভাত ॥ কন্যার ধিবর ডাকি আনি ল
 সাক্ষাত ❀ ধিবরকে কহে ছাড় মোনের কু-আস ॥ আজ হতে
 তোকে আমি দি নু পুত্র বাস ❀ রহিব কতেক দিন তোমার আলয়
 তুমি পুত্র আমি মাতা জানিও নিশ্চয় ❀ ভ্রমিতে নানান দেশ
 তিথি তিথি অন্তর ॥ চলি গেল পতি মোর রাখিতোর ঘর ❀ নারী
 সঙ্গে যদি সে ভ্রমর নানা দেশ ॥ দেব মণ্ডলে তেলজ্জা তুণিয়া
 বিশেষ ❀ তে কাজে পাঠান মোকে তোমার সহিতে ॥ সত্য জান
 চাহে দেবে তোকে পরীকিতে ❀ গুরুপত্রি ভাবে মোর মান্য করি

জতি॥ সম্পদ বাড়িবেতোর হবি ধন পাতি* অবিলম্বে সম্পদ
 বাড়িবে সহসাৎ ॥ ধন জন সঙ্গে তুমি হইবা কৃতৎ* সুন্দর
 কামিনী লাগি শ্রদ্ধা যদি অতি ॥ করাইব পঞ্চ বিভা সুন্দর
 যুবতী* নহে যদি আশা হেতু মনেতে কু-আশা ॥ এই পাণ্ডুলে
 হবে সবংসে বিনাস* নিজ প্রাণ ভয়গুণি ধিবর কাতর ॥ জননী
 ডাকিয়া পড়ে পায়ের উপর ॥ জখনে মা বাপ ঘরে কন্যা
 অবস্থার ॥ ছয় গোট লাল জান আছিল কন্যার* সেই ছয়
 গোট লাল মন কোতু হলে ॥ বিবাহের দিনে বাঙ্কি ছিলেন অঞ্চলে
 সেই মণি হতে এক অমূল্য রতন ॥ ধিবরের হস্তে বাল্য দিল
 তৈতৎ* কহিল তোমাকে দিন অমূল্য রতন ॥ এইরত্ন জান
 সপ্ত নৃপতির ধন ॥ ধিবরে দেখিয়া রত্ন বহু মূল্য ধন ॥ থর-
 কাঁপে অঙ্গ চমকিত মন* ধিবর কহিল মাতা শুন নিবেদন
 কদাচিত জোগ্য যোরনহে এই ধন* যোর হস্তে কেহ যদি দেখে
 এ রতন ॥ চোরশকে প্রাণে মারি কাড়ি নিবে ধন* ধিবরের
 বাক্য শ্রুতি মহারাজ সূতা ॥ ছিড়িয়া গলার হার দিলে মুকুতা
 বলিল মুকুতা লই করহ গমন ॥ মহাজন প্রতি কৈবে এসব
 বচন* যোর এথা আসিয়াছে সাধু একজন ॥ পথশ্রমে কাতর
 অতি ক্লিষ্ট রোগ* তে কারণে সাধু বরহস্তে তে আশার ॥ মুক্তা
 এক দিল বিকিকিনি করিবার* একপকহিল যদি মহারাজ সূতা
 চলিল ধিবর হাতে লইয়া মুকুতা* কন্যার প্রমথ প্রার কহিয়া
 রতন ॥ বিকি করি মুকুতা আনিল বহু ধন* ধিবরের স্ত্রীপুত্র
 ছিল দিগম্বর ॥ সেসবে রে পাইল পাট পাট শ্বর* নানা অলঙ্কার
 দিল দেখিতে শোভিত ॥ অষ্ট অঙ্গে কৈল হেন রজতে ভূষিত
 ধিবরের তরে বাল্য আদেশে বচন ॥ সমুদ্রের তীরে গৃহ বাঙ্কিতে

কারন*ভালমতেবান্ধ একপাষানের ঘর॥ তথায় রহিবগিয়া
 হইএকাস্বর*সেগৃহসমীপে বান্ধ অতিথী মণ্ডব॥নগরবাজার
 কর বান্ধি গৃহ সব*আর একমুক্তা নেও বহু মূল্যধনানগ-
 রেতে গৃহ সব বান্ধ শুলক্ষণ*নগরেতে বান্ধগৃহদিব্যঅতি
 অবিলম্বে এই কর্মকরশীঘ্রগতি*গৃহ সব বান্ধযেন ইন্দ্রের
 ভুবন । সং কর্মে যত লাগে দিব তত ধন*অন্নশালাপাক-
 শালা রচহ মণ্ডব ॥ আসিয়া রহিবে যত দেশান্তরি সব *
 জতেক বিদেশী দেশান্তরি নরগণ॥ আসিয়া বক্ষয়যেনঅতি
 রত্নমন*একশত ঘৃদি খানা কর সারিঃ ॥ একসত কুণ্ড আর
 একসতঝারি*অন্নভূঞ্জিবারে জল করিবারেপান॥ বিদেশী
 ভ্রমিকসবে আসিএইস্থান*কুমারির আঞ্জাঅনুরূপেএসকল
 ধিবরে করিল কর্ম মন কোতুহল*সাধিয়া এসবকর্ম আঞ্জা
 অচুমান॥বার্ত্তা জানাইলজাইকুমারির স্থান*সেইগৃহমাঝে
 বালা হই একাকিনী ॥ সমুদ্রের তীরে জাই রহে বিরহিনী
 বিরহে বিকল রমা মনে অতিক্রেশা॥ আরভিলতপজপতপ
 স্বিনীভেস*তবেবালাকুমারেরকল্যানমানস ॥ নিশা ভাগে
 ভরে জল শতেক কলস*নিজ হস্তে ভরি কুণ্ড রাখেসারীঃ
 শতেক কলসি মুখে রাখে সতঝারি*তৃষ্ণাকুলগণেজলকরি
 বারে পান ॥ এইপূর্বে পুরিবারে মানসকল্যান*সেইস্থানে
 শীঘ্র আসিমিলিবারেপতি॥প্রভুপদেমাঙ্গেএইমনেরআরতি
 পুনিঘরেপ্রবেশিয়াদুয়ারবান্ধিয়া॥কুমারসন্তাপেনিশিগোড়ায়
 কান্দিয়া * দিবস হইলে গৃহে রহেন্তু বসিয়া॥কুমারেরপন্থ
 অণ্ড গবাক্ষে হেরিয়া * এই নিতী ক্রমে এথা রহে কন্যা
 সতী ॥ তথা বন্ধ তলে কান্দে সাহার সন্ততি*সাহাবদিন

মোহাম্মদ চরণে প্রনতি॥ আবদুল হাকিম প্রতি সেই পদগতি*

রাগ পরিতাল ছন্দ ॥

এথাবসি বীরে, সমুদ্রের তীরে, কান্দেন নৃপতিনন্দন॥ কন্যার
উদ্দেশ, না পাই বিশেষ, নিত্য দগধর মন* অধিক সন্তাপে
সযন বিলাপে, প্রাণ দগধরশোকে ॥ বিধাতা বিমতি, মোর
দৈব গতি, ধিবরে ভাঙিল মোকে * আমার যুবতি, হরিল
দুর্মতি, দৃষ্টির উপরে মোর ॥ পুরিতে নির্বন্ধ, আমি হৈনু ধন্দ
আঁখি মোর হইল যোর * সত্যের কারণে, পরিমাণ মনে,
নাগুনি হইনু বর্ষর ॥ এহেন সন্তাপ, মোর প্রাণপাপ, কেন
ধড়ের অন্তর* দর্শন অবধি, নাহি দেহ যদি, ডুও মোর দরশন
প্রিয়া রোকবালা, হই প্রেম জ্বালা, চাহে ত্যাজিতে জীবন
বিবাহের রঙ্গ, সদকৈল ভঙ্গ, মনে ভাবি ভিন্ন নারী॥ পন্থের
গমনে, বহু শোক মনে, দিনু ছাড়িয়া কুমারী* প্রিয়া চন্দ্র
মুখি, হই মন দুখি, পরিহারি মান্য লাজ ॥ হইয়া দুর্গতি,
আমার সঙ্গতি, প্রবেশে বনের মাঝ* এতেক আপদ, গুনিয়া
সম্পদ, মোর প্রেমে রঙ্গ যতি॥ হেন প্রাণ প্রিয়া, মোকে না
দেখিয়া, হইয়াছে কোন গতি * অরুণ বরণ, সুন্দর বদন,
শোকে হইয়াছে মলিন॥ সাহার নন্দিনী, মোর প্রাণধনি, হৈল
কাহার অধীন* ধিবর বদনে, কুরঙ্গ নয়নে, চাহ কোন ছার
মুখ ॥ সজিবে রহিতে, রহিব কিমতে, অপমানে ফাটে বুক
সাহা সেকান্দর, জগৎ ঈশ্বর, তুমি পুত্র বধু তান ॥ সয়াল
সংসার, তোমা অধিকার, তোমা এত অপমান* প্রধান উত্তম
কেব তুমি সম, সাহা আমার নন্দিনী॥ ললাটে লিখন, নাজার
খণ্ডন, হৈলে দুখের দুখিনী* তোমার উদ্দেশে, ভ্রমি দেশে

যদি তোমা ন হি পাই॥ সত্য এবচন, তেজিব জীবন, মরিব
গরল খাই*হাকিম রচনি, মুন বীর ঘনি, পরিহরমোন ক্রেশ
তোমা মন হিত, পুরিতে বাঞ্ছিত, হৈল প্রভুর আদেশ *
অধিক জতনে, প্রভু নিরঞ্জে, কন্যা রাখিল লুকাই ॥ মন
রঙ্গে অতি, কন্যা লালমতি, বিভা কর তথা জাই *

রাগ পয়ার ছন্দ ॥

এইমতেকতক্ষণ সাহারনন্দন ॥ কন্যার বিচ্ছেদে কান্দে শোক
ভাবিমন*হেন কালে মহাশব্দ সমুদ্রে উঠয় ॥ গিরীসৃঙ্গভাঙ্গি
যেন সমুদ্রে পড়য়*শব্দ শুনি যুবরাজ নিরিখে লাগর ॥ সমুদ্র
কূলেতে দেখে সর্প অজাগর*তড়েতে উঠিল আসি সর্পভয়
কর ॥ চূর্ণবত করি আসি পর্বত শিখর*দেখি সেই মহাসপ
আসিত কুমার ॥ অলকিতে রহে জাই বনের মাঝার*কুমারের
দেখি সর্প আসিয়া সত্যর ॥ উঠিতে লাগিল তবে রন্ধের উপর
রন্ধের উপরে বীর যদি দৃষ্টি কৈল ॥ সিমরোগের বাসা তথা
কুমার দেখিল*দেখিল কুমার সেই বাসার উপর ॥ বসিয়াছে
দুই ছাঁও পরম সুন্দর*সিমরোগের সেই দুই ছাঁও খাইবার
উঠিতে লাগিল রন্ধে সর্প দুরাচার*ছাঁএর নিকটে যদি গেল
অজাগর*সর্প দেখি দুই ছাঁও হইল কাতর*তাদেখিয়া ক্রোধ
মনে সাহার কুমার ॥ হস্তেতে লইয়া ধনু করে হাহাকার*
তর্জিয়া বহেত্ত বাক্য নৃপতিকুগার ॥ শুনরে পা পিষ্ট সর্প দুষ্ট
দুরাচার*ছাঁয়ের নিকটে পাপ না কর গমন ॥ যদি বা জাওরে
পাপ করি বনিবন*কুমারের অহঙ্কার শুনি অজাগর ॥ রক্ততলে
দেখে এক কুমার সুন্দর*সর্প রাজ বলে মুন নৃপতি নন্দন
অকারণে দর্প কর মরিবা কারণ*তোমাকে দেখিয়া মোর

দয়া লাগে অতি॥ তে কারণে ছাড়ি দিহু জাও শীঘ্রগতি*
 ভক্তি তে আইনু আমি আপন আহার॥ ভকনে তে বাধা কেন
 ধর্ম তা তোমার* দেখিতে সুন্দর শিশু দয়া তে কারণ॥ খাইতে
 বন্ধক মোর না হও কদাচন* কুমারে বলিল শুন সর্ষ দুরাচার॥
 ছাঁও পরিহরি প্রাণ রাখ আপন* আহার ত নিতে গিয়া আছে
 মাও বাপ ॥ তে কাজে খাইতে ছাঁও আসিয়া ছাপা* জনক
 জননী নাই ছাঁয়ের বিদিত ॥ তে কাজে সাহায্য আমি হইতে
 উচিত* আমার বিদিত পাপ নাকর ভদ্র* অন্যস্থানে জাই
 পাপ কর চুরি কর্ম* তরে জ্ঞানি বলবন্ত মহা বীর্জশালি॥
 ছাঁয়ের জনক আগে করণা বুঝালি* ছাঁও হতে অন্ত হইরহ
 কতক্ষণ ॥ জনক জননী আগে করিও ভক্ষণ* জনক অগ্রেতে ছাঁও
 খাইলে দুর্গতি॥ বিসম্বাদ নহে মোর তোমার সঙ্গতি* জখন
 ক্ষেপিবে মুখ ছাঁও খাইবার॥ তিহু বানে মুণ্ডে তার করি বিদার
 মুহূর্তের কর্ম নহে তোকে সংহারিতে॥ কুক্ষণে আমার আগে
 আইলে মরিতে* নাকর অন্যায় কর্ম না হও নিধন ॥ প্রাণ লইয়া
 নিজস্থানে করহ গমন* শুনিয়া কুমার বাক্য ক্রোধ অজাগর
 সোশয়ে জেহেন মহামারুত প্রথর* মুখ হতে খসি পড়ে অগ্নি
 রাসি ॥ সহস্রেক রক্ত বেড়িলে জে ধরে গ্রাসি* কোটি
 রক্ত ভাঙ্গে নিজ পুচ্ছে বেড়ি ॥ ঠনাঠনি মহা সৰু উঠে ডমড়ি
 ভাঙ্গয় সালের তরু গজালির গণ ॥ ক্রোধে নাসিকার শাবে
 অগ্নি বরিষন* দন্তে কাটি পাড়ে রক্ত সর্প মহাবল ॥ খসি পাড়ে
 রাসি রাসি মুখের গরল* কুমার কে উপহাস্য করে সর্প বর
 অকাজে মরিতে আইলে আমার গোচর* শুনরে মরুয়া শিশু
 তোকে কিবা ডর ॥ ভক্ষিব পক্ষির ছাঁও তোমার গোচর*

পশ্চাতে না মিয়া রক্ষহতে অবিশ্রামে ॥ খাইবতো মাকে আজি
 অস্থি মাংস সমে ॥ আশু রক্ষা করিতে মারিবে আপে আপ
 কোন গর্বে মোর আগে কর বাক্য লাগি ॥ এবলি ধরিতে ছাঁও
 মুখ খেপে আগে ॥ কুমার হানিল শ্বর সর্প কণ্ঠ ভাগে ॥ ক্রোধ
 হৈল অজাগর খাইতি যুগ্ম ॥ কুমারে ধরিতে লেজ বাড়ায় সত্তর
 তা দেখিয়া যুবরাজ অতি তুরমান ॥ সর্প মদ্রদেশে জুড়ি হানে
 তিকুবান ॥ রক্ষসে হানি সর্প কুমারে রাখিল ॥ হস্তে ধড়ম
 লই সর্প কাটাতে লাগিল ॥ খণ্ড করি সর্প কুমারে কাটিল
 বসনে বান্ধিয়া মাংস রন্ধে তচড়িল ॥ ছাঁয়ের নিকটে জাই
 সাহারনন্দন ॥ দুই ছাঁও প্রতিকহে গৌরব বরণ ॥ তুমি দোহে ভক্তি
 বারে অতি মনরঙ্গ ॥ আরহিল আসি রন্ধে এপাপ ভুজঙ্গ ॥ পরম
 সন্তোষ মনে তুমি দুই জন ॥ সে দুই সর্পের মাংস করহ ভক্ষণ
 জনক জননী তোমানা হিকনিকটে ॥ তে কাজে সাহায্য হৈল
 পরম সন্ধটে ॥ যে সকল বলহিন অনাথ ভুবন ॥ তাহার অন্যায়
 যদি করে দুই জন ॥ সাহায্য না হয় যদি দেখি বিদ্যমান
 মহাপাপ হয় তার শাস্ত্রের বিধান ॥ তে কারণে সংহারিলু সেই
 দুই মতি ॥ নিজ সত্র মাংস খাও মনরঙ্গে অতি ॥ এবলি সর্পের
 মাংস দিল ছাঁও মুখে ॥ দুই ছাঁও মাংস খায় অতি মনশুখে
 সর্প মাংস খাই ছাঁও সন্তোষ হৈল ॥ সেই রন্ধ তলে নামি কুমার
 রহিল ॥ দিন অবশেষে দুই পক্ষি মহাবল ॥ আহা লইয়া
 আইল মন কুতুহল ॥ দুই পদ পক্ষে গজ মুখে এক আর ॥ দুই
 পক্ষি দশ গজ আনিল আহা ॥ আর দিন আহা আনিত সেই
 ক্ষণ ॥ যনরায়সক করে ছাঁও দুই জন ॥ আজিকা ছাঁয়ের সন্ধ
 না শুনি শবনে ॥ বাসরে পাড়িল পক্ষি হতাশিত মনে ॥ দেখিলেক

দুই ছাঁও নিশাঙ্গে আছয়। সঙ্কচিত হই পাখী ছাঁওকে পুছয়
 কিলাগি চিত্তীত অতি বিম্বিত অন্তর। মাতা পিতা তরে ছাঁও
 না দেয় উত্তর * বিনয় করিয়া দুই পাখী বহুতর। জিজ্ঞাসা
 করিল ক্রোধ কিসের অন্তর * বাপ মা ও প্রতি কহে ছাঁও দুই
 জন। পশ্চাতে কহিব জেসামনের বেদন * জনক জননী কহমত্যা
 বিবরণ ॥ এথা কত দিন হয় বন্ধ দুই জন * জ্যেষ্ঠ সহোদর ভগ্নী
 জন্মিল কিতীতে ॥ নহে কিবা বাঁজা রূপে ছিল পৃথিবীতে
 ছাঁও তরে কহে পক্ষি শুনহ সতত ॥ এই যক্ষ বক্ষি মোরা অক
 সাত শত * জতেক জন্মিল তোমা ভগ্নী ভ্রাতা গণ ॥ কহিবার
 অন্ত নাই নাজায়ক হন * সেই সকল ছাঁও পাল্য করি নিরন্তর
 বয়স হইলে তুমি দুই সমস্বর * আহাৰ আনিয়া চাহি বাস রেত
 নাই ॥ নাজানি কি হয় কিছু নির্ণয় নাপাই * তুমি দুই ছাঁও প্রতি
 ভর্ণা কি আহার ॥ রাত্র দিনে এই চিস্তা চিত্তী অনিবার * ছাঁও
 বলে বাপ মা ও হই জন্ম দাতা ॥ রূপা ছাড়া ডিজা ও কেনে নাহ ও
 রক্ষিতা * কার হেতু পরিশ্রম করে পাল্য করি ॥ উড়িবার
 সময় কেবা লই জায় ধরি * ত বিচারে সে সকল হইল বিনাস
 আমি দুই ছাঁও প্রতি কেনে কর আশ * জনক জননী দোহে কহে
 বিবরণ ॥ কিলাগি আহাৰ আঞ্জিনা কর ভক্ষণ * কাহাকে দেখিল
 কিবা শুনেছ বচন ॥ আমি দোহনকে কহমত্যা বিবরণ * ছাঁও
 বলে শুন কহি শব্দট আহার ॥ জিউদান ছিল আমা বিদেশী
 কুমার * ওই দেখ বসিয়াছে মহা রক্ষতলে ॥ প্রাণ রক্ষা কৈল
 মোর এই মহাবলে * সমুদ্র হইতে উঠি সর্প অজাগর ॥ আমি
 দুই ভক্ষি বারে আইল সন্তর * বাসার নিকটে আইল সপ ভয়ঙ্কর
 সক্রোধে প্রাণ ভয়ে হইল কাতর * রক্ষতলে বসি এহি কুমার

দেখিল। মা তা পিতা নাহি হেন নিকটে জানিল। অনাথ দেখিয়া
 আশা রূপা বাসি অতি। আশা দোহে সাহায্য হইল মহামতি
 বহু বকাবকি কৈল সপের সঙ্গতি। অবশেষে সপে সংহারিল
 মহামতি। কুমার সহিতে সপে কৈল মহারণ। সাস সঙ্গে
 কৈল সপে অগ্নি বরিশন। এহি রক তলে দেখ সপে দুরাচার
 ভাঙ্গিল সালের তরু হাজারে হাজার। মহা বিঘ্নাশালি এই
 দুর্জয় কুমার। অবিলম্বে মহা সপে করিল সংহার। তোমার
 ঔরসে জন্ম আমি দুই অঙ্গ। বিনীসিতে সে জনম আইল তুঙ্গ
 আশা দুই প্রাণ রক্ষা করিল কুমার। তেঁকাজে হেন জন্ম হৈল
 পুনর্বার। তেঁকারণে ধর্মপিতা মনুষ্য কুমার। সংহারিল পুর্ষ
 বৈরি সপে দুরাচার। সত্র মাংশ আশা দোহানে রে ভক্ষাইল
 অতি সে গৌরব মনে আশ্বাস করিল। বহুদিম হৈতে ভ্রমে
 বনের মাঝার। নাজানি একতেক দিনের অনাহার। কিকারণে
 অরণ্যে ভ্রমর প্রতিনীত। কাহার তনয় কিবা মনের বাঞ্ছিত
 এসকল বিবরণ কহ শুভসার। তবে মোরা দুই জনে করিব
 আহার। ছায়ের সচন শুনিকরনা সাগর। নিজ ছাঁও প্রতিবার্তা
 কহে পক্ষী বর। এসব আশ্চর্য্য কথা অপূর্ব ভারতী। সাহা সেকা
 ন্দর সপ্ত আকলিমের পাতি। সফল মূলুক সেই সাহার সন্ততী
 চানিলে শুবিবাহ করিতে লালমতি। এতান ভুবনে বাল্যমগ্রিব
 দেশেতে। মশরিক হইতে বরজাই বেকিমতে। অফারণে চলি
 রাছেন। বুঝিসন্তত। বিবাহের অধ্যান হে মরিবার পথ। লালমতি
 তুল্য ভবে নাহি যে কামিনী। জিনিল স্বর্গে রহর এতান নন্দিনী
 লালবানুবার্তা শুনি নৃপসুতগণ। সহস্র জাই ত্যাগর জীবন
 অঘোর বনের পাই এসপ্ত সাগর। মশরিকের গতি নাই পদ

ছরাতুরপঞ্চ শত অক্ষ যদি চলে কদাচন॥ তবেজাই পায়
 লালমতির ভবন॥ মসরিক, মগ্রিবহৈতে করিতে পয়ান ॥ পঞ্চ
 শত বংশরের পঙ্খ পরিমাণ ॥ নাজানি কি গর্বে করি-আছয়
 গমন ॥ কু-বুদ্ধি পাইল কিবা মরিতে কারণ ॥ সেসব সঙ্কট
 বার্তা পুছ কি কারণ ॥ মগ্রিবেতে জাইতে নারিবে কদাচন
 অনিবর্ত্তে চলিয়াছে মরিতে কারণ ॥ সে বাক্য পুছিলে তোমা
 কোন প্রয়োজন ॥ অনাহারে দুখ পাও করহ ভক্ষণ ॥ কিহেতু
 চিন্তিত তুমি হও দুইজন ॥ ছায়ে বলে প্রতিজ্ঞা করিহু তোমা
 আগে ॥ যদি সে আহার করি প্রভু দিব্য লাগে ॥ জদ্যপি
 না করে এহি কুমার ভোজন ॥ না করিব ভক্ষণ জানহ কদাচন
 ছাঁয়ের প্রতিজ্ঞা হেন শূনিব পরিতা ॥ দুই পাখী হইলেক অধিক
 চিন্তিত ॥ মনুষ্য না হইজাব নগর বাজারে ॥ মনুষ্যের শোক
 আনি দিব কি প্রকারে ॥ ছাঁয়ের জননী বলে শুন প্রাণপতি ॥
 নানা ফলে বৃন্দা রচিয়াছে লালমতি ॥ সে উদ্যান হতে আনি
 দেও নানা ফল ॥ সেই ফলে কুমার হইবে কোতুহল ॥ আমাদোহা
 নের পুর্ক বৈরি দুরাচার ॥ খাইল জতেক ছাঁও হৈল বারেবার ॥
 যেই শক্র বংশ নাশ কৈল বারেবার ॥ মারিল সে মহাশত্রু এই বীরবর
 বংশ রক্ষা কৈল তোমা সংসারের মাঝ ॥ প্রাণপনে যুক্ত তার
 সাধিবারে কাজ ॥ শুনিয়া নারীর বাক্য পাখী তৈতক্ষণ ॥ লাল
 বাহু উদ্যানেতে করিল গমন ॥ সেই বৃন্দা মাঝে নানা ফল অনু-
 পম ॥ আঞ্জির তাজু রসেব কিম্বিশ বাদাম ॥ অমৃত খোরমা
 ইকু পেঁপিতা কমলা ॥ আনার আখরোট কিরণী চাম্পা-কলা
 গোলাব-জামুন আর আনারণ ফল ॥ ফল ওখর বুজা আতা
 নারিকেল ॥ সেই বৃন্দা হতে নানা ফল রাশি রাশি ॥ আনি
 লালমতি ॥

লেকপক্ষিরাজ চুঙ্গলেতেগ্রাসী*রক্ততলে বসিয়াছে সাহার
 সন্ততি ॥ করজোড়েভক্তিভাবে মান্যবৈলঅতি*কুমারকে
 পক্ষিরাজ সন্তানি বিশেষাভক্তিভেসকলফল করিল আদেশ
 পাখীর মান্যতা দেখি মনকুতু হল ॥ মন শুখে যুবরাজ খায়
 নানাফল*কন্যার রন্দারফলপাই আনন্দিতা ॥ মধুহতেমিষ্ট
 লাগেগন্ধেআমোদিত*পরমআনন্দেততিবিরঙণবানালাল
 বাহুহস্তেযেনমধুকরেপান*পরমহরিষে হুসি সাহার কুমার
 কন্যা হস্তে ভুঞ্জেযেন নানা উপহার*তবে মহা পক্ষিরাজ
 বাসরেতে গিয়া ॥ ছায়েরসমুখেদিল আহার আনিয়া*মনের
 সন্তোষেছাওকরিল আহার ॥ জনকেরকরজোড়েমাগেপরি-
 হার*আখিরপলকে জাই হরিষ অন্তরে ॥ কাহার রন্দার ফল
 আনিলাসত্তরে*ছাওপ্রতিপক্ষীরাজকহেস্তভারতি ॥ জানহ
 এতান সাহা মগ্রিবের পতি * লালমতি নামে হয় তাঁহার
 নন্দিণী ॥ পরম সুন্দরীবালা ত্রিলোকমোহিণী * ভাল এক
 রন্দা রচিয়াছে রাজসুতা ॥ অ নিরু এসব ফলশীঘ্রজাইতথা
 মহা নৃপসেকান্দর সমালেরপতি ॥ তাঁহানতনয় এই বীর মহা
 মতি*তারযোগ্যফলঅন্য রন্দাবনেমাই ॥ তে কাজে আনিরু
 ফল শীঘ্র তথা জাই*ছাও বলে জনকশুননিবেদনা ॥ এহেন
 নিকটে লালমতিরভুবন*তবে কেন যুবরাজতথা নাহিজায়
 অরয়েতেরক্ততলে মহা দুখপায়*ছায়ের বচন শুনি কহে
 ধগ পতি ॥ তথাতেজাইতেনাহিমরুযা শকতি*এসপ্তসমুদ্র
 হয় অতি ঘোরতর ॥ নৌকা মাঝি নাইতথা নির্লক্ষ্য সাগর
 সেসব সমুদ্রে নাহিমরুযোর*তি ॥ কেমনে হইবেপার সাহার
 সন্ততি*শুন্যেউড়িজাই আমি বলে আপনার ॥ মরুযা শকতি

কিবা হইবারে পারিছাওবলে দয়। যদি আশা দোহপ্রতি
 অবিলম্বে এইকর্ম কর শীঘ্রগতি ॥ আশা দোহ ছায়ের সন্তোষ
 করমন ॥ কন্যার স্বদাতে লওসাহারনন্দন ॥ উপকারি জনেরনা
 কৈলে উপকার ॥ ভুবনে বিফল ছার জীবনতাহার ॥ বংশরক্ষা
 কৈল তব এই গুণবান ॥ অপার সঙ্কট হতে কর পারিত্রাণ
 এফলভক্ষনেনহেসন্তোষকুমার ॥ একমনাহয়তোমাযোগ্যউপ
 কার ॥ ভক্ষহতে অনুগ্রহনাহিকতাহার ॥ প্রিয়াবিনে বিষলাগে
 রাজ্য উপহার ॥ বিষজানিনিজ রাজ্য সিংহাসন ॥ বর্জিল
 সম্পদ যত কন্যার কারণ ॥ হাস্যরস আনন্দ মঙ্গল যত ইতি
 সকল বিফল তারবিনালালমতি ॥ সপ্তভুবনেরপতিজনেকে
 ছাড়িয়া ॥ চলিয়াছে প্রিয়াললবানু উদ্দেশিয়া ॥ কন্যা বিনা
 প্রাণ সান্ত নাহয় তাহার ॥ এসপ্ত সমুদ্র তাকে করিদেওপার
 কন্যারনিকটেনিয়া দেওশীঘ্রকরি ॥ তবেই জানিবতুমিযোগ্য
 উপকারী ॥ নহে স্বদাবনে নিয়া দেও মেহ গুণি ॥ কারবা
 তোমাতেজেবা কার্যহয়পুনি ॥ পুরিলে কুমার প্রতি বিবাহ
 বাঞ্ছিত ॥ দেশে গানিদিতেপুনি তোমাকেউচিত ॥ জনকজননী
 পদে মাগি পরিহার ॥ করিতে এমন কর্ম উচিত তোমার
 কুমারের একমনাকৈলেকদাচনা ॥ সত্যমোরা দুইছাওতেজিব
 জীবন ॥ পাখীবলে শুনছাওবচনআমার ॥ কেমনে করিব পার
 মনুষ্য কুমার ॥ ছাওবলে ভাণ্ডিমোকে নাকহ এমত ॥ এক
 বারে আন তুমিদশএরাবত ॥ করিতেসমুদ্রপারনৃপতিকুমার
 তেকাজে চিন্তহ কেন মনুষ্য কিভার ॥ পাখীবলে না বুঝ
 বালক চরিত ॥ মনুষ্যের ভারহেতু না হই চিন্তিত ॥ মনুষ্য
 পুতঙ্গহেননা গুণি নয়নে ॥ কেমনে সস্তুরিবএহিভাবিনে

নখে যদি গ্রহি অঙ্গ হইবে বিদার ॥ যদি সে গ্রহিয়ে চক্ষু সমুলে
 সংহার ॥ ছায় বলে শুন কহি উপদেশ তার ॥ পৃষ্ঠে তুলি নেও
 তথান পতিকুমার ॥ প্রবেশি পৃষ্ঠের পথে ধরি পঙ্খমূল ॥ রহিব
 পৃষ্ঠের পঙ্খ হই সমতুল ॥ কুমরকে পক্ষি রাজ পুছয় বচন ॥
 পারিবাকি মোর পৃষ্ঠে হৈতে আরোহণ ॥ কুমার বলিল কহি
 শুন ধগপতি ॥ নৌকায় সমুদ্র ভ্রমিয়াছি প্রতিনিতি ॥ দিবা
 রাত্র দেখিয়াছি সমুদ্র অপার ॥ সমুদ্রের প্রতিভয় নাহি আমার
 পবন সদৃশ অশ্বে হই আরোহণ ॥ যুগয়া করেছি বহু প্রবেশি
 কানন ॥ যোগবন্ত অশ্বে চড়ি দিনে শতবার ॥ অশ্ব লক্ষ্মনদী
 নানা হইয় ছি পার ॥ দিবা রাত্র অশ্ব যদি বেগ গম্যে ধায়
 কদাচিত আসন না টলে সর্বথায় ॥ সমুদ্র দেখিতে ভয় নাহি
 কদাচন ॥ আরোহণে স্থির মোর গটল আসন ॥ যদি সে আমাকে
 কৃপা কর ধগপতি ॥ নিশ্চিন্তে বসিব পৃষ্ঠে হরষিতমতি ॥ পাখী
 বলে চিন্তা পরিহর নিজমনে ॥ কল্য নিয়া দিব লালমতি বন্দা
 বণে ॥ আনন্দিত যুবরাজ পাখীর বচনে ॥ সেই নিশি গোড়াইল
 সহরিশ মমে ॥ প্রভাত সময় উঠি সাহার নন্দন ॥ ওজুকরি
 বারেকৈল সমুদ্রে গমন ॥ সমুদ্র কূলেতে জাই দেখিল কুমার
 পিপিলিকা পতি ভাশে জলের উপর ॥ কুমার ভাবিল মনে
 সমুদ্র মাঝার ॥ মরিবেক পিপিলিকা নাহি নিস্তার ॥ আপনা
 বসন জলে ভিজাই স্মৃতি ॥ জলহতে তুলিলেক পিপিলিকা পতি
 কুমার উঠিল যদি তটের উপরে ॥ কুমারকে পুছে পিপিলিকার
 দ্বন্দ্বের ॥ তুমিত মানব আমি পশু ব্যবহার ॥ কিকারণে পঙ্খ
 ভঙ্গ করিল ॥ আমার ॥ কুমার বলিল দেখি দুর্গতী তোমার
 সমুদ্র হইতে তোমাকরি উদ্ধার ॥ পিপিলিকা বলে তুমি শিশু

ব্যবহার ॥ সে কারণে নাহি জান বিক্রম আমার ❀ তোমার
জনকসেকান্দর মহাশয় ॥ তাহান সহিত মোর আছে পরিচয়
না চেন আমাকে তুমি শিশু যুবরাজ ॥ মরি হেন বল তুমি
সমুদ্রের মাঝ ❀ ক্ষিতী অধিকারি নৃপ সাহা সেকান্দর ॥ দেখিল
বিক্রম মোর পন্থের মাঝার ❀ অরণ্যে হইল দেখা তাহান সহিত
গৌরব করিল মোর জতেক উচিত ❀ কভু নাহি শুনিয়া ছপিতা
মুখে বাণী ॥ সসৈন্য সহিত ভুঞ্জাইব মেহমানি ❀ সঙ্গতি
আছিল সৈন্য অনন্ত অপার ॥ আনিল আমার সৈন্য নানা
উপহার ❀ অবিলম্বে মোর সৈন্য মন কোতু হলে ॥ রাজযোগ্য
উপহার অনিল সকলে ❀ আনিল আমার সৈন্য দ্রব্য যত ইতি
সেসব করিতে সংখ্যা কাহার শক্তি ❀ যত সৈন্য ছিল তোমা
জনক সহিতে ॥ আনিল যত কদ্রব্য নারিল ভক্ষিতে ❀ সে সকল
দ্রব্য যত সপ্ত ভাগ কৈল ॥ সপ্তাংশের এক অংশ ভক্ষিতে
নারিল ❀ মোর সৈন্যে প্রসংশিল সাহা গুণবান ॥ শিশুকলেবর
তুমি বালক তাহান ❀ শক্তি হীন জনমোকে না চিন কারণ
জলে ডুবি মরি হেন বল তে কারণ ❀ মোর যত দোষ গুণ আছে
বিদিত ॥ তুমি কি বুঝি বা বাপু বালক চরিত ❀ যথি বেতে চলিয়া ছ
সাহার সন্ততি ॥ বিবাহ করিতে তুমি কন্যা লালমতি ❀ এমণ
সহরে সত্য জাইবা নিশ্চিত ॥ তোমা আশ্রয়ে হইবে শঙ্কট উপস্থিত
ভাল হৈল পন্থে মোর পাইলা দর্শন ॥ সঙ্কট সময় মোকে
করিবা স্মরন ❀ একলি অঙ্গের পঙ্খ দিল তুরমান ॥ কহিলে কপঙ্খ
রাখ তোমা বিদ্যমান ❀ জখন শঙ্কট ঘটে উপরে তোমার ॥
অগ্নির উত্তাপ দিও পাশ্বেতে আমার ❀ যখন হইবে পঙ্খ অনলে
তাপিত ॥ নাম লই যদি মোকে ডাক কদাচিত ❀ স্বসৈন্যে

যাইয়া আমি মিলিবতুরিত ॥ করিব তোমার কৰ্ম যহর উচিত
 তোমার জনক সাহা রসুল আল্লাহ ॥ করিলে তোমার কৰ্ম সাফল্য
 আমার কুমারকে পঞ্চদিয়া মনকো তুহলে ॥ কহিল ভাশাও
 মোর সমুদ্রে রজলে ॥ কুমার ওমান্য ভাবে প্রতি করি অতি
 সাগরেতে ভাসাইল পিপিলিকা পতি ॥ পিপিলিকা প্রতিপুছে
 সাহার কুমার ॥ কিরূপে জানিলা হবে সঙ্কট আমার ॥ পিপি
 লিকা পতিবলে শুনহবচন ॥ যেকূপে সমুদ্রী ডিঘ জানি করি শন
 সেইমতে জানি তোমা সঙ্কট যতেক ॥ ঘটবে তোমার আগে
 দেখিবা প্রত্যেক ॥ আমি আর পক্ষি রাজরহিতেনিকট ॥ শঙ্কানাহি
 গুণ তুমি দেখিয়া সঙ্কট ॥ কুমারের মনে ভণী দিয়া বহু অতি
 সমুদ্রে ভাসিয়া গেল পিপিলিকা পতি ॥ সাগরেতে ওজুকরি
 সাহার নন্দন ॥ সেই রক্ত তলে পুনি করিল গমন ॥ হেনকালে
 পাখী আমি কুমার গোচর ॥ কহিলেক আরোহণ হও পৃষ্ঠে পর
 এত শুনি যুবরাজ স্মরি নিরঞ্জন ॥ সেইক্ষণে পক্ষী পৃষ্ঠে হৈল
 আরোহন ॥ পঙ্খের শিখর ধরি বসিল কুমার ॥ সমুদ্রে উড়িল
 পাখী পবন আকার ॥ নিজ পত্নী তরে কহে পাখী মহারাজ
 কুমার পড়িতে পারে সমুদ্রে রমা ॥ মোর সনিকটে তুমি রহিবা
 উড়িতে ॥ যদি পড়ের হিবা যে সংযোগে লইতে ॥ তরিতে ভরসা
 মাত্র সাহার আমার ॥ নিঃশব্দে চলিয়া আছে সাহার কুমার
 এহাতে সমুদ্রে পড়ি হইল নিধন ॥ কুমার বধের দায়ি আমি দুই
 জন ॥ পক্ষিণী উড়য় মন শক্তি দান করি ॥ যদি সে পড়য় বীর
 লইব স্মরি ॥ একে ২ এসপ্ত সমুদ্র করি পার ॥ লালমতি রন্দা
 মাঝে রাখিল কুমার ॥ কুমারকে কৃপা বাশি পাখী দুই জন
 কহিল তাহাকে বহু সস্তা সাবচন ॥ অতি স-গৌরবে দোহর বিষ

অন্তর॥ অঙ্গহতে দুই পাখী দিল দুই পর * কহিল জনক তোমা
আলার রসুল॥ মোর প্রতি করিয়া ছ ধর্ম তাবদুল * পূর্ব বৈরী
আছিলে কতুঙ্গ আমার॥ খাইল জতেক ছাও হৈল বারেবার
অবশেষে বংশ রক্ষা করিল। যে মোর॥ যারিলা যে দুষ্কর্ম
ভুজঙ্গ মচোর * অবিদিতে যতন ফটকৈল মোর পা প। সাক্ষাতে
পাইলা হেন বড় কোটী সাপ * তোমা মূলে রহিলেক মোর
বংশ আস ॥ রাখিবা এ দুই পাখী আপনা সম্পাস * জখনে পড়য়
তোমা সঙ্কটের ভার ॥ অনলের তাপ দিবা পথেতে আমার
তখনে আমার নাম করিও স্মরন ॥ তোমা আগে আসিয়া
মিলিব দুই জন * যেকর্ম্ম আদেশ মোকে সঙ্কটের ভার ॥ অবি-
লম্বে করিদিব সে কর্ম্ম তোমার * জবে নিজ দেশে জাও লই
লালমতি ॥ তবে যন শান্তু আমা দোহানের প্রতি * ধড় মাত্র
লই জাই ছাও পালিবার ॥ রহিল দোহার প্রাণ সঙ্কেতে তোমার
টুকমাত্র এই কর্ম্ম তোমার করি নু ॥ মসরিক হইতে আনি মগ্রি-
বেতে দিনু * এই কর্ম্ম কর্ম্ম নহে মনে তেনা লয় ॥ বরবাল দেশে
গেলে যন শান্তু হয় * কহিবা আমার দোষ মাগি নু বিশেষ
জবে জেবা কর্ম্ম মোকে করিবা আদেশ * কুমারকে প্রণামিয়া
পাখী দুই জন ॥ দুই পাখী সন্তাসিল সাহার নন্দন * তবে দুই
পাখী উড়ি গেল নিজ স্থান ॥ কোতুকে কন্যার স্বন্দা ভ্রমে গুণ
বান * সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ চরণে প্রণাম ॥ সেই পদে আবদুল
হাকিম মন কাম * পাঁচালি রচিল এই বাক্য মনহিত ॥
সঙ্কট ইচ্ছিলে পুরে মনের বাঞ্ছিত *

* রাগি গুঞ্জরি ধর্ম ছন্দ *

কুমার দেখিয়া স্বন্দা যন ॥ আননিত নৃপতি নন্দন * নানা

পুষ্পদেখিতে সুন্দর ॥ জুঁই জাঁতি চাম্পা নাগেশ্বর*গোল
 তারা দাউদি সঁওতি ॥ শতবর্গ লবঙ্গ মালতি*গোলেলালা
 নানা চাম্পা বেলি ॥ গন্ধরাজ জুঁই সন্ধা মালি*ওড়নানা কস্তুরি
 গোলাব ॥ অপরূপ পুষ্প মাহাতাব*নাগেস কুসুম বঙ্গকুল
 র এহান চিরীস চম্বুল*পারিজাত কদম্ব কেতকি ॥ সর্বজ আকন্দ
 মুক্তমুখি*আব্যাচ ফেরঙ্গ পুষ্প লঙ্গ ॥ দেখি অতি পুলকিত
 অঙ্গ*মালঞ্চ খরচন কমল ॥ দেখিতে পরম কুতুহল*জাহাজি
 হাজারাবন্দুল ॥ গোলমিন্দী কদম্বরমূল*অপ্রাজিতা জবাও
 সিদ্ধাহার ॥ রঙ্গমালি মঞ্জিট কচনার*নিল কণ্ঠ মাধুরিগোল
 ছরি ॥ কুরবি ডালিষদোপহরি*অপরূপ কনক মুঞ্জরি ॥
 পরমশোভিতমুক্ত ছরি*কলগামি সূত মনোহরা ॥ অপরূপ
 কুসুম জাফরা*অমুক কিংমুক মনোহর ॥ তরুলতা দেখিতে
 সুন্দর ॥ লক্ষ্য গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ বৃক্ষ সব অতি মনোহর
 ভূমি চাম্পা চন্দ্রকেতু আর ॥ পলশ রঙ্গিমা শোভাকর*
 দাদ রাজইস কন্দি শোভিত ॥ নানা পুষ্প বন্দাবিরাজিত*
 নানা ফল দেখিতে শোভিত ॥ ভক্ষদ্রব্য অতি মনোহর*আঞ্জির
 আঙ্গুর অনুপমা ॥ ধরবুজ কিস্মিশবাদাম*নারিন্দী কমলা মনো-
 হরা ॥ খোরমা অমৃত স্যাম তারা*সরিফা আনারস আতা
 ফল ॥ সারীং গুয়া নারিকেল*বেল লটকো পনিআল আম
 অপরূপ বন্দা অনুপম*গোলাব-জামুন শ্রীফল ॥ কামরাজ
 পাবিয়া বড়ল*কদলি কনক স্করকন্দ ॥ দেখি পুরে মনের
 আনন্দ*ডালিষদোরঞ্জ সারীং ॥ বহুফল গনিতেনা পারি
 পৃথিবীতে যতই তিফল ॥ বন্দা মাঝে শোভয় সকল*ফলে
 ফলে বন্দা সম্পূর্ণিত ॥ দেখিয়া কুমার আনন্দিত*হরষিত

নৃপতিকুমার॥ ভ্রমেমিত্য বন্দার মাঝার*হেনকালেজোল-
কর্ণ সন্ততি ॥ কুঞ্জবনে দেখে পদ্মাবতী*পদ্মানামে কন্যার
মালিনী॥ বন্দাতে দেখিল বীরমণী * বিচিত্র সুবর্ণ ডালা
হাতে॥নানা পুষ্পতোলেহেটমাথে*অপরূপপুষ্প যতইতি
ভেটীবারে কন্যা লালমতি* মালিনী দেখিয়া বীরবর॥চলি
গেল কামিনী গোচর*কুমারের শুনি মধুবাণী॥ যুগতোলে
বিচিত্র মালিনী* যুবরাজে দেখি আশ্চরিত॥ মালিনী হইল
মোহশিত * জ্ঞানপরিহারিততৈক্ষণ॥ ভূমিপরেহৈলঅচেতন
সাহাবদ্দিনপদসত্যজানি ॥ আবহুল হাকিমকহে বাণী*যথা
ধর্ম তথা পুরেজয়॥আনন্দিতনৃপতিতনয়*কুমারেরপুরিতে
বঞ্চিত ॥ দরশন মালিনী সহিত * রাগ পয়ার ॥

কতকণে জ্ঞান লভি বিচিত্র মালিনী ॥ স্থির হই কুমারকে
পুছে মধুবাণী* কুমারকে পুছে বাক্য শুনি বীরবর॥দেবকি
গন্ধর্ব তুমি কিবা বিদ্যাধর* অশ্বিনী কুমার কিবা হও পুরা-
ন্দর ॥ কিবা রতিপতিতুমি নবপঞ্চস্বর*গগণ ভেদিয়া কিবা
অইলা শশধর॥লালমতিপুষ্পবন্দাভ্রমিবা অন্তর*দেবেন্দ্র
কুমার কিবা নরেন্দ্রকুমার॥ভুবনেনাহিক রূপসদৃশতোমার
জীববন্ত নারীম হরিতে পার প্রাণ ॥ মৃত নারী এতি পার
নিতে প্রাণ দান * তোমার দর্শনে হরে কামিনীর প্রাণ ॥
সত্য কহ কেবা তুমি হও গুণবান * কুমার कहিল সত্য
শুন পদ্মাবতী ॥ দেবের ঈশ্বর নহি নহি নরপতি * মনুষ্য
পারিরা আমি সাধুর কুমার॥মজিলবহিদ্দ মার সমুদ্র মাঝার
লঘু লবিনাশনৌকা হৈল ধম জনে ॥ ভাসিতে ভাসিতে
আইনু এহি বন্দাবনে*সপ্তদিন হৈতে আজি হই অনাহার
লালমতি ॥ [১৬]

বাসা যদি পাই আমি আশ্রমে তোমার রক্ষন করিয়া অন
 খাইবারে পারি ॥ পদ্মা বলে এদেশেতে বাসা দিতে নারি
 তোমাকেদিবার বাসা তপস্বী আমার ॥ কোথায় পাইব তোমা
 পদ সেবিবার ॥ অতিথিরে দিতে শয্যা ত্যাজিয়াছি আশা
 নৃপতিনিসেধ এথা বিদেশির বাসা ॥ কুমার বলিল কেন হেন
 অ-বেভার ॥ বিদেশির বাসা কেন নিসেধ রাজার ॥ মালিনী
 বলিল কহি শুন বিবরণ ॥ রাজকন্যা লালমতি বিবাহ কারণ
 সহস্র আইসে নৃপসুতগণ ॥ পরীক্ষা জিণীতে শক্তি নহে
 কোনজন ॥ বন্দি সালগৃহে বন্দি রাখয় সে সব ॥ পরিণাম না শুনিয়া
 পায় পরাভব ॥ লালমতি জোগ্য নহে গুণ নাহি ধরে ॥ অজথাতে
 আসি নৃপসুত সবে মরে ॥ সুনিয়া কন্যার রূপ গুণ বিবরণ
 আছুক মনুষ্য রৈতে নারে দেবগণ ॥ দয়ামন্তু সয়মরে দেবেন্দ্র
 মণ্ডলে ॥ একে একে আসি লজ্জা পাইল সকলে ॥ কোনরূপ
 দয়ামন্তু ছিল পৃথিবীত ॥ একন্যার সখিতুল্য নহে কদাচিত
 কান্দিতে মুকুতা অবহঁসিতের তন ॥ ভুবনেতে হেন কন্যা নাহি
 কদাচন ॥ তে কারণে কন্যা হৈতু নৃপসুতগণ ॥ মনলোভে হেথা
 আসি তেজয় জীবন ॥ পুরুষের এক প্রাণ হয় কি বিষয় ॥
 ত্যাজিতে সহস্র প্রাণ হেন মনে লয় ॥ সতে নৃপসুত আইসে
 প্রতিণীতা ॥ তে কাজে কলঙ্ক হয় নৃপতী গাজিত ॥ সত্য কৈল
 একারণে নিসেধ রাজার ॥ আসিতে না পারে এথা বিদেশি কুমার
 লালমতি জোগ্য বর তেমা অনুমানি ॥ ধরকি না ধর গুণ তাহা
 নহি জানি ॥ লালবানু সম নাই রমণী মণ্ডলে ॥ তোমা হেন
 পুরুষ নাহি কক্ষিতী তলে ॥ যেন লালবানু তেন তুমি সে ভুবনে
 অধিক যতনে সৃজিয়াছে নিরঞ্জে ॥ অনন্ত মহিমা ত্রিজগত

অধিকারী॥ কোতুকে মৃজিলহেনকুমারকুমারী❀তোমাকে
শোভয় অতি সেইরাজসুতা॥যেহেন অমূল্য হিরা তেহেন
মুকুতা❀পরীক্ষা জিনিতে যদি পার মহাশয়॥লালবানুযোগ্য
তুমিহেনমনেলেয়❀বিদেশির বাসাপ্রতিনৃপতিনিষেধ॥বাসা
দিতে নারী তোনা কৈনু তত্ত্বভেদ❀যুবরাজ বলে কহিজন
দিয়াচিত॥কদাচিত নাহিমোরবিবাহবাঙ্কিত❀সাধুর কুমার
সত্যজানহ আমাকে॥সমুদ্রে মজিলনৌকা পাড়িয়া বিপাকে
তেকারণে আইনু আমি সমুদ্রে ভাসিয়া॥দর্শনপাইনুতোমা
বন্দ্যপ্রবেশিয়া❀এরাজ্যেতেইফমিত্রনাহিকদাচন॥তেকাজে
লইনুপদ্মা তোমারস্বরন❀ধর্মভাবি যদি বাসাদেও পদ্মাবতী
এতুর নিকটে তুমি পুন্য পাবে অতি❀কতদিন সান্ত্ব হই
তোমার আলর॥জাইব আপনদেশে তাতেকি সংশয়❀তা
শুনি কুমারপ্রতি কহেপদ্মাবতী॥যেহয় হইবেআইসআমার
সঙ্গতি❀আপনাআশ্রমেআনি নৃপতীকুমারে॥সুবর্ণপালক
এক দিল বসিবারে ❀ওজু করি পালকেতে বৈসেগুণবান
শুবর্ণেরমুদ্রাদিল মালিনীর স্থান❀রাজভোগ্যদ্রব্যযতনানা
উপহার॥নগরেতেগিরাশীত্রু কিনি আমিবার❀শুবর্ণেরমুদ্রা
পাই হরিষ মালিনী ॥রাজ উপহার দ্রব্য শীত্রু আনে কিনি
রাজভোগভুঞ্জে এথা নৃপতিনন্দন ॥মালিনী আশ্রমে বকে
সহরিষ মন❀একদিন মালিনীকেপুছে বীরঘনী॥কারপুষ্প
গাঁথ তুমি কাহার মালিনী❀মালিনীকহিল রাজবাল লাল-
মতি॥উহারপুষ্পের হার গাঁথিপ্রতিনিতী❀তবেপদ্মাপ্রতি
হেতুগোঁথে পুষ্পহার॥মালিনীর তরে কহে নৃপতিকুমার
রন্ধন করহঅম্মগিয়াপাকশাল॥তোমা পরিবর্তে আমি গুঁথি

পুষ্পমালা * য মিনী বসিল শুন সাধুর কুমার ॥ গুঁথিতে
 নারিবালালমতিযোগ্যহার* একর্মসামান্যনহেজানততমার
 তিলমাত্রহিহইলেনকটআমার* বাপের প্রাণের প্রাণকন্যা
 লালমতি। মায়ের জীবন ধন নয়নের জ্যোতি* পরম পবিত্র
 কন্যা। নির্মল উজ্জল। কন্যার আশ্রিত মুক্ত কাকনের মল
 ক্ষুধারত্বেকারেব অধিক বিকল ॥ লালবারুদরশন ত্যাগে
 অন্নজল* প্রিতীমুন প্রভৃতি অঙ্গভেদযতমূল ॥ কন্যারদর্শনে
 হয় ব্যধির নির্মূল* শোকহুঃখষে সবের মরণবিদার। কন্যা
 দেখি জায় দুষ্ক সমুদ্রেরপার* দিলেরসহিতে যেন আত্মার
 প্রকাশ। সৎনার অঙ্গারহুভবন উদাস* তেহেন এতানমুতা
 অতিসুন্দর ॥ জনক জননীদোহ ডী:ব্রজীবন* বাপমাও
 আগেজেবা করয় কন্যায়। দকলি শাভরযেন অন্নায় নেয়ায়
 জাকেজেবা করেবাল। বসিনিজমন। নিমেধে কন্যার আত্মা
 নাহিহেনজন* কন্যারচরিত্রহুনি নাবুঝি কারণ। পুষ্পগুঁথি
 বারে চাহ সাধুর নন্দন* যদি একপুষ্প ছিদ্রপায় রাজবালা
 শত ধণ্ড করিয়া ছিড়ীবে পুষ্পবল* কুপিত হইলে বালা
 নাজানি নির্ণয় ॥ মান্য নাম হয় কিবা মোরমুণ্ডকর* প্রাণ
 ভরে পূজীবাল। জেহেনবেত ॥ নারিবাএপুষ্পহুমিগাঁথিতে
 সর্বথা* পুষ্প ারিবারেজানসাধুরকুমার ॥ গুঁথিবারেনাজানি-
 বেএসবপ্রকার* কুমারবসিলাপদ্মা শুনকহিবনী ॥ একন্যার
 ফুলমালীযোগ্যনহেষানি* এহেনঅযোগ্যযদিলায়মোকেমনে
 কন্যাযোগ্যরূপমোকে বল কি কারণে* জারপ্রতিহেনরূপ
 প্রসাদ আলায় ॥ অবশ্য কিঞ্চিৎগুণ আছয় তাহার* পারি বা
 নাপারিআমিগাঁথিবারেহার ॥ পরীক্ষিতেজ্ঞানমোরকিজায়

তোমার গাঁথি কন্যার পুষ্পনাগুণ প্রমাদা কন্যা আগতে টি
 বহু পাইবে প্রসাদ * ভালমতে পুষ্প যদি নারি গাঁথিবার
 ভেটিবে আপনা হস্তে গাঁথি পুনরবার * কুমারের হেন বাক্য
 শুনিয়া মালিনী কুমার অগ্রেতে পুষ্পাদিল শীঘ্র আনি * কুমারে
 গাঁথয় পুষ্প অদ্ভুত লক্ষণ * বিনা ডোরে গাঁথে হার নৃপতি
 নন্দন * মাঝিনী গাঁথয় পুষ্প একই প্রকার ॥ সহস্রেক বর্ণে
 পুষ্প গাঁথয় কুমার * মালিনীর কয় অন্নপাক শালা মাঝা ॥ পুষ্প
 পাথরে পত্র লেখে যুবরাজ * আবদুল হাবিষ কহে ডাবি
 নিজমনে ॥ মনের সন্তোষে শুন রসিক শুভনে * ধুর ॥
 রাজ নন্দিনী, শুন বানী লিখি তব চাই ॥ আমি তোমার
 পিরীতির অধীম কানাই * শুন কন্যা চন্দ্রমুখিন তিকুমারী
 সাহা সেকান্দর সপ্তদ্বীপ অধিকারী * ভুবনবিজয়ী সাহারমূল
 আলার ॥ সসকল মূলুক আমি তাঁহান কুমার * ভ্রমিকের
 মুখে শুনি প্রশংসা বহুল ॥ তোমা প্রেম ভাবে চিত্ত হইল
 ব্যাকুল * তোমা বাক্তা কণ মূলে মধু লিখন ॥ মধুপানে মত্ত
 হৈল আমার শ্রবন * শ্রবণের সুরাপানে শুন রাজবালা ॥ নরন
 হইল মদমত্ত মাতা ওলা * চন্দ্র অদর্শন দিনা যেহেন চকরা
 অধিক বিকল দেখি নিশী আন্ধিয়ারা * কমল বিচ্ছেদ ঘন
 যেহেন ভ্রমর ॥ তেহেন বিকল তোমা বিরহে অস্তর * দিবসে
 কুমুদ যেন নিশীথে কমল ॥ সুরশশী বিনা দোহ অধিক বিকল
 বসন্ত সময় বিনা কোকিল তাপিত ॥ তোমা বিনা তেহেন উদাশ
 মোর চিত্ত * নিদাঘ গত্রিতে কোড়া যেন মনস্তাপ ॥ তোমা বিনা
 মর্মে মোর তেহেন সন্তাপ * শরৎ সময় বিনা যেন হুমা পক্ষী
 তোমা অদর্শনে আমি তেন মন দুষ্কি * শিশিরের রিত বিনা

যেহেন ডাহক ॥ তোমা-বিনা তেহেন বিদরে মোর বুক * হেমন্ত
 সময় বিনা যেহেন তিতর ॥ তোমা-বিনা তেন মর্ম দহে নিরন্তর
 তোমা-বিনা ষড়্‌রিতু-বিষ লাগে মোর ॥ প্রেম-বন্ধু বিনা মোর দশ
 দিক ঘোর * বিষ লাগে মোর রাজ্য সিংহাশন ॥ গরল সদৃশ
 মোর যৌবন জীবন * ধড়েতে না রহে প্রাণ অস্থির হইয়া
 দর্শনে নাহিক দেখা ধ্যানেনে নিরকীয়া * তোমার উদ্দেশে প্রাণ
 নিত্য উড়ে পাড়ে ॥ স্থির হই দণ্ডেক রহিতে না রে ধড়ে * মাতা
 পিতা পরিহরিত্যাঙ্গি নিজ দেশ ॥ প্রাণ পন করি আইনু তোমার
 উদ্দেশে ॥ তোমা-অদর্শনে আমি সদয় বিকল ॥ রাজ্য-পাট
 ধন রত্ন সকলি গরল * সদয় ত পিত তোমা বিরহে অন্তর
 দিবস গঞ্জেতে মোর সহস্র বৎসর * এইমতে পত্র-লিখি গুণি
 পুষ্প মালা ॥ যত্ন করি ভরি রাখে সুবর্ণের ডালা * মালিনী
 দেখিয়া পুষ্প মহা হরষিত ॥ নাচিনে অকর-লেখা পুষ্পের সহিত
 দেখির বিবিধ পুষ্প আনন্দিত অতি ॥ কন্যার অগ্রেতে পুষ্প
 দিলা শীঘ্র গতি * সখিগণ সঙ্গে বসিয়াছে লালমতি ॥ যেহেন
 তার কামাবে পূর্ণ নিশাপতি * পরম আনন্দে বসিয়াছে রাজ
 বাল ॥ হেনকালে দেখিল বিচিত্র পুষ্প মালা * মালিনীয়
 প্রণামিয়া চরনে কন্যার ॥ কন্যার হস্তেতে দিল দিব্য পুষ্প হার
 পুষ্প হস্তে লই বাল ॥ অতি মনরঞ্জন * পুলকিত হইল কন্যার
 অমৃত অঙ্গ * প্রেমের সৌরভ পুষ্প গন্ধের সহিত ॥ জন্মিল
 কন্যার অঙ্গে বিরোগের রিত * নিজ হস্তে লইয়া মোহন পুষ্প
 মালা ॥ আপনা মন্দিরে জাই অবশিল বাল ॥ পুষ্প লই সতী
 কন্যা ভাবে মনেমন ॥ এই পুষ্প হার গুণি যিরাছে অন্য জন
 এই পুষ্প হারে জার লগিয়াছে হাত ॥ মনে দয় সত্য মোর সেই

প্রাণন থ ❀ নতুপুপ্পে হেন গন্ধ পাইয়াছি কবে। কষে বিচ-
 লিত মন এহেন সৌরভে ❀ মালিনীর কণ্ঠ নহে এসব প্রকার
 বিনা। শুভে গুঁথিতে মোহন পুষ্পহার ❀ ফিরাই পুষ্পচাহে
 নিরন্তর। পুষ্পের পাখরে দিব্য দেখিল অক্ষর ❀ সে অক্ষর দৃষ্টি
 করি রাজ কন্যা। সতী। পড়িল কুমারে লিখিয়াছে যত ইতি
 কুমারের পত্র নহে টোনি। মঞ্জুবাণী। মায়া মধুমন্ত্রহরে কুমা-
 রির প্রাণি ❀ কুমারের বাক্য শ্রবণে রহে মর্ম্ম হানি ॥ কুমার
 উপমা বাক্যে বিদরে পরাণি ❀ ষড়রিতে ষড়বান যেন প্রেমস্বর
 একে ফুটিরহে মর্ম্মের উপর ❀ কুমার অক্ষর নহে কাম সরা-
 শন। কামিনী মোহন বান অমৃত বচন ❀ কামিনী মোহন ষড়রিতু
 তিষ্ম স্বরে ॥ হানিল কুমারি মর্ম্ম রসের নাগয়ে ❀ পত্র দরশনে
 বাল। উন্মত্তের রিত। পত্র পড়ি নৃপশুভা অর্দ্ধমোহ শিচত ❀ পত্রে
 তে পাইল যেন অর্দ্ধ দরশন। পরম আনন্দ রমা স্ব-কৌতুক
 মন ❀ পত্রে পাই সয়কল মল্লকের নাম ॥ দণ্ডবতে পুষ্প
 মালা করিল প্রণাম ❀ সমুখেতে রাখিয়া বিচিত্র পুষ্পহার
 প্রদক্ষিণ কৈল পুষ্প সহস্রেক বার ❀ পরম আনন্দে বাল।
 হরিষ অন্তরে ॥ তুলিয়া ধরিল পুষ্প নয়ন উপরে ❀ শিরেতে
 তুলিয়া পুষ্প মনকৌতুহলে ॥ মনরঞ্জে পুষ্পমালা তুলি দিল
 গলে ❀ সুসংবাদে পরম হরিষ মনরঙ্গ ॥ বিশেষ সন্তোষে প্রেম
 লহরে তরঙ্গ ❀ হরিষে বিশ্ব তরমামন বিভোলিত ॥ বিরহ
 মজল আঁখি শর্ম্ম। যেই সিত ❀ নেকলিঙ্গ রাজ বাল। টুঙ্গির
 বাকিরে ॥ মালিনীকে মধুবানী পুছে ধিরে ❀ কোনরূপে হতে
 পুষ্প আনিলা মালিনী ॥ তুমি গুঁথিয়াছ হেন নাহি অনুমানি
 সুভায় গুঁথিয়া পুষ্প জাগাও আমায়ো বিনা তারে তোমা

শক্তি নাহি গুণিবারে * রসের নাগর কবা গুণের সাগর
 বিনা স্নেহে গুণে পুষ্প মালা মনোহর * জনম অবধিমোর
 হেন পুষ্পহার ॥ কবে আনিয়াছ পদ্মা নিমিত্ত আমার * কবে
 তোমা পুষ্প হেন গন্ধে আমোদিত ॥ হেন বিলক্ষণ গাঁথি
 কামিনী মোহিত * সত্য এহি পুষ্পমালা নঃকদাচিত ॥ কামি
 মির প্রাণ কাড় পুষ্প বিপরিত * কন্যার বচনে পদ্মা মন চম-
 কিত ॥ জ্বলিল সঙ্কটে এবেরে কিনি নিশ্চিত * মালিনী কহিল
 মনে ভাবি আপনার ॥ মোর পুত্র বধু গাঁথিয়াছে এহি হার
 ললাটের ভাগ্য মোর প্রভুনিরঞ্জন ॥ মৃজিল আমার বধু গুণে
 বিলক্ষণ * কোতুকে গুণিল আজি এই পুষ্পহার ॥ ভেটীতে
 আইল পুষ্প চরণে তোমার * যেন মহা রঃসাবতী তুমি রাজ
 বাল্য ॥ তেমন গুণিল তোমা যোগ্য পুষ্পমালা * মালিনীর
 মুখে হেন শুনিয়া বচন ॥ মালিনীর প্রতি দিল বহু রত্ন ধন
 বহু ধন বস্ত্র তুমি মালিনীর মন ॥ মালিনীর প্রতি বাল্য কহিল
 বচন * সোনকহি পদ্মা বতী মনের বাঞ্ছিত ॥ মিলাইব বধু তোমা
 আমার সহিত * আছয় বিশেষ কার্য্য তোম বধুস্থান ॥ অবশ্য
 আনিবে বধু নাহিক এড়াম * কল্পে গুণ থয় পুষ্প বিলক্ষণ হার
 মনেতে বহল শ্রদ্ধা মিথিতে প্রকার * কন্যা মুখে বাক্য শুনিয়া সিত
 মালিনী ॥ কর জুড়িক হে শুভ নৃপাতি নন্দনী * দুই এক পুত্র মোর
 মুখ ব্যবহার ॥ কদাচিত বাক্য কভু নারাত্রে আমার * ঘর হৈতে
 বধু মোর নিকলিতে নারে ॥ বাহিরে দেখিলে বধু দুই প্রাণে
 মারে * মালিনীর বাক্য শুনি কহে রাজসুত ॥ নাকহ আমারে
 ভাণ্ডি পুন ইন কথা * পুরুষ নাহিক হেন অন্তঃপুর মাঝ ॥ নারীর
 সমাজে নারী আইলে কিবা লাভ * কি লাগি হইব ক্রোধ

তোমার নন্দন॥ যদি চাহ নিজহিত না লঙ্ঘবচন* ক্রোধযুখে
 কহে বাক্য কন্যা লালমতি॥ প্রভাতে আনিবা বধু করিয়া
 সঙ্গতি* যদিবা না আন বধু এখামোর পাস॥ হইবে আমার
 হাতে স্ববংশে বিনাস* শুনিয়া তোমর বধু মহা গুণবতী॥
 তেজাজে চাহিতে মোর অঙ্ক হৈল অতি* এখাতে আসিলে কিছু
 নাইবে অগুণ॥ না আসিলে যুগু মুড়িদিব কালিচূণ* পালিলে
 আমার বাক্য হইবে কৃতার্থ॥ বচন লঙ্ঘিলে মোর ঠেকিবে নিষাৎ
 কন্যার বচনে পদ্মা গুণি মহা ভয়া॥ কহিল আনিতে বধু প্রভাত
 সময়* মনেস্তাবে পদ্মা কেন আমি অভাগিনী॥ বধু ছলে কন্যা
 আগে কৈনু মিথ্যাবানী* কন্যার কুপিত বাক্যে ভাবি মহা ডর
 মৃত্যবৎ হই পদ্মা গেল নিজ ঘর* গৃহে জাই কুমারকে কহর
 বচন॥ পুষ্প গুণি তুমি মোর চিত্তিলামরণ* কুক্ষণে তোমাকে
 আনি রাখি নু এখাতে॥ সেই পাপ ফল আমি পাই নু হাতে হাতে
 আমার কর্মাস্তদোষে তোমা দিন বাসা ॥ তেজাজে ছাড়ি নু
 আজি জীবনের আশা* তোমার কপট মায়া বুঝিতে নারি নু
 তোমার হস্তের পুষ্প কন্যা হস্তে দিনু* নাজানি কি মন্ত্র তুমি
 পাড়ি দিল কুল ॥ পুষ্পের সৌরভে বালা বিরহে ব্যাকুল
 ডাকি গীষোগিণী জ্ঞান মনেতে তোমার ॥ হেথা বসি স্নেহে বান
 হানিলা কন্যার* তোমা পুষ্প লৈনু মোর অভাগ্য কারণ ॥ হইল
 নৃপতি শুভাউষ্মন্তলকণ* তেজাজে ঠেকিল মোর সঙ্কটের ভার
 আকস্মাৎ বজ্র যেন যুগেতে আমার* আমাকে করিয়া দোষি
 আপে এড়াইলা॥ নৃপতির হাতে মোর যুগু কাটাইলা* কুমার
 বলিল পদ্মা কি হেতু বিসাধ ॥ গুণি কন্যার পুষ্প কিবা
 অপরাধ* মালিনী বলিল শুন দাধুর কুমার ॥ বিচলিত মন বালা

দেখি পুষ্প হার ❀ শিশু হৈতে কন্যাকে জোগাই পুষ্পহার
 কভুনাহি দেখিহেন চবিত্ত কনার ❀ মন বুড়ে নিয়া পুষ্প টুঙ্গির
 মা যার ॥ প্রদক্ষিণ কৈল পুষ্প সহস্রেক বার ❀ পথড়ে পুষ্প
 নিয়খী চাহিল ॥ পুনঃ দণ্ডবতে পুষ্পে ঐণামিল ❀ কনেক
 শিরেতে ধরে পুষ্প বিচক্ষণ ॥ কনেক হাতেতে তুলিরাখেরঙ্গমন
 কনেক ধরি পুষ্প হরিষ অন্তর ॥ নিজ হস্তে ধরি রাখে নয়ন উপর
 কনেক মহামনরঙ্গ কনেক বিদাদিত ॥ আশ্চর্য্য হইল দেখি কন্যার
 চরিত্ত ❀ টুঙ্গির বাহিরে বাল্য নেকলিত খনে ॥ আমাকে পুছিল
 বাক্য মধুর রচনে ❀ আজি কনেকে বিচিত্র মোহন পুষ্প হার ॥ কেবা
 গুণ থিয়াছে কর্ম না হয় তোমার ❀ কন্যা সমুজ্জান মন্তু নাহিক
 ভুবনে ॥ না কহিতে বাক্য বুঝে কহিব কোনে ❀ কিরূপে ভা-
 গিব কন্যা মনুষ্যের কার ॥ কন্যারে ভাগিতে নারে দেব মন্তুণার
 তথাপি ভাগিয়া বাক্য কৈল কন্যা স্থান ॥ হয় বামা হয় গুণি
 নিজ পরিত্রাণ ❀ ভাগিয়া কহিল কন্যা প্রতি এসচনা ॥ আমার
 পুত্রের বধু গুণে বিচক্ষণ ❀ মোর পুত্র বধু গুণ থিয়াছে পুষ্প মালা
 তা শুনিয়া মোকে আক্রাদিল রাজবালা ❀ প্রভাত সময় কাল
 অতিশীঘ্র গতি ॥ মোর এথা বধু তুমি আনিবে সঙ্গতি ❀ যদি বা
 না আন বধু এথা মোর পাশ ॥ আজি হতে ছাড় তুমি জীবনের
 আশ ❀ আজি প্রাণ রক্ষা কৈল কহি স্থাবানী ॥ কন্যার অগ্রতে
 কালি হারাইব প্রানী ❀ একে ততোমার হতে আমার নিপাত
 পুত্র নাহি রধু নিতে পাইব কোথা ত ❀ মালিনী বচনে অতি হরিষ
 কুমার ॥ কন্যার চরিত্রে বুঝে কার্যের সুসার ❀ মালিনীর বাক্য
 প্রায় বুঝে বীরমণী ॥ নিজ জাতি-স্বর রমা আপনা রমণী
 শুনিয়া সব বাক্য হরিষ কুমার ॥ জনিল মিলিতে এই ঘটিল

প্রকারঃ এইমূলেপুরিবেকমনেরবাঙ্কিত॥দর্শন করিতেজাই
 কন্যার সহিত ॥ কুমার বলিল পদ্য সন্ধিকি তাহার॥তোমা
 প্রাণ রক্ষা হেতু চিন্তিবপ্রকারঃ কেনকর অনুশোচবধুনাহি
 জানি॥ বিলক্ষণ বধুদিবতোমা সঙ্গেআনিঃদাড়িমোচনাহি
 মোর লক্ষিতে কুমার ॥ জাইব রমণী বেসে সঙ্গতিতোমার
 মন চিন্তা পরিহারি না কর আবেশ॥জাইবধরিয়াতোমাপুত্র
 বধু বেস ॥ মহাজন হতে আন নানা অলঙ্কার॥পিন্ধিবারে
 যোগ্যযেবা মালিনীকন্যারঃরজকেরবাড়ীহতে আনি দিব্য
 বাস ॥ রত্ন এক দিল বীর মালিনীরপাসঃমালিনীসেধনদিয়া
 বস্ত্রআভরন॥অতিশীঘ্র জাইআনিদিলততৈক্ষণঃতবেজান
 স্নান করি নৃপতিনন্দন॥পিন্ধিতেলাগিলঅঙ্গে অষ্টআভরণ
 কুমারেরশিরেতেআছিলদীঘ কেশ।কবরিবাক্সিল শিরেঅপ-
 রূপবেশঃনানাপুষ্পবিরাজিতঅতি মোনহর ॥ নাসিকাতে
 গজমতিশোভয়বেসরঃকর্ণেশোভেদুলমনি করেতে কাঙ্গন
 বাহুজুগে বাজুবন্ধভুবনমোহনঃগলেতেশোভয়দিব্যনবলক্ষ
 হার॥কটীতেকিঙ্কিনিশোভেমদনঝঙ্কারঃচরণেপুৰশোভে
 অতিমোনহর॥পরিধানে দিব্য বস্ত্র যেন পাটঘর ॥ ললাটে
 সিন্দুরবিন্দু নয়নে অঞ্জনা॥ পঙ্কজ নয়নে রমা অতি শুলক্ষণ
 নানা অলঙ্কার অঙ্গেশোভয় অধিক ॥ হৃদেতে বাক্সিল জুগ
 সুবর্ণ চামিক ॥ কাঁচলি তুলিয়া দিল হৃদেরউপর॥জুগকুচ
 দেখি মোহ দেব মুনিবরঃবেঙ্কবস্ত্র দিব্য কুচ বেকত জুগল
 বসনভেদিয়ানিত্য করে ঝলমলঃহইলপরমকন্যা ত্রিলোক
 মোহিনী॥ জিনিলেক নববালা চন্দ্রররোহিনীঃজিনিলেক
 গঙ্গাগৌরি হরের রমণী॥জিনিলা জনকি সীতাক্রীরাঘরনী

জিনিলরুকিনী রমা গোবিন্দের নারী॥ জিনিল লিলায় রূপ
 দ্রুপদকুমারী*জিনিল পরম রূপে উষা সূচরিতা ॥ জিনিল
 চন্দ্রানীময়নালোরেরবনিতা*জিনিললিলায়রূপেশচীরভা
 বতী॥জিনিলমোহনরূপেমদনেররতি*জিনিলহোসেন বাহু
 বাহরামের নারী॥ছজ্জাবাগেপরীজাতনূপতীকুমারী*জিনি
 লেক দশানন নারীমন্দাদরি॥হইলপরমরূপেজিনি সাহাপরি
 রূপবতী প্রভাবতী জিনিললিলায়॥দেখিব্রহ্মা আদি দেবগণ
 মোহজায়*জিনিলেক দময়ন্তিপারম রূপসি॥নৌসদেরপ্রাণ
 ধনি মুখপূর্ণ শশী* পরম সুন্দরী রমা অতি সুলক্ষণ ॥জার
 সয়সরে লঙ্কা পাইল দেবগণ * জিনিল শকুন্তলা কন্যা
 শুবদনি॥বিখ্যামিত্র যুনি সূতাভরত রমণী* জিনিলেক সপ্ন
 বতী পরম সুন্দরী ॥ রত্নাকর প্রাণ জার সপ্নে নিল হরি *
 রাধিকা পার্বতীজিনিগকুলগোপিনী॥জিনিলেক বিদ্যা-রমা
 শুন্দরেরধনি*জিনিলেকপদ্মাবালাতিনয়নিসূতা॥জিনিলেক
 কুন্তীমাদ্রিপাণ্ডব বনিতা* লিলাবতীকলাবতীজিনিলরমণী
 ঘোড়শ কদলি জিনি মোচন্দরধনি*জিনিলেক স্বংস্য গন্ধা
 অপরূপনারী॥জিনিলপরমরূপবিপুলাসুন্দরী* জিনিলেক
 ভানুবতীত্রিলোকমহিনী॥বিক্রমআদিত্যনূপতির প্রাণ ধনী
 জিনিলেক অম্বাবতীপদ্মধনি বাল৷উদভানুকুমারেরপ্রিয়
 কণ্ঠমালা*জিনিলপরমরূপেশ্বর বিদ্যাধরী ॥ কুমার সদৃশ
 রূপ নহে হরপারী * জিনিলেক চিত্রাঙ্গদা চিত্র সেন নারী
 ইন্দ্রেনৃত্যকি রমা পরমসুন্দরী*জিনিল বিচিত্র রূপেশ্বর
 শুরেশ্বরী॥জিনিললিলায়রূপেঅমৃতলহরী*জিনিলেকচিত্র
 লেখা কন্যা মধুমতী॥ বনমোহন রূপ জোলকর্ণ সন্ততি

মায়া রূপে পৃথিবীর জিনিল কানিনী ॥ কুমারের রূপদেখি
 মোহিত মালিনী * ধরিল কামিনী বেশ বীরগুণবান ॥ আছুক
 পুরুষ হরে কামিনীর প্রাণ * দেখি ধরাই তেনারে রমনিরচিত
 দেখিয়া নারীর রূপ যার মোহশ্চিত * কতকণে জ্ঞান লঙ্ঘি
 উঠি পলাবতী ॥ বলিল দোসরা এই কন্যা লালমতি * লাল
 বাহু দরশনে স্থির নাহে অঙ্গ ॥ আছুক মনুষ্য দেবমন হয় ভঙ্গ
 লালবাহু সমরূপ নাহিক ভুবনে ॥ এইমাত্র কন্যা সম দেখি
 নরনে * নারীরূপে নারী যথ নাহক দাচিত ॥ লালবাহু রূপে
 মাত্র নরী মোহশ্চিত * এ দোহান সম রূপ নাহি পৃথিবীতে
 দর্শনে হয় নারী পুরুষের চিতে * মালিনী ভাবয় মনে যেহর
 পশ্চাতে ॥ এহি রূপে নিব তাহে কন্যার সাক্ষাতে * বধু জ্ঞানে
 নিয়া তাকে যদি না ভেটই ॥ কদাচিত কন্যা আগে প্রাণরক্ষা
 নাই * জখনে বধুর নাম লিখু কন্যা ভাড়া নাহে খাই বধু মোর
 নাহি এড়া এড়ি * পাইল অধিক ভয় বধু নাহি জানি ॥ হেন বধু
 বিধি মোকে মিলাইল আনি * বধু ছলে কন্যা আগে নিয়া
 আশ্চর্যিত ॥ দেখে বা না দেখে কেহ আনিব তুরিত * চিনিতে
 নারিবে কেহ পুরুষলক্ষণ ॥ জেবা দেখে মোহশ্চিত হবে তৈতক্ষণ
 দেখি রমনীর বেশ অপরূপ সাজ ॥ বধু লই চলে পদ্মা
 অন্তঃস্পুরমাঝ * আগে চলি জায় বিচিত্র মালিনী ॥ পিছে
 চলে বধু খণ্ডণ গামিনী * পাহেতে দেখয় যত পথিক স্রজন
 জ্ঞান পরিহারি করে যুক্তিকা স্বরন * আছুক মনুষ্য যত পশু
 পক্ষিগণ ॥ রূপদেখি ভাবে যথ হয় অচেতন * মালিনীর বধু
 রূপদেখে যে সকল ॥ পতঙ্গ দেখয় যেন প্রদীপ উজ্জল * এইমতে
 প্রাণ হারি করিল গমন ॥ দেখিলেক দ্বার পালে কন্যা গুলক্ষণ

মালিনীর পিছে হাঁটে যুগে বস্ত্র ধরি ॥ রাজ হংস গতির মা
 পরম শুন্দরী * কনে অঙ্গের বসন উড়ে বায় ॥ মেঘ মাঝে
 বিজলি ছটকে যেন গায় * পবন উড়ায় ক্ষণে যুগের অম্বর
 ঘন মাঝে বালমল যেন শশধর * দেখিয়া পরম রূপ দ্বারী
 মোহশিতা ॥ জ্ঞান পরিহরিসবপাডিল ভুমিত * কত কণে জ্ঞান
 লভি উঠে দ্বারিগনে ॥ মালিনী অগ্রেতে পুছে মধুর বচনে
 দ্বারিগনে কহে পদ্মা কহ তত্তসার ॥ কোন কন্যা জায় আজি
 সঙ্গতি তোমার * হেন কন্যা কভু নাহি প্রবেশে পুরিত ॥ অবিচারে
 ছাড়ি দিতে নারি কদাচিত * দ্বারী মুখে শুনি পদ্মা এরূপ বচন
 সঙ্কট ভাবয় অতি নিজ মনেমন * মনে ভাবিশীঘ্র বুদ্ধিচতুর
 মালিনী ॥ ক্রোধ মুখি হই কহে পদুত্তরবানী * মালিনী বলিল হেন
 দুর্ভাক্য না কহ ॥ দ্বারী হই রাজদ্বারে নিজ মান্যের হ * না শোভে
 আমার সঙ্গে বিদ্রূপ তোমার ॥ বাঘ যুগে হস্ত দেও হই মতি
 ভোর * কন্যার মালিনী মোকে হেন নাহি জানি ॥ নিজ যুগে হারা-
 ইতে কেন কহবানী * অন্তঃস্পুরে জোগাইতে নিত্য পুষ্পহার
 নৃপতি আদেশ কৈল একমু আমার * লাল বাহু কন্যা আগে
 ভেটি পুষ্প মালা ॥ চাহিতে আমার বধু আদেশিল বালা
 বহু অনুগ্রহ রমা করি নু তেকাজ ॥ নিবারে আইনু বধু অন্তঃ
 স্পুর মাঝ * রাজঘরে নিতে বধু বাক্য না জুরায় ॥ আনিহু
 কন্যা * সঙ্গে দিতে পরিচয় * তুমি সব নিশোধিল কর্ম হৈল
 ভাল ॥ ন * ইব রাজঘরে খণ্ডিল জঞ্জাল * না শোভে আমার
 সঙ্গে তোমা পরিহাস ॥ যদি শুনে নৃপশু তাহ ইবা বিনাশ * না কর
 বিদ্রূপ এহি মোকে কদাচিত ॥ পরিহাস্য কর রাজ কন্যার
 সহিত * এবাক্য কহিব জাই কন্যার গোচর ॥ দ্বার হতে বধু

লই ফিরিগেনু বরঞ্চ সঙ্কট ভাবিয়া মোর প্রভু করতার ॥ রাজ
 যরেনা জাই বশত নমস্কার ॥ তোমাসবে হেন বাক্য বলা মোকে
 ভাল ॥ ঘটকের ব্যাধি কপি লইলা কপাল ॥ তোমাসবে
 উত্তরদিবা কন্যার গোচরে ॥ এবলিয়া বধু লই ফিরে চলে যরে
 মালিনীর দর্পে দ্বারী মনে ভাবি উর ॥ কর জোড়ে নিবেদয়
 মালিনী গোচর ॥ আমাসব প্রতি অপরাধ পরিহরি ॥ প্রবেশই
 অন্তঃপুরে বধু সঙ্কে করি ॥ নাজানি করি নু দোষ ক্রম তে উচিত
 না কবে এসব বাক্য কন্যার বিদিত ॥ নাজানিয়া দোষ কে বা
 না করে সংসারে ॥ পরিহার মাগি যুক্ত দোষ ক্রমিবারে
 উত্তমে ক্ষময় যদি অধমের দোষ ॥ তাহাতে জানই প্রভু অধিক
 সন্তোষ ॥ বিনা দোষে শত নষ্ট করিবারে পারে ॥ সুসার করিতে
 নারে অনেক প্রকারে ॥ সন্তুরিল ইতে নষ্ট বড়ের উচিত ॥ সামান্য
 জনের কর্ম নহে কদাচিত ॥ যদি সে প্রতিষ্ঠা তোমা যো সিব ভুবনে
 আমা সকলের দোষ ক্ষম কৃপা মনে ॥ দ্বারী যুখে শুনি হেন
 প্রনতি বিনয় ॥ মালিনী ভাবয় মোর আর কিবা ভয় ॥ দ্বারী
 ভয়ে ধড়ে মোর না আছিল প্রাণ ॥ মোর ভয়ে দ্বারী সব হৈল কম্প
 বান ॥ ভাণ্ডিয়া জিনি নু আহি এসব প্রহরী ॥ আর কিবা
 সন্দেহ মোর প্রবেশিতে পুরি ॥ হেন ভাবে ইন্দিবদনে পদ্মাবতি
 বধু লই কন্যার অন্তঃপুরে কৈল গতি ॥ সখিগণ সঙ্কে বসিয়াছে
 লালমতি ॥ যগণে নক্ষত্র সনে যেন নিশাপতি ॥ স্বর্গ বিদ্যা
 ধরি মাঝে যেন সুরেশ্বরী ॥ সখি সব যন্ধে তেন পরম সুন্দরী
 নানা পাঠে রাজবালা অতিব পাণ্ডিত ॥ ধর্ম উপদেশ বাক্য কহে
 প্রতিনীত ॥ সংস্কৃত ভাসে যত শাস্ত্রের বিধান ॥ পাত্র সব
 কহে বালা সখিগণ স্থান ॥ স্বর্গ বাসি ইয় পুন্য কৈল যে সকল

যে সকল পাপকর্ম হয় রসাতল*কুমারীকহেস্ত বাক্য শাস্ত্র
 বিবরণ॥মনসাবধানে বাক্য শুনে সখীগণ*অন্তর্যক্ষে শুনি
 বীর কন্যার বচন॥আনন্দে পূর্ণিতভেলকুমারের মন*সখি
 গণপ্রতি রমা পুনি কহে বানী॥অদ্যপিলইয়া বধু না আইল
 মালিনী*মালিনীর পুত্র বধু দেখিতে নয়নে॥সযনে দগধে
 চিত্ত উঠেপড়ে মনে*হেরয় পদ্মার পঙ্খ নৃপতি নন্দিনী*
 হেন কালে বধু সঙ্গে মিলিল মালিনী*কুমারিকেপদ্মাবতী
 প্রণাম করিয়া ॥দণ্ডাইল নিজ বধু হস্তেত ধরিয়*কন্যা
 প্রতিকহেমোরএবধু অভাগি॥প্রণাম না করে কার চরণেত
 লাগি*পুত্রঘরে বঞ্চেমোর পুত্রেরঅধীন ॥প্রণাম না কৈল
 মোকে কভু একদিন*হতচ্ছান বধু মোর হত বুদ্ধি বাম
 বিনাআশির্বাদে কাকে নাকরেপ্রণাম*প্রধানংলক্ষনারী
 গণেদণ্ডবতেপ্রণামরতোমার চরণে*মহারাজ সূতা তুমি
 মহিমা অপার ॥হীনের প্রাণামে কিবা প্রতিষ্ঠাতোমার*
 মনেতেভাবিওতোমাকিঙ্করেরনারীএহিঅপরাধকম রাজার
 কুমারী*গোপনে দিচ্ছান্তবহু কৈলআশির্বাদ॥প্রণামনাকৈল
 জানিঙ্কম অপরাধ*কুমারী বলিল পদ্মা না গুণ প্রমাদ ॥
 প্রণাম নাহিক গুণ হিভ আশির্বাদ*পদ্মপ্রতি কহে বানী
 আশ্বাসি বচন॥পঙ্খহেরিয়াছি তোমা বধুর কারণ*দেখিতে
 ইন্দ্রেরচন্দ্রবসিনুউল্লাসে ॥আজিকেনমেঘখণ্ডহইলআকাশে
 দেখিতেতোমার বধুশ্রদ্ধা অতিমনে॥মোর আগে যুধ কেন
 ঢাকিল বসনে*নিবেদয় পাদাবতীজুড়িছুইকরা॥হীন জাতি
 বধু তোমা অগ্রে লঙ্ক্যা ডর*যরহতে বধুমোরনাজায়বাহির
 চন্দ্রসূর্য না দেখয় বধুরশরীর*ভিন্যজনসনে কভু নাদে-

দরশন॥ অপারের সনে কতু না কহে বচন॥ কতু নাহি আসি
 যাছে অভুঃপূর মাঝ ॥ কহে দেবি যাছে নৃপনন্দিনী সমাজ॥
 লজ্জার লজ্জিত অতিভয়িত মান॥ যোপনে তোমার আগে
 মর্মের সমান॥ যেহে না মিলয় ত অগ্নী তাপ পাই ॥ তোমা ভয়ে
 বধু তেন রহিল মিলাই॥ তোমা ভয়মানে আমি গুণি বহুতর
 যেখানে আনিমুবধু তোমার গোচর॥ হেন বধু যরহতে করি নু
 বাহির ॥ নাজানি কি হয় ধড়ে প্রাণ নহে স্থির॥ বধু প্রতি
 বিযচীত হৈলে কদাচন॥ বিষ ভকিমোরপুত্র ত্যাগিবে জীবন
 মালি বংশ জন্ম মাত্র বিধির বিধান ॥ রূপে গুণে হয় নৃপ
 নন্দিনী সমান॥ তুণি বিনা কোথা হেন নৃপতিনন্দিনী ॥ তোমা
 রূপে শূঙ্ক বিধি তোমার মালিনী॥ তবে পদ্মা নিজ হস্তে বস্ত্র
 করি ছর ॥ কন্যাকে দেখায় মুখ আপন বধুর ইঙ্গিতে
 মুখের বস্ত্র করিল অস্তর॥ কুমারির মর্মে হানে কাম পঞ্চধর
 মদন পরল বানকাম সরশনে ॥ সাক্ষিল ভঙ্গিমা আঁখি দৈসৎ
 বদনে॥ কুমার ভঙ্গিমা ছলে আঁখি অনুসরি ॥ নয়ন কটাক
 বানেহা নিলা কুমারী॥ মালিনীর বধু মুখ দেখি আশ্চরিত ॥ জ্ঞান
 পরিহরি বাল্য হৈল মোহ চিত্ত ॥ ই নিল মদন বানেহা নন্দনা ৷
 থাইল মরম যাও পড়িল সুন্দরী॥ কামের সমুদ্রে উঠে বিসম
 হিলোল ॥ সখি সব ঢলি পড়ি হইল বিভোল॥ মালিনী পুত্র
 বধু দেবি আশ্চরিত ॥ সভা সহ রাজবালা হৈল মোহ চিত্ত
 কতকণে জ্ঞান লভি উঠিল সুন্দরী ॥ একে জ্ঞান লভে যত
 সহচরী॥ সখিগণ সঙ্গে করি রাজবালা স্ত্রী ॥ পরম আনন্দে
 বৈসেন সহরিসমতি ॥ নিজ সখিগণ প্রতিকহে রূপ বতী ॥ যুবতী
 মণ্ডলে নাহি এরূপ যুবতী ॥ মালি বংশ মিয়াছে এমন কামিনী
 লালমতি ॥

কদাচিতনাহিহেননৃপতি নন্দিনী*দেবকুলেহেনকন্যা নাহি
মনেলয় ॥ পাইলযে রূপ কন্যা মালিনীতনয়*কহিল এসব
বাক্যসখিগনস্থানে ॥ মালিনী হেরয় বালা পরম ধ্যানে
যেহেনজোগেরধ্যানসাক্ষাতেমানসা ॥ মালিনী দেখিতেতেন
পুরে মনরন * দেখিয়া মালিনীরূপবিভোলসুন্দরী ॥ হেরয়
নয়ন আড়েআপনা পাসরি*ঈসবদনে রমা ত্রিভঙ্গ নয়নে
হানিল মালিনী ভুরু ধনু পঞ্চবানে* কুমারির নয়ন কটাক
কামধর ॥ কুমারের মর্মে হানি কৈল জরং * নয়ন ভঙ্গিমা
ছলে তিক্তবান ॥ হানিল কুমার মর্ম হৈলধানং * দাগুই
রহিলধৈর্য সাহসের বলে ॥ অস্থির হইল অঙ্গপড়েটোলেং
কুমারেরভুরু যুগধনুসমধরে ॥ কুমারির মর্মে হামি জরং করে
কুমারে দেখিয়া নিজ প্রিয়া লালমতি ॥ মোহশিত সম্বরিল
ধৈর্য ধরি অতি*লালবানুরূপেগজি কুমারেরপ্রাণ ॥ সাহস
প্রভাবে স্থির হৈল গুণবান * ঠাঠ বজ্রে যুত অঙ্গরহেত্ত
দাগুই ॥ তেন মতেরৈল অঙ্গরূপেমোহপাই*কুমারেরপ্রাণ
হরি নিল লালমতি ॥ শূন্যঅঙ্গে দাগুইল সাহার সন্ততি *
লালমতি প্রাণ হরি নিল যুবরাজ ॥ শূন্য অঙ্গে রৈল বালা
সখিগণ মাঝ*কুমারেরপ্রাণ কন্যা রূপেআরোহিয়া ॥ রহিল
কুমারপ্রাণবাহিরহইয়া * কন্যা প্রাণকুমারেররূপেআরহিলা
নিজ ধড় ত্যাগি প্রাণ বাহিরে রহিলা*কুমার কে চিনিতে
নারিলা লালমতি ॥ নানা অলঙ্কার যেন সুন্দরী যুবতী *
ঘটেতনাচিনাদিলেজেহেনআতমা ॥ কুমারকেচিনিবারেনারি
লেক রমা * মন ভাবে প্রভু আগে কিবা বেশকম ॥ অধম
বংশেতেপ্রভুসৃজিলউত্তম*অনন্তমহিমা ত্রিজগৎআধিকারী ॥

লিনীর পুত্র হেতু হুজে হেন নারী* মালিনীর বধু দেখি
 সহরিশ মন ॥ মালিনীকে প্রসাদ করিল বহু ধন ॥ কুমারী
 কহিল বলি শুন পদ্মাবতি ॥ তোমাপুত্র বধু দেখি দয়। লাগে
 অতি* বধু তোমার। খি জাও আমার নিকটে ॥ কদাচিতমনে
 কিছু নাভাব সঙ্কট* কুমারির মুখে পদ্মা শুনি হেন বানি ॥
 মালিনীর ধড় মাঝে না রহিল প্রাণি* যে ব্যাধি সহিতে পুরি
 করি প্রবেশ ॥ নিকালিতে ব্যাধি পুনিনারী মুবিশেষ* বিলম্বে
 অবশ্য ব্যক্ত হইবে কবানী ॥ এপাপকপালে মোর কি আছে
 নাজানি* পুষ্পহার আনি ভরু গুনিরু অকাজ ॥ এই সে পাড়িল
 ভাঙ্গি মুণ্ডে মোর বাজ* মনেতে ভাবস বহু ত্রাদিত অন্তর ॥
 কন্যা আগে কহে পদ্মা জুড়ি দুই কর* মালিনী বলিল শুন
 নৃপতিকুমারী ॥ দণ্ডেক ছাড়িয়া বধু জাইতে না পারি * পুত্র
 যদি শুনে মোর এসব বচন ॥ ছাড়িবে বসতী কিবা তেজিবে জীবন
 পুত্র অজানিত বধু আনিরু এখাতে* শুনিলে আমার মৃত্যু আজি
 পুত্র হাতে* শত্রু ঘরে নিতে বধু নাহি দেও যদি ॥ সত্য যে
 হইল। বাল। মোর বধবধি* সে বিলে বড়ের পদ পুরে মন আশ
 তোমাপদ সে বিকেন আমার বিনাশ* বিনাশ না কর মোকে
 ধর্মের কারণ ॥ রাখিলে দাসের নারী কোন প্রয়োজন* পালিয়া
 বিনাশ মোকে তোমা নাজুয়ায় ॥ বল দেখি পক্ষি পালি পুনি
 কেবা খায়* অজ্ঞাতে পুত্রের বধু আনিরু ছাপাই ॥ দেখে বা
 না দেখে কেহ ছাড়ি দেও জাই* শীঘ্র আজি ছাড়ি দেও মোকে
 রূপা গুণি ॥ পুত্রকে কহিয়া বধু আনিদিব পুনি* কন্যা বলে
 টিটু মি বচনে চতুর ॥ হৃদেত কপট মুখে বচন মধুর * তোমা
 র্যাবহার আমি ভালমতে জানি ॥ হৃদে তোমা অন্য ভাব মুখে

শিষ্টবানী * স্বক্কেতে অমৃতবালে মংস্যচরে জলে ॥ অমলরাশিতে
 তুমি পারকুতুহলে * আমার অগ্রথে তুমি নাকহ বচন ॥ ছাড়িয়া
 নাদিব বধু নিতে কদাচন * প্রাণকাড় বধু তুমি জানিলা এখাতে
 কেন প্রাণকাড়ি নিতে চাহ অকস্মাতে * কলঙ্ক, রহিলে নারী
 পুরুষ সমাজ ॥ নারীর সমাজে নারীরে লে কোন লাভ * পিতৃ অস্তঃ
 স্পুরে বন্ধি লই সখিগণ ॥ সম্মেহ নাহিক হেথা পুরুষ দর্শন
 আবেশ না কর পুনি আমার গোচর ॥ নিসন্দেহ চলি জাও
 আপনার ঘর * ধনরত্ন লও বহু ছাড়ি কপট ॥ আমি সঙ্গে যুক্ত
 নহে তোমা হঠাৎ * রাজকন্যা মুখে শুনি একপ বচন ॥
 ভাবিতে লাগিল পদ্মা নিজ মনেমন * আছুক কুমার নিব
 ভাণ্ডিয়া কুমারী ॥ বাপ পিতামহে ॥ সম্মে ভাণ্ডিতে না পারি
 নাশোভকন্যার সঙ্গে চাতুরি যোগে ॥ আনিব কুমারে হেথাই
 মতিভোর * এতেক ভাবিয়া পদ্মা নিজ মনান্তর ॥ ত্যাজিয়া
 জীবন আশ চলি গেল ঘর * নিজ ঘরে গিয়া পদ্মা ভাবে মহা
 আশ ॥ কুমার হইলে ব্যস্ত আমার বিনাশ * পরিণামে ভাল মন্দ
 নাগুণে যে সব ॥ সে সকল হতে ভাল শুকর * ক্রিডা পরিণাম
 নাগুনিয়া একর্ম করি ॥ যেহেন আপন মুণ্ড আপনি খাই
 হেন অপকর্ম কৈ নুকি আছে কর্ণালে ॥ নৃপতি শুনিলে মোরে
 তুলি দিব শুভে * রাজ্যেতে দিবারে বাসানি শেখরাজার ॥ নৃপ
 অস্তঃস্পুরে দিবি বিদেশী কুমার * এ রাজ্যেতে ভাগত্যাগ জামিন
 স্বরূপ ॥ ভাদিবি আপন দোষে আপনার রূপ * সেহ ভাল যদি
 সে বনের ব্যাঘ্র খায় ॥ এপ্রাণ যন্ত্রণা মোর না সহিবে গায়
 কুচক্রে অধিক প্রাণ এপ্রাণ নৃপতি ॥ স্বজীবেরাধিয়া মোকে
 করিবে দুর্গতি * এতেক ভাবিয়া আশ নিজ মনে ॥ নিজ গৃহ

ছাড়ি পদ্ম প্রবেশিল বনে ॥ লালমতিপূরিমধ্যে গাহারনন্দন
 নারী বেশে রহিলেক সেকৌতুক মন ॥ দিবা অবশানলৈ ল
 আদিলরজনী ॥ সখিসঙ্গে অন্ন ভুঞ্জে নৃপতিনন্দিনী ॥ মালিনীর
 বধু প্রতি বহু অঙ্গ করি ॥ নানা উপহারে অন্ন ভুঞ্জি সুন্দরী
 সহরিশে অন্নভুঞ্জি পাখিলিলকর ॥ কপূর ভাসূল দিল মালিনী
 গোচর ॥ মালিনী সহিতে হাস্য রস রঙ্গ মনে ॥ হরর কন্যার
 মন মালিনী বচনে ॥ কন্যার বচনে হরে মালিনীর প্রাণ ॥ এই
 যতে হাস্যরসকৌতুকদোহান ॥ মন রঙ্গে হাসে বালা সহরিশ
 মম ॥ মুখ হতে প্রবে বহু অমূল্য রতন ॥ তা দেখি রানুপমুত
 অতি মনরঙ্গ ॥ আরম্ভে কন্যার সঙ্গে কৌতুকের চর ॥ সমসম
 বসেসের নারী একঠাম ॥ বসিলে মানান রসরঙ্গ অনুপম ॥
 কামিনী গণ্ডে তমজ্যানা গুণেকামিনী ॥ নানা ছলেকহে বাক্য
 পরিহাস বানী ॥ মালিনী বচনে রমা হাসে খলখল ॥ অবিরত
 প্রবে মণী মুক্ত বালমল ॥ নানানকৌতুকে রসরঙ্গে অনুপম
 জেহেন নাগরী স্তেনরসিক সৃজন ॥ সমরূপদোহদোহে সু
 পণ্ডিত ॥ বচনে চতুর দোহ বাক্য নরজিত ॥ রস রঙ্গ বাক্য
 দোহ অমৃত লহর ॥ জর পরাজর নাই উত্তর পদুত্তর ॥ কহে শু
 ইঙ্গিতে ভেদ রহস্যবচন ॥ সে বাক্য বুঝিতে কভু না রে সখিগণ
 এইমতে হাস্যরসে উত্তর পদুত্তর ॥ শরন সমর নিশাধিতীর
 প্রহর ॥ সখিগণ প্রতি বালা আদেশে বচন ॥ জারজে বা স্থানে
 জাও করিতে শরন ॥ পরমহরিশে অতি নৃপতিনন্দিনী ॥ আপনা
 নিকটে রাখে সুন্দর মালিনী ॥ সখিগণ হৈল যদি নিদ্রার
 পিড়ীত ॥ মনরঙ্গে বৈসে বালা মালিনী সহিত ॥ মালিনীর পুত্র
 বধু হেন তথ্য জানি ॥ পরিহাসে মালিনীকে কহে মধুবানী

বিনাসুতে গুঁথিলা বিচীত পুষ্পহার॥ কেমন নাগর সঙ্কে পিরীত
 তোমার সেরনাগর বীর কামিনী মোহন॥ পুষ্পের পাখরে
 পত্রলেখ শুলকণ❀ এমন নাগর সঙ্কে তোমা প্রেম অতি॥ মালি
 বংশে নাহি তোমা সম ভাগ্যবতী❀ কুমার নিকটে বসিয়া ছ
 তে কারণে॥ বালকে জ্যোতির জ্যোত তোমার বদনে❀ তোমা
 অঙ্গে অঙ্গ লাগি আছর তাঁহান॥ শুকায়ে তোমার অঙ্গ হেন
 দিপ্তমান❀ নভু তোমা হেন কন্যা কোথা মালি যরে॥ তোমা
 রূপ ব্রহ্মাদি দেব মনহরে❀ কোথা তে মালির যোগ্য তোমা হেন
 নারী॥ নাজমেনুপতীকুলে এমন কুমারী❀ ভালের দর্শনে সন্ত
 হয় ভালজন॥ চন্দনের গন্ধে যেন পলাশ চন্দন❀ কুরূপ লক্ষণ
 লোকে নাশোভেন যনে॥ পরম রঙ্গিম হয় হিঙ্গুল দর্শনে❀ কুমা
 রের রূপ তেন তোমারূপ অতি॥ ভুবনে নাহিক তোমা সদৃশ
 যুবাতি❀ তাঁহান দর্শনে তোমা সাফল্য জনম॥ প্রেম সখি অন্য
 যোর নাহি তোমা সম❀ সত্য জানিহু যোর প্রভু গুণবান
 তোমা সঙ্কে ভেদাভেদ নাহিক তাঁহান❀ তোমাতে পরামর্শ হেন
 জানিহু নিশ্চয়॥ মোকে কুপাপ ত্রিলিখিয়াছে দয়ামর❀ তোমা
 পরামর্শ তরে হেন লয়মনে॥ তোমা সম বন্ধু যোর নাহিক ভুবনে
 অন্য ভাব না ভাবিবা মোকে কদাচন॥ কহিবে আমাকে জেবা
 স্বরূপ বচন❀ সঙ্কেতে নারহে জার সঙ্কের সারথি॥ একাকি
 চলিতে পাই মন দুখ অতি❀ তোমা হেন সুসঙ্গি রহিলে যোর
 সঙ্কে॥ কুমারে সে বিদ্যদোহ অতি মন রঙ্গে❀ রূপে গুণে তুমি
 আমি হই সমতুল॥ সঙ্কোচ না রাখি জানি হীন জাতি কুল
 শাস্ত্রেতে পণ্ডিত জেবা জাতি কুলহীন॥ সভা মঞ্চে সে সবে
 প্রশংসা প্রবীন❀ কুলশিলজাতি জেবা মুখ মুড়জন॥ সে সকল

নরহতে উত্তমগোধন*গোধনউত্তমাকৃতি বনেতৃণধায়॥ পর
 উপকার করি জনম গোঙায়*পশুহতে মন্দ অতিজ্ঞানহীন
 জন ॥ ভাঙ্গয় লবনভাঙখাইয়া লবন*প্রকৃতি উত্তম মূলে
 মহা জাতি কুল॥ জ্ঞান হীনকুলশিলপশুসমতুল*জ্ঞানবন্ত
 জনহয়অমূল্যরতন॥ বটকে নাকিনে জ্ঞানহীনতিনজন*জ্ঞান
 বন্ত অবংশিলকুলশীলজাতি॥ জ্ঞানহীনকুলশীল নিকৃষ্টদুর্মতী
 জ্ঞানহীন নারী কুকুরের সমস্বর ॥ নর অন্ন পরিপাল্য খর্ব
 করেনর*সত্য জ্ঞানতেহেনকুলটা নারীগণ ॥ পতি মর্য খর্ব
 করেকহি দুর্বচন*জাতিকুলবিবেচনা নাহিকদাচিত॥ প্রকৃতি
 উত্তমমাত্র নারীর চরিত*রূপসহগুণ যদি হয়সমতুল॥ তবে
 সেবাধানিরূপমর্যাদাবহুল*গুণহীনরূপে যেন শীমূলের
 ফুল॥ না হয় চম্পক আগে বটকেরমূল*রূপেগুণেতোমাসম
 নাহিকভুবনে॥ রাজযোগ্য নারীতুমিহেনলয়মনে*রাজঘরে
 কোথা আছে তোমাহেন নারী॥ দেবকুলেনাহিতোমাসদৃশ
 কুমারী*নিজকুলযোগ্যতুমিনাহওকদাচন॥ তোমাসৃজিয়াছে
 যুবরাজের কারণ*যদি সে করয় প্রভু ত্রিজগৎপতি॥ তুমি
 আমি একত্রেগোঙাব রঙ্গমতি*ভিন্যভাব আমাতেনারাধ
 কদাচন ॥ কোথায়কুমার কহস্বরূপবচন*কোথায় তাহার
 বাস কহকোনস্থান॥ কেমনে দর্শন কর সঙ্গতি তাঁহান*কুমা
 রেরভেদ যদি পাইতোমাস্থান॥ তোমাকেজানিবদীকাগুরুর
 সমান*শুনিলেতোমাতেএহিগৌরবন্তকথা॥ জেহেনপরম
 গুরু করিব মান্নতা*দত্য করি কহ মোকে মালিনীসুন্দরী
 নানা অলঙ্কার দিব অষ্টঅঙ্গভরি*রজতকাঞ্চনে অঙ্গজড়িব
 তোমার॥ মণিমুক্তা যত চাহ দিব ভারে ভার*মোরআগে

লজ্যা পরিহরি চন্দ্রধ্বনী ॥ কোথা রহে যুবরাজকহপ্রাণ সখী
 লালসতি মুখেশুনি এসব বচন ॥ মন পুলোকিত বীর স্বহর্ষ
 বদন ॥ কুমার ভাবয় মনে কন্যার সহিত ॥ শীঘ্র পরিচয়
 দেওয়ানাহরউচিত ॥ ভাণ্ডিয়াকহিববাক কন্যারসহিত ॥ কন্যার
 মনের ভেদ বুঝিব চরিত ॥ স্বহর্ষ কহনে হাঁসে নৃপতিনন্দন
 কহে শুভালিনী হলেমধুরবচন ॥ কুলবধু হইআধিনাহিবেশ্যা
 জাতি ॥ নাকহ আমাকেবাক্যজাতি কুল ক্যাতি ॥ মালিকুল
 বধু আমি রহি অলঙ্কিতে ॥ কিরূপে দর্শন বলকুমারসহিতে
 স্বরূপ জানিয়াহেনকহমোকেশানী ॥ নতু কিবা পরিবাদদেও
 শত্রুজানি ॥ তোমাপতিশনেমোরভালাইজানিয়া ॥ ছলিবারে
 চাহমোরএখাতেতনিরা ॥ যদিবামনেতেগর্বরাজারকুমারী
 বিউষিতেচাহমোরজানিহীননারী ॥ প্রলয়েরকালেকোথা
 রহিববড়াই ॥ ডাঙাইবেপ্রভুআগেমোরসঙ্গেজাই ॥ মনগর্ব
 না রহিবপ্রজুরগোচর ॥ পরিণামেপ্রভুআগেকিদিবা উজ্জুর
 জাতি কুল হীনআমিকুরূপলক্ষণ ॥ তেকারণেকহমোরবি-
 রূপবচন ॥ ত্রিলোকমহিণীতুমিমহারাজশুতা ॥ হাঁসিতেমানিক
 অবেকান্দিতেমুকুতা ॥ মুখেতেমুকুতামণীনাশবেআমার ॥ কেন
 বলআমাপ্রতিলোভিতকুমার ॥ জারচিত্ত তোমাপ্রেমেহইল
 আকুল ॥ তার আগে নহমোরষট্কেয়ুল ॥ কুরূপলক্ষণ
 আমি দুধিনী মালিনী ॥ কিহেতুকরিতেচাহমোকেকলঙ্কিণী
 অভাগিসাশুড়িবাক্যকেনআইনুএখা ॥ হারাইনুনিজপতি
 অণ্ডেতেমান্যতা ॥ পতিআজ্ঞাবিনাকেনআইনুতোমাপাশ
 হেনবাক্যপতিসঙ্গে নহেগৃহবাস ॥ এবাক্যশুনিলপতি
 রাখেকিবাকাটে ॥ না জানিনির্বন্ধমে রচিতাছেললাটে ॥ নিজ

মন দুঃখে মরি কিমোর জঞ্জাল ॥ ন বুঝি আমার মর্ম্ম বাক্তা
 পুছ ভাল নিজকর্ম্মে হও কেন পাগল চরিত ॥ অবিচারে
 কহ মোকে বাক্য বিপরিত ॥ পুছিতে বাঞ্ছিত তোমা যেন
 আভিলাষ ॥ না বুঝিয়ে বাক্য মোর জাতি হয় নাশ ॥ যদিবা
 কুমার হেতু তুমি আকুলিত ॥ তোমা হেতু যুবরাজ উন্মত্ত চরিত
 কুমারের প্রাণ জাউক তোমার কারণ ॥ নহে পতি হেতু ত্যাগ
 আপনা জীবন ॥ এহাতে আমার কিছু নাহি কসংশয় ॥ কুলেতে
 কলঙ্কমাত্র মোর এহি ভয় ॥ পাগল দেবে চ্ছা তোমা বুঝি চরিত
 না বুঝে অনেক রহিত চিন্তা নিজ হিত ॥ যদিবা কুমার হেতু প্রাণ
 নহে স্থির ॥ বাপ অন্তঃস্পুর ছাড়ি নিকল বাহির ॥ কোথাতে
 কুমার রহে কর অন্বেসন ॥ নাহক আমাকে কৈলাধিকার বচন
 তোমা জন্য কুমার বঙ্কিল সিংহশান ॥ অন্তঃস্পুর ছাড় তুমি
 কুমার কারণ ॥ পতি কাতর যদি হও রাজবালা ॥ নিজ গলে
 পর তুমি কলঙ্কের মালা ॥ মালিনী কহেন বাক্য হইয়া
 বিস্মিতে ॥ কোন ছলে কহে রমানার মরুঝিতে ॥ কুমারী বলিল
 শুন বিচিত্র মালিনী ॥ তোমার কটুক্তি আমি মধু হেন জানি
 যতেক কহিল ॥ তুমি কটুর বচন ॥ মোর আগে কহে হেন নাহি
 কোন জন ॥ এহাতে অধিক যদি কহ দুর্বচন ॥ তোমা প্রতি
 বিস্মিত নাহয় মোর মন ॥ মুণ্ডতে লইব সত্য কলঙ্কের ভার
 তথাপি ষটুক মোরে সাহার কুমার ॥ গলেতে পরিব্রুজ্য কল-
 ঙ্কের মালা ॥ কোথা বল মোর নবলঙ্ক স্বামিকাল ॥ তোমাকে
 কহিব সত্য বিদ্রোপ বচন ॥ মোর আগে হিংশাবাদ নাহি কদা-
 চন ॥ না বুঝি আমার মর্ম্ম নাহি ও ব্যাধিত ॥ কি হেতু আমাকে
 মনে এমন দুখিত ॥ সর্ব অর্থ কহি তোমা হিতের কারণ

মালিনীরপুত্রযোগ্যনহকদাচন*নাহি শুনিয়াছ তুমি জুলেখা
 রতান্ত*কিরূপেভজিলবালানিজপ্রাণকান্ত*ইউমুফরূপেতে
 মজি জুলেখা যুবতি ॥ বর্জিলআজিজমন্ত্রী বিবাহিতা পতি
 মেসের সহর ত্যাগি কলঙ্কেরভিতা*আরিলা প্রেমরস ইউ-
 মুফসহিত* আজিজেরযোগ্যমহেজুলেখামুন্দরী*আজিজ
 রাখিলপ্রভুনপুংশককরি*তেকারণেজুলেখায়পাইলযোগ্য
 বর ॥ মনসুখেভজিলইউমুফপরমাধর*জুলেখার প্রতিষেণ
 ঘটিলইউমুফ* ঘটিলজোলকর্ণশুভতোমাঅনুরূপ*সম্মেতে
 দেখি নু যেন সরফল মূলুক*সেইঅনুরূপ দেখি তোমা চন্দ্র
 মুখ*এতেক কহি যে বাক্যতোমাকেনিশ্চর*তোমাজাতি
 স্বরপতি মোর মনে লয় * যদি সে হইলপ্রেমকুমারসহিত
 নাগুনকলকভরমনেকদাচিত*সামান্যেরযোগ্যতুমিনাহও
 রমণী*রাজযোগ্যনারীতুমিত্রিলোকমোহিনী*যদ্যপিকরিল
 বিভা মালিনী নন্দনে*যেহেন চন্দ্রানি বিভা করিলব্রাহ্মণে
 কাপুরুষ ছিল যেন দুষ্কর ব্রাহ্মণ*নপুংশ মালিনী পুত্র লয়
 মোরমন*চন্দ্রানিনোভিলোযেনলোরেন্দ্রনৃপতি*মনরঞ্জে
 ভজ তুমিজোলকর্ণ সন্ততি*তোমাকেকহিয়ে শুন সকেত
 বচন*যদি সে অযোগ্যহস্তে ঘটয়রতন*অযোগ্য জনেররথ
 রত্ন প্রতি আশ ॥ যাহারে শোভয় রত্ন জায়তার পাস
 ত্রিলোকমোহিনী তুমিঅমূল্যরতন*তোমাযোগ্যবরমাত্রসাহার
 নন্দন*রূপেগুণেতুমিহেনপণ্ডিতযুবতী*অদ্যপিতোমাকে
 মনে না লয় অসতী*যতেক চরিত্রতোমা পদ্মিনীকন্যার
 পদ্যগনি কন্যা যোগ্য নৃপতিকুমার * যদ্যপি পূর্বের শূর্য
 পশ্চিমে উদয়*তথাপিপদ্মিনীকন্যাঅসতীন হয়*যেনহস্তে

রাখিয়াছে আনন্দহাপাধন ॥ তেনতোমা রাখিয়াছেমালিনী
 নন্দন ॥ ঘটাইলনিরঞ্জনতোমাযোগ্যবর ॥ এহাতে মনেতে
 কিবা কলঙ্কের ডর ॥ মালিনীর পুত্র প্রতি যদি তোমা মন
 যদি বা তাহাতে ঘটিয়াছে কদাচন ॥ অসতী হইতে তোমা না
 কহি নিশ্চয় ॥ তোমার দেবের দেব মালিনী তনয় ॥ দেবের
 ঈশ্বর কিবা হয় নরেশ্বর ॥ নালর সতীর মনে পতি সমস্বর ॥
 অন্যবারোগিত কিবা শুকু কভিধারী ॥ না ছাড়ে আপন পতি
 যেবা সতীনারী ॥ যদিবা মালিনী পুত্র সত্য তোমা পতি ॥
 রহিবা পতির সঙ্গে মনরঙ্গে অতি ॥ তোমাকে কহিহু সত্য
 প্রতিজ্ঞা বচন ॥ না দিব কলঙ্ক হৈতে সত্য কদাচন ॥ সত্য যদি
 হয় মোর জনক গ্রহণ ॥ করিব তোমাকে এই রাজ্যের প্রধান
 রাজ্যেতে আছয় তোমা যত ক্রাতিগণ ॥ তোমা অধিকার করি
 দিব সর্বজন ॥ যাকে প্রজা জাতি কুলেরাখিবা আপনে ॥ বিনা-
 সিকা জাতি কুল যাকে লয় মনে ॥ প্রেমের ইচ্ছা মোর তোমার
 সহিত ॥ না রাখ মনেতে তুমি কলঙ্কের ভিত ॥ হৃত্যর ঔষধ
 যেবা বাকৈ নিঙ্গগমে ॥ কলঙ্ক বোসিতে তোমা পারে সে সকলে
 সত্য ভাবে রহ মাত্র প্রভুর গোচর ॥ নিজ মনে স্থা ভাব কল-
 ঙ্কের ডর ॥ তুমি যদি প্রেম সখি হইলা আমার ॥ আমার
 বাপের রাজ্য সকল তোমার ॥ মনের আরতি তোমা জেবা পৃথি-
 বীত ॥ সর্ব অর্থে পুরাইব তোমার বাঞ্ছিত ॥ যত কমাগছ দিব
 অমূল্য রতন ॥ মানিক মুকুতা দিব আর যত ধন ॥ রাজ্য প্রাণ
 করি দিব তোমার শাসন ॥ অশ্বগজ আদিদির সৈন্য সেনাগণ
 কাতর বচনে পুছি হই মন দুখী ॥ কোথা মোর প্রাণেশ্বর কহ
 চন্দ্র মুখী ॥ রাজপাট ছাড়ি মোর প্রভু যুবরাজ ॥ কি রূপে

বঞ্চয় আমি অভাগিনীকাজ * ভুবন দুর্লভ সাহাজে লবণ
 সন্ততি ॥ তার যোগ্য নহি আমি নারী অধগতী * ইচ্ছিল অপার
 দুখমোর অন্যাসনে ॥ মশিক মণির ভ্রমে আমার কারণে *
 মাতাপিতা পরিহরি ইষ্টমিত্রগণ ॥ বজ্রিল আমার প্রেমে রাজ্য
 সিংহাশন * বাহার সঙ্গতি চলে চতু রঙ্গ দল ॥ ঘটকের পদ
 ভরে মহি টলমল * কোটী অশ্ব চলে লক্ষ গজ ॥ নবদণ্ড
 ছত্র শতে উড়ে ধ্বজ * জার সঙ্গে বাদ্য বাজে সমুদ্র হিলোল
 হাজারে ডঙ্কা কাড়া ঢাক চোব * লক্ষ রণ সিংহা ভেউর
 কর্ণাল ॥ টেকরা রোবাব চুঙ্গ বিবিধ বিশাল * বাজয় সহস্র
 রাজা সঙ্গতি বাহার ॥ শতে উক্ট যার সঙ্গতি বাজার *
 নরেন্দ্র মণ্ডল মাঝে যে হয় প্রধান ॥ সহস্র নৃপ বাহার
 জোগান * পৃথিবী মণ্ডল মাঝে যত ছত্রধারি ॥ বাহার চরণে সব
 হই আশ্রয়কারী * ভুবনে বাহার সম নাহি মান্য জন ॥ মোর
 হেতু আসিরাছে বৈরাগী লক্ষণ * পুষ্পে রশ্মিতে অঙ্গরাখয়
 বাহার ॥ নাকুচে বাহার মুখে শত উপহার * শরন বাহার
 মণি মুকুতার ঘরে ॥ পরিচর্য্য করে যার শত অনুরে * কি
 রূপে ভোজন গ্রহা কিরূপে শয়ন ॥ কেমনে বঞ্চয় প্রভু বৈরাগী
 লক্ষণ * মন রঙ্গে বঞ্চি আমি নারী অধগতি ॥ আমা হেতু
 প্রাণনাথ দুখ পায় অতি * যার লাগি জনম অবধি নিরন্তর
 সহস্র বিনয় প্রভুপদে মাগিবর * নিশিদিন প্রভু পদে পরম
 আরতি ॥ হইতে আমার পতি সাহার সন্ততি * পুষ্পেতে
 লেখিলা কৃপা পত্র প্রাণ নাথ ॥ পত্রপাড়িমর্ম্মমোর হই গেল
 পাত * কুমার গৌরব বাক্য প্রাণকতধরে ॥ আছুক নারীর
 প্রাণ পাশান বিদরে * কুমারের পত্র পাই পুষ্পের সহিত

জ্ঞানিনুপূরিল যোরমনের বাঞ্ছিত * কহ কহ প্রাণ সখি স্বরূপ
 বচন ॥ কিরূপে কোথায় বকে যোর প্রাণধন * ছাড়হ কপট
 মায়া না কর ভাণ্ড ॥ অবশ্য কুমার সঙ্গে তোমার দর্শন *
 তোমাশনে প্রমর্গ না হৈলে কদাচন ॥ কিরূপে তোমার পুষ্প
 লিখিল খিলন * তে কারণে মর্ম্ম ভেদ পুছি যে তোমাতে ॥ কোন
 রূপে আছে বল যোর প্রাণ নাথে * সম্মতে দেখিছ আমি সর-
 ফল মূলক ॥ সেই অরূপ দেখি তোমা চন্দ্র মুখ * প্রভুর নিবন্ধ
 কিছু বুঝিতে না পারি ॥ মনেলয় তুমি তার জাতি স্বরানারী
 কুমার সহিত তুমি আমি তিন জন ॥ একই শরীর হেনলয়
 যোর মন * তে কাষে তোমার রূপ মন সমর্পিয়া ॥ মিসাই
 রাহিল মন উন্মত্ত হইয়া * সহ অবিনয়ের বাক্য পুছি যে তোমাতে
 কোথায় রহিয়াছে বল যোর প্রাণ নাথে * শুনিয়া কন্যার হেন
 বিনয় বচন ॥ দীক্ষিতে হাঁসিয়া কহে সাহার নন্দন * শুন কহি
 নৃপ সূতা সত্য এ বচন ॥ কুমারকে এথা আনি দিলে এই কণ
 কিবা দিবা আমাকে তুমি কহত শু সার ॥ কন্যা বলে তোমা
 আগে ভেটিব কুমার * ধন রত্ন তোমা যদি মনে নাহি লয়
 পতি অর্দ্ধ অংশ দিব কহি নিশ্চয় * কুমার বলিল প্রিয় কহি
 ত শু সার ॥ তোমার নিমিত্ত এত অবস্থা আমার * মালিনীর
 প্রাণ রক্ষা চিন্তি নু প্রকার ॥ নারী বেশে অঙ্গেতে পারি নু অলঙ্কার
 বীর দর্প পরি হরি ক্ষেপি বীর্য বল ॥ তোমার দর্শনে আইনু
 ধরি মায়া ছল * মালিনীর প্রাণ রক্ষা হৈল তে কারণ ॥ দেখি নু
 তোমার রূপ ভরিয়া নয়ন * শুনি প্রিয়া চন্দ্র মুখি বচন আমার
 পাইনু তোমার হেতু মহা দুখ ভার * তোমার দর্শনে মন পূর্ণ
 কোঁতুল ॥ পাইনু যত ইতি দুখ সে সকল * তথাপি তোমাকে

দুখ কহিতে উচিত ॥ তুমি যে পরম বন্ধু দুখের ব্যাধিত
 বুঝিছ চরিত্রতোমা শুনিছ বচন ॥ আমা প্রতি কৃত তুমি প্রিয়া
 প্রাণধন ॥ মনের ভকতি ব্যক্ত বচনে তোমার ॥ তোমা প্রতি যুক্ত
 দুখ শুনিতে আমার ॥ একে ২ বিবরণ কহে শুনি শেষ ॥ যে রূপে
 ভ্রমিকৈ কৈল কুমরী উদ্দেশ ॥ সেই রূপে বিরহ তাপিত কল-
 বর ॥ যেন মতে দেশ ত্যাগি চলিল কুমার ॥ যেন মতে মগ্নি
 উদ্দেশে কৈল গতি ॥ যেন মতে পঙ্ক মাঝে দুখ পাইল অতি
 যেন মতে সপ্ন রাজে করিল সংহার ॥ সপ্ন হতে পক্ষি ছাও
 করিল উদ্ধার ॥ যেন মত পক্ষি পৃষ্ঠে হই আরোহণ ॥ সমুদ্র
 হইল পার সাহার নন্দন ॥ যেন মতে উড়ে পক্ষি হৈল কুমার
 একে ২ এ সমুদ্র হৈল পার ॥ যেন মতে ভ্রমিল কন্যার
 বন্দাবন ॥ যেন মতে মালিনীর আশ্রমে গমন ॥ যেন মতে
 গাঁথিল বিচিত্র পুষ্পহার ॥ যেন মতে পুষ্প পত্র লিখিল
 কুমার ॥ যেন মতে নারী বেশধরি যুবরাজ ॥ প্রবেশিল নৃপতির
 অন্তঃপুর মাঝ ॥ একে ২ এসব রত্ন সন্তু সকল ॥ কহিল কুমার
 মনিমন কোঁতুল ॥ কুমার বলিল প্রিয়া শুন লালমতি ॥ সরফল
 মূলুক আমি জোলকর্ণ সন্তুতি ॥ রাজ হংস হই আমি তুমি
 সরোবর ॥ তিলেক রহিতে নারি তোমা হতে দূর ॥ জল বিনা
 রাজ হংস অনার জীবন ॥ তোমা বিনা রথায়োর জীবন যৌবন
 জল জন্তু ভয় কিছু না শুনিছ মনে ॥ সমুদ্রে মজিছ মনিমুক্তার
 কারণে ॥ পুষ্প দ্বারি মধুকরে ভয়না রাখিল ॥ মধুকো ভকণ্ট-
 কের বনে প্রবেশিল ॥ প্রেম মজি মনল জ্ঞান ভয় করিছুর ॥ তোমা
 হেতু প্রবেশিছ নৃপ অন্তঃপুর ॥ সুধা রসে প্রেম মন মগ্নি
 কারণ ॥ মধুকিট প্রতি ভয়না রাখিল মন ॥ প্রদীপ সহিতে প্রেম

অনুভব কাষ । পতঙ্গকেপিলযেনআপে জগীয়াবাঃপ্রেম
 প্রতি যতহেতুনা শুনি বেদনা॥ মনলোভে আসিপ্রবেশিহু
 ছতাসনঃপতির প্রতি ভয় না রাখিহু মনে॥ প্রাণপনকরি
 আইনুতোমা দরশনেঃযে অবধিতোমাবার্ত্তাশুনিহু শ্রবনে
 সেইধরি রাত্রদিন সান্ত্বনাইমনেঃযে রূপে গত্রিতে আছে
 অবধি অন্তর ॥ পুষ্পপত্রলিখিতোমাকরিহুগোচরঃকুমার
 মুখেতেশুনিপরিচয়কথা ॥ গলেতেবসনবান্ধিমহারাজমুতা
 দণ্ডবতেচন্দ্রমুখীকুমার চরণে॥ক্ষুদ্রপ্রণাম কৈল আনন্দিত
 মনেঃকুমারঅথেষ্টে রম্যপরম ভকতে॥প্রদক্ষিনকৈলসহ-
 স্রেকদণ্ডবতেঃকুমারকন্যাকেতু লিখিহু রঙ্গমন॥ এক পাল-
 ক্ষের মধ্যে বৈসে দুইজন ॥ দোহ রূপে দিগ্ভীমান হইল
 মুক্তিক॥গগনেছটকেযেনসারদকার্ত্তিকঃদণ্ডবতকরিবালা
 কুমার অথেষ্টে॥মারামধুমন্তেরমালাগিলকহিতেঃশুনপ্রভু
 নৈরাকার ত্রিজগৎরাজ॥ বিস্ময় করিল আমাএইমূলমাঝ
 মায়াছলে লুকাইয়াআপনার মুখ॥প্রচারিলনিজনায সয়ফল
 মুসুক ঃ তুমি দেব তুমি ধর্ম তুমি জগপতি ॥ তোমা বিনা
 সত্য মোর আর নাহি গতিঃআমার ললাটে অতিপুণ্যের
 কারণ॥উদ্দেশিরা নিজদাসিকরিলাগমনঃমোর তরে রূপা
 বাসি ত্রিজগৎনাথে॥আকাশেরচন্দ্রআনিদিলমোর হাতেঃ
 নত তোমা যোগ্য নারীনহি কদাচিত॥তোমার জনক তুল্য
 নাহি পৃথিবীতঃ যদি ঘন্য পরিহরি রূপাবাসি মনে॥ দাসি
 তুল্য রাখ মোরে বিকানু চরনেঃতোমার জনক সেকান্দর
 মহাশয়॥আমার রঙ্গুল শাহাভুবন বীজঃক্ষিতীমাঝে সপ্ত
 দ্বীপ শয়াল সংসার ॥ একাবর্ত্তে ভুবন জাহার অধিকারঃ

পৃথিবীমণ্ডপে যত রাজা রাজেশ্বর ॥ নরেন্দ্রমণ্ডলগণ যাহার
 কিস্কর ॥ সমালে যতে কনুপদিগদিগান্তরা ॥ দাস তুল্য যাহার
 চরনে ভেটে কর ॥ নিজ সিংহাসনে বসিতোমায়ে হবাসি ॥
 দিতে পারে তোমা হেন সহস্রেক দাসী ॥ তাহার অনন্ত তুমি ভুবন
 ছল ভা ॥ কেন মোর হেতু দুখ পাইলা ॥ এহি সব ॥ বুঝি নুভা ॥ বিয়া
 লজ্জা ॥ বাপের বিদিতা ॥ প্রচার না কৈলা ॥ প্রভু মনের বাঞ্ছিত
 তুচ্ছ আগে লজ্জা ॥ মনে শুনি মহামতি ॥ আমি অধমার হেতু দুখ
 পাইলা ॥ অতি ॥ পরিশ্রম কৈলা ॥ তুমি দয়ার কারণ ॥ উদ্দেশিয়া
 নিজ দাসী করিলা গমন ॥ স্বদৃষ্টে দেখিছ প্রভু চরন যুগল
 নয়নের পাণমোর খণ্ডিল সকল ॥ সাফল্য হইল মোর জীবন
 যৌবন ॥ ভাগ্যবলে পুষ্পফলে পাইনু দর্শন ॥ পত্র লিখি নিয়ো-
 জিলা ॥ মালিনীর হাত ॥ পড়িয়া অবধি চিত্তে ॥ হইল উৎপাত
 দিবস নাজান মোর নাট্টে জামিনী ॥ শয়নে না আইসে নিজ
 বসি একাকিনী ॥ অন্তঃকর্ম মর্ম নাহি আছে প্রেমধরে ॥ স্বয়ন
 দগধে চিত্ত রৈতে নারি ঘরে ॥ ঘড়িতে সতবান মর্মে আছে
 হানি ॥ ধড়মাত্র এখা মোর তোমা সঙ্গে প্রাণি ॥ মদন গরল
 বান হানিয়া ছেঁবুকে ॥ মর্মের বেদন কথা কৈতে নারি মুখে ॥
 তবে নিবেদন মোর তোমার চরনে ॥ বাপে মোকে বিভাদিতে
 শ্রদ্ধা নাহি মনে ॥ তেজাজে প্রতিজ্ঞা কৈল্য কঠিন এসব ॥ করিতে
 নারি বা ॥ প্রভু কর্ম অসম্ভব ॥ তোমার চরণে প্রভু ভজমান হৈনু
 সহরিশে প্রাণ নাথ তোমাকে বরিনু ॥ নিজ নারী হেন মোকে
 যদি লয়মন ॥ তোমা আগে অঙ্গ আমি কৈনু সমর্পন ॥ বরবালা
 দোহ মোনৈল একস্থান ॥ বিবাহ সম্মত এই শাস্ত্রের বিধান
 তা জিনু তোমার পাদে একমনকার ॥ তির্যভাব আমাকে না

ভাব সর্বথা যি বিকি নুচরণে প্রভু সন্দেহ অনুচিত ॥ নিজ প্রেম
ধনে মোকে কিনিতে উচিত ॥ নিজ দাসী হেন মোকে যদি লয়
মনে ॥ মোকে হরি লও তুমি আপনা ভবনে ॥ লাল বাবু বাক্য
শুনি অমৃতের ধার ॥ বচনে শুথয় বীরে মণি যুক্ত হার ॥ লাল বাবু
মুখ চাহি নৃপতিনন্দন ॥ হাঁসিয়া কহিল শুন প্রিয়া ॥ প্রাণধন
তোমা প্রেমে প্রাণ প্রিয়া হেন লয় মনে ॥ ছরিদ্র পাইল যেন
অমূল্য রতনে ॥ নমন অঞ্জন মোর তুমি প্রাণধনি ॥ নবলক্ষ
হীরা হার তুমি কণ্ঠ মণি ॥ তোমাকে কহি যে প্রিয় বচন সত্য
সত্য জান ॥ প্রেম রস নহে দুই মত ॥ আশা প্রতি প্রেম যেন তোমা
মনে লয় ॥ তেহেন আমার প্রেম তোমাতে নিশ্চয় ॥ এহাকে
অধিক প্রেম তোমাতে আমার ॥ তোমা ভাবে এসমুদ্র
হৈ নৃপার ॥ রক্ত ডালে আছে পুষ্প মন সহরিশ ॥ তোমা হৈতু
ভ্রমি আমি ভ্রমর সদৃশ ॥ মন রঞ্জে আছুমা ও বাপের ভবনে
তোমা হৈতু ভ্রমি আমি সমুদ্র কাননে ॥ আশা ভাবে পার তুমি
স্বধৈর্য রহিতে ॥ তোমা ভাবে নারি আমি ধৈর্য ধরাইতে ॥ ত-
বে ত তোমাকে প্রিয় করি নিবেদন ॥ অপকর্ম যুক্ত মোকে নহে
কদাচন ॥ পরীক্ষা সঙ্কট মোর আগে যে সকল ॥ আমার প্রভুর
আগে অধিক কুশল ॥ যদি বাইছ য় প্রভু না রে কি করিতে ॥ সেই
প্রভুর আগে যুক্ত বাঞ্ছিত মাগিতে ॥ চুরি কর্ম নহে জান মোর
ব্যাবহার ॥ বাপ মোর সেকান্দর রশূল আশার ॥ জগত মাঝার মোর
জনক প্রধান ॥ সমাল সংসারে যোসে প্রতিষ্ঠা তাঁহান ॥ তাঁহান
তনয় আমি জগৎ বিদিত ॥ মোকে না হিশে ভেদ কর্ম আচার কুৎ-
সিত ॥ নবী বংশে অপচর্য কর্ম অনুচিত ॥ সর্বত্র প্রচার মোর নাম
পৃথিবী ত ॥ গোপনে করিলে কর্ম ভুবন মঝার ॥ প্রলয় পর্যন্ত
লালমতি ॥

রহে অযশ তাহার * যদিবা প্রভুর আগেন হে চুরিকর্ম * মনুষ্য
 বলিবে মন্দ সেকর্ম বিধর্ম * যেমুকল গুণীন ভিতমান জন ॥
 পরিণামে না গুণয় লয়া কদাচন * যদি সে একর্ম করি ক্ষেপিয়া
 সাহস ॥ পৃথিবীতে কি হইবে যো রনাথ যশ * লিখনে লিখিবে
 কিবা প্রশংসা আমার ॥ শুজন শুনিবে সদা যো কেকুলার
 কথক কহিবে যোর কুস্থিত কাহিনী ॥ জগুত যোসিবে যোর
 বিপারিত বণী * না করে গোপত কর্ম যেরা বীর্য শালী ॥ অজ্ঞাতে
 জিনিতে শত্রু কোনথা বুরালি * প্রশংসা না করে লোক করিলে
 যেকর্ম ॥ সত্য জামহ প্রিয়া সেকর্ম অধর্ম * মারিবে কর্ম যোর
 মারিবে কাল ॥ যুগে ২ রৈব যে ই করি মন্দ ভাল * ব্যক্ত রূপে
 নিজ গুণ করিয়া প্রচার ॥ তবে সে জানিহ বিভা তোমার আমার *
 কুমারী বলিল শুন প্রভু প্রাণধন ॥ আছয় পরীক্ষা ছয় অতি
 বিলক্ষণ * দ্বারে এক মহা কাষ্ঠ পর্বত আকার ॥ রাখিয়াছে সহ-
 শ্রেক মনের কুঠার * প্রতিজ্ঞা যেকরিয়াছে জনক আমার ॥ এক
 কোপে সেই কাষ্ঠ ফাড়ে যেকুমার * রাখিয়াছে তার শ্বশুর সহ-
 শ্রেক মন ॥ ছিটী বেক শ্বশুর সব জুড়িয়া ডুবন * একত্র করিবে
 যেই নৃপতি নন্দন ॥ যাপাই দিবারে যদি পারি সেই জন *
 সহশ্র মনের অন্ন করিবে রন্ধন ॥ একাস্বর সেই অন্ন করিবে ভোজন
 মহা এক অশ্ব আছে উন্নতলক্ষণ ॥ নিকটে মনুষ্য গেলে ভঞ্জে
 ততৈক্ষণ * সে অশ্ব বন্ধিয়া নিহন্তে আপনায় ॥ আরহিতে
 দ্বারে যেই নৃপতিকুমার * সঙ্কট নাগুণি তারহিয়া ॥ তুরঙ্গে
 দাপট করয় যেরা বিজলির সমে * গাভী এক রাখিয়াছে পর্বত
 আকার ॥ নিশ্বরে যতেক দুগ্ধ সংখ্যানাহিতার * আছুক দোহনে
 দুগ্ধ সে গাভী সাক্ষাত ॥ হেন শক্তি নাহি কার উদরে দিতে হাত

যদি সে প্রবর্ত হয় গাভী দুহিবার ॥ শুখন নাজায় দুধ বহে অনি-
 বার ॥ সুরভী দুহিয়া দুধ বিদিতে রাজার ॥ খাইবারে পারে
 যেই নৃপতি কুমার ॥ আর এক বাক্য শুভু অধিক বিরূপ
 সহস্রগজের দীঘ আছে এককূপ ॥ অর্থাৎ সহস্রগজকূপ বিচ-
 ক্ষণ ॥ এহি কূপ ভরি যেন দিতে পারে ধন ॥ এহি ছয় কর্ম
 যেন করিবারে পারে ॥ সেই বর স্থানে যোকে বিবাহ দিবারে
 প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে নৃপগুণবান ॥ কদাচিত সত্যভঙ্গ না
 হয় তাহান ॥ এসব অসংখ্য কর্ম নৃপা অঙ্গীকার ॥ সাধিতে
 এসব কর্ম না দেখি প্রকার ॥ কমহ জঞ্জাল শুভু বাক্য রাখ
 যোর ॥ হরিলে আপন দ্রব্য আপো নহে চোর ॥ পরিবা আপনা
 কোম পদে আপনার ॥ এহা তে কলঙ্ক কিবা যোমিবে তোমার
 করিতে এসব কর্ম সঙ্কট বিস্তর ॥ করহ গন্ধর্ব বিভা হরিষ
 অন্তর ॥ গোপত প্রকারে যোকে লও প্রাণেশ্বর ॥ না শুনিবা
 যোর হেতু কঠিন উত্তর ॥ আমার জনক হয় প্রকৃতি চঞ্চল
 না বুঝায় ভাল মন্দ যেনে অনল ॥ নাজানি কি বাক্য কহে
 তোমার সাক্ষাত ॥ তোমার বিষাদে যোর মর্মে বজ্রাঘাত
 তেফারণে পুনি নিবেদি চরণে ॥ নিঃসঙ্গ একর্ম কর সঙ্কৌতুক
 মনে ॥ কুমারে বলিল প্রিয়া শুন প্রাণেশ্বরী ॥ ধড়ে তে রহিতে
 প্রাণ একর্ম না করি ॥ গোপ্ত কর্ম কুলক্ষণ অধৈর্য বিধর্ম
 বড়ের তনয় হতে নহে চুরি কর্ম ॥ বুঝিয়া নাদিলে যেন নৃপ
 তির দায় ॥ নৃপ অবিশিতে তোমা নিতে নাজুয়ার ॥ পূয়া বু
 জন কমহ ॥ গুরুগোর বিতাল জ্বিতে তাহান বাক্য না হয় উচিত
 তোমা বিবাহের যোগ্য যেন হয় পন ॥ নৃপতি নির্বন্ধ কূপ
 ভরি দিতে ধন ॥ যদ্যপি নৃপতি দায় দিবারে না পারি

তোমাকে বরিতে আশিকদাচনা পারি * এসব পরীক্ষা বল সঙ্ক-
 টের ভার ॥ বটকের কন্ম নহে নিকটে আলার * যে প্রভু যত
 মবী অলীগণ প্রতি ॥ দেখাইল সঙ্কট পরিত্রণ কৈল অতি
 সঙ্কট ভাঙ্গিবে মোর প্রভু দয়াময় ॥ কদাচিত্ত মনে পূয়ানা গুণ
 সংশয় * যশরিক যথি ব হয় পঙ্ক বহুদর ॥ আইনু হেথায়
 আশিকুপায় প্রভুর * গ্রহিকন্ম নারহিরে কপায় আলার ॥ অবি-
 লম্বে হবে বিভা তোমার আমার * যদি সে নির্বন্ধ নাহি
 তোমার আমার ॥ কিহেতু আনিল এথা প্রভু করতার *
 এসব পরীক্ষা হৈল প্রতিজ্ঞা রাজার ॥ মোরহেতু তোমাকে
 রাখিছে করতার * করিবে আপন কন্ম আপে নিরঞ্জে ॥
 তোমা আশা প্রতি পূয়া কিবা সন্দ মনে * সঙ্কট না ভাব
 পূয়ামনে সঙ্কথায় ॥ কোতুক দেখিতে রহ কি করে আলার
 কন্যার তাণ্ডেতে কহি এসব বচন ॥ পুছয় কন্যার স্থানে সাহার
 নন্দন * যদি জ্ঞান পূয়া গ্রহিকার্যের সুসার ॥ উপদেশ শুদ্ধ
 কহ প্রকার তাহার * কুমারী বলিল শুন প্রভু দয়াময় ॥
 আশাহতে মাত্র তোমা গ্রহিকন্ম হয় * মোর এক কেশ যদি রাখ
 নিজস্থান ॥ স্থগিত রহিবে গাভী তোমা বিদ্যমান * অস্পৃহ
 দিবে গাভী হইয়া লজ্জিত ॥ করিতে পারিবা পান নৃপতি
 বিদিত * আরপঞ্চ কন্ম হেতু না দেখি প্রকার ॥ সর্বত্র নারিবা
 সেই কন্ম করিবার * হতেক কহিয়ে প্রভু বাক্য পুনি ॥ করহ
 গন্ধর্ব বিভা সঙ্কট নাগুণি * গোপত প্রকারে প্রভু হরি নিলে
 মোকে ॥ সামান্যের কন্ম হেন না বলিবে লোকে * ম গ্রবদ্বৈশ্বর
 হয় নৃপতি এয়াণ ॥ নৃপেন্দ্রকুমার হরে ছিতা তাহার

বিধম্ম ধৈর্য্য পরিহারি কন্ম কৈলে ধম্ম নাম ॥ করিবেক
 নৃপগনেমোকে উপহাস ॥ কহিবেক সেকান্দর নরীর তনয়
 এ শঠ পরীক্ষামনে গুনিয়া হৃদয় ॥ অলক্ষিতে প্রবেশিয় নৃপ
 অন্তঃস্পুরি ॥ লজ্জা পরিহারি সেহ নারী কৈল চুরি ॥ ছাড়িল
 প্রভুর ভস্ম ইহ ভিতমান ॥ সত্য ধর্ম্ম ছাড়ি কৈল গোপতে সন্ধান
 শাহ সন্ধিতে নহে বড়ের উচিত ॥ নর লোকে অপমানিত
 কুহিত ॥ যে সকল শুদ্ধ মতি ছাড়ে নতে পণ্ডিত ॥ নিজ কন্ম হেতু
 নহে পাগল চরিত ॥ যদি মেনা করে প্রভু ত্রিজগৎপতি ॥ তাপন
 প্রকায়নারে পুরাত্ত ভারতী ॥ আপন পুরিলে নিজ আশু
 মন কাম ॥ জনে নৃপকেনে নহে ঠামে ঠায় ॥ নিজ যুগ কয়
 যদি করে কদাচন ॥ মিটাত্ত নারায়ণে ললাটে লিখন
 একঘের সত্যজান পণ্ডিত সকলে ॥ লিখিয়া রাখিতে যুক্ত সুব-
 র্ণের জলে ॥ প্রভু আত্মা বিনা সত্যজান এবচন ॥ নান দেবের
 এক পাত্র কদাচন ॥ কার্য্য ভাবে বুঝি প্রিয়াকৃপায় আলার ॥
 কন্মাতে নিবন্ধ আছে তোমার আমার ॥ নিবন্ধ প্রভাবে কন্ম
 নাহিলে সুমার ॥ বিনা নৌকা কিকর পদমুদ্রৈ নৃপার ॥ সঙ্ক-
 টের প্রতি প্রিয়া নাভাব সঙ্কট ॥ সঙ্কট নাহিক যার আলার
 নিকট ॥ অপকন্ম কমা ছাত্তা জনের উচিত ॥ কমা যুলে পুরে
 সত্য মনের বঞ্চিত ॥ অবিলম্বে কন্ম কৈলে নষ্ট পরিণাম ॥
 বিলম্বে কন্মে পরিণামে অনুপম ॥ ভুবনে কোথাতে কন্যা
 তোমা হেন জন ॥ তে কাজে অসংখ্য দারাবাহে রপন ॥ বর্ষ্য নব
 করি কুপাভি বিবধনে ॥ তবে সে প্রতিষ্ঠা তোমার হিবে ভুবনে
 এইমতে দোহবাক্য আছিল বিশেষ ॥ কুমারীর শিরহতে লৈল
 এক কেশ ॥ রজনী প্রভাতে উঠে পূর্ব দিবাকর ॥ দেখী সব

দাওাইলকুমারীগোচর* মালিনীর পুত্রবধু কন্যার সহীতে
 সখীসবনুপসুতেনারিলচিনিতে* সখীগণ প্রতিবাল্য আদেশে
 বচন ॥ শীঘ্র করি অন্ন সজ্যা করিতে কারণ* মালিনীর বধু
 প্রতি করিয়া জতন ॥ নানা উপহারে অন্ন করা ওভোজন*
 শা শুড়ীরাখিয়া গেল পুরিতে আয়ার ॥ অবিলম্বে জাইবে যে তা-
 হার গোচর* তা শুনিয়া সখীগণ অতি শীঘ্র গতি ॥ নানা দ্রব্য
 ডুঙ্গাইল মালিনীর প্রতি* স্বজীবে জেহেন মৃতনুপতিনন্দিনী
 অন্তঃস্পুরে রৈল হই বিরহে তাপিনী* কুমারসহিতে প্রাণ উড়িল
 কন্যার ॥ ধড়মাত্র রৈল অন্তঃস্পুরের মাঝার* বিচ্ছেদ সন্তাপ
 ভাবি বিরহে বিকল ॥ সজল হইল আঁখি মুক্তা বালমল*
 িলা বর্ণ হই গেল মুখ শশধর ॥ শুখনা বান্দুলি পুষ্প যেহেন
 অধর* শরীর হইল ছোট গুপ্প সমতুল ॥ দেখিতে যেহেন
 ভাসি জায় জবাফুল* অনলের ধূমে যেন মলিন কাঞ্চন ॥
 প্রেমের অনল ধূমে পলটে বরণ* কুমুদে বজ্জিল রূপ পূর্বে দেখি
 ভানু ॥ বিচ্ছেদ সন্তাপে রূপ ত্যাগে লাল বাবু* কমলে বজ্জিল
 হাস্য সঙ্ক্যা দরশনে ॥ তেহেন বসিল রমা বিরস বদনে* চকর
 সন্তাপে যেন চন্দ্র হতে তল ॥ কুমারে জাইতে দেখি কুমারী
 বিকল* বিচ্ছেদ সন্তাপে মম্মে প্রেমের হস্তাশ ॥ নিশ্বাস উপরে
 বাল্য ছাড়য় নিশ্বাস* তা দেখি কুমার মণি বিরহে বিকল ॥
 সন্তরি রাখিতে নারে নয়নের জল* স্বজল নয়নে বীরে মাগিল
 মেলানি ॥ আদেশিতে নুপসুতা না নিশ্বরে বাণী* জাও বা না
 জাও মুখে বাক্যে বচন ॥ হেট মুণ্ডে রহে বাল্য স্বজল নয়ন
 পুনিং আজ্ঞা মাগে সাহার দৃষ্টি ॥ কুমারে জাইতে রমানা দে
 অনুমতি* কুমার বুঝিল আজ্ঞা না দিবেক রমা ॥ কহিতে

স্বপ্নমআগেনিকলেআত্মাঃ চলিলকুমারমণিবিম্বিতঅন্তর
 চলিতেনাচলেপাণ্ড মন্ম জরঃ একবারহাঁটেমৃত্তিকায় পাণ্ড
 ধরি ॥ তিন বার কন্যা মুখ চাহে ফিরিঃ এইমতে চলি
 জায়বীরগুণমনি॥মৃত্যুবৎহইরহেত্রিলোকমোহনীঃ প্রেমের
 হতাসেবাল বিরাহতাপিত॥বিচ্ছেদসত্তাপেঅতিহৈলমোহ
 শিতঃসখীগণে বেড়ে আসি কন্যা চারিপাশাশিরে তৈল
 দিয়া করে চামরে ষাতাসঃ কেহবলে কন্যা প্রতি কি হৈল
 নাজানি॥কিবা বিঘটিত হেতু আইল মালিনীঃ ধাত্রি প্রতি
 যুক সখী আদেশিল বানী ॥ পুরির বাহির করি দিবারে
 মালিনীঃ একধাত্রি চলিগেলমালিনী সঙ্গতী॥ পুরির বাহির
 করি দিল শীঘ্রগতিঃ পুনি ধাত্রি প্রবেশিলঅন্তঃপুরমাঝ
 মালিনী আশ্রমে চলিগেল যুবরাজঃ মালিনী আশ্রমেজাই
 জোলকর্ণ কুমার॥ ধরিল পুরুষবেশ ছাড়ি অলঙ্কারিঃ দেখি
 লেক মালিনী নাহিক নিজঘরে॥গৃহছাড়িয়াছেপদ্মানৃপতির
 ডরেঃ গৃহ শূন্য দেখি তব্ধে সাহার নন্দন॥ মালিনী বিচারে
 বীর গিয়া বৃন্দাবনঃ বৃন্দাবনে পায় তবে মালিনী দর্শন ॥
 মালিনী অগ্রেতে পুছে নৃপতিনন্দনঃ শুনকহি পদ্মাবতী কহ
 তত্ত্ব সার ॥ ঘর ছাড়ি বৈসে কেন বনের মাঝারঃ মালিনী
 বলিল গৃহে নাহি ঘোর কাজ ॥ তুমি গিয়া রহ তথাসেই গৃহ
 মাঝঃ সে গৃহ বন্ধিত মোকে কৈল বিধাতার॥ ঘর ছাড়ি নাহি
 ঘোর জীবন উপায়ঃ পুনি আসি ভাল মোকে জিজ্ঞাসবচন
 তোমা বাসা দিনু যুগু ছেদন কারণঃ চাতুরী বুঝি নু তোমা
 টিট ব্যবহার ॥ নিদায় বেচিয়া পার করিতে উদ্ধারঃ মিস্ত
 ্রুখে পার তুমি করিতে সর্বস্ব ॥ জানহ কপট মায়া জিনিয়া

কলস * মুখেতে চন্দ্রের জ্যোতী অরুণ আকার ॥ হৃদেতে কপট
 কলি সম্পূর্ণ তোমার * মিষ্টকের ফলমোর পুরিতে কারণ
 বুঝিতে না রিহ তোম কপট বচন * বুঝিহু সামান্য তুমি নহ
 অট্টেটন ॥ কপট প্রকারে ভাঙু আমি হেন জন * তোমা চতু-
 রালি গুণ দিতে নাহি সিমি ॥ পুরুষ হইয়া জান নারীর ভঙ্গীমা
 তোমা তুল্য হেন নাহি ঠাম ঠমকিনী ॥ পৃথিবীতে কদাচিত
 নাহি করমণী * মালিনী হইয়া কেবা হেন কন্ম করে ॥ নারী বেশ
 পুরুষ লইয়া রাজঘরে * রাজানিতথায় কিবা কৈলা বিস-
 কান ॥ নৃপতির ভয়েমোর ধড়ে নাহি প্রাণ * পূর্বে কহিয়াছ
 তোমা বিভা কার্য্য নাই ॥ এব কেন দেখি হেন বিক্রম গোসাই
 না বুঝি চরিত্র তোমালৈনু অস্তঃস্পুর ॥ মোকে বধি আইলে তুমি
 বাপে রুঠাকুর * কিবুদ্ধি করিব বল কোন দেশে জাই ॥ এত্ৰাণ
 সাহার ভয় কিরূপে এড়াই * নয়নে না দেখি পন্থ ধাইতে
 কারণ ॥ নাজানিল লসটে মোর কি আছে লিখন * পরিণামে ভাল
 মন্দ কিছু না গুনিহু ॥ কুরঙ্গ গোঠেতে যেন ব্যাঘ্র আনিদিহু
 সখীগণ সন্ম বাল্য অপার সমাজ ॥ পক্ষী বাঁক মধ্যে যেন
 ক্ষেপিদিহু বাজ * অনলের কুণ্ডে যেন মৃতদিহু ঢালি ॥ দুইয়ের
 রখিক দিহু ভুকিল বিলালি * পুরুষ শরীর হয় মতের কলস
 অগ্নিশিখা নারী আগেনা রেহ শাহস * একত্র হইয়া হেন কুমার
 কুমারী ॥ স্বধৈর্য্য রহিলা হেন কহিতে নাপারি * এত্ৰাণ শুক্ল
 বস্ত্রে লাগাইলে কালি ॥ মুণ্ডেতে লইহু শত মরনের ডালি
 আগুন লাগাইগুহ পালাইহু কোনে ॥ ঘর ছাড়ি পালাইহু
 অসি বনে * যে কন্ম করিহু প্রণ প্রতি নাহি আশা ॥ হেন কন্মে
 হয় জান স্ববংশে বিনাশ * তেঁকারে বহির হইহু ত্যাগি ঘর

পথান্তর হই রৈনু বনের ভিতর* কুমার বলিল পদ্মা কেন
 ভাব ডর* কোন অপরাধ হেতু এহেন কাতর* কুবংশের যুড়
 জন প্রতিউপকার* সেকর্ম্ম নাহিক ভাল নষ্ট ব্যবহার* কুজন
 দুঃখের হিত চিন্তয় যে সব* অবশ্য তাহার ফল পায় পরাভব
 অংশের যুড় আমি নহি কদাচন* নাহি বৈ পরাভব আমার
 কারণ* আমি হৈন্তে যদিবা না দেখ নিজ হিত* কদাচিত না
 হইব তোমা বিষ্যিত* সত্য যদি হই আমি রডের কুমার
 আমায় লে বাড়িবেক প্রতিষ্ঠা তোমার* যোর প্রতিউপকার
 কৈলা যে সকল* অবশ্য তোমার আগে যটিব কুশল* কদা-
 চিত তথাহে না কৈলে অপরাধ* মনশান্ত কর পদ্মা না গুণ
 প্রমাদ* অন্তঃ পুরবিবরণ শুন পদ্মাবতী* যুরতি মণ্ডলে ছিনু যে
 হেন যুবতি* সখীসবে জানিলেক মালিনী নিশ্চয়* লালবানু
 প্রতি মাত্র দিনু পরিচর* মালিনী কহিল বাক্য কহ ততু সার
 লালবানু সনে ছিল* কেমন বেভার* তোমাকে ভঞ্জিল রমা
 মন কোতুহল ॥ নহে মন মত্ত কৈলা কন্যা প্রতি বল*
 যদি গে এমন দেখিয়াছে সখীগণ ॥ মহারানী আগে ব্যক্ত
 করিবে তখন* মহারানী কহে যদি নৃপতি বিদিত* তবে প্রাণ
 রক্ষা মোর নাহি কদাচিত* কুমার বলিল শুন কহি পদ্মাবতী
 সাহা সেকান্দর নবীক্ষিতী অধিপতি* সত্যতা জানহ আমি
 তাহা নন্দন* মিষ্ট স্বক্কে তিলু ফল নহে কদাচন* অসাপু
 জনক যার মাও দ্বিচারিনী* সেহুট পুরুষে হরে পরের রমণী
 অসতী মায়ে রগভে সাহার জনমা* ভিন্যনারী সঙ্কেতার অবশ্য
 সঙ্গম ॥ লোভ আগে কমা জার নহে উপস্থিত ॥ মনুষ্য
 জনম হয় পশুর চরিত* পরধন ভিন্যনারী না করে বিচার* এহি
 লালমতি ॥

লোকে পরলোকে অশ্রুতা হার* প্রভুর অগ্রে তে নাহি পরি-
 পাম ভিত* কলঙ্ক নাগণে নরেলোকে রবি দিত* সে সব উদরে
 যাত্র ধরে অজ্ঞা ত* তখনে না গেল কেন গভ হই পাত*
 এখার অকৃতি জার ঘোসে কিতীপারে* তথা তে দহিব তাকে
 সরক অন্তরে* অনিত্য সংসারে যেষা জ্ঞানহীন ছার* জস
 গুণহীন সেই সব কুসাদার* অঘোর নারকী সে সকল ঘুড়
 মতি* এই লোকে পরলোকে না পুরে আরতি* যদি সে ললাটে
 কিস্ত ভাগ্যের প্রকাশ* পরদারে ভাগ্য হরে আর হয় নাশ
 পর নারী হরয় যে সবে মন্ত মনে* অবশ্য তাহার নারী হরে
 অন্যজনে* যে পুরুষ সংহর নারী তার সতী* নষ্ট পুরুষের
 মরে কুলটা যুবতী* মোমিনের সঙ্গে হর প্রভুর আদেশ* কাকের
 সহিতে ডাইন পিণ্ডাচ বিশেষ* সর্বত্র পুরুষ নারী কৃতি সম
 সম* ফেরাউন মন্দ মাত্র আয়শা উত্তম* প্রভুর সৃজন যত
 অনন্ত অনেক* সহস্রেক মাঝে প্রভু সৃজে হেন এক* পতি ব্যব-
 হার নিজ পত্নী অনুকূপ* স্বরূপে স্বরূপ জান কুরূপে কুরূপ
 অধৈর্য পুরুষ হরষে সবে রগণ* অধৈর্য রহিতে নারে অন্ধা
 অকারণ* আপনার পরদার মনে অতি ভাল* নিজ নারী পর
 দারে মর্মে কুটেশাল* ভিন্য নারী মনে যদি করে পরদার*
 নিকটে বিবাহ শীঘ্র না ঘটে জাহার* প্রভু স্বর পরদার কণে
 যে সকলে* অবিলম্বে নিজ নারী বটে কোতুহলে* তে কারণে
 ধৈর্য মন্তে ধৈর্য মা ছাড়য়* প্রভু আগে সে সবে প্রতীক
 বাড়য়* এসব পরী কাজবে জিনিষারে পারি* তবে সত্য লাল
 মতি হয় মোর নারী* হয় কিনা হয় বিভাকন্যাতে আমার* পরি
 নাম ভয় গুণি ক্ষমি নু বিহার* লাল বাহু কন্যা যবে করি পরি

৭য় ॥ তবে রস কেলিকলা মোকে যুক্তহয় ॥ দুরাচার নহি
 আমিকন্যা নষ্টনয় ॥ কেমনেহইষেবলকথাঅপচয় ॥ মালিনী
 ভাষয়মনেসকু কিতাহার ॥ ঘটিলএপ্রাণভাগ্যে সাহারকুমার
 বিবাহ করিলে কন্যা জোলকর্ণ নন্দনে ॥ এনাম প্রতিষ্ঠা
 কিবাইহাতেতুবনে ॥ ভজিলেঈশ্বরসুতেদাসেরনন্দিনী ॥ তুব
 নে দাসেরহয়প্রতিষ্ঠারধনি ॥ সাধুরকুমারহেনজানিহুকারণে
 অন্তঃস্পুরে নিয়া বহু ভয় পাইত মনে ॥ অধনেআসিলএথা
 জোলকর্ণসন্ততি ॥ অবশ্যকরিবেবিস্তাকন্যালালমতি ॥ এতেক
 ভাবিয়ামনে হরিষ অন্তর ॥ কুমারে লইয়াপদ্যাগেল নিজ ঘর
 মালিনী যে কুমারেরপাইপরিচর ॥ মহাযত্নেদেবতুল্যকুমারে
 সেবর ॥ আগু হতে শত গুণে করিয়া মান্যতা ॥ কুমারে
 সেবরযেনদেবেরদেবতা ॥ মালিনী আনিল সন্ত জোলকর্ণ
 নন্দনে ॥ জিনিবেগরীকাসবআনন্দিতমনে ॥ সাহাবন্ধিনমোহ
 ন্দ চরণবন্দিয়া ॥ আবদুল হকিমকহেপাঁচালি রচিয়া ॥ সর-
 ফলমুলুকলালমতিরবিধরণ ॥ শুনিতেকর্ণেতেযেনমধুবিশন
 যেহেন বড়ের সুত বড়ের দুইডা ॥ কহিলেন মধু ভাণ্ড মন
 হিত কথা ॥ কহিয়াছে মনহিত উপদেশ বানী ॥ পতি পত্নী
 সম যুক্ত এহেন কামিনী ॥ ॥ রাগ দিঘ ছন্দ ॥
 মালিনীঅগ্রেতেপুনি, কহেবাক্যবীরমনি, উপদেশ কহ পদ্মা
 বতী ॥ কিরূপ প্রকার করি, কাহার আশ্রয় ধরি মিলি গিয়া
 রাজারসঙ্গতি ॥ তবে কহে পদ্মাবতী, শুনবারমহামতি, বিভা
 হেতু করহ প্রচার ॥ এহি কন্যা বিষ্ঠাকাজে, দ্বারেরাথেমহা
 রাজে, দয়া এক পর্বত আকার ॥ বিভা হেতু যে কুমার
 আইসেএহিরাজদ্বার, সেদযাউপরেয়ারেকাঠাঠুকিলেদয়ার

পর, শব্দ উটে ভয়ঙ্কর, টলমল এরা জ্যেষ্ঠর মাটি * শব্দ শুনি
 নৃপবর, শীঘ্রনিরুজয় চর, ধরিলে নৃপাধিদ্যমান। তুমি জাই
 সে দমাত, শব্দ কর অকস্মাত, নিবেতোমা নৃপতির স্থান *
 ক্রোধ মুখে নরপতি, জিজ্ঞাসিবে তোমা প্রতি, মনে তুমি না
 ভাবিও ভয় ॥ সাহা সেকান্দর নাম, করিবে নৃপতি ঠাম, ভাল
 মতে দিবে পরিচয় * নৃপতির ক্রোধ যতি, দেখি না ডরিবা
 অতি, না ছাড়িবা ধৈর্য আপনার ॥ মরুতের সমুদ্র, ইহবেক
 নৃপবর, ইহবে পর্বত আকার * গিরীষে ঘদোহ পরে, পাবনে
 আটোপ করে, উড়াইতে নারে গিরী মুড়া ॥ শক্তি অনু ক্রমা
 ধরি, রহিবেক স্থির করি, প্রস্তু নাম লই মনে খাড়া * যদি
 হও মেঘ প্রায়, উড়াইয়া নিব বায়, সিদ্ধি না ইহবে মন কাম ॥
 নৃপ যদি অগ্নী হয়, হবে তুমি জল ময়, বাক্য কবে যিষ্ট
 অনুপম * যে সব প্রধান হয়, ইতর কাতর নয়, সর্বময় হয়
 গুণধাম ॥ ইতরে যে শূন্য বুদ্ধি, না জানে কাঙ্ক্ষের সিদ্ধি, কাতর
 হয় মুখ ভিত্তমান * নৃপ সাহা সেকান্দর, তুমি তান পুত্রবর
 পরিচয় দিবে আপনার ॥ এ মহি মণ্ডল মাঝা, সেকান্দর মহা
 রাজ, তান ভয় মনে নাহি কার * শুনিয়া জোলকর্ণ নাম, মান
 করি অনুগম, কন্যা বিভাদিবে তোমা ঠাম ॥ মালিনীর অনু
 যতি, পাই চলে শীঘ্রগতি, রাজ দ্বারে বীর গুণধাম * শীঘ্র
 জাই সে দমাত, শব্দ করে অকস্মাতে, মহা শব্দ উঠে ঘোর
 তর ॥ শুনি মহা শব্দ অতি, ক্রোধ হৈল নরপতি, দুত সব
 পাঠায় সত্বর * দ্বারে জাই দেখে দুত, রাগে অতি অদ্ভুত, ভুবন
 মোহন যুবরাজ ॥ কুমারে নিকটে দেখি, দুত হৈল ক্রোধ মুখি,
 বলিলেক মরিবার কায ॥ নৃপতির আশ্রা বিন, দমা শব্দ

কর কেন, চল তুমি নৃপতির স্থান ॥ কুমারের চারি ভিতে
 বেড়িয়া সে সবদ্রুতে, শীঘ্র নিল নৃপ বিদ্যমান ॥ নৃপতির দর-
 শনে, শশুর ভাবিয়া যনে, প্রণামিল গুরু আপনার ॥ নৃপ-
 বীরবরে, প্রণামিল বহুতরে, নহে এহি সামান্য কুমার ॥ কুলের
 নন্দন হয়, মহা রূপ অতিশয়, মোর লালমতি ॥ যাগ্যবর ॥ নৃপ
 সূতশতে, আগিয়াছে এহি মতে, দ্বারে কন্যা বিবাহ অন্তর ॥
 হেন রূপপুখিলীতে, না দেখি কদাচিত্তে, রূপরঙ্গে হেন তনু
 পম ॥ এতেক ভাবিয়া যনে, জিজ্ঞাসে কুমার স্থানে, কেবা
 তুমি কহ নিজ নাম ॥ ইওক রপুত্রবর, কোন রাজ্যে তোমা
 যর, দমা শব্দ কর কিকারণ ॥ নৃপতির স্বাক্য শুনি, কহে
 কুমার যনি, নৃপতিকে সম্বোধিবচন ॥ তি মোর সেকান্দর,
 কি তীর্থাযে নরেশ্বর, জন্ম মাঝে জান অনু ম ॥ শুন নৃপ সত্য
 কহে, তাঁহার নন্দন হই, সমফলমূলুক মোর নাম ॥ শুনি তুমি-
 কেতে তথা, পরিহরি মাতা পিতা, লালমতি বহু উদ্দেশ
 প্রদীপের স্বাক্ষর পাই, পতঙ্গ আইবুধাই, অনলোত্ত করি
 প্রবেশ ॥ লয়্যায় না পুরে কয়, তেকাযে ত্যাগিয়া লাজ,
 তোমা আগে কৈবু এহি বাণী ॥ রূপ দৃষ্টি মোর প্রতি, হই
 নৃপমহামতি, কন্যা দান কর ধর্ম জানি ॥ কুমারের বাক্য
 শুনি, স্বকরণ নৃপ যনি, কহে নৃপ কুমারের প্রতি ॥ তোমার
 জনকবর, নৃপ সাহা সেকান্দর, সপ্তদ্বীপ আক্রমণপতি ॥
 এমহি মণ্ডল মাঝ, ন হিহেন মহারাজ, জোলকর্ণ নদীর সম-
 স্বরা ॥ তান মান্য শিরে ধরি, দোস তোমা পরিহরি, ছাড়ি দি
 জাও শিশু যর ॥ হৈতে যদি অন্য জন, না ক্ষমিতু কদাচন
 শাস্তি দিতু ॥ যহর তাহার ॥ যদি আমিকরিষোষ, বাপে তোমা

দিবেদোষ, অপরাধ ক্ষমিনু তোমার ককরিদিব নৌকা মাজ,
 চলি জাগু যুবরাজ, প্রাণ লই জনকের পাশা কুয়ার বালিশ
 পুনি, শুন কহিনু পমনি, মা দেখাও মোকে প্রাণ আশা শিশু
 মোকে অনুমানি, অযুক্ত না কহ বাণী, অমর্যাদা মোকে না
 শোভয়। গুরুমান্য হীন হই, পরাক্রমে শিশু নই, সিংহ আমি
 সিংহের তনয় তোমা অগ্রে হেন জানি, পিতাকে না কৈনু
 বানী, তোমা মান্য রাখিতে কারণে। ডুবনে তে সেকান্দর, হেন
 মহানুপবর, কিকরিতে নারে জেবা মনে ■ যদি আইসে মৈন্য
 সমে, নাজানি কে বাড়ে কমে, নাকরিব তোমাকে সত্যতা
 তুমি হেন লাঞ্ছন, ধনে প্রাণে পুজে জাকে, তান সঙ্গে নাজিন
 সর্বথা ■ রয়ে বাপ সেকান্দর, আমি শিশু একাধর, তোমা হেন
 শতেক নৃপতি। ইন্তে খুজা বর্ম ধরি, সংগ্রামে প্রবেশ করি
 পরাজিতে পারি রক্ষা মতি ■ তোমা ভৈরবিত মনে, ভাবি আমি
 তে কারণে, রাখিতে আইনু দক্ষা ধর্ম। মন রক্ষা কুতুহলে, কিবা
 বলে কিবা ছলে, করিতে আইনু নিজ কন্ম ■ সহরিষ গুণ
 বান, কর মোকে কৃপাদান, রসে তে বিরশ অনুচিত। জোল কণ
 নন্দন হই, তোমাকে যে সত্য কই, এ কন্ম নাকর কদাচিত
 প্রিয়ার জনক জানি, মহা গুরু অনুমানি, যানি আমি শত
 পরিহার। মোর সনে বৈরি রীত, যুক্ত নহে কদাচিত, অপজশ
 না হোক তোমার ■ ধর্ম অনুভব কায, কৃপা দৃষ্টি মহারাজ
 আমা প্রতি নাই ও বায়। ভক্তি ভাবে বহুতর, তোমা পদে
 মাগী বর, পুরাত আমার মন কাম ■ লালবারু আগে প্রাণী,
 তুণ হেন নহে জানি, প্রীয় বিনা জীবন অসার। কন্যার প্রেমের
 ডোর, কণ্ঠে লাগিল মোর, রৈল প্রেম বন্ধন মাঝার ■ বিবা

প্রিয়া লালমতি, দেশে না করিব গতি, কন্যা হেতু ত্যাগি
 জীবন ॥ কিবা হীন রূপধরি, কিবা বাহু দর্প করি, কন্যা না
 ছাড়িব কদাচন ॥ জেবা দেখে একাধর, আমি অগ্নী সমধর, কিন্তু
 অগ্নী দহে মহাবন ॥ যদি পাই মনে কেশ, দক্ষিণ তোমার দেশ,
 হারাইবে রাজ্য সিংহাশন ॥ প্রকাশিলে নিজ বল, পাহাড়
 করিব জল, তুলা উড়াইব লৌহগড় ॥ লালবারু কন্যা হেতু
 পাহাড় করিব সেতু, সমুদ্রেতে করিব পাহাড় ॥ কুমারে কুপিত
 জানি, কহে নৃপ মধুবানী, শুন কহি সাহার মন্দন ॥ হও যদি
 বীর্য শালী, এ শঠ পরীক্ষা পালি, কন্যা ভিত্তি কর রক্ত মন
 কৈলে কর্ম এসকল, বুঝিব বিক্রমবল, তবে সত্য জোনকর্ণ
 নন্দন ॥ যদি নার করিবার, যথা তোমা অহঙ্কার, বাক্য লাপ
 কর অকারণ ॥ সেকান্দর পুত্র যদি, হও তুমি গুণনিধী, নাহি
 তোমা একমু সঙ্কট ॥ যদি তান পুত্র নহ, যথা বাক্য কেনে কহ
 সত্য তোমা মরণ নিকট ॥ শঠম পরীক্ষা ভার, যদি পার জিনি
 বার, তবে পুরে যাক্তিত তোমার ॥ প্রমত্ত হইবে জবে, করিতে
 নারিলে তবে, পুনঃ নাই তোমার নিস্তার ॥ সত্য কৈনু যেই নরে
 এসকল গুণ ধরে, তাকে সমর্পিব লালমতি ॥ যদি নড়ে শ্বর্গ
 মর্ত, না টলে আমার সত্য, মর্ম ভেদ কৈনু তোমা প্রতি ॥
 তা শুনিয়া কুমার কহে প্রভু হৈতে কিবা নহে, কম্প যেন
 মনে আপনার ॥ যেবা তোমা আশ্রয় আশ্রয়, পর্বত পাহাড় লাগে
 তখন হেন নিকটে আলার ॥ ললাট নির্ভঙ্ক জার, পুরায়ৈন্ত
 কর তার, আপনৈ প্রভু করিয়া প্রকার ॥ প্রভু ত্রিজগৎ রাজ
 করিবে আপনাকাজ, কিবা চিন্তা তোমার আমার ॥ রূপাইলে
 দয়াগর, এবাকোন কম্ম হয়, হেলায় করিব ছয় কম্ম ॥ নৃপাত

বলিল পুনি, পরিণাম নাহি গুণি, স্বত্ব লৈছে না বুঝিয়ে
 মম্ম * সাক্ষা হৈও দেব মম্ম, না বুঝি কাযের মম্ম, আপে
 মরে জোলকর্ণ নন্দন ॥ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে বন্দি
 তানপদ, আবদুল হাকিম রচন * রাগ গান্ধারী ॥
 নৃপতিবলিল শুন সাহার তনয় ॥ মহা এক কাষ্ঠ মোর ঘরেতে
 আছয় * সেই কাষ্ঠ এক কোপে কাড়ি হুকার ॥ দেখিব কি গর্বে
 বল বিভা করিবার * কহিতে সঙ্কট নহে বিবাহের কথা ॥ ঐ
 ক ঠকাড়িতে বাপুনা হবে জোগ্যতা * বচন অণ্ডেতে তো মানাই
 গড়খাল ॥ এহি সেন সঙ্কট বাপুঠেকিলে জঞ্জাল * এষলি এত্ৰাণ
 নৃপ গঞ্জিয়া কুমার ॥ আত্মা দিল সৈন্য প্রতি আনিতে কুঠার
 সহস্র মনের সেই কুঠার প্রধান ॥ চড়কে তুলিয়া মবে গজে দিল
 টান * কুমার সাক্ষাতে আনি রাখিল কুঠার ॥ দেখিয়া কুমার
 মনে লাগে চমৎকার * সেই কুঠার দেখি ত্রাশে যুবরাজ ॥
 স্বরিয়। আলার নাম তারাধে খোণ্ড * খোণ্ড চরনেকরে
 সহস্র প্রনতি ॥ তুমি বিনা সঙ্কটে নাহিক মোর গতি * অতি সৈ
 কাতর দেখি ড্রাতার সঙ্কতি ॥ খোণ্ড খেজে রপীর আইল শীঘ্র
 গতি * খোণ্ড বলিল শুন জোলকর্ণ তনয় ॥ কিহেতু স্বরহ
 মোকে করিয়া বিনয় * কুমার প্রণামি কৈল নিজ বিবরণ ॥
 খোণ্ড বিস্মিত হই কহিল বচন * ভুবনে নাহিক কন্যা
 ভোগ্য কারণ ॥ তে কাজে আইলে এথা হৈতে বিড়ম্বন * হেন
 কুমন্ত্রণা নৃপনন্দিনী তাহার ॥ বিভা হেতু এস গুদমূদ্র হৈলা পার
 কুমন্ত্রের ভাণ্ড এহি নৃপতি এত্ৰাণ ॥ সংসারে নাহিক কপট
 তাহার সমান * পৃথিবীতে কন্যা বিভানা দে কোন জন ॥ কেবা
 কহিয়াছে হেন আশ্চর্য বচন * যদিবা একন্যা হেতু অন্ধ মনে

অতি ॥ কিকরিতে নারে তোমা জনকনৃপতি * উপরেগগণ
 নিম্নে এমহী মণ্ডল ॥ এখাতে বসতি যতনরেন্দ্রসকল * নিজ
 গিৎহাশনেনবসিনাকরিয় রণ ॥ কন্যাসমে বাস্কিনিতেপারে সর্ব
 জন * তোমার জনক সাহানুপ মহামতি ॥ কিহেতুবিদেশে
 বাণী তোমার দুর্গতী * একণে কি কর্মে আমা কর আরাধন
 কুনারেবলিলখুড়া শুননিবেদন * প্রভুরনির্বন্ধেবা না মিটে
 বিশেষ ॥ কিক্রপে আইনু বিনা প্রভুরআদেশ * পিতা দুর্খুড়া
 গার্ব একই বচন ॥ তোমার ভণায়কৈনু বিদেশেগমন * সম্মান
 নারমার মাঝে জথাতথাজাই ॥ যনে আশা তোমা পদ আরা-
 ধিলেপাই * মানসতেমার আগে নহে অগোচর ॥ কিক্রপে
 কাড়িব কাষ্ঠ যনেলাগেডর * কাঠেতেকুঠার যদিহানি কুদা-
 চিং ॥ ফাড়িতেনারিলেকজ্ঞ ॥ এতএ বিদিত * ছাড়িনুজনক
 ভণী তোমা প্রতি আশা ॥ জনকসাহায্য ছাড়ি আইনুতোমা
 পাশ * বাণের অনুজ বাপ সদৃশ নিশ্চয় ॥ তেকারণে আরা-
 ধিনু সঙ্কট সময় * একাষ্টকুঠার দেখি ডয় লাগে অতি ॥ কি
 রূপেকাড়িবকাষ্ঠ দাওতানুমতি * খোঁজা জবলেনসঙ্ক না ভাব
 কুগার ॥ ধরকুঠারি বৈঠম্বরিকরতার * কাঠের মাথাতে মার
 কুঠার প্রহার ॥ ফাড়িবএমন কাষ্ঠ সঙ্ক কি তাহার * তোমা
 অঙ্গে ডর দিয়া দির মহাবল ॥ ফাড়িবএকাষ্ট যেন ফাড়ে ধাগ
 নল ॥ চরকে তুলিয়া মহা২এরাবতে ॥ কুঠার আনিয়া দিল
 কুগারসাক্ষাতে * কুমারকুঠারধরিতুলিষামহাতে ॥ আক্ষালি
 ঘোমায় বীরেনৃপতিসাক্ষাতে * কুস্তকার চক্র যেন ঘোমায়
 ১২১ ॥ দেখি চমকিতভেলনৃপতির মন * তা দেখিয়া কোলা-
 ১২২ ৥ কৈল্যগণ ॥ কোতুক দেখিতে ধাই আইল সর্বজন *

সিংহাশনে বসিরঙ্গচাহেনরপতি॥ বধিতে মাতঙ্গ যেন সিংহে
 কৈল গতি * সুমেরু ভেদিতে দন্তে আইল ঐরাবত॥ মহা কোপে
 চলে যেন উদ্দেশী পর্বত * ভাঙ্গিতে হরের ধনু যেন রঘুপতি
 পরমদাপোটে চলে কাঁপে বসুমতী * উদ্ধতে গড়ুর যেন উড়ে
 হুহুকার॥ তেন মহা শব্দে বীর ঘুমায় কুঠার * দহিতে খাণ্ডব
 বন কাঁপে তেজময়॥ জেহেন আটপে চলে বীর ধনঞ্জয় *
 কুঠার ঘুমায় হুহু শব্দ ভয়ঙ্কর॥ কুমার আটপে মহি কাঁপে
 থর * চারি দিকে খোণ্ডাজ ঘুমায় রঙ্গমন॥ কাঠেতে কুঠার
 হানেন গতিনন্দন * গগণে লাগিল তালি ভূমী কম্পবত॥ সমুদ্রে
 পড়িল যেন ভাঙ্গিয়া পর্বত * আশ্চর্যিতে পড়ে যেন ঠাঠা ভয়-
 ঙ্কর॥ সিংহাশনে এত্ৰাণ কম্পিত কলেবর * সসৈন্যে এত্ৰাণ
 নৃপ করে অনুমান॥ কুঠার প্রহার শব্দে ফাড়ি গেল কান * কোপ
 মারি রহে কুঠারের দণ্ডধরি॥ খোণ্ডাজে ফেলায় কাঠ দুই খণ্ড
 করি * কাঠ ফাড়ি কুমার যে আনন্দিত মনে॥ সহস্র প্রণাম কৈল
 খোণ্ডাজ চরণে ■ কাঠ দুই খণ্ড হৈল নৃপতি গোচর॥ হেট
 মাথে বৈসে রাজা চিন্তিত অন্তর * কুমার বিক্রম দেখি ধন্দর-
 পতি॥ বলিল এ কর্ম নহে মনুষ্য শক্তি * ক্ষিতী মাঝে হেন
 নাই বলবন্ত অতি॥ সত্য জানিহু এই জোলকর্ণ সহতি *
 এ কাঠ ফাড়র হেন নাহি ক্ষিতী পারে॥ মহিমার বলে কাঠ
 ফাড়িল কুমারে * বড়ের তনয় বীর ভুবন বিখ্যাত॥ এহি সে
 জোলকর্ণ সাহা সয়ালের নাথ * জম্বিল তরশে জার এহেন
 কুমার॥ ভুবন শাসিতে সন্দ নাহিক তাহার * যেকহিল মোর
 আগে হতাশন সমা॥ নয়নে দেখিহু আমি তেহেন বিক্রম *

জিনে রণে যোর আগে যে কহিল জোলকর্ণসন্ততি ॥ না হয়
 প্রলাপবাক্যসত্যসেভারতী ॥ এহেন ভাবিয়া মনে এয়া নৃপতি
 প্রসংশিল ধন্য সাহার সন্ততি ॥ অধিক বিষাধনূপ হরিষ
 কিঞ্চিৎ ॥ কুমারের বিদায় করি প্রবেশে পুরিত ॥ নৃপতির মন বুঝি
 মহাদেবী সতী ॥ কর জোড়ে জিজ্ঞাসয় কহ প্রাণপতি ॥ তাজি
 দ্বারে কি শব্দ শুনি নু প্রাণেশ্বর ॥ আশ্চরিতে পড়ে যেম ঠাঠা
 ভয়ঙ্কর ॥ হেন আশ্বাদন দেখি কি হয় প্রমাদ ॥ বিনা মেঘে কত
 নাহি শুনি মেঘনাদ ॥ সিংহের চিৎকার যেন শুনি নু শ্রবনে ॥
 কল্পিত হইল পুরি ভয় পাই নু মনে ॥ কি হেতু মিলিল দ্বারে
 সৈন্য আগমন ॥ মহা হুলস্থূলি হৈল কিসের কারণ ॥ নৃপতি
 বলিল প্রিয় ॥ কহি যে তোমাত ॥ শাহা সেকান্দর জান সয়ালে
 নাথ ॥ একা বর্তে সেকান্দর সয়ালের পতি ॥ সয়ফল মুলুক নাম
 তাঁহার সন্ততি ॥ মাতাপিতা ছাড়ি এথা করিল গমন ॥ ভ্রমিকৈত
 শুনি লালমতি বিবরণ ॥ এসপ্ত সমুদ্র হয় অখবি গভির ॥ সে
 সমুদ্রের তরনি কাণ্ডারী নহে স্থির ॥ মনুষ্যের গতাগৈষ নাহি
 কদাচন ॥ না জানি কিরূপে আইল জোলকর্ণ নন্দন ॥ বিনা
 মহিমার বলে আসিতে নারয় ॥ শূন্য উড়ে গাদিয়াছে হেন
 মনে লয় ॥ দমাতৈ করিল শব্দ গর্বে আপনার ॥ দুত সবৈ জাই
 ধরি আনিল কুমার ॥ যোর আগে ভয় কিহু না রাখিল ॥ মমে
 পদুত্তর দিল যিষ্ট বটুর বচনে ॥ শুনিতে মান্যতা বাক্য করণে
 মধু ভরে ॥ বীরদর্প কথা শুনি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥ সেকান্দর
 মান্য ভাব কল্যবারে বার ॥ বাক্য না রাখিল মতী গর্বে আপ
 নার ॥ ইচ্ছিলেক এশষ্ঠ পরীক্ষা পালিবার ॥ আদেশি নু মহা
 কাষ্ঠ ফাড়িতে কুমার ॥ সহস্র মনের হয় কুঠার প্রধান ॥ দ্বারে

ঘোর মহা কাষ্ঠ পর্বত সমান * কুঠার চড়কে তুলি আনি
 মাতঙ্গে ॥ রা মহাতে ধরি বীর ভোলে মন রঙ্গে * কুঠার ঘুঘু
 বীরে মস্তক উপর ॥ শুনিলামে শব্দ যেন ঠাঠা ভয়ঙ্কর * এক
 কোপে মহা কাষ্ঠ কৈল ছুইখান ॥ কোতুক দেখি নু আমি চক্ষু
 বিদ্যমান * তা দেখি আশ্চর্য গুণি যত সৈন্য গণে ॥ মহা
 হুলস্থূল কৈল শুনিল শ্রবনে * কুমারের পদ ভরে মহি টল-
 মল ॥ ধরা হর সমে পুনি কম্পিত সকল * নৃপতির মুখে বাক্য
 শুনি দেবী সতী ॥ জিজ্ঞাসে নৃপতি আগে কহ প্রাণ পতি
 সাহা সেকান্দর হয় কেমন নৃপতি ॥ পৃথিবীতে দশরূপে কেমন
 প্রকৃতি * কোন বংশ জন্ম তার কোন জাতি কুল ॥ হয় কিনা হয়
 জাতিতে মা সমতুল * রূপে গুণে হয় তার কেমন তনয় ॥ লাল
 মতি বোণ্য বর হয় কিনা হয় * নৃপতি বলিল কহি শুন তত
 সার ॥ সেকান্দর সম নাই ভুবনেতে আর * এমহিম গুল মাঝে
 প্রভু নিরঞ্জন ॥ সেকান্দর তুল্য সাহান কৈল শূজন * পৃথি-
 বীতে যত ইতি রাজা রাজেশ্বর ॥ সেকান্দর নৃপতির আগে ভেটে
 কর * যত ইতি নৃপ সব এমহীম গুলে ॥ সেকান্দরে এ নাম
 যুগ কর তলে * যত ছর প্রকাশয় শশী দিবাকর ॥ সপ্ত
 আক্শয়ের পতি সাহা সেকান্দর ॥ দেও * রিজ ক্য যত দ্বন্দ্ব দানব
 সেকান্দর নৃপতির কিঙ্কর এসব * নবী বংশে উৎপত্তি ধর্ম ব্যা-
 হার ॥ সেকান্দর মহাশয় রতুল আলার * মহা কুলশিল জাতি
 প্রচণ্ড ক্ষিতীতা ॥ তাহান সমান আমি নহি কদাচিত * তুলনা
 তাহান মোর কহিতো মা পাশ ॥ যুক্তিকা সদৃশ আমি জোলকণ
 আকাশ * রূপে গুণে তাহার কুমার সমশ্বর ॥ লালমতি বিনা
 নাই ভুবনে ॥ তনর * ভুবন মোহন রূপ সাহার কুমার ॥ রূপে

প্রসংশা যতু কহিতে অপারঃ দ্বিতীয় ইউক্ষ যেন ভুবনের
 মাঝে ॥ রূপা করি সৃষ্টিরাছে ত্রিঙ্গগং রাজঃ তেহন পরমরূপ
 সাহার সন্ততি ॥ সেই অনুরূপে রূপকন্যা লালমতিঃ সম সম
 রূপবর বালা দুই জনা ॥ অনেক অভ্যাসে সৃষ্টিরাছে নিরঞ্জনঃ
 মহা ॥ কীৰ্ত্তনালী বীরকৈয়ু অমুখান ॥ নাগণে কাহা ক শ্রেষ্ঠ
 আপনা সমানঃ স্তুতি বাক্য সন্তানিলমোকে বহুতর ॥ ইচ্ছা
 নিন্দা বাক্যে গঞ্জি দেখাইল ডরঃ বচনে চতুর অতি সংগ্রামে
 দুর্জয় ॥ ভুবনে জন্মিল সিংহ সিংহের তনয়ঃ মহারাণী বলে
 যদি হয় হেন জনা ॥ লালবানু কন্যা প্রভু কর সমর্পনঃ নৃপতি
 বলিল বাক্য শুনহ আমার ॥ লালমতি বিনা পুত্রকন্যা নাহি
 আরঃ দূরদেশে বিভাদিতে কন্যা লালমতি ॥ তে কাজে আমার
 চিত্ত দহে প্রতিনিতিঃ নৃপতির বাক্য শুনি কহে দেবী সতী
 বিবাহের যোগ্য হৈল কন্যা লালমতিঃ পুরিল কন্যার প্রতি
 সম্পূর্ণ যৌবন ॥ কন্যা রাখিবারে যুক্তনঃ কদাচনঃ যৌবন
 উন্মুক্তরিত বিরহে হতাশা ॥ না চাহে প্রতিষ্ঠা নাহি গণে জাতি
 নাশঃ আপ্ত প্রায় কিবা নাহি জানে বাপমায় ॥ শরীর পিড়ীলে
 ব্যাধি ঔষধ জুয়ায়ঃ লালমতি যোগ্য বর বিধির ঘটন ॥ এই
 কুমারেতে কন্যা কর সমর্পনঃ বিবাহ না দিলে কন্যা পাই যোগ্য
 বর ॥ অকৃতি যোশিবে লোকে দিগ্দিগান্তরঃ বলিবে এতান
 নৃপধনের কাতর ॥ মানিক মুকুতা লোভে হইল বর্ষণঃ
 দুহিতা মুখেতে অবমানিক মুকুতা ॥ তেবা জজামতাহন্তে না
 সমর্পে সূতাঃ মহারাণী বাক্য শুনি হাঁসে নৃপবরা নিজ প্রিয়া
 সম্বোধিয়া দিলেক উত্তরঃ নৃপতি বলিল প্রিয়ে শুন চন্দ্র মুখি ॥
 কন্যা বিবাহের যোগ্য অমুখানে দেখিঃ তবে কি প্রতিজ্ঞা যোবর

করিতে পালন ॥ অঙ্গীকার করিয়াছে সাহারনন্দন ॥ প্রথম
 পরীক্ষা এক জিনিল কুমার ॥ অদ্যপি আছে পঞ্চ পরীক্ষার
 ক্ষার ॥ প্রথম বিক্রমদেখি কৈ অনুমান ॥ জিনিবে পরীক্ষা সব
 বীরগুণবান ॥ যদিবা এ সব কৰ্ম করিতে নারয় ॥ তথাপি
 করিব বিভাসাহারতনয় ॥ যার সনে বলে নাহি জিনিকদাচিত
 বৈরিভাবতারসঙ্গে নাহয় উচিত ॥ তবেকি আশ্চর্য্যকৰ্ম বলে
 করিবার ॥ কোতুক দেখিতে শ্রদ্ধা মনেতে আমার ॥ পৃথিবীতে
 এসব পরীক্ষা কোন জন্মে ॥ িয়াছে কাহারে কেবা করিয়াছে
 কোনে ॥ এহন অসাধকৰ্ম বলয় করিতে ॥ কিরূপে করয় শ্রদ্ধা
 কোতুক দেখিতে ॥ নহে কোন রূপে ঘোর কন্যালালমতি
 বিবাহ করিবে সত্য জোলকর্ণ সন্ততি ॥ মাগিল জেহেন বর
 প্রভুর বিদিতা ॥ মিলিল জোলকা সুতপূরিল বাঞ্ছিত ॥ এই
 মতে অমৃতপুরে গ্রন্থ নৃপতি ॥ উত্তরপদত্তর নিজ প্রিয় রসজতি
 কুমারের হেন বার্তা ॥ শুনি লালমতি ॥ পরম হরিষে বাল্য মন
 রঙ্গ অতি ॥ তথা মা লিনী রযরে গেল গুণবান ॥ মা লিনী যে পুছে
 বার্তা কুমারের স্থান ॥ একে একে কুমার কহিল যত ইতি
 শুনিয়া মা লিনী হৈল আনন্দিত অতি ॥ সাহাবদিন মোহাম্মদ
 করুণা সাগর ॥ সেদেক নিদ্রিক সম বিচারে উন্মর ॥ শাস্ত্রে বিদ্যা
 গত অতি জেহেন উচ্চমান ॥ দানে ধ্যান পুন্য রাণি আলীর সমান ॥
 সাহার জেকের গুণ কহিতে অপার ॥ সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ ধর্ম
 ব্যাবহার ॥ তেঁহ পদে আবদুল হাকিম মন হিত ॥ ইহলোকে
 পর লোকে পরম বাঞ্ছিত ॥ দ্বিতীয় পরীক্ষা ॥ এবেশুন হ প্রকার
 আবদুল হাকিম ভনে রচিয়া পয়ার ॥ দ্বিতীয় পরীক্ষা ॥
 আরদিন সিংহাশনে বসি নৃপবর ॥ কুমার চলিয়া গেল নৃপতি

গোচর * সমুদ্রমৈন্যতা অতিকল্য বহুতরো ॥ সুবর্ণ কেদারা
 দিলবসিবারতরে * কুমারবসিল সেই কেদারার মাঝ ॥ বাবুরটি
 গণেরে ডাকি আনে মহারাজ * বাবুরটি প্রতিবেকহিলা
 বচন ॥ শহস্রমনের অন্ন করিতে রন্ধন * ততুল শহস্রমনউপ-
 হার অতি ॥ শতেক ব্যাঞ্জনেন অন্নরান্ধ শীঘ্রগতি * রন্ধন করিয়া
 অন্ন অতি তুরমান ॥ অবিলম্বে আনহকুমারবিদ্যমান * উট
 গাঙ্গী মৈন মোড়া দুধা অজা খাসি ॥ অন্নরসহিত মাংসরান্ধ
 রাশি ॥ গউজ গয়াল সত্তা যুগ করুতর ॥ খরগোষ রাজ-
 হংস বুকুটকৈতর * দধি দুগ্ধ যত ননি নানা উপহার ॥ আনি
 লেক শহস্রভারেভার * শহস্র মনের অন্ন এদ্রব্য নানান
 উদ্যানে রাখিলপুঞ্জপৰ্বত সমান * কহেমার্তবকি সবে কুমা-
 রের প্রতি ॥ বিবাহ করিতে যদি চাহ লালমতি * কিরূপে
 ভিক্ষা অন্ন করইভক্ষণ ॥ করিতেনারিবা কৰ্ম ইচ্ছকি কারণ
 মার্তবকি প্রতিদিল কুমারে উত্তর ॥ প্রথমকর্মেরগম্যে নাবুঝ
 বর্ষর * গগণ চরিত্রে বুঝে বরিশনঅতি ॥ বাক্য আলাপনে বুঝে
 মুরখ্য পণ্ডিতি * বড়ই নৃপতি তোমামহাশুণবন্ত ॥ তুমি সব
 রাজ্য বাসীতে নমতিমন্তু * তোমাসব আগে এই অন্ন বহুতর
 আমা অগ্রে উটমুখে জিরা সমস্বর * রান্ধসমাহই শূন্যস্থলে
 থাইবার ॥ শীঘ্র আসি বান্ধ টাটি অন্ন চারিধার * শুনিমার্ত-
 বকি সবে কুমারবচন ॥ নৃপতি অগ্রে ত জাই কহিল তখন
 নৃপতিকহিল মৈন্য জাতশতে ॥ সে অন্ন বেড়িয়া টাটিবান্ধ
 চারি ভিতে * মৈন্যগণেনৃপতি আজ্ঞা অনুমান ॥ অন্ন চারি
 দিগে টাটিবান্ধিল প্রধান * হেনকালেদিনশেষে প্রবেশেরজগী
 সন্ন্যাসে লইয়া অন্নবৈসে গুণমণি * কুমার বলিল অন্তহ

সৈন্যগণা৷নাকরিবতোমাদেবসাক্ষাতেভোজন*তোমাসবদৃষ্ট
 অন্ন করিলেআহার॥এহাতেউদরভুঙ্গহইবেআমার*বিদায়
 করিয়ঃযত সৈন্য সেনাপতি॥পৰ্বতসমান তন্ন দেখিচিন্তে
 অতি*মনেতে ভরসাতিসঙ্কটেরভার॥ছিঃমারোগ বিনা
 আর নাহিক নিস্তার*প্রভুকে প্রণাম করি অরি পক্ষীরাজ
 দুইপক্ষী কুমার তাপন্ন অগ্নীমাবা*অাঁরি নিমিষে দুইপক্ষী
 তৈতক্ষণাকুমারগোচরে আসি জিজ্ঞাসে বচন*কি কন্মে
 আরাধমোকেসাহারসন্তুতী॥যদিবলসসৈন্যে এত্ৰাণ নরপতি
 পাখছাটে উড়াইয়াসমুদ্রেভাসাই॥নতু নখে বিদারী বুকের
 মাংস খাই*নহে কন্যা সমে পুরিগ্রহিয়া চুপ্চলে॥মসরিকে
 নিতে পারিমন কুত্ৰহলে*এহেন কিঙ্কর আমি তোমা আত্মা
 কারী॥আদেশ পাইলে কিবা করিতে নাপারি*কিকর্মে অন্ন
 মোকে কহ যুবরাজ ॥ করজোড়ে পক্ষী আগে নিবেদয় কাজ
 করিলে এত্ৰাণ নষ্টধর্ম পরিহারি॥অসৈন্য কাটাতে পারিহন্তে
 খজাধরি*চিন্তিলে তাহার মন্দ আমাকে অধর্ম॥করিবারে
 যুক্ত যেরা আদেশয় কর্ম*মম নিবেদন এই শুন ঋগপতি
 অন্ন লই সঙ্কট হইল মোর প্রতি*কৃপাবাসী কর যদি এতন্ন
 আহার ॥ তোমার কৃপায় পুরেবাঞ্ছা যে আমার*পরিহাস্য
 কহে পক্ষী কুমারেরস্থান ॥ পাগল চরীত্রে তোমা স্বশুর এত্ৰাণ
 প্রভুর মহিমা মনে নহে অনুমানি॥একম্ম আদেশে তোমানা
 পারিবে জানি*যেই ব্যাধি সৃজিয়াছে প্রভুর তার॥অবশ্য
 সৃজিছে প্রভু ঔষধ তাহার*এহার শতেক গুণ অন্ন যদি হয়
 তথাপি হকম্ম তোমানারহে নিশ্চয়*ভুবনেতে সেকান্দরজগৎ
 জৈশ্বর॥তান বস যত ইতি গন্ধর্ব কিন্নর*আল্লার রসুল সাহা

শয়ালের পতি ॥ ভুবন দুর্লভ তুমি তাঁহানসন্ততি* ভুঙ্ক
 পতঙ্গ কিবা পশুপক্ষীগণ ॥ তোমাকাজে কেবানাহিকরে প্রাণ
 পান* এত্ৰাণ মনুনা প্রায় এত্নবহুল ॥ আমার অগ্নিতে জল
 পান সমতুল* এতেক তোমাকে বাপু শিশু বুদ্ধি দেখি ॥ এক
 জন ভক্ষ্য নহে ডাক দুই পাখী* এত্ৰাণ অতিথি আইনু ক্ষুধায়
 বিকল ॥ নারিল উদর ভরি দিতে তন্ন জল* খাইল সে সব অন্ন
 দুইতিন গ্রাসে ॥ কুমারে সস্তাসি পক্ষী উড়িল আকাশে* রজনী
 সমাপ্ত ভেল প্রভাত সময় ॥ বসিয়া তম্বুল খায় সাহার তনয়*
 তথায় দেখয় সব দুতগণ জাই ॥ দেখে পিপিলিকা হেতু এক
 অন্ন নাই* মহাপাত্র প্রভৃতি যতেক সৈন্যগণ ॥ বিচারি চাহিল
 অন্ন প্রতি জনে জন * দর্শন না হৈল এক অন্নের সহিত
 আশ্চর্য্য হইয় ॥ গেল নৃপতি বিদিত* নৃপতি অগ্নিতে জাই
 কহে দুতগণ ॥ খাইল সে সব অন্ন জোলকর্ণ নন্দন * বিচারী
 প্রহর পন্থ চাহিনু বিশেষ ॥ নাপাইনু একটিও অন্নের উদ্দেশ
 তবে নৃপে আদেশিল পাত্রের বচন ॥ আনিবারে শয্য সব সহ-
 শ্রেক মন * সে সকল শয্য আনি যিদিতে আমার ॥ গ্রামে
 ছিট নিয়া নগরে বাজার* তবে পাত্র নৃপতির আজ্ঞা অনুমান
 ছিটিলেক শয্য সব নিয়া স্থানে স্থান* এত্ৰাণ নৃপতিরাজ্যে
 গ্রামে কোটি ॥ এক এক গ্রামে ছিটে শয্য এক মুঠি* পাত্র
 বলেশুন কহি সাহার নন্দন ॥ রাত্রিতে ছিটিনু শয্য সহশ্রেক
 মন* এসকল শয্য নিবে করি একস্থান ॥ মা পিয়াল ইব এথা
 আসিয়া বেহান* যদি সে করিতে নার শয্য এক ঠাই ॥ তবে
 কহি তোমাকে বিবাহ কাজ নাই* করিতে নারিলে শয্য সব
 একাস্তর ॥ প্রভাতে পাইবেল জ্ঞান নৃপতি গোচর* একমুদামান্য

নহেজারততু সার॥ এইসেসকটেবা পুঠেকিলে বিস্তার* কুমার
 বলিল পাত্রে তুমি সে পণ্ডিতাবতই বিচিত্র কর্ম দেখাইলা
 ভিত* যেহেতু নৃপতি তোমা বুদ্ধিরপাথার॥ এহি যাত্র জ্ঞান
 তোমা ধড়ের অন্তর* জারজেবা যশ গুণ ধড়ের মাথারে॥
 চিনিতে নারিলা দুই কর্ম অহুসারে* দেখিয়া বিক্রম যোর
 নাবুঝিলামনে॥ নৃপতিরপাত্র না মধর অকারণে* দেগের তত্ত্ব
 মথি চাহে যেবা এক ॥ সেইমত অনুরূপ জ্ঞানায় যতেক*
 পাগল চরিত্র যেবা পাশু সমতুল॥ সে সব হে গোটে ২ নামে তত্ত্ব
 দুই কর্ম করিলাম রূপায় আশ্রয়॥ এই কর্ম করিতে কি বাবিল
 আমার* পাত্রে বলে শস্য সব কর একঠাই॥ মাণিয়াল হৈতে
 কল্যা আসি যেন পাই* কুমারে বলিল সত্য জ্ঞান যোর বাণী
 শস্য সব দিব যে ভাণ্ডার হতে আনি* তবে যদি পাত্র নিজ
 স্থানে কৈল গতি ॥ কুমার চিত্তর মহা সাহার সন্তুষ্টি* মনে
 ভাবে সাধিতে নারিবে এই কাজ॥ যদি বা না হয় রূপা পিপিলা
 রাজ* এবলি অনলে পণ্ডিতা পিতে লাগিল॥ শীঘ্র পিপিলা
 পতি আসিয়া মিলিল* কুমারকে জিজ্ঞাসয় পিপিলা
 নাথে॥ কি হেতু স্বরহ মোকে কি কর্ম আমাতে* আদেশ সমুদ্র
 হেটে পন্থ দিব কাটি ॥ কন্যা সমে দেশে চল তড়পে হুঁ টি
 নতু আত্মা মোকে যদি কর অধিকারী॥ এরা রাজ্যের নষ্ট
 করি শস্য যারি* ভিক্ষুক করিব রাজ্যে শস্য সব হরি॥ মরিবে ক
 যত লোক হাহা শব্দ করি* না পাইয়া অন্ন লোকে জাবে
 জখা তথা ॥ খাইবে মনুষ্য সব মনুষ্যের মাথা* তোমা আত্মা
 যাত্র যদি পাই গুণ ধাম॥ এ রাজ্যে না রাখি ধান তত্ত্ব লের নাম
 নহে আমা তরে যেবা করহ আদেশ॥ প্রাণপনে তোমা কর্ম

করিববিশেষকুমারবলিলমন্দ নাচিস্তিতাহার॥কিকরিতে
 বারি বাহ বলে আপনারকরিতে তাহার নষ্ট মোকে না
 জুয়ায় ॥ তোমা প্রতি যুক্ত তার বুঝি দিতেদায়কতবে কি
 তোমাতেমোর এহি নিবেদন॥নৃপতিছিটিল শয্য সহস্রেক
 মনকএহি সবশয্য করি দিতে একান্তর॥মোরতরেআদেশ
 করিলনৃপবরকমেনেতেভাবিয়াবহনাদেখিপ্রকার॥তুমিবিষা
 এহি কন্মে নাদেখিসুসারকতোমাইতে যদিবানাতরিএসকট
 লম্বারত্যাঙ্গিবপ্রাণমরণনিকটকইসিয়াকহেস্তবাক্যপিপি-
 লিকা পতি॥ভুবন দুর্লভতুমিজোলকর্ণ সন্ততিএবাকোম
 কম্বইয় তোমার বিদিত॥হেনকন্মে কেনবাপুএমন চিহ্নিত
 পরিহাসেয় কহেজুন নৃপতি নন্দন॥এপ্রাণযে বড়টিটকইট
 বিচক্ষণকপ্রাণে২ ছিটয়াছে শয্য ঘৃষ্টিং ॥ নিমিষেএকত্র
 করি ডাঙ্গিব ফাকুটিকুমারেরস্থানেকহেপিপিলীকারাজ-
 আদেশিলা মোকেএই কতবড় কাজকসকটমাবেততাক
 নাওনিসকটাবটকের কম্বনহে আমারনিকটকতেকারণে
 চিন্তাকেন নৃপতি নন্দন॥নাপাইবেএকশয্য প্রতিজনে জন
 বিচরী শতেকজন্মে নাপাইবএক॥এ কন্মে বিলম্বমোরনহে
 মুহূর্তেকশশুর প্রভাবে তোমামনেতেগোরবা॥ তেকাজে
 এপ্রাণনৃপএড়ায় লাষবকনহেতোমাজ্ঞাযদিপাইতনিশ্চয়
 শান্তি তাকে দিতেমোর মনে যেবা লয়কএবলিয়াআজ্ঞা
 দিলনিজ মৈন্যে জাই॥নিমিষে এসব শয্য কর একঠাইক
 এক গোট শয্য যদি রহেকোনস্থান ॥ সত্যজানসেনাপতি
 হারাইবেপ্রাণকপিপিলিকা পতিয়দিকহিল দাঁড়াই॥দণ্ডেকে
 সকল শয্য কৈল একঠাইকপ্রভাত সময় পাত্র আসিয়া

মিলিল ॥ সহশ্রেকমনশস্য মাপিয়ালইল * সহশ্র মন হতে
 বাডিল কিঞ্চিত ॥ পাত্রেজাইজানাইল নৃপতিবিদিত * একত্র
 করিয়া শয্য দিলেক বিশেষ ॥ বাঞ্ছানয় যতলোক আছে নৃপ
 দেশ * এত শুনি মহা নৃপ সাহা এষাণ ॥ আদেশিল সুরভী
 আনিতে বিদ্যমান * সুরভী বাক্সিয়া পাত্রে নৃপতি গোচরে ॥ যুব
 রাজ আগে কহে মহাপাত্রবরে * সুরভী দুহিয়া তুমি নৃপ বিদ্য
 মান ॥ তাঁহার সাক্ষাতে নিয়া দুধ করপান * তা শুনিয়া যুব-
 রাজ সহরিশমন ॥ সুরভী নিকটে শীঘ্র করিল গমন * যুবরাজে
 দেখি গাভী আক্ষালে সঘন ॥ চারি পায় যুক্তি কাছিটর ক্রোধ
 মন * কদাচিত করয় গাভী মনে ক্রোধ বাসি ॥ পদাঘাতে উঠ
 যুক্তি রাশি * গাভীর আটোপ দেখি জোলকর্ণ সন্ততি
 মনেতে ভাবিল বীর কন্যা মালমতি * সুরভী প্রণাম করি
 নৃপতি কুমার ॥ গাভীর অগ্রে তবহু মাগে পরিহার * লাল বাহু
 নাম স্মরি বীর গুণবান ॥ রাখিল কন্যার কেশ গাভী বিদ্যমান
 দেখিয়া কন্যার কেশ গাভী সঙ্কুচিত ॥ নিশকে রহিল গাভী
 কুমার বিদিত * কেশ দেখি কন্যা অনুভব উঠে মনে ॥ সুশীল
 উড়িল দুধ প্রেম হতাশনে * পরম আনন্দে দুধ দুই বীরবর
 দুধ লই চলি গেল নৃপতি গোচর * নৃপতি বলিল এথা মোর
 বিদ্যমান ॥ অবিলম্বে এহি সব দুধ করপান * নৃপতি আদেশ
 পাই অতি শীঘ্র গতি ॥ নৃপ আগে দুধপান কৈল রঙ্গ মতি
 কুমার বিক্রম দেখি ধন্দ নরপতি ॥ জানিল গুণের সিন্ধু জোল-
 কর্ণ সন্ততি * মহিমার বলে দুধ করিল নিঃশেষ ॥ যতেক দুহিল
 দুধ সব হৈল শেষ * এতেক ভাবিয়া নৃপ নিজ মনে মন ॥
 আদেশিল তুরঙ্গমে হৈতে আরোহণ * নৃপতির বাক্য শুনি

জোবকর্ণ সন্ততি॥ অশ্ব আগে গদ২ ভাসে কৈলগতি * অশ্বের
 নিকটে জাই সাহার তনয়॥ তুরঙ্গম দুই দেখি মনে লাগে ভয়
 মাতঙ্গ জিনিয়া উচ্চ সিংহ জিনিবল॥ দুই চক্ষু জলে যেন প্রচণ্ড
 অনল * মহাতেজস্বর অশ্ব চঞ্চল অস্থির॥ বিকট ঘুরতী দেখি
 কাঁপায় শরীর * অশ্ব যেন যজ্ঞরাজ হেন তুরঙ্গম॥ তাহাতে
 অধিক উগ্র ঘোটক বিসম * ঘোটক দেখিয়ে বীর হইল কাতর
 বিনয় করয় বীর প্রভুর গোচর * আর প্রভু অনা দির নাথ কর-
 তার॥ কেন যোর প্রতি হেন দিলে দুক্য ভার * বাপ মা ও ছাড়ি
 ইষ্ট নিবন্ধ গণ॥ বিদেশে আসিয়া হৈল আমার মরণ * অনা
 থের নাথ প্রভু তুমি দয়াময়॥ তুমি সে পরম বন্ধু সঙ্কট সময়
 তোমা ভরসায় প্রভু ছাড়ি নু সকল॥ সহস্র সঙ্কট পার করিতে
 কুশল * এ দুই তুরঙ্গ হয় অতি ভয়ঙ্কর॥ নিকটে পাইলে মাত্র
 ধরি খায় নর * পরাক্রমে শিংহ ব্যাঘ্র পারি পরাজিতে॥ পরম
 সঙ্কট সিংহ ব্যাঘ্র আরহিতে * নৃপতি আদেশ অশ্ব না করিতে
 ক্যাত ॥ এতেক অশ্বের আগে আমার নিপাত * তুমি যদি
 কৃপা নাহ ও প্রভু কর তার॥ ঘোটক নিকট আগে আমার সংহার
 তুমি বিনা সহায় যোর নাহি সর্বথায়া॥ নিল ক্য জনের মাত্র তুমি
 সেউ পায় * নিল ক্যের লক্ষ্য তুমি ত্রিলোক্যের পতি॥ তুমি বিনা
 দুর্গতি জনের নাই গতি * মৃত্যু ভয় মনে যোর নাই কদাচিত
 লজ্জা॥ প্রতিভয় নরলোকের বিদিত * জোবকর্ণ তোমার নদী
 ভুবনের মাঝা॥ আমার লজ্জা যতান মুখে নাহি লাজ * তে কাযে
 বিনয় প্রভু মাগিষে তোমাতা॥ আজি লজ্জা রক্ষা কর ত্রিজগৎ
 নাথ * আমি সে পুরুষ যদি হই কদাচিতা॥ লজ্জা মোকে না
 দে ও প্রভু এম্মাণ বিদিত * কাহাতে পাইব শুদ্ধ উপদেশ হিত

খোণ্ডাজখেজিরবিনানাহি ইচ্ছামিত্রঃ খোণ্ডাজচরণে আশা
 অতিসেআমার॥ তাঁহারচরণ বিনাগতিনাহিআরঃ খোণ্ডাজ
 শুনিল হেন কুমারবিনয়॥ কাতর হইয়া ডাকে ভ্রাতারতনয়
 গৌরবভাবিয়া স্নেহমনেবহুতর॥ খোণ্ডাজখেজেরআইলকুমার
 গোচরঃ পিরদস্তগীর সঙ্গেপাইলদর্শন॥ অধিক আনন্দ হৈল
 কুমারেরমনঃ দণ্ডবতেখোণ্ডাজেরচরণ বন্দিল॥ করজোড়ে
 নিবেদন করিতে লাগিলঃ বাপমাও ছাড়ি আইনু বিদেশ
 মাঝার॥ তোমাপদ জুগ বিনা লক্ষ্যনাই আরঃ এইঅশ্বদেখি
 ভয় জন্মিল বহল॥ সত্য এই অশ্ব নহে দুজ্জয় সার্দুলঃ
 সংগ্রামেএহেনঅশ্বহাজারেহাজার॥ সংহারিতেপারিবাহুবলে
 আপনারঃ নৃপতিআদেশঅশ্বক্যাক্ত নাহইতে॥ অকস্মাতে
 জাই অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহিতেঃ জনমঅবধি এইঅশ্বকদাচন
 মনুষ্য নাহইরাছে পৃষ্ঠে আরোহনঃ এতেকহইনু খুড়াঅতি
 সে কাতর॥ উপদেশদেওমোকেকুপারসাগরঃ ভরসাআমার
 তোমা চরণ সহায়॥ তোমার চরণ বিনানা দেখি উপায়ঃ
 কুমারের মুখে শুনিএহেনবিনয়॥ কুমারকেবহু সন্তাসিল দয়া
 যয়ঃ পরিহাসে কহেতু খোণ্ডাজ গুণবান॥ মহামতিমন্ত
 তোমা শত্রুর এপ্রাণঃ আছয়এহেন ভরসা এপ্রাণেরমনে॥ এ
 অশ্ব আরহেহেন ষাহিকদুবনেঃ যদিবলেসিংহপৃষ্ঠেহৈতে
 আরোহনআরোহিতেপারতুমিজোলকণ নন্দনঃ মিলিল
 শত্রুরতোমাবাঙ্কিতকপটি॥ ভাঙ্গিবামএমরাণেরযতেকভিকু টি
 পরিহরএবেবাপুমনেরসকট॥ আমার সহিতে আইস অশ্বের
 নিকটঃ আরোহিবেএহিঅশ্বমনসহরিষ॥ কাতরহইবে অশ্ব
 ভক্তার সদৃশঃ এলিয়া হস্তে আসা লই গুণবান॥ কুমার

সঙ্গতি গেল অশ্ব বিদ্যমান * খোণ্ডাজে দেখিয়া অশ্ব হইল
 লজ্জিত ॥ স্থির হই রহে অশ্ব খোণ্ডাজ বিদিত * ইহা দেখি
 যুবরাজ সহরিশ মন ॥ অশ্ব পৃষ্ঠে জিন বান্ধে জোলুকর্ণ নন্দন
 খোণ্ডাজে জেঁৱন বী আনন্দিত মন ॥ কুমার সঙ্গতি অশ্ব হৈল
 আরোহন * অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহিয়া আপনি খোণ্ডাজ ॥ সন্মুখে
 বসাইল দ্রাক্ষপুত্র যুবরাজ * অলঙ্কিতে খোণ্ডাজ ছাপিয়ারহে
 ভঙ্গ ॥ মন রঙ্গে যুবরাজ কেপায় তুরঙ্গ * খোণ্ডাজ ঝালিল শুন
 সাহার সন্ততি ॥ নারাধি ওভয় কদাচন অশ্ব প্রতি * তুরঙ্গমে
 প্রতিমিত প্রহার চাবুক ॥ যোটকে কাতর করি ভাঙ্গন পমুখ
 বিকট অশ্বের পরে দেখিয়া তোমাকে ॥ এত্নাণের মনে বেন লাগি
 যার তাকে * সমম প্রহারে অশ্ব সাহার কুমার ॥ মহা কোপে
 তুরঙ্গম অগ্নী অবতার * বাহিরে নেকলি অশ্ব করিল দাপট
 খোণ্ডাজের গর্বে বীরে মা গুণে সঙ্কট * উছলিল মহা অশ্ব
 আকাশ ভুমিত ॥ অশ্ব পদ দর্পে হৈল পৃথিবী কম্পিত * খোণ্ডা
 জের কোলে বসি কুমার রহিল ॥ দণ্ডকে মগ্রিব দেশ চৌদিকে
 ফিরিল * সিংহাশনে বসি নৃপ দেখয় কোতুক ॥ বিজলী ছটকে
 যেন সয় ফলমূলুক * দেখে বানাদেখে কেহ অশ্ব তেজময় ॥
 কুন্তকার চক্র যেন চৌদিকে ঘুরয় * করপদে কুমারে প্রহারে
 প্রতিমিত ॥ পবনের আগে অশ্ব চলে চারিভিত * মহা বলবন্ত
 অশ্ব দপট প্রখর ॥ কুমার আটোপে মহি হইল কাতর * অশ্ব
 পৃষ্ঠে বীর দর্প করে বীৰ্য্যশালী ॥ অশ্ব পদ দর্পে উঠে গগনমোড়ে
 ধূলি * বিসম দপটে অশ্ব হইল কাতর ॥ যোটকের মুখে রক্ত
 বহে নিরন্তর * অগ্নী কনাখসি পাড়ে রক্তের সঙ্গতি ॥ কোষে
 প্রজ্জ্বলিত অশ্বদ্রমে বারু গতি * প্রখর মারুত যেন শব্দ

৳র॥ কুমার বিক্রমে নৃপ হৈল চমৎকার ❀ এহেন আশ্চর্য
 কৰ্ম শুনি সৈন্যগনে॥ হুলস্থূলি করি রজ দেখে সৰ্ব জনে ❀
 ডুমি পৃষ্ঠে তাম্র পদ লাগে বা না লাগে॥ শূন্যে ভর করি উড়ে
 পবনের বেগে ❀ তা দেখিয়া সৈন্য মনে উপজিল ভয়॥ কেহ বলে
 সত্য এই মনুষ্য না হয় ❀ দেব কি গন্ধর্ব হয় কিম্বা বিদ্যাধর
 নহে মারারূপে বুঝি আইল নিশাচর ❀ কেহ বলে এম্মা নৃপতি
 বর্ষ হেতু ॥ মগ্রিবে প্রবেশ কৈল এহি কাল কৈতু ❀ শতে
 নৃপসূত কৈল বিড়ম্বন ॥ তে কালে বিধাতা তাকে হইল বিমন
 ছলিতে আইল কোন দেব নাহি জানি॥ এই কন্যা মূলে নৃপ
 হারাইবে প্রাণী ❀ পৃথিবীতে হেন কন্য জন্মিয়াছে কোথা॥ এম্মা
 বিনাষ হেতু এহেন দুহিতা ❀ এম্মা গজে হেন হয় কুমন্ত্র বিদগু ॥
 কুমারের হস্তে তেহ ইবেল গুডগু ❀ কুপিত হইলে বীর কৃতান্ত
 সমান ॥ একাধে সংহারিবে সৈন্য এম্মা গজ ❀ জানহীন নরপতি
 যেন পশু সম ॥ সমপয়স ক্রহে হেন তুরঙ্গম ❀ বহু যত পাইলে
 অনল মনে আশ ॥ অধিক প্রচণ্ড হই দহিতে আকাশ ❀ বিক্রমে
 কেশরী বীর প্রচণ্ড অনল ॥ তেহেন বাহন পাই বলে বাড়ে
 বল ❀ দেখে বানাদেখে অশ্ববিজলী সংকার ॥ তার আগে ধজ
 ধরে হেন বীৰ্য্যকার ❀ সৈন্য সহিতে নৃপ মন কুতুহলে ॥ জনে
 কাটিবেক নিজ ধজাতলে ❀ সৈন্য এম্মা নৃপে পরাজিয়া রণে
 মন রঙ্গে আসিয়া বসিবে সিংহাশনে ❀ এহি মতে সৈন্য সবে
 করে হাহাংকার ॥ প্রাণ লই সৈন্য সব ধায় চারিধার ❀ কুমার
 আটোপ দেখি নৃপতি এম্মা গজ ॥ যমের দর্শনে যেন দেহ কম্প-
 মান ❀ সিংহের দর্শনে যেন কম্পিত ঘাতঙ্গ ॥ অস্থিরতা অশ্ব
 দর্পে কাঁপে সৰ্ব অঙ্গ ❀ ধাইয়া পন্থে হেরে এম্মা গজ নৃপতি ॥

তাহারচরিত্রবুঝিখো ঐজসুমতি* কুমারকেকহিলখো ঐজ
 গুণবান॥দেখবাপুতোমাভয়ে কম্পিত এমাণ*এমাণেরধড়
 মাঝে প্রাণ নহে স্থির॥ধাইবারে চাহেযেন পদ পত্রে নির
 সিংহাশনে কম্পেনৃপসচকিতমন॥যেহেনকুরঙ্গে ব্যাঘ্রহেরে
 যন*শাসনদর্শনে পক্ষীযেহেনফাফর॥তোমা ভয়েএমরাণ
 কম্পিতকলেবর*চারিদিকে ধায়মৈন্যপরিহরিরঙ্গ॥এমরাণ
 নিভয় কর সম্বরিতুরঙ্গ*খো ঐজআদেশপাই সাহারনন্দন
 বাকিলতুরঙ্গযেনগোহালেগোধন*সাহাবদ্দিনমোহাম্মদপীর
 গুণবান॥সে পদ পঙ্কজরেণু করিশিরত্ৰান*শিরধায্য বন্দি
 সাহা জনক চরণ ॥ আবহুল হাকিম কহে শুন গুণি গণ *
 খো ঐজ খিজির পীর আল্লার নিকট ॥ তান পদ ভজি তরে
 ভবের সঙ্কট*নরকেতরিতে আশা নবীমোহাম্মদ॥খো ঐজ
 ভরসা ভবে তরিতে আপদ * রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

* ধূয়া • তগো স্বজনিলো নিবেদন শুন মনদিরা •
 কুমার আটোপ অতি, দেখি সহরিশ মতি, পরম আনন্দপদ্মা
 বতী॥মহা হরষিত অতি, চলিলেক পদ্মাবতীনৃপঅন্তঃস্পুরে
 কৈলগতি*অন্তঃস্পুরেপ্রবেশিয়া, লালবারুআগেগিয়া, কুমা
 রের বার্তা। যত ইতি॥কর্ম সব অসম্ভব, জিনিল পরীক্ষা সব,
 একে* কহে পদ্মাবতী*পঞ্চম পরীক্ষা ভার, সন্দেহ না গুণি
 তারু, হেলায় জিনিলবীরবর॥কুমার আটোপ অতি, টলমল
 বসুমতীকম্পিতনৃপতীকলেবর* আছয় পরীক্ষা এক, ধনে
 কুপ ভরিবেক, এ কর্ম বিলম্ব কি তাহার॥সেকুপ ভরিতে
 ধনে, সন্দ কি কুমারমনে, বিলম্ব নাহিক বিবাহের* শুনি
 কুমারের জয়, মন রঙ্গ অতিশয়, আনন্দিত নৃপতী মন্দিরী

কুমারের বাক্তা দিয়া, লালবানু প্রণামিয়া, ঘরে গেল বিচিত্র
মালিনী * রাগ ধানসি *

কুমারে দেখিয়া তবে এমরাণ নৃপতি। ঘন ভয় পরিহরি স্থির
কৈল যতি * জোড় হস্তে মহা পাত্র গিয়া তৈতকণ ॥ কুমার
অগ্রেতে কহে মধুর বচন * পঞ্চম পরীক্ষা যোজা জিনিলা বিশেষ
কুপাভরি দিতে ধন নৃপতি আদেশ * খোণ্ডাজ চরণে পড়ি নিবেদে
কুমার * পঞ্চম পরীক্ষা গেল আছে এক আর * নৃপতি বচন
মোকে কহে শু বিক্রপ ॥ ধনে ভরী দিতে তান উদ্যানের কুপ
কুমারের ঘুখে শুনি খোণ্ডাজ বিস্মিত ॥ বলিল নাবু বাপু
কহি পরিতি * অখাদশ হস্ত গজদীঘ পাস অতি ॥ সে কুপাভরিতে
ধনে কাহার শক্তি * সে কুপাভরিতে ধনে নাহি হেন জন ॥ যে
কর্ম নাহি বৈতাহা কহি কারণ * তোমার জনক সন্তু আক্রমের
পতি ॥ সে কুপাভরিতে নাহি তাহান শক্তি * কারণ সঙ্কিত
ধন আছিল যতেক ॥ সে সকল ধনে কুপা পুরে অর্দ্ধেক * কেন
বাপু হেন মোকে আদেশ বিক্রপ ॥ কুবেরের ধনে নারি ভরিতে
সে কুপ * কুমারে বলিল তেজি বাপের ভরসা ॥ বাঞ্ছিত তোমার
পদে পূর্ণ হতে আসা * খোণ্ডাজ বলিল বাপু শুনহ বচন
কদাচন আমার অধীন নহে ধন * কুমার বলিল শুন কুপার
সাগর ॥ নাহি যোগোপভেদ তোমার গোচর * কহিতে নারি বা
কর্ম বুঝি হেন ভেদ ॥ আগে কেন আমা প্রতি না কৈল নিশেধ
জ্ঞাতা আগে দয়া হতে নিষ্ঠুর উচিত ॥ নারি বকর্মেতে ভণানাদে
কদাচিত * করিতে নারি বা যেবা কর্মের সুরার ॥ সে কর্ম
ইচ্ছিলে লজ্জা ভুবন মাঝার * তোমা ভরশায় কৈলু কর্ম আর-
ভুন ॥ লজ্জা হতে পৃথিবীতে উত্তম মরণ * প্রভু দখা পরগাম্বর

তুমি পৃথিবী তা করিতে নৈরাশ মোকে না হয় উচিত * তোমাকে
 শৃঙ্গর প্রভু ত্রিজগৎ ঈশ্বর ॥ প্রলয় পর্যন্ত কৈল অক্ষয় অমর
 প্রভুর শৃঙ্গর যত আছে পৃথিবী তা ॥ পুরাইতে সে সবের মনের
 বাঞ্ছিত * যে সব অশ্রুতে বহু সঙ্কট সকল ॥ সে সব সঙ্কট
 তুমি করিতে কুসল * সঙ্কটের পরিত্রাণ তুমি মহামতি ॥ তোমার
 প্রভাবে পুরৈ মনের আরতি * সঙ্কট আমার যে বাকর পরিত্রাণ
 তুমি বিনা দুখের বেথিত নাহি আন * কাতর জনের মাত্র তুমি
 সে ভরসা ॥ তোমাবৈ নিল ক্ষয় জনের না পুরে আশা * ভেকার গণে
 তোমা পদে মাগিবারে বার ॥ কঠিন সঙ্কটে মোকে করহ উদ্ধার
 যদি সে একমুহূর্তে রুখা লজ্জা পাই ॥ সে কান্দর তোমা ভাই
 কি রবে বড়াই * খোণ্ডাজ বলিল শুন নৃপতি কুমার ॥ মেহতের
 ইলিয়াস জান ধন অধিকার * মেহতের ইলিয়াস বিনা নাহি অন্য
 জন ॥ ভুবনে তেনা ইকুপ ভারি দিতে ধন * খোণ্ডাজ চরনে পড়ি
 কহে শুকুমার ॥ তোমার চরণ বিনা নাহিক নিস্তার * ইলিয়াস
 নবী হৈতে যদি কর্ম হয় ॥ তাঁহান সহিতে মোর নাহি পরিচয় *
 কুমার বিণয় শুনি খোণ্ডাজ খেজেরে ॥ কুমারেল ইয়া গেল সমুদ্রের
 তীরে * খোণ্ডাজ বলিল বাক্য কুমারের প্রতি ॥ অলঙ্কিতের হ
 এখা জোলকর্ণ সন্ততি * সমুদ্রের তীরে এক বোতলের মাঝার ॥
 নির্জনের হিল তথ্য সাহার কুমার * খোণ্ডাজ বলিল শুন সাহার
 তনয় ॥ মোর সঙ্গে আসিবে শু এক মহাশয় * তুমি তাঁরে বহু
 মান্যে করিয়া প্রণাম ॥ মাগিবা তাঁহার আগে নিজ মন কাম
 কহিতে সঙ্কেচ কিছু মনে না রাখিবা ॥ আমার সমান হেন তাঁহারে
 জানিবা * সেকান্দর ইলিয়াস আমি ছিন ভাই ॥ আমি তিন
 জন মাঝে ভিন্য ভেদ নাহি * কনেক বিলম্বে তাঁর পাইবে দর্শন ॥

তোমা কাজে ইলিয়াস নাহবে বিমন * এত বলি হজরত
 খোণ্ডাজে জেরা। কুমারেরা খিরাগেল সমুদ্রের তীর * মেহতের
 ইলিয়াস উদ্দেশে গমন। ইলিয়াস সঙ্গতি হইল দরশন * বসি-
 ছেত্তু ইলিয়াস আপনা আসনে। হেনকালে দরশন খোণ্ডাজের
 সনে * পরস্পর সামান্য পদ্বত্তর। দোহমধ্যে মান্যতাই হইল বহু-
 তর * দোহমহাত্মন বৈসে একই আসনে। আলাপনে হরষিত
 দোহ মনে ২। এহিমতে আনন্দেতে বৈসে দোহ জন। ইলি-
 য়াস প্রতি কহে খোণ্ডাজ বচন * চলতাই কৌতুক দেখিতে
 পৃথিবীত। কৌতুক দেখিয়া পুনি আসিব তুরিত * ইলিয়াসে
 বলে জাইতে নারি গুণবান। সমর্পিব প্রভুর খাজানা কারস্থান
 প্রভুর ধনের আমি জানহ ভাগুরী। ছাড়িয়া ধনের গঞ্জ জাইতে
 নাপারি * যদি সে ভ্রমিতে জাই তোমাসঙ্গে করি ॥ এখাতে
 রহিবে কেবা ধনের প্রহরী * খোজ বলিল ভাই শুনবাক্য মোর।
 হরিতে প্রভুর ধন কেবা আছে চোর * চলতাই প্রভুর নাই হইবে
 চুরি। যটিলে প্রভুর ধন আমি দিব পুরি * এহিমতে হাস্যরস
 হৈল বহুতর। কৌতুক চাহিতে জায় দুই পায়গাম্বর * ইলিয়াসে
 আগ. করি চলিল খোণ্ডাজ। এহিমতে চলি গেল যেথা মুররাজ
 ষোপাইতে নেকলিয়া জোলকর্ণ সন্ততি। ইলিয়াস চরণ বন্দিল
 শীঘ্র গতি * ইলিয়াস বলেন কেবা তুমি মহামতি ॥ কাহার
 তনয় হও কোথাতে বসতি * খোণ্ডাজ বলিল কহি শুন মহা-
 শয় ॥ এ কুমার ভাই সাহাজোলকর্ণ তনয় * ইলিয়াস বলে
 যথা হেন মনে লয়। সেকান্দর নৃপতির নাহিক তনয় * খোণ্ডাজে
 বলিল যথা না কহি বচন ॥ পূর্ব কথা তোমা মনে নাহিক
 স্মরণ * জখনে জোলমাতে গিয়া ছিল নরপতি। তখন রৌশনক

দেবীছিল গভবতী * মহারানী গভে জন্মিয়াছে এ কুমার।
 সয়কল যুলুক নাম রাখিল ইহার * খোণ্ডাজ যুখেতে শুনি
 ন্মরি মহামতি। সন্তাসা করিল বহু কুমারের প্রতি * ইলিয়াস
 বলে বাপু কহমত্য করি। কিকার্যে ভ্রমিতে আছ হই দেশা-
 ভুরি * ইলিয়াসের বাক্য শুনি মন কোতুহলা খোণ্ডাজে কহিল
 যতবু তাহু সকল * লালমতি উদ্যোগিয়া আইল কুমার। এম্মাণ
 নৃপতি দিল পরীক্ষার ভার * শষ্ঠম পরীক্ষা ছিল প্রতিজ্ঞা
 রাজার ॥ পঞ্চম পরীক্ষা জিনিয়াছে একুমার * শষ্ঠম পরীক্ষা
 বাক্য অধিক বিরূপ ॥ সম্পূর্ণ ভরিতে ধনে উদ্যানের কুপ
 সন্মাল সংশার মাঝে নাহি হেন জন ॥ সেই কুপ সম্পূর্ণ ভরিয়া
 দিতে ধন * করিহু আমাতে কর্ম্ম যে সকল হয় ॥ ঘন অধিকারী
 মাত্র তুমি দয়াময় * কুমারের এহি কর্ম্ম সঙ্কট অপার ॥ তুমি
 বিনা কুমারের নাহি কনিস্তার * তে কারণে তোমা পদ উদ্দেশে
 এখাডা ॥ আইল জোকর্ণ সূত হইয়া অনাথ * মিকটে নাহি ক
 এখা জনক তাহার ॥ মনেতে ভরসা মাত্র তোমার আমার *
 এখা রহিতে তুমি আমি দুই জন ॥ ত যুক্ত পাইতে লজ্জা জোল-
 কর্ণ নন্দন * তুমি আমি সেকান্দর এই তিন ভাই ॥ এক জন অপ-
 জশে সবে লজ্জা পাই * ইলিয়াস বলে ভাই এ চক্র তোমার ॥
 মোকে লজ্জা দিতে হেতা আনিলা কুমার * বুঝিয়ান বুঝ ভাই
 আপে মহাশয় ॥ এসকল ধন মোর অধীন না হয় * মোর
 স্থানে প্রভুর এসব স্থাপ্য ধন ॥ বিনা প্রভুর আজ্ঞা দিতে নারি
 কদাচন * খোণ্ডাজে বলে শুহর এক কর্ম্ম প্রভুর ॥ সেকান্দর কর্ম্মে
 প্রভু না হবে নিষ্ঠুর * তোমাত সেকহি ভাই শুনি দিয়া চিতা ॥ খাই
 বারে ধন প্রভু না রাখে সঙ্কিত * পৃথিবীতে তোমা আমা কর্ম্মের

কারণ । সত্যতা জানই প্রভু সৃষ্টিয়াছে ধন * লোভিত বেন হৈ
 প্রভু ধনের উপর ॥ ধনের কাতর নহে ত্রিঙ্গ গঙ্গেশ্বর * মাতাপিতা
 প্রভুর নাহিক অন্য জন ॥ বল ভাই প্রভুর কি কর্মে লাগে ধন
 রূপার সাগর প্রভু ত্রিঙ্গ গতপাতি ॥ প্রভুর সঞ্চিত ধন দেখ যত
 ইতি * সঙ্কটে স্বরয় যৈবা প্রভু কর তার ॥ জার যৈবা যোগ্য কর্ম
 করিতে উদ্ধার * তরিতে সঙ্কটে এই জোল কর্ণনন্দন ॥ প্রতি
 শ্বাসে অভিরত শ্বরে নিরঞ্জন * এহেন সঙ্কটে প্রভু না কৈলে
 উদ্ধার ॥ ত্রিঙ্গ গে বাখানে কনে মহিমা আলার * অতুল মহিমা
 প্রভু কিস্তি অরূপম ॥ পুরষ ভকত জন প্রতিমনক্ষাম * যে
 সকল শুদ্ধ মতি ধার্মিক সুজন ॥ করিলে তাহার কর্ম ভুট নিরঞ্জন
 কুমতি যে সব যুট আচার কুচ্ছিত ॥ সে সবের কর্ম কৈলে প্রভু
 বিষাদিত * ধন আরিয়তে তোষ সরফল যুলুক ॥ নরকুলে না
 রহক এম্রাণের মুখ * কুমন্ত্রের ভাণ্ড এহি এম্রাণ নৃপতি ॥ কুম-
 ত্রণ করি বিভান দেয় লালমতি * এহেন আছর গর্ব এম্রাণের
 মনে ॥ একুপ ভরিতে কেহ না পারি বেধনে * একুপ ভরিতে ভবে
 নাহি কোন জন ॥ কন্যা বিভা কাহাকে না দিব কদাচন * এম্রাণ
 নৃপতি হত বুদ্ধি অঙ্গ জ্ঞান ॥ প্রভুর মহিমা কিছু না বুঝে এম্রাণ
 না বুঝয় প্রভুর মহিমা অরূপম ॥ প্রভুরে করিতে নাহি
 হেন কাম * কুপ করি ভাদ তার মনের ক্ষর ॥ জানুক
 একর্ম নহে প্রভু হতে দূর * কুমারের কর্ম যদি হইল সুসার
 রাখিবে প্রভুর ধন শক্তি আছে কার * যথা হৈতে জাই কুপ
 ভরিবে কখন ॥ তথা আনি দিবে পুনি গিয়া জঙ্গণ * আনিবে
 আমার ধন ভাণ্ডারে আমার ॥ এহাতে কি জাবে ভাই তোমার
 আমার * এহি কর্ম করি তোষ জোল কর্ণনন্দন ॥ অসন্তোষ তোমাকে

নাহবে নিরঞ্জন * খোতোজ মুখেতে শুনি এসব বচন ॥ প্রতিজ্ঞা
 করিল কুপ ভরি দিতে ধন * ইলিয়াসে আদেশ যগদাভাগি-
 রথি ॥ সেই কুপ ভরি ধন দিতে শীঘ্র গতি * ইলিয়াস পরগাশ্বর
 আজ্ঞা অনুমান * সহ অগজের কুপ ভরে তুরমান * কুমারের
 ভরে হাঁসি কহিল খোতোজ ॥ শুনকহি প্রাণ ধন বীর যুবরাজ
 এমরাণ প্রতিজ্ঞা ॥ যেবা সঙ্কট সকল ॥ জিনিলা পরীক্ষা সবমন
 কোতুল * করিল ॥ এসব কথ্য ভণহেন জানি ॥ পুনি কহিবেক
 হেন মুখে নাহি বাণী * ভাঙ্গিল তাহার গর্ব ছিল যত ইতি
 কন্যা ॥ বিস্তার জাই অতি রঙ্গমতি * দেশে জাই তোমার জন্মক
 নৃপ ঠাম ॥ জানাবা আমা দোহানের দো ওয়ালায় * কুমার
 দোহার পদে করিয়া প্রণাম ॥ নিজ স্থানে চলি গেল দো
 ওয়ায় * তবে জানমর সঙ্গে জোল কর্ণ নন্দন ॥ এমরাণের পাতে
 ডাকি কহিল বচন * ভরি নু অখাদ কুপ আনি বহু ধন ॥ নৃপতি
 অগ্রেতে জাই জানা ও বচন * নৃপতি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈনু একে
 এক ॥ কুপ ভরি দেখে ধন নরন প্রত্যেক * নৃপতি অগ্রেতে যেবা
 ছিল বহু দূর ॥ সে সব নিকট অতি কৃপায় প্রভুর * পাত্র জাই
 দেখিলে কত আপনানয়নে ॥ উদ্যানে রম্য হা কুপ ভরিয়াছে ধনে
 পাত্র জাই নৃপ আগে কহিল তখন ॥ কুপ ভরি দিল ধন সাহার
 নন্দন * নৃপতি কহিল যথা কহি কারণ ॥ এমহিমণ্ডলে হেন
 আছে কোন জন * পাত্র বলে অদ্য পিনা ছিল নরপতি ॥ আছর
 এহেন জন জোল কর্ণ সন্তুতী * অপবহু কথ্যে তা কে নাহি ধিক
 ধিক ॥ পঞ্চ কথ্য হতে কিবা এ কথ্য অধিক * দেখিল এসব
 কথ্য দৃষ্টে আপনার ॥ দেখিয়া না দেখে কেন বিক্রম তাহার
 করিল এসব কথ্য না ভাবি সঙ্কট ॥ এক কথ্য বিচিত্র কিবা তাহার

নিকট * যদি সে আমার বাক্য রাখায় মনে ॥ উদ্যানে আসিয়া
 দেখে আপনা নয়নে * পাত্র যুখে * মিনূপ এসব বচন ॥ সৈন্য
 চলিল নূপ দেখিবারে ধন * চলিলেক পাত্র মিত্র সৈন্য সে মা পতি
 চতুরঙ্গ দল চলে যেকো তুক মতি * সহশ্রে ২ চলে গজ পাট গার
 অনন্ত পদাতি কোটী ২ অশ্ব বার * শতে ২ চাক চোল বাজায়
 তরল ॥ সারি ২ দমা বাজে শুনি কোতু হুল * সঘন পড়য় কাড়া
 শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ ধাসরি ঘুরারি বাজে যুদঙ্গ বাজর * সিদ্ধ
 শব্দ ভেউর কর্ণাল বহুতর ॥ সানাই বিগুন মধু শুমিত্তে সুখর
 নানা শব্দে বাদ্যধ্বনিকাস করতাল ॥ উদ্যানে চলিল নূপ কোতুক
 বিষাল * আপনা নয়নে নূপ দেখে সুন্দামাখ ॥ মহা কুপ
 ধনে ভরিয়াছে যুধরাজ * কুপান্তরি দেখে নূপ ধন উপরাজ ॥
 প্রসংশিল ধন্য লালমতি যোগ্য কাস্ত * নারী মাঝে প্রসংশি যে
 হেন লালমতি ॥ প্রসংশি পুরুষ মাঝে জোলকর্ণ সন্ততি * ভুবন
 মোহনরূপ জিনি নবকাম ॥ গুমের সাগর বীর যশ অমুপম *
 নিজ পাত্র প্রতি কহে মহা নরপতি ॥ পালিল প্রতিজ্ঞা যোর
 সাহার সন্ততি * এহাতে সঙ্কট যদি আদেশিত কর্ম ॥ হেলায়
 করিতে পারে বুঝি সে মম * তাহার অশাঙ্ক কর্ম নাহিক
 ভুবনে ॥ সকল করিতে পারে যে বালয় মনে * সত্য হর সে কান্দর
 রসুল আমার ॥ প্রভু আগে মনোরথ রাখান হে তার * নৃপতির
 বাক্য শুনি যত সৈন্য গণ ॥ ধন্য ধন্য প্রসংশিল জোলকর্ণ
 নন্দন * সাফল্য জনক জার ঔরসে জন্মিল ॥ সাফল্য জননী
 যেবা গভে ভেধ রিল * সাফল্য প্রজার যেবা হেন রাযেশ্বর ॥
 সাফল্য কামিনী জার পতি হেন বর * কেহ বলে হেম কন্য
 আশ্চর্য্য ভুবনে ॥ নয়নে দেখেছে কেবা শুনেছে স্বপনে * যক্ষ

পরীক্ষা হেন গপ রূপ কথ্য ॥ একর্ম করিতে না রে দেবের দেবতা
 হেন জনকের পুত্র বীর যুবরাজ ॥ করিতে না পারে কি বা ভুবনের
 মাঝে নরেন্দ্র মণ্ডল কিষাজোলক নৃপতি ॥ ভুবনে আছয়
 কেবা হেন মহামতি ॥ ১ ॥ খেজের ইলিয়াস গুণবান ॥
 হেন দুই ভাই জারজগতে প্রধান ॥ বাহুবলে জিনি লোক শয়াল
 সংসার ॥ শলিল সমুদ্র গিরীমহিমা অপার ॥ কোং কাফ ভ্রমে
 আবহায়া তজথা ॥ সমুদ্রের সংখ্যা কৈল প্রবেশী জোলমতি ॥
 এহিমতে সর্বজনে প্রসংশে কুমার ॥ নৃপতি ডাকিয়া নিজ পাত্রে
 আপনার ॥ কহিল কুমার যথা জাও শীঘ্র গতি ॥ দেখি বাকতে ক
 সৈন্য কুমার সঙ্গতি ॥ নৃপতি আদেশ পাই মহা পাত্র ধর ॥
 যথার কুমার বাসা চলিল সত্ত্বর ॥ তথা জাই দেখিলে কং মহা পাত্র
 বরে ॥ একেশ্বর যুবরাজ মালিনীর ঘরে ॥ যুবরাজে দেখি পাত্র
 প্রণাম করিল ॥ নৃপতির আসি বাদ গৌরবে কহিল ॥ কর জোড়ে
 মহাপাত্র করে নিবেদন ॥ কোথারা থিয়া ছতোমা নিজ সৈন্য
 গণ ॥ কোথা ধু জছত্র কোথা অশ্ব ঐরাবত ॥ কেশ আড়ে পলা-
 ইলা সুরেন্দ্র পর্বত ॥ অনন্ত মহিমা তোমা গুণ তুলিত ॥
 তোমার অসাক্ষ্য নাহি পৃথিবীত ॥ গোপনেরা খিলা কোথা
 সৈন্য সেনাপতি ॥ মোকে তাহা দেখিবারে আদেশে নৃপতি ॥
 পাত্র মুখে শুনি বাক্য সাহার নন্দন ॥ ঈসৎ হাঁসিয়া কহে নিজ
 বিবরণ ॥ যেইমতে ত্রিমিকে ত শুনি ল বচন ॥ একাকি যুগয়া
 ছলে করিল গমন ॥ সঙ্গতি সৈবক এক আছিল বিশেষ ॥ অশ্ব
 সঙ্গে পাঠাইল তাকে নিজ দেশ ॥ যোদ্ধা সৈন্য না আনি নৃপতির
 দেশ ॥ দয়া ধর্ম হেতু আইনু বৈরাগীর বেশ ॥ প্রিয়ার জনক
 সঙ্গে অযুক্ত সংগ্রাম ॥ সন্ধান করিতে আইনু আপনার কাম ॥
 লালমতি ॥

আপনি যে কাম কৈনুগুণে আপনার ॥ একমুখ না পারে কোটি
 সৈন্য করিবার ॥ সত্যই জানহেন কাম কিতীতলে ॥ প্রভুর
 সাহায্য বিনা নারে সৈন্য বলে ॥ প্রথমে নৃপতি সনে জবে
 দরশন ॥ কহিয়াছি নৃপ আগে সব বিবরণ ॥ একেশ্বর যুবরাজে
 দেখি পাত্রবর ॥ জাইয়া কহিল তাহা নৃপতি গোচর ॥ পাত্র
 বলে কুমারে দেখি নৃপ একেশ্বর ॥ কুমার সহিত এক নাহিক কিকর
 লইয়া ॥ আপন গুণ সঙ্গে আপনার ॥ আইল বৈরাগী বেশে
 জোলকর্ণ কুমার ॥ নৃপতি বলিল প্রভু গর্ব ধরিমেন ॥ করিল
 এসব কাম সাহার নন্দনে ॥ মনেতে প্রভুর দর্শন রাখি ভ্রম মতি
 ছাড়ি আইল জনকের সৈন্য সেনাপতি ॥ যে কাম করিতে
 নারে সৈন্য অক্ষিণী ॥ একেশ্বর সেই কাম কৈল গুণমণি
 এহি ভাবে পরীকার কৈল অঙ্গিকার ॥ করিল এসব কাম
 বাক্য সিদ্ধি জার ॥ পরম সাহস বীর মহা যশ রাশি ॥ এইসব
 কাম কৈল মনে উপহাসি ॥ পুনিঃ আদেশিল নৃপ পাত্রেরে বচন
 উদ্যানে নিৰ্মাণ পুরি কুমার কারণ ॥ স্বন্দাতে এহেন পুরি করহ
 নিৰ্মাণ ॥ দেখিবে যে তুষ্ট হয় সাহার সন্তান ॥ স্বজন্ত কাকন
 যত মুকুতা জড়িত ॥ অবিলম্বে গিয়া পুরি নিৰ্মাণ তুরিত ॥
 রচিয়া অমূল্য সাজে মনোহর অতি ॥ ভুবন মোহন বেন দেবের
 বসতী ॥ যে ইরূপ বর লাভে ভুবন মোহন ॥ নিৰ্মাণ দোহার যোগ্য
 পুরি সুলক্ষণ ॥ নৃপতি আদেশ পাই মহাপাত্রবর ॥ উদ্যানে
 নিৰ্মাণ পুরি দিব্য মনোহর ॥ নিলাকঁসা জমরুদ আকিক প্রবাল
 হিরা ও এরা কুতে পুরি নিৰ্মাণ বিশাল ॥ সুবর্ণের চাল বেড়া
 দেখি অরূপ ॥ হিরা মণি মানিক দোলায় ঠামে ঠাম ॥
 অধিক প্রচণ্ড জ্যোতিকরে বলমল ॥ হিরা চুণী পান্না ইয়কুত

আরলাল* স্ফটিকের স্তম্ভ ঘর মুকুতাজড়িত॥ দেখিতে কনক
 পুরি পরম শোভিত* রতনের ঝঙ্কার সবদোলে চারিপাশে
 অতি দিগ্ভয়ান পুরি অঙ্ককার নাশে* রজতপ্রাচীরশোভে
 কনক কাজুরা॥ জড়িতশোভর চুনী মনোহর হীরা* বালকয়
 পুরি যেন হিরার দর্পন॥ দেখিতে সুন্দর যেন অমরাভুবন
 স্বন্দাতে নির্মাই পুরি ভুবনমোহন॥ নৃপতি অগ্রেতে পাত্রনিবে-
 দে বচন* তোমা আভা অমরূপ নৃপাশ্রয়বান॥ নির্মাই নৃদিব্য
 পুরি অতি দিগ্ভয়ান* এতশুনি নরপতি হরষিত মন ॥ আদে
 শিল সৈন্য সেনা মিলিতে তখন* পাত্রমিত্র যতইতি সৈন্য
 সেনাপতি॥ চৌদ্য লক্ষ অশ্ববার অসংখ্য পদাতি* শহস্র
 গজের পাট তার॥ নাচয় নর্ত্তকী সব হাজারে হাজার* বাজায়
 চৌরাশি বাজা উঠে নানা ধ্বনি॥ দেখিতে উদ্যান পুরি চলে
 নৃপমণি* স্বসৈন্য সহিত নৃপ আনন্দিত মন॥ স্বন্দাতে অবেশী
 পুরি দেখে সুলক্ষণ* স্বচিত্র বিচিত্র পুরি পরম সুন্দর॥ নানা
 বর্ণ অমরূপ অতিমহোহর* বেহেশুর অমরূপ টুঙ্গি পৃথিবীত
 শাদ্দাদ আদেশে যেন লোকমান নির্মিত* কাষ্ঠ কার্য হৈল বিশ্ব
 কর্ম্ম সমতুল॥ কম্বিকের প্রতিনৃপ প্রসংশে বহু* পুরি দেখি
 মহারাজ আনন্দিত মন॥ নিজ পাত্রপ্রতি নৃপ আদেশে বচন
 কুমারকে এই পুরি সঞ্চারহ আনি॥ রত্নকুমার সঙ্গে অর্দ্ধেক
 বাহিনী* লইয়া অর্দ্ধেক সৈন্য নৃপতি তখনে॥ মন রঙ্গে চলি
 গেল আপনা ভবনে* অর্দ্ধেক বাহিনী লই মহাপাত্রবর ॥
 মনসুখে চলি গেল কুমার গোচর* কুমার অগ্রেতে কহে পাত্র
 মহামতি ॥ অর্দ্ধেক সৈন্য নিযুজি নৃতোমার সঙ্গতি* নির্মিয়াছে
 দিব্য পুরি নির্মিত তোমার॥ শুভকণে আসি পুরি কর আধিকার

কুমার শুনিয়া বাক্য সহরিশ মন ॥ মনরঞ্জে গজ পারে হৈল
 আয়োজন ॥ উদ্দেশি উদ্যান পুরি চলিল কুমার ॥ পাত্রমিত্র
 সৈন্য সেনা চলে চারিধার ॥ এহিমতে চলি গেল সেই পুরি দ্বার
 স্বসৈন্য প্রবেশ কৈল পুরির মাঝার ॥ দেখিয়া উক্ত মপুরি কুমার
 মোহিত ॥ মনে ভাবে হেন পুরি নাহি পৃথিবীত ॥ সয়ালের
 অধিপতি পিতা গুণবান ॥ কদাচিত্ত হেন পুরি নাহিক তাহান
 এহিমতে স্বসৈন্য সহিতে যুবরাজ ॥ পরম আনন্দে রহে সেই পুরি
 মাঝ ॥ এথা মহারাণীতরেক হেন রপতি ॥ জিনি লপারীকা সব
 সাহার সন্ততি ॥ যেহেন কহিল গর্ব ধরি নিজ মনে ॥ করিল
 সে সব কন্ম দেখি নর মনে ॥ এসব আশ্চর্য্য কন্ম কৈল একে এক
 কোতুক দেখি নু আমি নর মনে প্রত্যেক ॥ লালমতি বিভা
 দিতে উচিত আমার ॥ কন্যা দানে সন্তাসিব সাহার কুমার
 সাধুর রমণীগণ আছে যতই তি ॥ আমদ্রিয়া পুরি মাঝে আন
 শীঘ্র গতি ॥ অন্তঃপুরে উৎসবে রযে হয় উচিত ॥ নারীগণ লই
 কন্ম করহ তুরিত ॥ মহারাণীতরে আজ্ঞা করি মহারাজ ॥ বাহিরে
 আসিয়া বৈসে সিংহাশন মাঝ ॥ বসিলেক মহানুপ সহরিশ
 মন ॥ চারিদিকে বসিলেক সৈন্য সেনাগণ ॥ তবে নৃপ আদে
 শিল পাত্রে বচন ॥ লালমতি বিভা দিতে কর আয়োজন ॥
 শাহাবদ্দিন মোহাম্মদ পীর গুণধাম ॥ তাহান চরণে ঘোর শহস্র
 প্রণাম ॥ আবদুল হাকিম শাহা রজ্জক তনয় ॥ রচিল পাঁচালি
 এহি বাক্য মধুময় ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

আদেশিল মহারাজ, লালমতি বিভাকাজ, পাত্রমিত্র মিলিল
 সকল ॥ আসি মহা পাত্রগণে, আজ্ঞা দিল জনৈক, করিবারে
 উৎসব মঙ্গল ॥ কাড়াদামা ঢোল ঢাক, দ্বারে বাজে লাখে লাখ,

সিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কণ্ঠালি ॥ ঘুদঙ্গ কর্তালকাস, বিনা বেহু কবি-
 লাস, শহস্র যন্ত্রেতেষাজে তাল ॥ দোতারারোবাবষেহু, শুনি
 পুলকিততরু, সানাইবিগুনসুললিতা ॥ সারিসিঁড়িষরুচুঙ্গ, শুনি
 অতিমনরঙ্গ, শহস্রগাহকগায়গীত ॥ শতেতং কান্ধেবেহু, বাঁঝারের
 রুহুঝুহু, দোসরিমোহরিবহুতর ॥ যতৈক নাটুয়াগণে, রঙ্গকরে
 জনেং, নানানকৌতুক মনোহর ॥ শতেতং ভাফা নারী, যেন
 স্বর্গ বিদ্যাধরি, নৃত্যগীতপ্রতিস্থানেস্থান ॥ উৎসবনৃপতিদ্বারে
 নানা শব্দে বাদ্য করে, সঘন, তবলেপাড়েমান ॥ নবতবাজায়
 নিত, সৈন্যমনে আনন্দিত, নানা রঙ্গে উঠয় কুমকি ॥ টিকরা
 বাজায়ঘন, ডঙ্কাপাড়েঅনুক্ষণ, শতেতং নাচয়নর্তকী ॥ পঞ্চশব্দে
 করেবোল, সৈন্য করেকোলাহল, না কারি ঙ্গিকার মাঝে
 মাঝ ॥ মহাবাদ্য অনুপম, রাম-সিঙ্গা ঠামে ঠাম, পিনাক
 ঢোলকপাখওজ ॥ তথাঅন্তঃপুর মাঝ, পিন্দিঅপরূপসাজ,
 যতসাধুররমণীগণ ॥ নানা অলঙ্কারপরি, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি,
 জনেং সহরিষ মন ॥ সুবর্ণ কাটোরা ভরি, প্রতি জনেহস্তে
 ধরি, চন্দন ছিটর চারি পাশ ॥ আবিরে ভরিয়াবাটি, নিত্য
 করেছিটাছিটি, নারীগণেকরে হাস্যোল্লাস ॥ মাড়ওরচারি
 ধার, অতিশয় শোভাকর, অপরূপ করিল আলায় ॥ এতয়
 জোগাড়করি, সুবর্ণের ঘট তরি, নানাসাজকৈল অনুপম ॥
 অতি মনকৌতুহলে, রাখিল মাড়ও তলে, এঘটপ্রদীপঘন-
 হর ॥ সাধুর রমণীগণে, মহা আনন্দিত মনে, নাচেহু গায়েহু
 নিরন্তর ॥ লালবাহু পাটে তুলি, সকলেতেহুহু লি, নারীগণ
 হুলাদি দিল গায় ॥ দিব্য নারীগণে, পরম আনন্দমনে, গায়
 তৈল হরিদ্রা চড়ায় ॥ কেহ মন কুতুহলে, হস্তপদ অঙ্গ মলে

কেহ ডালে ভঙ্গারের জল ॥ কোন মাধুবালা, হস্তেতে বরন
 ডালা, আগেকন্যা মন কুতুহল ॥ এহিমতে নারীগণে, অতি
 সে আনন্দ মনে, মান করাইল লালমতি ॥ বহু মূল্য গজমতি
 বসন অঞ্চলে গুণি, কনককিনারীশোভে অতি ॥ অতিদিব্য
 মনোহর, পরাইল পিতাহর, সিথাপাটী শিরেতে শোভয় ॥
 বারাত্রিলোকের মূল, নাচয় জাদেব ফুল, মদনমোহন জ্যোতি
 ময় ॥ বেষর নাসিকা মাঝ, ভুবনমোহন সাজ, দেখিতে পরম
 শোভাকর ॥ অবনেতে পিনু তারা, অতিশয় মনোহরা, গলে
 শোভে নব লক্ষহার ॥ কেজুর কঙ্কন করে, দেখি মুনিমনহরে,
 ত্রিলোক মহিণী রাজসূতা ॥ আভরণ শোভে অঙ্গ, দেখি মুনিতপ
 ভঙ্গ, অঙ্গ জড়িকনক মুকুতা ॥ অঙ্গুলে অঙ্গ রিশোভে, ব্রহ্মা
 আদি দেবলোভে, বাহুতে কনক বাজুবন্দ ॥ দেখি নানা আভরণ
 যতে কমলীগণ, কন্যা হেরে পরম আনন্দ ॥ সিংহজিনিষধ্য
 দেশ, কটিতে পরম বেশ, কনকের নিম্নিত কিকিণি ॥ চরণ চম্পক
 মাঝ, শোভে অপরূপ সাজ, নেপুরমোহন বাদ্যধনি ॥ পরি
 নানা আভরণ, সঙ্গে লই নারীগণ, আনন্দে রহিল লালমতি
 যতে কমলীগণ, অতি সে আনন্দ মন, রহিলে ককন্যার সমমতি
 মহিমার অরূপম, রূপে কামগুণেশ্যাম, ভুবনেতে প্রচণ্ড প্রতাপ
 পীর সাহাবদ্দিন নাম, জিহ্বা স্থলে আবিপ্রায়, আবহু ন হাকিম
 প্রতি জাপ ॥ রাগ জমক ছন্দ ॥ কুমার গুরিতে যত
 পাত্রমিত্রগণ ॥ কস্তুরিকুঙ্গুম আদি অঙ্গুর চন্দন ॥ নানান বীপদে
 অগ্নেকরি আরভুনা ॥ মানদান করাইল সাহার নন্দন ॥ সুবর্ণ
 সেহ রাগাথে শোভিত বিঘাল ॥ পারেতে পিন্দিলা বহু মূল্য স্বরূ
 আল ॥ জরবাণ্ডকা বাই গায় অতি মোহনহর ॥ কোমরে কোমরব

কনক অম্বর*বহুমূল্যঅপরূপ দিব্য চাকুচির ॥ দেবা চিনী
 রুমিবস্ত্রপুর্ণিয়াহরির*কণ্ঠেতেশোভয়অতিদিব্যপুষ্পমালা
 অঙ্গেতেশোভয়নবলক্ষেরদোশালা*সুবর্ণ মেহারা শোভে
 আশায়া উপর ॥ সাজিলজৌলকর্ণ সূতজিনিপঞ্চস্বর*পাত্র
 মিত্ররাজ্যেরযতেকপৌরজন॥হিন্দীকুমিসামিচিনীনসরানী
 বসন*নানাবস্ত্র পরিধানআতলাসসরুফ॥দেখিচিত্রবিচিত্র
 পরম অপরূপ*নানানবরনবস্ত্রঅলঙ্কারপরি॥কুমারসুভাতে
 বৈসে দিব্য শোভা করি *এহিমতে সাজি বীরজৌলকর্ণ
 সন্ততি ॥ মন রঞ্জে সাজে ষত সৈন্য সেনাপতি *

রাগ দীর্ঘ ছন্দ সহলা ॥

সাজয় কুমার বর,

নানাবাদ্য নিরন্তর,নৃত্য করেনাটুও সুন্দর॥স্থানেতাকা
 গণে, নাচয় আনন্দমনে,নানানকৌতুকমনোহর*নানাবস্ত্র
 আভরণ,পিন্দি সহরিশ মন,পরম আনন্দে যুবরাজ*মহা
 পাত্রগণ,ষতইতিপৌরজন,বসিলেনকরিয়া সমাজ *লক্ষ
 অশ্ব গজ,এমেঘডম্বরুধুজ,নানামতেকরি মহাসাজ॥ অধিক
 আনন্দ অতি, যুবরাজ মহামতি, চড়ে গজ আহারির মাঝ
 পাত্রমিত্র কুতুহলে,জোগান ধরিয়। চলে, চতুর্দোলেপ্রতি
 জনে॥চলিল কুমারমণি,উঠেনানাবাদ্যধুনি,হুলস্থূল করি
 সৈন্যগণে*চলেসেনাপতিগণ,গজপরেআরোহন,চলিলঅনন্ত
 রথ রথি॥লক্ষঅশ্ববার,জুড়িচলেচারিধার,চলিলেক অনন্ত
 পদাভি*নিশিথে চলিল বরে, বাজি উড়েথরেথরে,রজনী
 দিবসসমস্বর ॥ রথ চক্র ফুল ছড়ি, পুষ্প পড়ে বারি বারি,
 চরকভ্রময়নিরন্তর*হাওয়াই উড়য় নিত, দেখি মনহরষিত,
 চিত্রভূজ পরম সুন্দর॥গঞ্জিনানাকান্ধফুল, গন্ধরাজবেলফুল,

মন্দিরানারিঙ্গীমনোহরঃ ভূমিচম্পা বেকা আর, বক্ষ বাজি
 গীতাহার, বক্ষে অগ্নিদোলে ঠাইঠাই ॥ মাহতাবি লাখেলাখ
 জল হংস পানি কাক, থরে২ ওড়য় হাওয়াইঃ কন্দিল চাদর
 দেখি মৈন্য মনে অতিসুখী, পোলবন্দি অতি শোভাকার
 ছুছুক কুস্তির সাজে, উড়েপড়ে জলমাঝে, প্রচণ্ডদ্বিপক অনি-
 বারঃ ভেড়াচুস নিরন্তর, চুসাচুসিপরস্পর, দেখিতে পরম
 শোভাকর ॥ শতজোজনের পক্ষ, হৈল অতিদ্বিপীমন্ত, নার-
 ছিল মিশি অন্ধকারঃ অতিমন কুতুহলে, শহস্র ধনুকি চলে
 ব্রহ্মাত্ম নিজকান্ধে তুলি ॥ যত বন্দা মালিগণ, মাথে পুষ্প
 বন্দাবন, বাগেবাগে করে চুলা চুলিঃ যেহেন নক্ষত্র সমে
 গগনে চলিষাড্রমে, যোরনিশি করিয়া নিশ্যল ॥ তেহেন শুবন
 মাঝ, চলি জায় যুবরাজ, যথিব করিয়া নিশ্যলঃ ইলিয়াস
 মনরঞ্জে, খোওয়াজ খেজের সঙ্গে, নৃপ দ্বারে করিলগমন ॥ নৃপ
 তিত্ত মান্য করি, অধিকগৌরবধরি, ছাড়ি দিল নিজসিংহা-
 শনঃ মন সুখে যুবরাজ, বৈসে সিংহাশনমাঝ, চারিদিকে
 বৈসেপাত্রগণ ॥ মৈন্যসঙ্গে সেনাপতি, বৈসে আমন্দিতমতি,
 আমন্দে বসিলা সর্বজনঃ গৌরব ধরিয়া অতি, ইলিয়াস মহা
 মতি, খোতবা পড়য়রঙ্গমন ॥ খোওয়াজ প্রসন্নঅতি, কুমারকুমারী
 প্রতি, আশীর্বাদ কৈলততৈকণঃ তবেঅন্তঃস্পুরমাঝ, প্রবেশিল
 যুবরাজ, মিলিলেক কন্যারসঙ্গতি ॥ অতিমন কুতুহলে, সুবর্ণ
 মাড়ওয়া তলে, দাওয়ায়কুমার লালমতিঃ যুবতী যতেক জনে
 পরমআনন্দমনে, একত্র করিলবরবালা ॥ দোহানরূপের জ্যোতি
 দ্বিপীমন্ত হৈলক্ষিতী, অন্তঃস্পুরকৈলউজিয়াল ॥ নারীগণে একে
 অন্ন, প্রসংশয়ধন্য২, কুমারকুমারীমুখহেরি ॥ হেনরূপকদাচিত্তে

না জন্মিল পৃথিবীতে, ইউসুফ বিদা জগ্ ভরি * ধন্য
লালমতি, নিজ অনুরূপ পতি, পুন্যফলে ঘটে অনুরূপ ॥ নৃপ
সুত বীরমণি, সারদী কার্তিক জিনি, সুরশশি হৈল একঠাম
অন্তঃপুরে নারীগণ, আশীর্বাদ জনেজন, কন্যা প্রতিকরে
পুরি মাঝ ॥ জুগে২ সোহাগিনী, হইয়া নৃপ নন্দিনী, মন
সুখে ভুঞ্জ পতিরাজ * স্বর্গহর বিদ্যাধরি, প্রভুর যে স্তুতিকরি,
পুষ্পাঞ্জলি কৈ পেকন্যা প্রতি ॥ কন্যা লই যুবরাজ, নাট্যমন্দিরের
মাঝ, প্রবেশিল সহরিশ মতি * পাত্রের রমণীগণে, অধিক
আনন্দ মনে, জুলুয়া গায়ন্ত মনরঞ্জে ॥ অতি মহা মন সুখে,
সরফলমূলুকে, গৈঁদুয়া খেলায় কন্যা সঙ্গে * যত সাধু নারী
গণ, রূপ দেখি সুলক্ষণ, কামিনী মোহন বীরবর ॥ কাম ভাবে
মগ্ন মন, হই সব নারীগণ, দুই উরু কাঁপে ধর * নিজ জ্ঞান
পরিহরি, রহিল কুমারে হেরি, ত্যাগি নিজ কলঙ্কের ভিত ॥ মন
সুখে হাস্যোন্মাদ, কুমারের চারি পাশ * নারী সব উন্মত্ত রিত,
জুলেখা নিমন্ত্রণ যবে, মেসেরের নারী সব, পরিষ্মারি অঙ্গের
বেদনা ॥ ইউসুফের রূপ ধ্যান, কাটয় তার গুণ জ্ঞানে, নিজ
হস্ত আপনে আপনা * কুমারের দরশনে, তেহে নরমণীগণে
হারা ইল জ্ঞান আপনার ॥ দেখি বীর যুবরাজে, কৈ পিল কলঙ্কলাজে
একদৃষ্টে হেরয় কুমার * কেহ বলে নিজ পতি, ছাড়ি সহরিশ মতি
রহিনু কুমার মুখ হেরি ॥ উন্মত্ত রমণী ধনি, মনে হাঁসে বীর মণি,
দেখি নারী জ্ঞান পরিহরি * কুমারের রূপ রঙ্গ, দেখি মন হৈল
ভঙ্গ, মগ্ন হৈল রমণীর চিত ॥ বিভল হইয়া দবি, অপরূপ মনে ভাবি
ঘিরিয়া দাণ্ডায় চতুর্ভিত ॥ রাজ উপহার ইতি, নিজ হাতে লাল
মতি, তুলি দিল কুমারের মুখে ॥ সরফলমূলুকে পুনি, অধিক
লালমতি ॥

হরিষ গুণি, কন্যা যুখে দিল মনসুখে ॥ লালবারু মুখ চাহি
 প্রভুর অন্তত কহি, পরম আনন্দ যুবরাজ ॥ স্বলজ্জাতেরাজ
 সূত্র, বৈদেহেট করি মাথা, মনরঞ্জে কুমার সমাজ ॥ দেখি
 বরবালা মুখ, নারীগণ মনসুখ, আশীর্বাদ করে জনে ॥
 যতেক যুবতীগণ, হরিষ বিম্বিতমন, চলি গেল আপনা ভবনে
 কুমার-হরিষমন, কন্যা লইত তৈকণ, পালঙ্কেতে করিল শয়ন
 রতি পতি দোহমাঝ, জেবা ব্যাবহার কায, হরিষে পুরিল
 রঙ্গমন ॥ নববরনববালা, নানারসে কেলিকৈলা, পুরের রস লই
 লালবারু ॥ রতিরস অনুপম, ষোলকলা পুরে কাম, যেহেন
 সাধার সঙ্গে কানু ॥ রসময় রসবতী, পরম আনন্দে অতি, রস
 রঞ্জে গোণ্ডায় রজনী ॥ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে বন্দিতান
 পদ, আবদুলহাকিমের রচনি ॥ আয়াত্রিজতপতি, মহামন যত
 ইতি, আমি হীন অধীন সহিত ॥ এহেন সঙ্কটে অতি, তরাই
 ত্রিজগপতি, মনে জেবা পুরা ওবাঙ্কিত ॥ ইহলোকে পরলোকে
 মহামন সঙ্গে মোকে, কৃপা হউক ধোত্রাজের পায় ॥ সঙ্কট
 সময় আসি, নিজ মনে কৃপা বাসি, কৃপা দূর্যেই হবে সহায় ॥
 শ্রী রাগ, পয়ার ॥ এহি মতে কাটি যদি গেল সে
 রজনী ॥ নিশিশেষে প্রভাতে উঠিল দিনমনি ॥ করিলেক
 স্নান ওজু কন্যা যুবরাজ ॥ পরম আনন্দে পড়ে দো গান ॥ নমাজ
 করিয়া পরম যত্ন কন্যা লালমতি ॥ রাজভোগ উপহার দ্রব্য যত
 ইতি ॥ ফালুদামিসরীকন্দ লবানিশকর ॥ প্রভৃতি এসব দ্রব্য
 মিষ্ট মনোহর ॥ কুমার অগ্রেতে বালা দিল তৈকণ ॥ মনসুখে
 যুবরাজ করিল ভক্ষণ ॥ ভোজন করিয়া বৈসে নিজ প্রিয়া সঙ্গে
 কপুর তাহু লক্ষায় অতি মনরঞ্জে ॥ নানা বস্ত্র আভরণ পিন্দি যুব
 রাজ ॥ মনসুখে চলি জায় নৃপতি সমাজ ॥ রত্নময় চতুর্দোলে

হই আরোহণ॥ নৃপতির সন্তাষনে করিল গমন ॥ অশ্বগজরথা
 রথি অলেখাপদাতি ॥ চলিলেক সৈন্যসব কুমার সঙ্গতি ॥ বাজর
 নানানবাদ্য পুলকিতমন ॥ শহস্র ২ কাড়া বাজে ঘন ॥ হস্তি
 কান্ধেদমা বাজে হাজারে হাজার ॥ নগরেতে দেয় সব জয় জয়াকার
 মন সুখেপথে ॥ ছিটে বহুধন ॥ সৈন্য মাঝে হইল কাঞ্চন বরি-
 যণি ॥ বাজয় হুন্দু ভিষক ॥ ষোলতর অতি ॥ নৃপতি জানিল আইল
 সাহার সন্ততি ॥ পাত্র মিত্র সঙ্গে করি নৃপতি এয়াণ ॥ কুমার
 গৌরব ভাবি হৈল আশ্রয় ॥ পদগতি ভেল দোহন ॥ নৃপ যুবরাজ
 কুমারকে আলিঙ্গন দিল মহারাজ ॥ কুমার ও গুরুমান্য করি আ-
 পনার ॥ নৃপতিকে প্রণামিল ॥ জোলকর্ণ কুমার ॥ আদেশিল নরপা-
 তি সহরিষমন ॥ গজপরে যুবরাজে হৈল আরোহণ ॥ চতুর্দোলে
 আরোহিয়া চলিল নৃপতি ॥ আপনার স্থানে গেল কুমার সঙ্গতি
 অতিমহা হরষিত নৃপ মহামতি ॥ সিংহাসনে বসাইল সাহার
 সন্ততি ॥ সয়ফলমূলক মুখ হৈরি নৃপবর ॥ হৈল অতিমন সুখী
 হরিষ অন্তর ॥ দুই কর জোড় করি মগ্নি বঙ্গেশ্বর ॥ কহিতে লাগিল
 নৃপ কুমার গোচর ॥ তোমাকে কহিয়ে বাপু শুন যুবরাজ ॥
 তোমার জনক তুল্য নাহি কিতীয়া ॥ কদাচিত নাহি আমি
 তান সমশ্বর ॥ সেকান্দর মহানৃপ জগৎঈশ্বর ॥ শয়াল সংসার মাঝে
 এসপ্ত ভুবন ॥ পর্বত শিখর যত সমুদ্র গহন ॥ সর্বত্রের অধিকারী
 সাহা সেকান্দর ॥ ভুবন দুই ভূমিতাঁহার কুমার ॥ আমি অতি
 ভাগ্যবন্ত পৃথিবী মাঝার ॥ ভুবনে জামতা তুমি সাহার কুমার
 তবে কিকরি নু আমি দোষ বহুতর ॥ কহি নু নিষ্ঠুর বাক্য তোমার
 গোচর ॥ জোলকর্ণ নন্দন ॥ তোমাকরি প্রত্যয় ॥ মনেতে ভাবি নু
 পরীক্ষিতে যুক্ত হয় ॥ জোলকর্ণ নন্দন যদি হয় গুণবান ॥ এস-

কল কৰ্ম নহৈসকটতাহান* অন্যজনহইদিলেসেকান্দরনাথ
 সাধিতেযোগ্যতাকিবাএসকলকাম* তেজপৰীক্ষাসবলি
 তোমাআগে॥জানিৰুজোলকৰ্ণসূততোমাকৰ্মভাগে* আছিল
 এহেনআজ্ঞাপ্ৰভুকতার॥ এহাতেযতেকদোষক্ষমিবে
 আমার* মনেতেআমারঅন্ধাছিলএহিঅতি॥সমৰ্পিতেতোমা
 হস্তেমোরলালমতি* পূৰ্ণ হৈলআমাআগেনিজমনক্ষাম॥মোর
 লালবানুবরতুমিগুণধাম* অশ্বগজসৈন্যসেনারাজ্যসিংহাসন
 তোমাপ্রতিছাড়িদিবুনিজসুখমন* পরমআনন্দবসি
 রাজ্যসিংহাসনে॥রাজ্যসুখভুঞ্জএথাআনন্দিতমনে
 তামুনিকুমারমনেহরিষঅন্তর॥করপুটেনিবেদরনুপতিগোচর
 যেনপিতাগুনবানসাহা* সেকান্দর॥বাপেরসদৃশমোরতুমিনুপ
 বর* ততীয়জনকণাক্ষেআছয়লিখন॥পিতাগুরুশুশুরবে
 এহিভিনজন* তোমাআগেদোষাদোষকৈনুবহতর॥কহিবু
 কটুরবাক্যতোমারগোচর* নিজগৰ্বেগুরুআগেবাক্যনা
 জুওয়॥তেকারণেপরিহারমাগিতবপায়* এহাতেআমার
 যেনাদোষহৈলঅতি॥অপরাধআমারক্ষমহমহামতি*
 উত্তরেরপদুত্তরনাদেযেইসব॥নরলোকেসেসবেরেবলয়গন্ধভ
 এহেনকটুরবাক্যকৈনুতেকারনে॥ক্ষমিবেআমারদোষকৃপা
 বাসিমনে* রাজপাটআমাপ্রতিকরিলেআদেশ॥পাইবুপ্রসাদ
 তোমাপরমসন্দেশ* তোমাআগেরাজ্যপাটমোকেনা
 শোভয়॥সেবিত্তেতোমারপদমোকেযুক্তহয়* মনরঞ্জেবৈস
 নিজসিংহাসনমায়া॥রাজকার্যকরিআমিহইযুবরাজ*
 যেনামোরপ্রতিদিলাপরীক্ষারভার॥মোরকৰ্মহেতু
 কৈলাএসবপ্রকার* প্রতিজ্ঞাকরিলাকৰ্মঅসম্ভবঅতি॥

তেকাজে আমার বাক্য রৈল ললমতি * প্রভু তাজা
 অনুরূপ করিল। আদেশ ॥ এহাতে তোমার দোষ নাহিক
 বিশেষ * শুনিল। কুমার বাক্য হরিষ নৃপতি ॥ ডাকিয়া
 আনিল যত সৈন্য সেনাপতি * অশ্ব গজ রথারথি পাত্রমিত্র
 গণ ॥ সুবরাজ হস্তে নৃপ কৈল সমর্পন * কুমারের তরে
 নৃপ দিল রাজ্য ভার ॥ পাত্র মিত্র লই রাজ্য পালয় কুমার
 হইল এম্মাণ রাজ্য কুমার অধীন ॥ প্রবানমগধে নারৈ লঙ্কি-
 বারে হীন * নৃপ পুত্র তুল্য যদি হয় কোন জন ॥ লঙ্কিতে
 নারয় হীন জনের নন্দন * যেহেন প্রভুর তাজা শাস্ত্র ব্যব-
 হার ॥ পালয় রাজ্যের প্রজাজোলক কুমার * মালিনীকে
 মহা কৃপা করি গুণবান ॥ ধন রত্ন অশ্ব গজ রাজ্য দিল দাম
 মালিনীর প্রতি বহু করিয়া সন্তোষ ॥ পুরাইল মালিনীর
 মনে যেই আশা * কহিতে লাগিল বীর শুন পদ্মাবতী ॥
 আমি হেতু পরিশ্রম করিয়াছি অতি * ধর্ম ভাবে দিলা
 মোকে উপদেশ হিত ॥ সেই পুণ্য ফলে তব পুরিল
 বাঞ্ছিত * সেকান্দর পুত্র আমি কৈলা মোর কাম ॥ প্রভাবে
 পাইলা প্রতিষ্ঠা অনুরূপ * নিচ বংশ জন প্রতি যে করে
 স্তালাই ॥ বিনা পরাভবে আর নাহিক রেহাই * চিন্তিলা
 বহল ভয় মোকে দিয়া বাসা ॥ না পাইলা দুঃখ তব পূর্ণ
 হৈল আসা * মালিনী বলিল শুন সাহার নন্দন ॥ সাফল্য
 হইল পাই তোমার চরণ * সার্থক তোমাকে কৈল পরম
 মান্যতা ॥ সার্থক পূজিল যেন দেবের দেবতা * সেবিতে
 বড়ের পদ যদি যুগু কর ॥ তথাপিও সেবিবারে অতি
 যুক্ত হয় * বড়ের উচ্ছ্রিষ্ট যুক্ত করিতে ভঞ্জন ॥ নাহিক

নিকট কাঙ্ক্ষে হৈতে আরোহণ ✽ তোমাহন্তে পাইলাম
 অপরূপ বর ॥ মনের বাঞ্ছিত যেন পুরিল সন্তুর ✽ তবে
 নৃপ সহরিশ মন কোতুহলে ॥ রাজ্যের ভিক্ষুক যত আনিল
 সকলে ✽ সে সবার প্রতিদান কৈল বহুধন ॥ কৃতার্থ হইল
 সবে পাইয়া যে দান ✽ কুমার প্রভাবে নৃপ মহা ইরষিত ॥
 পুরাইল রাজ্য বাসী ভিক্ষুক বাঞ্ছিত ✽ তবে মহা মরপতি
 সহরিশ মন ॥ কুমারকে বিদায় দিলেক সেইক্ষণ ✽ কুমার
 চলিয়া গেল আপনা ভবন ॥ লালবানু দরশন কৈল ॥ রঙ্গমন
 নিজ প্রিয়া সঙ্গে বসি রসের নাগর ॥ লালমতি সঙ্গে রস
 রঙ্গ নিরন্তর ✽ এহি মতে নিজ প্রিয়া লালমতি সঙ্গে ॥
 কেলি কৈল নানা রস পুরে মন রঙ্গে ✽ নানা হাস্য রস
 বাক্য কন্যার সঙ্গতি ॥ কন্যা প্রতি কহে বাক্য মম রঙ্গে
 অতি ✽ জখনে মালিনী বেশে পরি অলঙ্কার ॥ আদিয়া
 বসিলু এথা নিকটে তোমার ✽ হাস্য পরিহাস বহু
 কহিল বচন ॥ চিনিতে নারিলা মোকে পুরুষ লক্ষণ ✽
 পুরুষের বস্ত্র যেন নিজ অঙ্গে পরি ॥ ধরিয়া পুরুষ বেশ
 তাইলে সুন্দরী ✽ এহাতে পুরুষ তুমি কিবা হও নারী ॥
 দেখিয়া চিনিতে আমি পারি কিনা পারি ✽ শহস্র পুরুষ
 মাঝে নারী এক জন ॥ যদি সে পুরুষ মাঝে বৈসে কদাচন
 তোমাকে কহি যে সত্য প্রিয়া প্রাণেশ্বরী ॥ নিকালিতে পারি
 সেই নারী হস্তধরি ✽ কুমরী বলিল শুন প্রভু প্রাণেশ্বর ॥
 রসের নাগর তুমি গুণের সাগর ✽ তোমার যতেক গুণ
 দিতে নাহি সীমা ॥ বুঝিতে নারিলু প্রভু তোমার ভঙ্গিমা
 ধরিয়া কামিনী-রূপ প্রভ গুণবান ॥ হরিল পুরুষ লক্ষণ

নারীগণ প্রাণ * নারী ছলে যে কহিল। ভঙ্গিমা বচন ॥
 মায়া বাক্য বুঝিতে নারিনু কদাচন * গুণের সাগর প্রভু
 তুমি রসময় ॥ পুরুষ অনন্ত রূপি তুমি দয়াময় * শূন্য ধড়
 হয় নারী যে হয় প্রতিমা ॥ না শোভে পুরুষ আগে নারীর
 ভঙ্গিমা * নারী অঙ্গ পুরুষের বিহারের স্থলা পুরুষ ভ্রমর
 হয় নারী যে কমল * আসিব পুরুষ রূপে তোমার গোচরে
 কদাচিত্ত হেন শক্তি নাই মোর তরে * ঘায়া রূপে তোমা
 আগে কপট বচনে ॥ তোমাকে ভাণ্ডয় হেন নাহিক ভুবনে
 সত্য বিনা নাহি জানি আচরিতে বাম ॥ তোমা বিনা অন্য
 কেহ নাহি মোর শ্যাম * কুমার-বলিল ধন্য তুমি রাজ
 সূতা ॥ কাঞ্চন মুখেতে তোমা বচন মুকুতা * কহিল।
 আমাকে যেবা জানিয়া মালিনী ॥ মোর বার্তা বিনা আর
 না পুছিল। বানী * মালিনীর বধু মোকে জানি তত্ত্ব সার
 বহু সন্তাসিয়া বার্তা পাইতে আমার * এহিমতে নিজপ্রিয়া
 সঙ্গে হাদ্যোলাষ ॥ নানা রঙ্গে কেলি কৈল পরম উল্লাষ *
 পরম আনন্দে বঞ্চে নৃপতি ভবনে ॥ যুগয়া করিতে শ্রদ্ধা উপ
 জিল মনে * যুগয়া করিতে জায় সাহার নন্দন ॥ সঙ্গতি
 চলিল বহু সৈন্য সেনাগণ * শ্রদ্ধা অনুরূপে নানা জন্তু বহু
 তর ॥ মন সুখে যুগয়া করিল বীরবর * মহিষ গণ্ডার আর
 গউজ কুঙ্গার ॥ সিয়া গোষ ধরগোষ আদি গোরখার *
 বিহঙ্গম রাজ হংস ময়ূর ছবাস ॥ দেখিয়া নানান পক্ষী
 পরম উল্লাষ * কোলঙ্গ গগনভেদ যোঙ্গল যথেষ্ট ॥ এসব
 প্রভৃতি পক্ষী দেখিতে সুবেশ * খয়রাল গলগট পতকা
 আক্রম ॥ পরম শোভিত যত ইতি পক্ষীগণ * যোগ্য বি

ছরাসি কোড়া ডাহক তিতর ॥ এসব প্রভৃতি যত পক্ষী
 লৈলাস্তুর ॥ বন্দি করি জীববন্ত রাখিল সঙ্গতি ॥ ভেটিবারে
 নিজ প্রিয়া কন্যা লাল মতি ॥ ব্যাঘ্র আর গুণ্ডার ধরিয়া
 বাহু বলে ॥ বন্দি করি সঙ্গতি লইল কোতুহলে ॥ অতি
 মন রঞ্জে বীর যুগয়া করিয়া ॥ নানা পক্ষী জন্তু সব স্বজীবে
 ধরিয়া ॥ মন সুখে কোতুক দেখিতে লালমতি ॥ সঙ্গে করি
 লৈল বী র মন রঞ্জে অতি ॥ যুগয়া করিয়া বীরে চলে রঙ্গ
 মন ॥ পশু ভ্রমি অন্য ঠাহে করিল গমন ॥ সম্মুখে মিলিল
 এক পুরি মোনহর ॥ পুরি মাঝে টুঙ্গি সব পরম সুন্দর ॥
 পুরিতে শোভয় এক দিব্য সরোবর ॥ তাখাতে পুষ্পার বন্দা
 অতি মনোহর ॥ পুরি দেখি মন রঞ্জে সাহার নন্দন ॥ সেই
 পুরি প্রবেশিল সহরিশ মন ॥ যতেক রক্ষক দেখি উদ্যান
 অন্তর ॥ পুরি মাঝে দেখিলেক পাষানের ঘর ॥ রক্ষিগণ
 স্থানে পুছে বীর যুবরাজ ॥ এ সকল কেবা পাষানের গৃহ
 মাঝ ॥ রক্ষি সবে বলে শুন সাহার নন্দন ॥ পাষান গৃহেতে
 বন্দি বন্দিয়ানগণ ॥ কুমার বলিল এহি সব বন্দিয়ান ॥
 কি হেতু করিল বন্দি নৃপ গুণবান ॥ রক্ষিগণ বলে এহি
 রাজ পুত্র সব ॥ নৃপতি নন্দিনী হেতু পায় পরাভব ॥
 শুনিয়া কন্যার বার্তা আইল রঙ্গ মনে ॥ পরীক্ষা না
 জিনে হেতু পড়িল বন্ধনে ॥ যে হেন আহার লাগি
 পক্ষী হতজ্ঞান ॥ ব্যাধ হন্তে বন্দি হয় আসি তুরমান ॥
 পরিণাম ক্ষেপি গুণ হীন এহি সব ॥ বন্ধনে পড়িয়া
 পায় মহা পরাভব ॥ রক্ষক বচন শুনি সাহার নন্দন ॥
 সেই গৃহে গিয়া প্রবেশিল ততৈক্ষণ ॥ কুমারে দেখিয়া

সে সকল বন্দিয়ান ॥ অধিক আশিত মনে হইল কম্পান
 কেহ বলে যুবরাজ চাহিলে ক্রোধ মন ॥ মোসবার যাও
 প্রতি দিবেক লবন ॥ কেহ বলে ছাড় আজি জীবনের
 আশ ॥ যুবরাজ হস্তে হৈব সমূলে বিনাশ ॥ কেহ বলে
 প্রাণে না বধিব সর্বথা ॥ বড়ের সন্তান হৈতে নাইয় অন্যর
 মহা ভাগ্যবন্ত এহি বীর গুণমণি ॥ পুণ্য ফলে পায় বাল্য
 ত্রৈলোক্য মহিনী ॥ এসকল কর্ম কৈল নব কলেবর ॥ অবশ্য
 প্রভুরূপা তাহার উপর ॥ কদাচিত সে সবে না হিংসে
 হীন বর ॥ নিবেদিব সবে দুখ তাহার গোচর ॥ এহি মতে
 যতেক নৃপতি সূতগণ ॥ ভাবর চিন্তয় অতি হতাশিত মন
 যুবরাজে বলে কেবা হও তোমার সব ॥ কোন অপরাধ হেতু
 এহেন লাষব ॥ কহিলেক মোরা সব রাজার সন্ততি ॥ তোমা
 আগে অগোচর নহে মহামতি ॥ সাগরে সহস্র ঝাপ দিলু
 অকারণ ॥ না ঘটিল মোর হস্তে বাঞ্ছিত রতন ॥ সমুদ্রের
 দোষ দিতে নারি কদাচন ॥ বাঞ্ছিত পুরিতে নাই ললাটে
 লিখন ॥ বৈজন্ত যদিবা চাহে সহস্র প্রকারে ॥ ললাট
 নির্বন্ধ যেবা ধণ্ডাইতে নারে ॥ মোরা সব ভাগ্য হীন জন
 প্রথিবীত ॥ অযোগ্য জনের প্রতি না পুরে বাঞ্ছিত ॥ ভুব-
 নেত ভাগ্যমন্ত তুমি গুণধাম ॥ অবিলম্বে তোমার পুরিল
 মনস্কাম ॥ জনক তোমার সপ্তদ্বীপ অধিকারী ॥ ঘটিলেক
 তোমা অরূপ যোগ্যনারী ॥ জোলকর্ণ নৃপতি পুণ্য প্রভাব
 কারণ ॥ আশা সবাকার কর বন্ধন মোচন ॥ করুণা করিয়া
 তবে সাহার নন্দন ॥ বন্দি মুক্ত সবানের কৈল সেই কণ ॥
 রক্ষিগণ তরে আত্মা দিল গুণবান ॥ পরম জতনে সবে
 লালমতি ॥

করাইতে স্থান ❀ রক্ষিগণে পাইল যদি কুমার আদেশ ॥
 বন্ধ যুক্তি করি স্থান করাইল বিশেষ ❀ কুমার সেসুবপ্রতি
 রূপবাণি অতি ॥ বস্ত্র আভরন দিল সে সবের প্রতি ❀ পঙ্কের
 সম্বল যেবা দিল বহুধন ॥ আদেশিল যথা শ্রদ্ধা করহ গমন ❀
 সেসবেরে বন্দি যুক্ত করি ততৈক্ষণ ॥ নিজ গুরে চলি জায়
 আনন্দিত মন ❀ এহিমতে চলি গেল আপনা ভবনে ॥
 লালমতি সঙ্গে বৈনে আনন্দিত মনে ❀ জীব জন্তু পক্ষী সব
 আনিল যতেক ॥ সে সব ভেটিল কন্যা দৃষ্টি পরাতে ❀
 পরম বিচিত্র পক্ষী নানা জন্তু সব ॥ দেখিয়া কন্যার মনে
 পরম উৎসব ❀ জীব জন্তু পশু পক্ষী ছিল যত ইতি ॥ দুই
 অংশ করিলেক মন সঙ্গে অতি ❀ কোতুকে রাখিল অর্দ্ধ
 দৃষ্টির উপর ॥ অর্দ্ধ নিয়ু জিল বালা জননী গোচর ❀ নৃপমহা
 দেবী দেখি পশু পক্ষীগণ ॥ অধিক সানন্দ ভেল দোহানের
 মন ❀ নানা পক্ষী বিচিত্র পরম মনোহর ॥ দেখিতে নানাম
 জন্তু বড়ই সুন্দর ❀ দেখিয়া হাজির ব্যাঘ্র নৃপ দেবী সতী ॥
 প্রসংশিল ধন্য ধন্য সাহার সন্ততি ❀ এথা প্রিয়া মনে
 বসি বীর গুণধাম ॥ নানান কোতুক রদ রঙ্গ অরূপম ❀
 বন্ধন মোচন কৈল নৃপ সুতগুণ ॥ কন্যা আগে কহিল
 সে সব বিবরণ ❀ শুনিয়া এসব বাক্য রাজ বালা সতী ॥
 কুমারকে প্রসংশিল অতি রঙ্গ মতি ❀ বন্দির রক্ষক সব
 আসি তুরগাম ॥ কহিল এ সব বাক্য নৃপতির স্থান ❀
 নৃপতি শুনিল যদি এ সব বচনে ॥ বহু প্রসংশিল নৃপ
 জোলকর্ণ নন্দনে ❀ এই মতে কত দিন সাহার সন্ততি ॥
 এত্যাগ ভবনে বন্ধে মন সঙ্গে অতি ❀

বসন্ত রাগ ॥

এক দিন পুষ্প বনে প্রবেশি

কুমার ॥ বসিয়াছে নিজ মনোমুখে আপনার * নানাপুষ্প
 বিকশিত দেখিতে সুন্দর ॥ সৌরভে হইয়া মত্ত গুঞ্জরে
 ভ্রমর * নানা পক্ষী নাদ করে সুললিতধ্বনি ॥ শুনিয়া স্বর
 বীরে জনক জননী * জননী বিচ্ছেদে মর্ম্ম দহে হতাশন ॥
 বিম্বিত অন্তরে গেল কন্যার ভবন * কুমারে বিম্বিত দেখি
 রাজবালা সতী ॥ কন্যার মর্মেতে দুক জন্মিলেক অতি *
 না জানি করিনু আমি কোন অপরাধ ॥ নহে কার সঙ্গে
 হইয়াছে বিসম্বাদ * আমার মর্মেতে যাওঁ দিল কোন
 জন ॥ কি হেতু বিম্বিত আছে মোর প্রাণ ধন * এহেন
 ভাষিয়া মনে চিন্তিত অন্তর ॥ কর জোড়ে নিবেদয় কুমার
 গোচর * আজি কেন বিরস বদন প্রাণ নাথ ॥ তোমার
 বিম্বিতে মোর মর্মে বজ্রাঘাত * নারী প্রতি কর্ণ ছেদ
 শত গুণে ভাল ॥ বিরস বদন পতি দেখিতে জঞ্জাল *
 যে নারী রাখিতে নারে পতি কোতুহলে ॥ সে নারী
 দহিবে প্রভু নরক অনলে * নারী প্রতি পতি যদি নারহে
 হরিষ ॥ সে নারী মরিতে যুক্ত ভক্তি কালবিষ * মতিভ্রমে
 যদি দোষ কৈনু অতিশয় ॥ নিজ দাসী জানি দোষ ক্ষম
 দয়াময় ॥ যদি সে না ক্ষমে প্রভু দোষ কদাচন ॥ সতত
 আমার অঙ্গ নরকে দাহন * যদি বা ক্ষমিতে দোষ না
 হয় উচিত ॥ সেই ভাল শাস্তি মোকে দেও পৃথিবীত *
 ভবের জীয়েন অঙ্গ নিশির স্বপন ॥ এথা মোকে পাপ শাস্তি
 দাও প্রাণধন * চিরকাল পরিণাম নরকে দাহন ॥ ইচ্ছিনু
 ভবের শাস্তি আমি তে কারণ * সর্ব অর্থে হই আমি

অধীন তোমার॥যেই প্রজ্ঞা কর মন রঞ্জে আপনার* মোর
 জনকের রাজ্য হেন কদাচিত ॥ মনেতে সঙ্কটকভু না রাখ
 কিকিত * মশরিক মথিব তোমা দহিদের স্থান॥নিঃশঙ্কার
 শান্তি মোর কর গুণবান* আমিনাকরিলে দোষকে করিবে
 আর ॥ মথিব দেশেতে হেন শক্তি কাহার* এদেশেতে
 এহেন আছয় কোন জন ॥ কোন রূপে বিস্থিত করিতে
 তোমা মন * শত ধণ্ড করি তাকে জনক নৃপতি॥কাটিবে
 তোমার আগে অতি শীঘ্রগতি * কি হেতু চিহ্নিত অতি
 কহ প্রাণ ধন ॥ কুমার বলিল প্রিয়ে শুনহ বচন *
 নাহি করিয়াছ না করিবে অপরাধ ॥ না হইল না হইবে
 তোমাতে বিবাহ * পুষ্প মাঝে তিলক কভু নহে মকরন্দ
 সুগন্ধিপুষ্পেতে সত্যনারহে দুর্গন্ধ * তেনমতে তুমি পুষ্প
 অতি সুবাসিত ॥ গুণ বিনা দোষ তোমা নাহি কদাচিত *
 যদি সে দুর্বাক্য মোকে কহ কদাচন ॥ অমৃত সদৃশ জান
 তোমার বচন * তোমা অপরাধে মোকে নহে অপরাধ ॥
 যদি সে বলহ মন্দ সেহ আশীর্বাদ * পণ্ডিতে কটুর কৈলে
 শাস্ত্র নিত জানি ॥ কঠিন না হয় হিতউপদেশবানী * যদি
 মোর যুখে বিষ দেও খাইবার ॥ কদাচিত যুখে তিলক না
 লাগে আমার * যদি সে পণ্ডিত মোকে হানে অশিধার *
 কদাচিত যুখে শব্দ নাহি হাহাকার * জীবের জীবন মোর
 তুমি কণ্ঠ মনি ॥ প্রাণের দুর্লভ প্রিয়। তুমি প্রাণ ধনি *
 তোমার আমার মধ্যে ভিন্য ভেদ নাই॥এক ধড় প্রাণ মাত্র
 জন্ম দুইটাই* তোমা প্রতি বিস্থিত নাই মোর মন ॥ গুণ
 বিনা দোষ তোমা নাহি কদাচন * পরম উত্তম কীর্তি

তোমাকে বাখানি ॥ আমার অন্তত বিনা মুখে নাহি
 বানী * কদাচিত তোমা প্রতি না হৈনু বিমন ॥ বিষাদ
 করিতে এথা নাহি অন্য জন * তবে কি মর্ষের বেথা শুন
 দিয়া চিত ॥ প্রাণ প্রিয়া প্রতি দুঃখ কহিতে উচিত *
 তোমা প্রেম মজি মন হইল উদাস ॥ মাতা পিতা পরিহরি
 আইনু তোমা পাশ ॥ পিতা নবী অবতার মাতা দেবী সতী
 যোর লাগি শোকানলে দহে প্রতি নিতি ॥ তিলেক না
 দেখি আমাত্যাগে বাড়ীঘর ॥ কিরূপে বঞ্চিত আছে অবধি
 অন্তর * আমা হেতু বাপ মায়ে তেজিলে জীবন ॥ যোর
 সম পাপিষ্ঠ নাহিক অন্য জন * করজোড়ে লালমতি কুমার
 অগ্রেতে ॥ নিজ পতি সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে ॥ মন
 দুঃখ পরিহর সুন প্রাণেশ্বর ॥ আপনার নিজ দেশে চলহ
 সন্তর * তোমা বিনা অন্য যোর নাহিক বাঞ্ছিত ॥ মন রঙ্গে
 জাব প্রভু তোমার সহিত * তোমা সনে পড়ি যদি অনল
 মাঝার ॥ সে অনল পুষ্প বন্ধি মনেতে আমার * যদি বা
 সমুদ্র জলে মজি তোমা সনে ॥ সেই জল মধুপান লয় আমা
 মনে ॥ তোমা সনে পড়ি যদি গহন কাননে ॥ সে অরণ্য
 পুষ্প বন্দা লয় যোর মনে * তোমার হারিষে যোর হরিষ
 বিসাল ॥ দেখিলে বিষণ্ণ তোমা মোকে মৃত্যু ভাল ॥ জনক
 জননী প্রভু উদ্দেশি চরণ ॥ মনসুখে চল নাথ আপনা ভবন
 কুমার বলিল প্রিয়া শুন যোর বানী ॥ কেমনে জাইব নৃপ না
 লিলে মেলানি ॥ নৃপ মহা দেবী পদে কর নিবেদন ॥
 আদেশ পাইলে দেশে করিব গমন * পতির আদেশ পাই
 নৃপতি নন্দিনী ॥ মাও অন্তঃস্পুরে জাই বন্দিল জননী *

সহস্র প্রণাম করি জননী চরণে ॥ বসিল মায়ের কোলে বিরস
 বদনে * লালমতি দেখি মায় বিরস বদন ॥ হৃদয়ে হানিয়া
 কর জিজ্ঞাসে বচন * আজি কেন চন্দ্র মুখী বিরস বদন ॥
 স্বজল হইল কেন কমল নয়ন * কোন মেঘে আবরিল মুখ
 শশধর ॥ মলিন হইল কেন রঙ্গিন অধর * কি দোষ করিহু
 আমি জননী যে তোর ॥ বিরস বদনে মর্যে শেল হানে
 মোর * সেকান্দর পুত্র হু-একান নন্দিনী ॥ বিরস বদন
 তুমি কোন দুখে শুনি * ভুবনে তোমার পতি জোলকর্ণ
 নন্দন ॥ পরম বিক্রম বীর কামিনী মোহন * পুরুষ
 মাঝেতে তোমা পতি গুণবান ॥ কামিনী যগুলো
 কেবা তোমার সমান * পুরুষের শক্তি কিবা মাঝে
 ষষ্ঠ কাজ ॥ তোমা সম নারী কেবা ভুবনের মাঝ * পৃথি-
 বিতে তোমাসম আছে কোন জন ॥ কোন দুখে প্রাণ সূতা
 বিরস বদন * তোমার বেদনে মোর বিদরয় প্রাণ ॥ কি
 হেতু চিন্তিত বালা কহ মোর স্থান * কুমারী বলিল পাদে
 নিবেদী জননী ॥ তোমার প্রসাদে দুঃখ বার্তা নাহি জানি
 মোর প্রতি যে কহিলে মাও দেবী সতী ॥ সত্য আমি মম
 আর কেবা ভাগ্যবতী * প্রভুর রূপায় ক্লেশ নাহি কদাচিত
 সর্ব অর্থে পূর্ণ হৈল আমার বাঞ্ছিত * জননী উদরে জন্মি
 ভবে পূর্ণ আশা ॥ পরকালে প্রভু পদ মনেতে ভরসা *
 পুনের প্রভাবে তোমারূপায় আল্লাহ ॥ সকল মনের আশা
 পুরিল আমার * জননী গো, পদে তব করি নিবেদন ॥
 দেশের বিদায় মাগে সাহার নন্দন * জনক জননী পদ সে বি-
 তে কারণে ॥ না লিখিল আমার কপালে নিরঞ্জে ॥ জনক

জননী ঘরে না হৈল কুমার ॥ পরের অধীন কন্যা জনম
 আমার * পতি হৈতে বিমুখ হইলে ধর্ম নাশ ॥ তে কাজে
 রহিতেনারী জননী সম্প্রস * এতকতোমার পদে মাগি যে
 মেলানি ॥ জনকেরে কহমোর নিবেদন বানী * মহা দেবী
 কন্যা মুখে শুনি এ সকল ॥ কন্যাকোলে করিরাণী কঁাদিয়া
 বিকল * সত্যই জাইবে বাল্য প্রাণ নিবা হরি ॥ রাখিব
 মায়ের প্রাণ কেমনেতে ধরি * কঁাদিতেই দেবী বিস্মা-
 দিত মন ॥ নৃপতি অগ্রেতে জাই কহিল বচন * দেশেতে
 জাইতে আশ্রয় মাগয় কুমার ॥ কন্যার বিচ্ছেদে প্রাণ দগধে
 আমার * নৃপতিকহিলপ্রিয়া নাহিভাবক্লেশ ॥ নাচিক্তকন্যার
 হেতু না কর আবেশ * কন্যা রাখিবারে কৈল যতেক প্র-
 কার ॥ কেবরাখিয়াছে হেনভুবনমাঝার * কেবা করিয়াছে
 হেন কর্ম অসম্ভব ॥ লিলায় জিনিব বীরে পরীক্ষা এসব *
 পুরাইতেললাট নির্বন্ধ নিরঞ্জে ॥ শহস্র সঙ্কট প্রভুভাজয়
 আপনে * সকল করিতেপারেযেবা মনে লয় ॥ প্রভুমনে
 বাদ মাত্র নাজানি নিশ্চয় * প্রভুর আদেশযেবা খণ্ডাইতে
 নারী ॥ মশরেকে সৃজিল বর মগরেবেকুমারী * নির্বন্ধ প্র-
 ভাবে প্রভু আপনা সাহায্য ॥ তরাইসঙ্কট বাটসাথে ঘট
 কার্য * নিজ মহিমার বলে প্রভুনিরঞ্জন ॥ একত্র করিল বর
 বাল্য দোহ জন * জন্মে সমপিতৃকন্যাকুমারসম্প্রস ॥ তখনে
 ত্যাগিল নিজ দুহিতার আশ * কন্যা হেতুশোক দুঃখ পরি-
 হর মনে ॥ কুমারী জন্মিলপরপুত্রের কারণে * জখন হইল
 কন্যা মা বাপ নৈরাশ ॥ রাখিতে নাপারে কন্যা আপনার
 পাশ * জাহার গৃহেতে প্রভুদুহিতা সৃজয় ॥ প্রভুর প্রসাদ

মেজে প্রসাদ নাই * এতক কন্যার হেতু অযুক্ত কান্দন
 মন শোক পরিহর রাখহ বচন * অকাজে কন্যার লাগি
 ঘেহ ভাব মনে ॥ সৃজিল দুহিতা প্রভু জাযতা কারণ *
 আপে কেন জনক জননী পরিহরি ॥ মন রঞ্জে আশা সঙ্গে
 বঞ্চ প্রাণেশ্বর * কোথাতে জনক তোমা কোথাতে জননী ॥
 কোথাতে আপনি বঞ্চ কহ প্রাণ ধূনি * পৃথিবীতে যে
 সকল আপনে পণ্ডিত ॥ আপনার নিজ প্রায় বুঝিতে উচিত
 হরিষ বিসাদে কহি এসব বচন ॥ ডাকিয়া আনিল নিজ পাত্র
 মিত্রগণ ॥ পাত্র মিত্র সঙ্গে করি নৃপ তৈতকণ ॥ কুমার
 কুমারী কাছে করিল গমন ॥ কুমার সুনিল নৃপ আইসে
 পুরি মাঝ ॥ আগু বাড়ি নৃপে প্রণামিল যুবরাজ * গৌরবে
 কুমার কোলে লই নরপতি ॥ কুমারের তরে পুছে মধুর
 ভারতী * আমাহেতে কিবা দোষ বল কি কারণ ॥ কিহেতু
 আমাকে বাপু হইলা বিমন * করজোড়ে নৃপ আগে নিবেদে
 কুমার ॥ নিজ পুত্র হৈতে মোকে গৌরব তোমার * সব অর্থ
 শুভ মতে আছি রক্ষমন ॥ তবে কি চরণ জুগে করি নিবেদন
 পুত্র হীন ছিল বাপ সাহা গুণবান ॥ বহু দান ধ্যান করি
 মাগি প্রভু স্থান * পাইল আমাকে নৃপ বহু বত্ন করি ॥
 এথায় রহিলু মাও বাপ পরিহরি ॥ মাতা পিতা প্রতিনাছি
 দ্বিতীয় তনয় ॥ এথায় রহিলু আমি কঠিন হৃদয় * মনুষ্য
 হইয়া পশু পক্ষীর লক্ষণ ॥ মাতাপিতা ছাড়ি কৈল বিদেশে
 গমন ॥ উড়ায় ডিম্বের ছাঁও কতক সঙ্কটে ॥ উড়িলে
 না রহে মাও বাপের নিকটে ॥ অকাজে পালয় পক্ষী সে
 বংশে কঠিন ॥ জনক জননী সঙ্গে নহে পরিচিন * সেই অনু-

রূপ নৃপ আমি সে নিশ্চয় ॥ মাতা পিতা প্রতি হৈনু কঠিন
 হৃদয় ॥ বাপমাও অদর্শনে সান্তনহে মতি ॥ দেখিতে বাপের
 পদ আদেশ নৃপতি ॥ নৃপতি বলিল সুন সাহায্য নন্দন ॥
 না পারি রাখিতে দেশে করিলে গমন ॥ এখানে রহিলে
 যোর নয়ন অঞ্জলি ॥ দেশে গেলে নিশেধিতে নারি কদাচন
 জাইবে আপনা দেশে মন কোতুলে ॥ দহিবে আমার অঙ্গ
 বিচ্ছেদ অনলে ॥ লালমতি হতে তোমা দিয়া লাগে
 মনে ॥ বিরূপে রহিব বাপু তোমা অদর্শনে ॥ দহিবেক
 অঙ্গ যোর এথা প্রতিশ্রুতি ॥ প্রাণ উড়ে জাইবেক দোহান
 সহিত ॥ তবে নৃপে আদেশিল মহা পাত্র স্থান ॥ আনিতে
 দেহাজ দ্রব্য যত বিদ্যমান ॥ তিন লক্ষ মহা অশ্ব আনি
 এরাক ॥ মহা মহা ঐরাবত গজ এক লাখ ॥ রত্ন সব আনি
 দিল হাজারে হাজার ॥ দিলেক মুকুতা সব আনি ভারেভার
 উট গাভী ঘেষ আদি দিলেক অসংখ্য ॥ দাস দাসী
 বিদিতে আনি লক্ষলক্ষ ॥ পুষ্পে পুষ্পে আনি দিল রজত
 কাঞ্চন ॥ ত্রাপিতলের সংখ্যা নাহি কদাচন ॥ কনককাঞ্চন
 মুদ্রা কটি কটি লাখে ॥ নৌকা রথ কত শত কি কহিব
 মুখে ॥ কনক জড়িত দিল শতেক পালঙ্কি ॥ শতেক চলন
 ঘর সুবর্ণের টুঙ্গি ॥ কনক নির্মিত হীরা মানিক্য যণ্ডিত ॥
 নানা অলঙ্কার দিল পরম শোভিত ॥ পুষ্পে আনি দিল
 অমূল্য অমর ॥ রাখিল সে সব দ্রব্য কুমারগোচর ॥ এসকল
 রাখিয়া কুমার বিদ্যমান ॥ বিনয় করিয়া কহে নৃপতি এমনি
 তথ্য আমি অনুরূপ ভেটিব সাক্ষাত ॥ তোমা যোগ্য এ
 সকল নহে দ্রব্য জাত ॥ তোমার জনক নৃপ সাহা সেকা-
 লালমতি ॥

ক্ষর ॥ হাঁসিবে আমাক বহু বিক্রপ অন্তর * কুমার বলিল
 নৃপ সুন নিবেদন ॥ তোমার রূপায় যেই ধন পাইনু দান *
 তোমার বটেক মোর শহস্র রতন ॥ প্রিয়ার জনকতুমি গুরু
 মান্য জন * ধন রত্ন রাজ পাঠ জতেক তোমার ॥ মনেতে
 ভরসা মাত্র সকল আমার * জনক প্রসাদে মোর জতেক
 সঞ্চিত ॥ সকল তোমার হেন জানিও নিশ্চিত * ধন রত্ন
 প্রতি মোর নাহিক বাঞ্ছিত ॥ লক্ষ লক্ষ গুণ মোর আছে
 পৃথিবীত * যেই ধন কাজে ছিল বাঞ্ছিত প্রধান ॥ তোমার
 প্রসাদে সেই ধন পাইনু দান * প্রাণের দোসর প্রিয়া লাল-
 মতি আগে ॥ কুবের কারুণ ধনকোন কর্মে লাগে * এহেন
 শহস্র কোটি লক্ষ মুক্তামণি ॥ দেশে জাই বিলাইব প্রিয়ার
 নিছনি * আশীর্বাদ কর মাত্র মোকে মহামতি ॥ অক্ষয় হউক
 মোর ধন লালমতি * যে সকল দেহাজ দ্রব্য প্রসাদ পাইনু
 পরম জতনে দ্রব্য প্রণামি লইনু * জতেক প্রসাদ ধন পাইনু
 সকল ॥ নিবারে নারিব গোচরিনু পদতল * এসপ্ত সমুদ্র
 পার হয় মোর রাজ্য ॥ এসব সঙ্গতি মোর নাহি কোন কার্য
 নৌক। আরহিয়া গেলে অকুল সাগর ॥ অধিক সঙ্কট অতি
 সহ্য দুরান্তর * সমুদ্র উন্মত্ত ঢেউ পবন বিশাল ॥ পলকে
 বহিছে ডিঙ্গা হই জায় তল * লালমতি প্রিয়া সমে পক্ষি
 আরহনে ॥ অবিলম্বে চলি জাব আপনা ভবনে * তাম্বুনিয়া
 নৃপতি দিলেক অনুমতি ॥ জাইতে আপন দেশে সাহার
 সন্ততি * তবে যুবরাজ গিয়া হরিষ অন্তরে ॥ তাপিল
 পক্ষির পর অনল উপরে * ভক্তি ভাবে পক্ষি নাম স্মরে
 মনে ॥ হৃৎকার শব্দে পক্ষি ডাঁড়ল গগনে * দিনা মেঘে

যেন মহা ঠাঠা ভয়ঙ্কর ॥ সুনিয়া আশ্চর্য্য গুণে যথিবৈরনর
 কেহ বলে গিরি সৃঙ্গ ভাঙ্গিল পর্বত ॥ সমুদ্রে পড়িল শব্দ
 ভুমি কম্পবৎ * কেহ বলে অর্দ্ধেক পৃথিবী হৈল তল ॥
 কেহ বলে ভাঙ্গি পড়ে গগন মণ্ডল * কেহ বলে গড়ুর
 পক্ষিতে দিল উড়া ॥ কেহ বলে সমুদ্রে পড়িল গিরি চুড়া
 তপন ঢাকিল পক্ষি দিবা অন্ধকার ॥ মহা পাক ছাটে উড়ে
 শব্দ ভয়ঙ্কর * নিঃশব্দে রহিল যত যথোবৈরনর ॥ উড়ি
 পড়ে দুই পক্ষি কুমার গোচর * দুই পক্ষি দেখি সৈন্য করে
 হাহাকার ॥ সান্তাইল সর্ব সৈন্য নৃপতি কুমার * নৃপতিকে
 প্রণাম করিল বীর মণি ॥ কন্যায় প্রণাম কৈল জনক
 জননী * লালমতি সঙ্গে আই সাহার সন্ততি ॥ বসিল পক্ষির
 পৃষ্ঠে মন রঙ্গে অতি * মন সুখে বর বাল্য হরিষ অন্তর ॥
 যেহেন বসিল দোন পালঙ্কের পর * কুমার সম্বর কন্যা
 লই কৈল মাঝ ॥ মশরিক উদ্দেশি উড়ে মহা পক্ষি রাজ *
 লালবানু সনে আর জোলকর্ণ নন্দন ॥ পক্ষি আরোহনে
 কৈলা দেশেতে গমন *

* রাগ একাবলি, ছন্দ বিলাপ *

না দেখিয়া লালমতি ॥ শোকে কঁাদে নরপতি * আহা
 য়োর প্রাণ সূতা ॥ মোকে ছাড়ি গেলি কোথা * কতক
 সহিব দুখ ॥ পুনি না দেখিব মুখ * উপায় না দেখি য়োর
 পাসরিতে শোক তোর * আমি ভাগ্য হীন জন ॥ ছাড়ি
 গেলি তে কারণ * ভাগ্যবন্ত সেকান্দর ॥ পুত্র বধু
 গেল ঘর * কঁাদে মহারানী সতী ॥ আহা কন্যা লালমতি
 ছাড়ি যাও অভাগিনী ॥ কোথা গেল সূতা ধনি * য়োর

অভাগ্যের কাজ ॥ এথা আইল যুবরাজ ॥ সচ্য পরীক্ষা
 জিনি ॥ হরি নিল মোর প্রাণি ॥ আমি ভাগ্য হীন অতি ॥
 ছাড়ি গেল লালমতি ॥ না দেখি দর্শন তোর ॥ বিকল জীবন
 মোর ॥ রত্নশনক ভাগ্যবতী ॥ পুত্র বধু লালমতি ॥ দেখি
 পুত্র বধু মুখ ॥ খণ্ডিবে জন্মান্ত দুঃখ ॥ মোর দুঃখ অখণ্ডিত
 না ছাড়িল কদাচিত ॥ লালবারু কন্যা আর ॥ না দেখি
 পুনর্ব্বার ॥ আহা প্রাণ সূতীধমি ॥ নাসা চড়া খঙ্ক জিনি ॥
 মুখ পূর্ণিমার শশি ॥ না দেখিব যধু হাঁসি ॥ কুরঙ্গ
 নয়নি বাল্য ॥ মায়ের কণ্ঠের মালা ॥ তোমা কেবা
 নিল হরি ॥ আমি মাত্র প্রাণ ধরি ॥ নাই তোমা দরশন ॥
 জীব ধরি অকারণ ॥ গিউ দীর্ঘ যুগ জিনি ॥ নাসা তিল
 কুসম্বিনী ॥ অধর ভঙ্গিয়া পাত ॥ জিনি পুষ্প পরিজাত
 দর্শন যে শোভাকর ॥ দোসরি যুকুতা হার ॥ এ হেনো
 দুহিতা মোর ॥ ছাড়ি গেল কার ঘর ॥ জিনি কাঞ্চ হেম
 রঙ্গ ॥ ঝলকে তোমার অঙ্গ ॥ শূন্য করি গেলা বুক ॥ মরমে
 না সহে দুঃখ ॥ হেন কন্যা সূচরিতা ॥ ভবে জন্মিয়াছে
 কোথা ॥ চন্দ্র মুখ সুবদনি ॥ হাঁসিতে শ্রবণ মণি ॥
 কাঁদিতে যুকুতা ঝরে ॥ হেন কন্যা মোর ঘরে ॥ বিধি হৈল
 মোকে বাম ॥ গেল কন্যা কোন ঠায় ॥ অভাগী জননী
 এথা ॥ প্রাণ সূতা গেল কোথা ॥ দুখিনী মায়ের প্রাণ ॥
 গিরারৈল কোন স্থান ॥ বাহ লতা কমলিনী ॥ কমল যুগল
 জিনি ॥ দুই কর শোভা অতি ॥ নোথ যুকুতার পাঁতি ॥ কনক
 চম্পক জাঁতি ॥ আঙ্গুল শোভয় অতি ॥ দেখি ভুরু ভুরু
 ধনু ॥ পলকে মারয় তনু ॥ গধিনি শ্রবণ জিতি ॥ শ্রবণ

শোভয় অতি * নাভি শোভে অপরূপ ॥ যেন সুবর্ণের কুপ
 মধ্য দেশে সিংহ জিনি ॥ উরু রাম কদলিনী * হেন কন্যা
 জায় ছাড়ি ॥ জননীর প্রাণ কাড়ি * এহি মতে প্রতি নীতি
 কান্দি মহা দেবী সতী * তবে নৃপ অধিকারী ॥ সযোধ্য
 নিজ নারী * শুনপ্রিয়া কহিতোমা ॥ পরিহর শোক রমা
 কেবা রাধিয়াছে সূতা ॥ হেন শুনিয়াছ কোথা * সংসা-
 রের ব্যবহার ॥ কন্যা নহে আপনার * জার প্রিয়া তার সঙ্গে
 চলি গেল মন রঙ্গে * পতি সে নারীর দেবা ॥ পতি বিনা
 ইষ্ট কেবা * তুমি কাদ অকারণ ॥ শান্ত কর নিজ মন *
 শুনিয়া নৃপতি বানী ॥ শান্ত হৈল মহারানী * সাহাবদ্দিন
 মোহাম্মদ ॥ তাহান জুগল পদ * করি নিজ শিরস্ত্রান ॥
 আবদুল হাকিম কন

রাগ পয়ার ছন্দ ॥

এখাতে শান্তর নৃপ আপনার নারী ॥ পক্ষি আরোহনে জায়
 কুমার কুমারী * এ সমুদ্র সমুদ্র পার করি পক্ষিবরে ॥ রখিল
 কুমার কন্যা সমুদ্রের তীরে ॥ কুমার অথেষ্টে কহে পক্ষি
 দুই জন ॥ সমুদ্রে সমুদ্র আর নাহি কদাচন * মনুষ্য কুলেতে
 আর জাইতে না পারি ॥ মন রঙ্গ চলি জাও কুমার
 কুমারী * দুই পক্ষি চলি গেল আপনার স্থান ॥ লালবানু
 সঙ্গে রহে বীর গুণবান * সমুদ্রের কুলে ইঁটি জায় দুই জন
 মনুষ্যের সঙ্গতি নাহিক দরশন * দিবা অবশেষে যদি
 হইল রজনী ॥ রক্ততলে বিশ্রাম করিল গুণমনি * বন হতে
 কুমার আনিল মিষ্ট ফল ॥ লালমতি সঙ্গে খায় মক কোতু-
 হল * শোহনের রস রঙ্গ কোতুক অধিক ॥ কুমারী ইঁটিতে

মুখে অবিলম্বানিক * উপজিল জ্যোতিষ্য মহা মূল্য
 মণি ॥ অরন্যেতে দিগ্ভিমান হইল রজনী * মন মুখে অন্ধ
 নিশি দ্বিতীয় প্রহর ॥ কুমার কুমারী দোহে ছিল সজাগর
 শয়ন করিল তবে সাহার সন্ততি ॥ সজাগে রহিল তবে
 কন্যা লালমতি * হেন কালে নিশাচর পাশিষ্ট দুর্মতি ॥
 গেলামে গাথিয়ামেস আইল শীঘ্রগতি * সমুদ্রেতে মহা
 মংস্য ভাল ভাল ॥ তুলিবারে অন্ধা অতি রাঘব বোয়াল *
 সমুদ্রের তীরে ফিরে দুরাচার ॥ মানিকের দিগ্ভি দেখে
 বনের মাঝার * ভাল মতে নিরক্ষিয়া চাহে দুর্ঘট মতি ॥
 নিদ্রাতে কুমারে দেখে সজাগে যুবতী * ফেলাই হস্তের বদ্রি
 রাক্ষস দুর্মতি ॥ কন্যার নিকটে দুর্ঘট আইল শীঘ্রগতি *
 শয়নে দেখিয়া তবে নৃপতি কুমার ॥ অকস্মাতে কন্যা লই
 ধায় দুরাচার * কন্যায় ভাবয় মনে ব্যক্ত নহে ভাল ॥
 জাগিলে পতির প্রতি ঠেকিবে জঞ্জাল ॥ হেন সময়ে হইল
 কুমার নিদ্রাভঙ্গ ॥ যেহেন অনলে আসি পড়িল পতঙ্গ *
 নিদ্রার অলসে জাগি উঠি আশ্চরিতে ॥ জিনে কি নাজিনে
 জুড়ে রাক্ষস সহিতে * ভাল ব্যবহার নহে কর্ম অকস্মাতে
 অপ্রমর্গ বিসন্ধানে ঠেকয় নিষাত * অবিলম্বে কর্ম কৈলে
 নারদ চরিত ॥ সুদার না হয় সেই কর্ম কদাচিত * কুমারে
 বধিলে এহি দুর্ঘট অকস্মাৎ ॥ সর্বনাশ হয় মোর হইব অনাথ
 সতী নারী হই যদি প্রভুর বিদিতা ॥ লাঞ্ছ্যতে নারুকমোরে
 দুর্ঘট কদাচিত * মোর ভাগ্যে প্রাণ পতি রৈলে জীববত্তা ॥
 প্রকারে বধিবে এই রাক্ষস দুরন্ত * চিত্তিলেক প্রাণ পতি
 এতেক প্রকার ॥ শূন্যাকারে এসপ্ত সমুদ্র হৈল পূর * যক্ষম

পরীক্ষা হেন আশ্চর্য্য বচন ॥ করিল এ সব কর্ম মহিমা
 কারণ ॥ সে প্রভু অবশ্য মোকে করিবে উদ্দেশ্য ॥ এহিছুক
 নিশাচরে বধিবে বিশেষ ॥ যদি মোকে উদ্দেশিয়া না করে
 উদ্ধার ॥ সত্য সত্য নিজ প্রাণ ত্যাগিব আমার ॥ জাউক
 আমার প্রাণ প্রভুর নিছনি ॥ কুশলে রহুক মোর প্রভু গুনমণি
 মোর এক প্রাণ এহি হয় কি বিষয় ॥ ত্যাগিতে শহ প্রাণ
 তাতে কি সংশয় ॥ এতেক ভাবিয়া মনে রাজ কন্যা সতী
 জাগাই না দিল বাক্তা কুমারের প্রতি ॥ নিজ অঙ্গ প্রভু
 স্থানে স্থাপ্য সমর্পিয়া ॥ চলি জায় রাজবালা কান্দিয়া २ ॥
 নিবেদে প্রভুর পদে জুড়ি দুই কর ॥ আমার মনের ভেদ
 তোমার গোচর ॥ ভাল মন্দ ভাব যেন মনেতে আমার ॥
 ভাব সিদ্ধি কর মোর প্রভু করতার ॥ অপমানে কান্দি ২
 জায় রাজসূতা ॥ নয়নের জল বহি অবয় মুকুতা ॥ কুমারী
 কান্দয় শোকে হইয়া বিকল ॥ পন্থেপন্থে পাড়ি জায় মুকুতা
 সকল ॥ নিশাচরে লই জায় রাজবালা সতী ॥ অরন্য ছাড়িয়া
 নুড়দেত কৈল গতি ॥ উদ্যোশি পাতাল পুরি জায় নিশা
 চর ॥ পাতালপুরিতে এক পুরি মনোহর ॥ সুবর্ণের দিব্য
 মর শোভাকর অতি ॥ সেইঘর মাঝে নিল কন্যা লাল-
 মতি ॥ সুবর্ণের খাট এক পরম সুন্দর ॥ বসিলেক নিশা
 চর সে খাট উপর ॥ নিশাচর বলে কন্যা না কর কান্দন ॥
 সৃঞ্জিল তোমাকে বিধি আমার কারণ ॥ আপনার যোন
 সূত্রে কর মোকে পতি ॥ আনন্দে বঞ্চিবা রমা আমার
 সঙ্গতি ॥ ভুঞ্জাইব রাজ ভোগ নানা উপহার ॥ পুরিব নানান
 রস কোতুক বিহার ॥ কন্যায় মনেতে ভাবে লঘুর সহিত

কদাচিত্ত হয় মোর কর্ম বিষটিত * যদি সে মধুরে হয়
 শত্রু রসাতল ॥ যুক্তনহে সত্র আগে দিবারে গরল * বল-
 বস্ত শত্রু আগে অযুক্ত দুর্ভাক্য ॥ মিষ্ট বাক্য বাম যুক্ত
 পরিহরি সাক্ষ্য * এহেন ভাবিয়া বাল্য নিজ মনে ॥ নিশা-
 চর তরে কহে মধুর বচনে * বান্দিবারে নিশাচরে মহাশত্রু
 জানি ॥ আরম্ভিল মায়া মন্ত্রে মধু মিষ্ট বানী * কুমারী
 বলিল কহি শুন মহাশয় ॥ তোমাকে অসাক্ষ্যমোকে নাহিক
 নিশ্চয় * তবে এহি নিবেদন করি তোমা পাশ ॥ কাম
 ভাবে না লজ্জিবা মোকে ছয় মাস ॥ নিজ পতি হতে ভিন্য
 হইলে যুবতী ॥ ছয় মাস যুক্ত নহে লজ্জিবারে পতি * ছয়
 মাস মাঝে যদি ধৈর্য্য পরিহরি ॥ মন রঞ্জে যদি অন্যপতি
 এক করি * বিধবা হইতে পুনি নাহিক বিলম্ব ॥ অকস্মাতে
 ভাঙ্গি পড়ে পতি আরম্ভ * পর্য্যাক্রমে আন গোত্র
 ব্যবহার জানি ॥ ছয় মাস ধৈর্য্য ক্ষেমি হয় পতি হানি *
 তোমা হিত চিন্তি জান সর্ব্বদায় ॥ ছয় মাস ধৈর্য্য ভঙ্গ
 মোকে না জুয়ায় * অন্য ভাব আশ্রয় না রাখিবামনে
 সত্য জান কহি তোমা হিতের কারণে * ছয় মাস তোমাকে
 যে বরিতে কারণ ॥ বিধবা হইলে পুনি বিফল জীবন
 ভাঙ্গিয়া পাড়িল বৃক্ষ ধরি রৈবু ডাল ॥ সে ডাল ভাঙ্গিলে
 মোর জীবন বিশাল * দুখের উপরে দুখ প্রাণে কত শয়
 ষাও পরে লবন মাখিতে যুক্ত নয় * তোমা সঙ্গে বঞ্চিত
 না পারি যদি কাল ॥ এছার জীবন হতে মোকে হৃদ্য ভাল
 এহাতে সে যদি বল করে কদাচন ॥ অভি শাপ দিয়া
 তোমা ত্যাগিব জীবন * তোমা ভয় করি আপে হইব

বিনাশ ॥ কদাচিত না পুরিবেতোমা মোন আশ ॥ সত্য
 কহিহু আমি তোমাকে বচন ॥ প্রাণের কাতর আমি নহি
 কদাচন ॥ যদি মোর প্রতি আছেতোমা মম আশ ॥ দুহিতা
 সঙ্গ যোকে পাল ছয় মাস ॥ লোভেতে কালের বাসা
 জান তন্তু সার ॥ কমা ধৈর্য যুলে রাখ প্রাণ আপনার ॥
 যদি সে নিকটে যুত্যা জান তন্তু সার ॥ কমহ ব্যাধির হাতে
 যুও আপনার ॥ এত শুনি নিশাচরে ভাবি নিজ মোন ॥
 লজ্জিলে সত্যর বালা ত্যাজিবে জীবন ॥ এহেন সুন্দর বালা
 হইলে নিধন ॥ নিশ্চয় জানিবেমোর বিফল জীবন ॥ এহেন
 আশ্চর্য রম্য নাহিক ভুবনে ॥ কান্দিতে যুকুতা ধারা ঝরে দুই
 নয়নে ॥ চরিত্র দেখিতে মোর হেন লয় মন ॥ কথ্য নহে
 কন্যা বাক্য সত্য এ বচন ॥ ছয় মাস ছেতু কেন দোহান
 বিনাশ ॥ পালিতে কন্যার বাক্য যুক্ত ছয় মাস ॥ মন লোভে
 যদি করি কন্যা প্রতি বল ॥ না জানি কি ভাল মন্দ হয়
 ফল ফল ॥ এতেক ভাবিয়া কহে লালমতি পাশ ॥ একুই
 নিদ্রায় মোর আর ছয় মাস ॥ ছয় মাস তোমার প্রতি কহিহু
 বিহার ॥ শান্ত হই রহ মন রঞ্জে আপনার ॥ এ বলিয়া
 শয়ন করিল দুরাচার ॥ মোহার মুগ্ধ গর দিল হস্তেতে কন্যার
 বলিল মুগ্ধ গর এই ধরি নিজ করে ॥ প্রহারিতে রহ মোর
 চরনের পারে ॥ শয়ন করিহু অঁধি নিদ্রা হৌক ভার ॥
 মর্দন করহ রমা চরণ আধার ॥ কন্যায় চিত্তুর নিজ
 উপদেশ হিত ॥ নিশাচর যুত্যা ভেদ লইতে উচিত ॥
 সঙ্কানে জিনয় শত্রু বলবন্ত অতি ॥ করিব কপট মায়্য ছুষ্টের
 সঙ্গতি ॥ মোনে ভাবে কথ্য বাক্য করিয়া প্রকার ॥ বধিলে
 লালমতি ॥

বিধম্মী শত্রু দোষ কি তাহার * পরধন পর নারী হরেরেই
 ছার। শাস্ত্রেতে প্রভুর শত্রুসেই দুরাচার * জারকর্মে বিক-
 থিত ত্রিজগত পতি। চিন্তিলে তাহার মন্দপুণ্য বাড়ে অতি
 পাপিষ্ঠ দুষ্কের মন্দ পুণ্য অনুমানি ॥ রাক্ষসের মায়া মন্ত্র
 কহে মধু বানী * গদ গদ ভাষে কহে মহারাজ সূতা ॥
 বচন রচনে যেন ঝরয় মুকুতা * কহেত্তু রাক্ষস আশে
 জুড়ি দুই কর ॥ নিবেদী মোনের ভেদ তোমার গোচর ॥
 এথাতে আনিলে মোকে পাতাল ভুবন ॥ তুমি বিনা এম
 মোর নাহি ইচ্ছ জন * নিদ্রাতে তোমাকে কেহ করিলে
 সংহার ॥ আমি অভাগিনী প্রতি লক্ষ্য নাহি আর * ভ্রান্ত
 বন্ধু ইচ্ছ তোমা না দেখি এখাত ॥ সে জন্য তোমার হেতু
 মর্ম হয় পাত * নিশাচর বলে যত্ন নাহিক আমার ॥
 মোকে সংহারিতে হেন শক্তি আছে কার * কন্যা বলে
 হেন রাক্ষস সান্ত নহে মন ॥ কোনমতে নাহি বল তোমার
 মরণ * যথা মোকে ভঙ্গ দেও কিবা সত্য বানী ॥ কোন
 রূপ কহ বাক্য নির্ণয় না জানি * জাহার জন্ম তার অমর
 মরণ ॥ যত্ন হেন নাই তোমা বল কি কারণ * আদি অন্ত
 বাক্য যেবা কহ তত্ সার ॥ তবেসে কহেতে ভঙ্গ উপদে
 আমার * যদিবা গৌরব মোকে আস্ত হেন জানি ॥ ভিন্ন
 ভেদ পরিহর কহ তত্ বানী * চিন্তিতে মরণ তোমা মর্ম
 ধাম খান ॥ পাইলৈ স্বরূপ ভেদ সান্ত হয় প্রাণ * মিত্র ভাষ
 লাভে পুছি মর্মের বেথার ॥ শত্রু ভাবে মোকে না রাখিবা
 সর্বদায় * কন্যার বচন সুনি সকরুণ মন ॥ কপট ছাড়িয়া
 কহে সত্য বিবরণ * কন্যা স্থানে আদি অন্ত কহে নিশাচর

জ্বলনে পুজিলু দেব দ্বাদশ বংশের * আমাকে হইয়া তুষ্ট
 দেব মহামতি ॥ প্রসন্ন বদনে বর দিল মোর প্রতি * এহি
 পুষ্পতরু দেখবন্দারমার ॥ সেই বৃক্ষ মাঝে প্রাণ রেখেছি
 আমার * এহাতে যদিবা কেহ আসি এহি স্থান ॥ এক
 কোপে কাটি বৃক্ষ করে দুই খান * এহি বৃক্ষ কাটি তিন
 দিন অবিশ্রাম ॥ মোর সঙ্গে করে যেন বিষম সংগ্রাম *
 সেই বীর হস্তে মোর নিশ্চয় মরণ ॥ সমাল মাঝারে হেন
 আছে কোন জন * এ বৃক্ষ না কাটে তবে কহি তত্‌ সার
 প্রলয়পর্যন্ত যত্ন নাহি আমার * এবৃক্ষ কাটিতে হেন আছে
 কোন জন ॥ তিন দিন মোর সঙ্গে করে যুহা রণ * এমহি যুগলে
 যত নর নিশাচরে ॥ জুষ্টিতে আমার সঙ্গে কেবা বীর্য ধরে
 আমি বিনা অন্য কেহ ভেদ নাহি জানে ॥ কেবা আসি কাটি-
 বেক বৃক্ষ এহি স্থানে * এসব রত্নাত্ত কেহ না জানে সুন্দরী
 পরম আনন্দে রহ সদ্ধ পরিহারি * পাতাল নগর পুরি
 নির্মিল বিশেষ ॥ নর নিশাচরে কেহ না জানে উদ্দেশ * চিত্ত
 পরিহার সত্য কহিলু বচন ॥ কদাচিত নাহি জান আমার
 মরণ * যতেক মনের ভেদ কৈলু আদি তত্ত ॥ এই পন্থ
 বিনা নাহি মরনের পন্থ * নিদ্রায় পিড়িল আঁধি রহিলু শয়নে
 লোহার যুগ্ম মোর প্রহার চরণে * এথা নিদ্রা হৈতে
 জাগি উঠিল কুমার ॥ না দেখয় লালমতি প্রিয়া আপনার
 প্রাণের দুঃখ ভ প্রিয়া না দেখি সাক্ষাৎ ॥ ঘূর্ণিতে মহাস্রসেল
 ফুটে অকস্মাৎ * আশ্চর্যিতে বজ্রাঘাত ভাঙ্গি পড়ে শিরে
 আহা শব্দে বিহারে তু সমুদ্রের তীরে *

* রাগ দীপ ছন্দ বিলাপ *

বিকল হইল অতি, হিরতর নহে মতি, প্রিয়ানোকে
 ব্যাকুলিত্ত মন ॥ কান্দয় নৃপ সন্ততি, আহা প্রিয়া লালমতি
 তোমা হরি নিল কোনজন ॥ নতুমোকে পরীক্ষিতে, গিয়া
 যোর আবিদিতে, অলক্ষিতে চাহ যোর অঙ্গ ॥ কেন প্রিয়া
 যারা ছলে, বিরহের তুষানলে, দহি ভস্ম কর যোর অঙ্গ ॥
 বিনয় করিয়া অতি, নাম ধরি লালমতি, উষ্ট্রশ্বরে ডাকে
 ঘনঘন ॥ কোথা গেলে প্রাণ ধন, দিয়া মোকে আলিঙ্গন,
 ধড়ে রাখ আমার জীবন ॥ তোমা বিনা প্রাণ ধড়ে, যেন
 মিনে বন্ধে তড়ে, সেই রূপ হইল আমার ॥ জোড় ভাঙ্গি
 পাকি ধরি, যেন রাতে বন্দী করি, তেনরৈনু বনের মাঝায়
 কোন দুষ্টি হরিনিতে, বল প্রিয়া কি নিমিতে, নিজে যোর
 মা করিল ভঙ্গ ॥ ভাঙ্গি তার বীরদাপ, সংহারিতে সেই
 পাপ, সিংহে জেন বধয় মাতঙ্গ ॥ তোমা হেন রাজ সূতা
 সপ্তে কেবা পায় কোথা, অপরূপ পরম সুন্দরী ॥ তোমা
 হেন সুবদনী, আর কড়ু নাহি সুনি, লিলার জিনিলা হর
 পরি ॥ শতে শতে নৃপ সূত, রূপে জিনি অদ্ভুত, পরাভব
 পাইল তোমা আশে ॥ পাইনু তোমা হেনধন, আমি ভাগ্য
 হীন জন, হারাইনু নৃসিংহের দোষে ॥ চতুর্দশ শাস্ত্র জিনি
 কহ মিষ্ট মধু বানী, সুধারস অমৃতের ধার ॥ হেন রূপ
 রঙ্গ জ্ঞান, ভুবনেতে নাহি আন, নারী মাঝে সদৃশ তোমার
 আহা ত্রিজংপতি, রূপাকরি হীনোপ্রতি, দিয়া ছিলা আকা-
 শের শশি ॥ পুরাইয়া মনস্কাম, কেন বিধি হৈয়া বাঘ, গলে
 দিলা বিরহের ফাঁসি ॥ যদি প্রিয়া নাহি পাই, মরিব গরল
 খাই, নতুবা সাগরে দিব বাঁপ ॥ আহা প্রিয়া প্রাণ ধনি,

আমার কণ্ঠের মনি, দিলে মোরে বিরহে সন্তাপ * তোমার
 গৌরব ধরি, বাপ মাও পরিহারি, ইচ্ছিলাম অতি দুঃখ
 ভার ॥ এতক প্রকারে হুন, তোমকে পাইয়া পুন,
 হারাইবু বনের মাঝার * এ সমুদ্র সমুদ্র তারি, তাইবু
 বানিজ্য করি, ঘাটে আনি ডুবা ইবু ধন ॥ নিদ্রা মোর হৈল
 বৈরী, তে কারণে নিল হরি, লালমতি জীবের ভীষণ * না
 জানি কেমন চোরে, কোথা প্রিয়া নিল তোরে, ঘর্ম সেল
 হানিল আমার ॥ সত্যত প্রতিজ্ঞা মোর, উদ্দেশিয়া সেই
 চোর, প্রাণে বধি করিব সংহার ॥ পত্নী মোর নিল হরি,
 বিফল জীবন ধরি, প্রাণ দিব তোমার কারণ ॥ কান্দি যুব-
 রাজ, প্রবেশে অরন্য মাঝ, বিচারেস্ত গহণ কানন *

রাগ জমক ছন্দ ॥

যেই পন্থে নিশাচর হরিল কুমারী ॥ পন্থে পড়িয়াছে
 দুক্তা সারি সারি * জানিল এ পন্থে হরি নিল রাজ সূতা
 কান্দিতে নরনে বারে আছয় যুকুতা * সেই পন্থে চলি জায়
 বীর গুণবান ॥ পন্থেতে দেখিল এক পাষান প্রধান *
 পাষান পর্য্যন্ত দেখে যুকুতার ধার ॥ পাষান ধরিয়া তোলে
 মৃপতি কুমার * পাষানের তলে দেখে সুড়ঙ্গ প্রধান ॥ সুত
 ক্ষেতে প্রবেশিল বীর তুরমান * সুড়ঙ্গের পাথে দেখে দুক্তা
 ধরে ধরে ॥ সেই পন্থে হাঁটি বীর চলিল সত্যরে * সমুখে
 দেখিল বীরে দিব্য পুরি ॥ সুবর্ণের ঘরদ্বার সুবর্ণ উয়ারি
 স্থানে স্থানে সুবর্ণের শোভয় প্রাচীর ॥ প্রিয়া উদ্দেশিয়া
 চলে নির্ভয় শরীর * দর্শন না পায় এক মনুষ্য সহিত ॥
 সুবর্ণের দিব্য পুরি দেখিল বিদিত * সেই পুরি

মারো কান্দে রাজ বাল্য সতী ॥ নিজ কর্ণে শুনিল কুমার
মহামতি * পুরি মারো সুনী বীর কান্দনের ধ্বনি ॥ পুরির
দ্বারেতে দাণ্ডাইল গুণমণি * মনেতে ভাবয় বীরে বুঝিতে
উচিত ॥ কান্দয় কাহার নারী কেন সন্তাপিত * যদি হয়
প্রিয়া এহি কন্যা লালমতি ॥ চরিত্র বুঝিব বাল্য কেমন
প্রকৃতি * অপমানে কান্দে কিবাকান্দে ঘোরশোকে ॥ বুঝিব
কেমন বাল্য ভজমান ঘোকে * সতিত্রে আছয় প্রিয়া এত্যাণ
নন্দিনী ॥ নহে কিবা মতিভ্রমে হৈল দ্বিচারিনী * গোপতে
মনের ভেদ গোঁয়ে ঘেই মতে ॥ কান্দন বিনয় প্রায় বুঝিব
বেকতে * এতেক ভাবিয়া মনে জোলকর্ণ নন্দন ॥ গলকণ্ঠে
সুনে বীর কন্যার কান্দন * রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

নিদ্রাচর দুরাচরে, পড়িয়াছে নিদ্রা ঘোরে, নিদ্রাজায় মহা
ঘোরতর ॥ যদি ভাঙ্গে ঢোল ঢাক, শব্দ নাই কর্ণে তাক,
নিদ্রার অচেতন কলেবর * নিজমনে শোকে অতি, কান্দে
বাল্য লালমতি, আহা বিধিকেন হৈলা বাম ॥ আশ্চর্যিতে
বজ্রমাথে, ঠেকি নু' রাক্ষস হাতে, কোথা রৈল পতি গুণ-
ধাম * আহা প্রভু প্রাণেশ্বর, গগনের শশধর, জোলকর্ণ
নন্দন গুণশ্যাম ॥ তোমা হেন সুবরাজ, নাহিক ভুবনমাঝ,
রূপে গুণে জিনি নব কাম * তপজপ করি অতি, পাই নু' তোমা
হেন পতি, দিয়া বিধি কৈল বিড়ম্বন ॥ বিধাতা বিমন
রাজ, হারাই নু' পতি রাজ, প্রাণদিব প্রভুর কারণ * আহা
পতি প্রাণ ধন, বিনা তোমা দরশন, অক্ষ অঙ্গে বরিসে
অনল ॥ তোমা অদর্শনে ঘোর, দশদিক লাগে ঘোর, ঘোর
প্রতি জীবন গরল * পতির বিচ্ছেদ শোক, হতে অতি

ভয়ানক, কণ ছেদ দেহ শত খণ্ড ॥ যে নারী কুঁকণে জন্ম,
 শত চিন্তা হয় মর্ষ, জনম তাপিনী নারী ভণ্ড * ভঙ্গ হতে
 বিক তাপ, পর হস্তগত পাপ, অধোগতিনারী দ্বিচারিনী ॥
 আহা প্রভু নিরঞ্জন, কেনহেন বিড়ম্বন, কোন দোষ
 কৈল অভাগিনী * পতি হতে করি ভিন, কৈলা মোকে
 পরাধীন, দুষ্ট হস্তে কৈলা সমর্পন ॥ কুলটা যুবতী নই,
 কুলবতী নারী হই, সত্য ভাবে ত্যাজিব জীবন * জীবধরি
 ধর্ম নাশ, ছাড়িহু জীবন আশ, প্রাণের কাতর নহে সতী
 তুমি বিনা প্রাণ নাথ, জীব ধরি অজথাভ, ভিন্য হৈল প্রাণ
 মোর পতি * আহা প্রভু যুবরাজ, আমি অভাগিনী কাজ,
 নানা দুঃখ পাইলে অপার ॥ মরিষ সন্দেহ নাই, এই সে
 সস্তাপ পাই, না সেবিরু চরণ তোমার * ভ্রমিকের মুখে
 সুনি, মোর প্রেম মনে গুণি, দণ্ডেক না রৈলা নিজ দেশে ॥
 মাতা পিতা পরিহরি, মোকে অশ্রেন করি, চলি আইলা
 বৈর গীরবেশে * নিজ সিংহাসন ত্যাগি, আমি দুখিনীর
 লাগি, একাকি হইলা দেশান্তরী ॥ জীব আশা পরিহরি,
 ভ্রমিলা সমুদ্র গিরী, যত্নে মোর প্রেম মোনে ধরি * মোর
 প্রেমে মজি মোন, প্রাণ পনে দরশন, কৈলা জাই আমার
 সঙ্গতি ॥ মোর মায়া রূপ ধরি, নারী বেশ অঙ্গে পরি, অন্তঃ
 স্পুরে গেলা মহামতি ॥ আমার জনক বর, জেন
 ব্যাঘ্র সমস্বর, তান প্রতি না গুনিয়া ভয়া ॥ প্রেমরসে মজি
 মন, গিয়া দিলা দরশন, রসের নাগর দয়ায় * আমাকে
 প্রসন্ন করি, প্রাণ মোর নিলা হরি, কামিনী মোহন জ্যোতি
 ধনি ॥ তোমা রূপ গুণবান, সহস্র কামিনী প্রাণ, নিতে

শ্রদ্ধা তোমার নিছনিঃ তোমা সম গুণবান, ভুবনেনাঙ্কিত
 আন, গুনের সাগর প্রাণ পতি ॥ করিলে যে ঘটকাম, হেন
 কর্ম অনুপম, করিতে না পারে সুরপতিঃ এতেক প্রকারে
 অতি, আমি নারী অধোগতি, বিবাহ করিলা প্রাণেশ্বর ॥
 যোর খণ্ডকত ফলে, ভাসিহু সমুদ্র জলে, বধিতে নারিহু
 তোমা ঘরঃ এহি সে দারুন শোকে, বিধিয়ে না দিল মোকে
 পতি পত্নী শয্যা করিবার ॥ বিষম সন্তাপে অতি, যোর
 লাগি প্রাণ পতি, ত্যাগিবেক প্রাণ অপনার ঃ আহা পতি
 প্রাণধন, পুনি তোমা দরশন, না পাইষ এপাপ নয়নে ॥
 দেখি তোমারূপ রঙ্গ, পুলকে রতির অঙ্গ, পরিহার যাগয়
 মদনে ঃ আমি ভাগ্যহীন নারী, সপ্ত দীপ অধিকারী,
 পতি যোর জ্যেষ্ঠকর্ণনন্দন ঃ গগনের চন্দ্র হতে, দিয়া
 ত্রিজগত নাথে, পুনি হরি নিলা নিরঞ্জন ঃ স্বামী হেন
 যুবরাজ, পুরিল মনের কাজ, মনেতে করিহু বহু আশা ॥ বিধী
 নিদারুন হৈল, পতি হৈতে ভিন্য কৈল, বহু আশে হইহু
 নৈরাশ ঃ হারাই এহেন কান্ত, কেমনে হইব শান্ত, ধড়েতে
 না রহে যোর প্রাণি ॥ আহা প্রভু নিরঞ্জন, আমা সম কদা-
 চন, না সৃজিল ভবে বিরহিনী ঃ নিশাচর দুর্ঘট মতি,
 কপট প্রকার অতি, ভাঙিয়া রাখিহু ছয় মাস ॥ যদি ছয়
 মাস মাঝে, না ঘটয় যুবরাজ, আপ্যাতী হইব বিনাশ
 আবদুল হাকিম ভনে, শোকপরিহর মনে, ত্রিলোকমোহিনী
 রমা সতী ॥ সতী ঃ নিরঞ্জন, দুঃকতোমা বিমোচন,
 অবিলম্বে মিলিবেক পতিঃ

রাগ পয়ার ॥

এহেন শুনিল যদি রোদন প্রনতী ॥ জানিলেক সতী

ভঙ্গ নহে লালমতি কন্যার মুখেতে বীরে সুনীয়া কান্দন
 শোকে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত সাহার নন্দন * যত তৈল পাই
 যেন উছলে আনল ॥ তেহেন বাহান পাই বলে বাড়ে
 বল * পবন সাহায্যে যেন জলে করে আশ ॥ নিজ বলে ভাঙ্গি
 ধার সূমেরু কৈলাস * সুনী রাক্ষসের নাম গুণি অপমান
 কুপিত জোলকর্ণ সূত কৃতান্ত সমান * ভুবন বিখ্যাত
 বীর সাহার সন্ততি ॥ মাতঙ্গ সৌরভ পায় যেন পশুপতি
 ক্রোধে চতুর্গুন বল আপনা পাসরি ॥ গ্রাসিতে মাতঙ্গ
 যেন চলিল কেশরী * মহা ক্রোধে সিংহ নাদ করে মহা
 বীর ॥ পদের প্রহারে ভাঙ্গে পাষান প্রাচীর * মহা
 কোপে চলে যেন যন্তু ঐরাবত ॥ নিজ দন্তে ধ্বংশীবারে
 সূমেরু পর্বত * তেহেন সাপোটে জায় মেঘনাদ ছাড়ি ॥
 চূর্ণবত করিয়া রাক্ষস-ঘর বাড়ী * পদের প্রহারে মহী-
 হইল অস্থির ॥ শিকল প্রহারে ভাঙ্গে পাষান প্রাচীর * পুরি
 মাঝে প্রবেশিয়া নির্ভয় শরীর ॥ দেখিল সুন্দর এক কনক
 মন্দির * সে দিব্য মন্দিরে এক পালক উপর ॥ দেখিল
 শয়নে দুই মহা নিশাচর * লোহার মুদগর হাতে লই লাল
 মতি ॥ অবধি অন্তরে কান্দে রাজ বাল্য সতী * লালমতি
 মুখ দেখি বীর গুণবান ॥ যত অঙ্গে পুনি যেন সঞ্চাঙ্গিল
 প্রাণ * কন্যা মুখ দেখি নয়নের জল ধার ॥ ক্রোধে প্রজ্জ্ব-
 লিত বীর অগ্নি অবতার * খড়া হস্তে করি ধার বীর গুণ
 ধাম ॥ রাবনে দেখিয়া যেন কুপিত শ্রীরাম * কিচকে দেখিয়া
 যেন গতি কৈল ভীম ॥ বীর দর্পে আশ্ফালয় তার নাই
 সিম * মহা ক্রোধে নৃপ সূতা যেন হতাশন ॥ দহিতে

খাণ্ডব যেন করিল গমন ✽ সিংহনাদ করি হাতে লই
 অশিধার ॥ চলিল রাক্ষস শত্রু করিতে সংহার ✽ কুমারে
 দেখিয়া কন্যা হরিষ অন্তর ॥ নিবেদে প্রতির আগে জুড়ি
 দুই কর ✽ সুন কহি দয়াময় প্রভু গুণবান ॥ দরশনে পুনি
 মোকে প্রাণ দিলা দান ✽ নয়নে দেখিহু আমি চরণতোমার
 তোমা আগে হৈলে মৃত্যু সাফল আমার ✽ মৃত্যুকালে
 তোমা পদ দেখিতে নয়নে ॥ বাঞ্ছিত মাগিহু পুরাইল
 নিরঞ্জন ✽ তবে হিত উপদেশ সুন প্রাণ পতি ॥
 করিহু কপট মায়া দুষ্কের সঙ্গতি ✽ কহিল আমাকে ভেদ
 তত্ত্ব আপনার ॥ মৃত্যুর প্রকার এক আছয় তাহার ✽ সেই
 রূপে তাকে যদি না করে সংহার ॥ কদাচিত আর রূপে মৃত্যু
 নাহি তার ✽ দ্বাদশ বৎসর দেব পূজি নিরন্তর ॥ দেব আগে
 পাপিষ্ঠ পাইল এহি বর ✽ ওই পুষ্প রক্ষ দেখ বন্দার
 মাঝার ॥ ওই রক্ষ মাঝে প্রাণ রাখিল তাহার ✽ ওই রক্ষ
 স্বজীবে রহিতে পৃথিবীতে ॥ পাপিষ্ঠের প্রতি মৃত্যু নাহি
 কদাচিতে ✽ ওই পুষ্প রক্ষ মাঝে পাপিষ্ঠের প্রাণ ॥ এক
 কোপে কাটি রক্ষ কর দুই খান ✽ সেই রক্ষ না কাটে
 রাক্ষস আর মূল ॥ রহিলেক মূল ছেদ রক্ষ সমতুল ✽ কন্যা
 মুখে বার্তা পাই জোলকর্ণ নন্দন ॥ বিপাক বুঝিয়া বীর
 ভাবে মনে মন ✽ ভাবিতে লাগিল বীর মনে আপনার ॥
 নিদ্রাতে বধিলে শত্রু অধর্ম আমার ✽ তবে মহা ক্রোধে
 গিয়া মশরেকের নাথ ॥ প্রহারিল রাক্ষসের মুখে পদাঘাত
 কুমারের পদাঘাত বজ্র সমস্বর ॥ খাইয়া মর্যাত্ত যাও উঠে
 নিশাচর ✽ জাগিয়া বহেত্ত বাক্য কুপিত অন্তর ॥ সুনহ

মনুষ্য জাতি ক্ষুদ্র কলেবর * কোন গর্বে আদিয়াছ
 পাতাল নগরে ॥ কোথা শূকরের দর্প শাঙ্গুল গোচরে *
 এখাতে আনিতেনারে মনুষ্য শক্তি ॥ মৃত্যু হেতু এখাতে
 আইলা দৈব গতি * মরিতে আইলে ভূমি বিদিতে আমার
 ঘটাইল বিধি তোকে আমার আহার * কোন গর্বে মুখে
 মোর প্রহার চরণ ॥ ব্যাঘ্র মুণ্ড হস্ত দাও মরিতে কারণ *
 কুম্ভার বলিল সুন নিশাচর পাপ ॥ ব্যাঘ্র আগে শূকরে
 করহ বীর দাপ * দেখহ আপনা অঙ্গ মহা গুরুতর ॥ কিণ
 অঙ্গ দেখ মোর নয়ন গোচর * জেন মহা স্বক তেন না
 হয় কুঠার ॥ কাটি পাড়ে মহা মহা স্বক অনিবার * অতি
 কিণ মহা মূল্য খজা খরশান * কাটি পাড়ে মহা মহা পর্বত
 পাবান * অকাজে শক্তির গর্ভ ধরহ দুর্বার ॥ ক্ষুদ্র সিংহে
 বধে গজ পর্বত আকার * প্রতিজ্ঞা করিহু যদি করে কর-
 তার ॥ কাটিব তোমার মুণ্ড কদলি আকার * বিদারিব মর্ম
 তোমার বুকে হানি সেল ॥ কাটিব ক্ষুদ্রতে মুণ্ড জেন পাড়ে
 বেল * নিদ্রাতে হরিলা নারী মোর অগোচর ॥ তেকারণে
 তথা না দেখিলা যম ঘর * জখনি দেখিহু তোকে নয়ন
 গোচর ॥ অবিলম্বে পাঠাইব যমরাজ ঘর * চোর হই
 কোন মুখে দর্প কর অতি ॥ মুখেত নাহিক লজ্জা পাপিষ্ঠ
 দুর্মতি * অবিলম্বে পাপ শাস্তি দিব এইক্ষণ ॥ তবে সে
 জানিবে মোকে জোলকর্ণ নন্দন * বকাবকি কর্ম নহে
 সুন দুরাচার ॥ সংগ্রামে বুঝিবে জেবা বিক্রম জাহার *
 নিশাচর বলে জেবা নারে ধাইবার ॥ মৃত্যু কালে মুখে
 বাক্য কটুর তাহার * রাক্ষস মুখেতে হেন সুনিয়া বচন ॥

ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত বীরজেন হতাসন * হস্তেতে ধরিয়া বীর
 খড়্গ খরশান ॥ বিজলির সম ভেল জ্বলি আশ্রয়ান *
 তা দেখিয়া রুষিলেক পাপ নিশাচর ॥ মহাসিলা ধরি মারে
 কুমার উপর * অলঙ্কিতে খড়্গ হানে বীর গুণবান ॥
 পাষান কাটিয়া পাড়ে করি দুইখান * তা দেখিয়া লালমতি
 রাজ বাল্য সতী ॥ প্রভুকে সমর্পে স্থাপ্য আপনারপতি *
 আয় প্রভু ত্রিজগৎ ভূমি অধিকারী ॥ তোমা আগে সত্য
 যদি হই সতী নারী * পতির বিজয় বর মাগি তোমা পাশ
 কুমারের হস্তে হউক রাক্ষস বিনাশ * তোমার আদেশ
 জথা ধর্ম তথা জয় ॥ অবিলম্বে রাক্ষসের মুণ্ড হউক কয় *
 পরধন ভিন্ন নারী মনে লোভ জার ॥ পড়ুক তোমার বস্ত্র
 মুণ্ডেতে আহার * পাষান কাটিল যদি সাহার কুমার ॥
 মহা ক্রোধে নিশাচর করে হাহাকার * উখাড়ি সালের
 তরুপাপি ছরাচার ॥ কুমার উপরে মারে পর্বত আকার *
 কুমার হানিল নিজ খড়্গ খরশান ॥ অবিলম্বে বকে খড়্গ
 ভেদে তুরমান * দেখিয়া ক্রোধেতে প্রজ্জ্বলিত নিশাচর ॥
 দুই চারি রক্ষ ধরি উখাড়ি সতুর * ভ্রমাইয়া সে সব রক্ষ
 মস্তক উপর ॥ কুমার উদ্দেশী কেপেপাপি নিশাচর * অল-
 কিতে খড়্গ হানে জোলকর্ণ মস্ততী ॥ সে সকল খড়্গহানী
 কাটি লিলাগতি * তা দেখিয়া নিশাচর অতি ক্রোধমন ॥
 কুমারের পরে করে সিল্য বরিশন * লিলাগতি নৃপসূতে
 হানি অশিধার ॥ চারি দিকে কাটি পাড়ে সিল্য অনিবার
 সঘন পাষানে খড়্গ হানে কুমার ॥ খড়্গের প্রহারে উঠে
 গগনে বাসার * অগ্নি কনা খসি পড়ে খড়্গের প্রহারে ॥

অগ্নি গড় হৈল রন ভূমি চারি ধারে * কাটা সিন্ধা রক্ষ
 দহি উঠে নিরন্তর॥ অগ্নি মাঝে দুই বীরে জুঝে পরস্পর *
 নর নিশাচর দোহ যুদ্ধ অরূপম ॥ ইন্দ্রজিতে লক্ষণের
 যেহেন সংগ্রাম * মেঘনাদ ছাড়ে যেন রাক্ষস দুর্মতি ॥
 সিংহনাদ করি উঠে সাহার সন্ততি * ঠাঠা ভয়ঙ্কর যেন
 দোহান গর্জন ॥ কর্ণেতে লাগয় তালি শব্দ বিচক্ষণ *
 আঘাড মাসেতে যেন বরিষে নির্ঝর ॥ ঠনাঠনি শব্দ উঠে
 অতি ভয়ঙ্কর * সিন্ধা রক্ষি নিরন্তর কুমার উপর ॥ দোহান
 আটোপে ঘি কঁপে থর থর * মারুতে ভাঙ্গিয়া যেন পাড়ে
 গিরী চুড়া ॥ সমুদ্রে পড়য় যেন পার্বতের মুড়া * দুই বীরে
 যুদ্ধ করে মহি টলমল ॥ অধিক চিন্তিত বাল। ত্রিভুয় বিকল
 আল্লাকে অস্তিত্ব বহু করি কন্যা সতী ॥ প্রভুর চরণে মাগে
 করিয়া প্রনতি * জোলকর্ণ নৃপতি রোসনক দেবী সতী
 সে দোহ প্রভাবে রক্ষা কর যোর পতি * সে দোহান
 পুনের প্রভাবে নিরঞ্জন ॥ কুমার হস্তেতে কর রাক্ষস নিধন
 বীরে বীরে যুদ্ধ করে দোহ বলবন্ত ॥ শিকা গুণ দুই বীরে
 আপনা রাখেত্ত * এহিমতে যুদ্ধ করে দুই মহা বীরে ॥ তিল
 প্রায় ক্ষত কার না হৈল শরীরে * বিক্রমে বিষম সম সম
 দুই বীর ॥ মহা বীর্যশালী দোহ নির্ভয় শরীর * পরাজিতে
 নারে বীরে রাক্ষস চিন্তিত ॥ হাতেতে লইয়া গদা ভ্রমাই
 তুরিত * তা দেখিয়া কুমার-মনি বীরগুণবান ॥ হস্তেতে লইল
 মহা গুরুজ প্রধান * ভুবন বিখ্যাত দোহ নর নিশাচর ॥
 দোহানের গদা যুদ্ধ বিষম সমর * মহা আন্তনাদে যেন
 গর্জয় গগন ॥ আটোপ তেহেন পুরে সুরাসুররন * গুরুজ

গদার উঠে শব্দ ঠনাঠনি ॥ দোহানের পদ দর্পে কাতর
 মেদিনী ❀ গুরুজ গদার যুদ্ধ হৈল বহুতর ॥ প্রহারয় নিবা-
 রয় দোহ নিরন্তর ❀ কুমারে ক্ষেপিয়া গদা মারে নিশা-
 চর ॥ কুমার লয়েন্ত গদা গুরুজ উপর ❀ কুমার গুরুজ হানে
 বজ্র সমস্বর ॥ গদা আড়ে নিবারয় পাপী নিশাচর ❀
 গদায় গুরুজে উঠে শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ প্রহারিতে নারে কেহ
 কাহার উপর ❀ এহিমতে দুইবীরে জোঝে অবিশ্রাম ॥ জয়
 পরাজয় নাই বিসম সংগ্রাম ❀ রাখিল গুরুজ গদা দুই মহা
 বলি ॥ দুই বীর মধ্যে যুদ্ধ কাহু ঠেলাঠেলি ❀ পদে পদে
 জড়াজড়ি গুজা গুজি রন ॥ রাক্ষসে সহিতে নারে কুমার
 তাড়ন ❀ কিন্তু অবসর পাই পাপী নিশাচর ॥ মহা রক্ষ ক্লেপি
 মারে কুমার উপর ❀ সেই রক্ষ নিবারিয়া মশরেকের মাথ
 মহা ক্রোধে কাটি পাড়ে রাক্ষসের হাত ❀ কাটিল দক্ষিণ
 হস্ত কোপে ছরাচার ॥ কুমারকে মারে দুষ্ঠ হস্তের প্রহার ॥
 মারিয়া কুমার অঙ্গে অস্ত্রের প্রহার ॥ ভাবিতে লাগিল
 পাপী মনে আপনার ❀ অক্ষয় শরীর মোর ক্ষত কিকারণ ॥
 কাটিয়াছে পুষ্প রক্ষ হেন লয় মন ❀ এতেক ভাবিয়া
 মনে পাপিষ্ঠ দুর্মতি ॥ দেখিবারে পুষ্প রক্ষ ধায় শীঘ্রগতি ❀
 পুষ্প রক্ষ না দেখিয়া ছাড়ে প্রাণ আশ ॥ আর্তনাদ ছাড়ে
 যেন গর্জয় আকাশ ❀ যেহেন রামের বান না সহে শরীরে ॥
 হাঁহা শব্দে ডাক ছাড়ে কুন্তকর্ণ বীরে ❀ তেন মহা শব্দে কান্দে
 যুগে দিয়া হাত ॥ আহা বিধি মোকে হেন ঠেকালে
 নিষাতি ❀ মানব কুলেতে হেন বিখ্যাত কুমার ॥ পাতালে
 প্রবেশি যুগু খাইল আমার ❀ এহেন ভরসা মোর

ছিল মনে অতি ॥ কাটিতে এ স্বক নাহি কাহার শক্তি*
 হেন মহা স্বক কাটা পাড়ে অলক্ষিত ॥ কাটিল আমার
 বাহু আমার বিদিত * যুগে করাঘাত হানী কান্দে বহু
 তর ॥ সংগ্রামে আইল পুনি কুণিত অন্তর * লালমতি
 সংহারিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ কন্যা প্রতি কহে দুই
 গর্জিয়া গর্জিয়া * দেখায়ে আমাকে মায়া মধু-মিষ্ট
 বানী ॥ মিত্র রূপে শত্রু হই লৈলা মোর প্রাণি * কপটে
 লইলা মোর মৃত্যুর ব তান্ত ॥ কহিলা সে সব ভেদ পাই
 প্রাণকাত্ত * আমা হৈতে মৃত্যু ভেদ লইলা আমার ॥ মোর
 অস্ত্রে মোর প্রাণ করিলে সংহার * খাইলে আমার যুগ
 বসি মোর পাশ ॥ মধু বাক্যে কৈলা তুমি মোর বুদ্ধি
 নাশ * তোর বাক্যে না রহিল বুদ্ধি মোর স্থির ॥ মায়া
 যুদ্ধে পরাজয় আমা হেন বীর * এতেক ভাবিয়া মনে
 পুনঃ ছয় মাস ॥ পুরিতে না দিলা মোকে রতিরঙ্গ আশ*
 ভাণ্ডিয়া না দিলে মোকে করিতে বিহার ॥ উদর পুরিব
 তোকে করিয়া আহার * পতির সাক্ষাতে তোকে ভক্ষিব
 এইক্ৰমে ॥ মৃত্যু কালে দুখ তবে না রহিবে মনে * পাপিষ্ঠ
 প্রতিজ্ঞা সুনী কুমারী ত্রাসিত ॥ ধাইগিয়া দাণ্ডাইল কুমার
 বিদিত * নিশাচর বাক্য সুনী ত্রাসে রাজবালা ॥ নয়নে
 অশ্রয়ে বিন্দু বিন্দু মুক্তা মালা * কুমারী চিন্তিত দেখি সাহার
 কুমার ॥ বীর দর্প করি ওঠে সিংহের আকার * কন্যা প্রতি
 সন্মোখিয়া কহে বীর মণি ॥ ধন্য সতী তুমি ত্রিলোক্যমহিনী
 এহেন প্রচণ্ড জ্ঞান তুমি কুল জসি ॥ গ্রহিতে নারিল রাহু
 তোমা হেন শশী * রাক্ষস মুখেতে সাক্ষী পড়িল তোমার

একারে রাখিল। সত্য ধর্ম আপনার * জনকি হরিল পূর্বে
 লঙ্কার রাবনে ॥ উদ্ধারি আনিল সীতা শ্রীরাম লঙ্কনে *
 প্রত্যয় না করে রামে জানকি বচন ॥ বিনা পরীক্ষায় কতু
 শুদ্ধ নহে মন * যদি সে রাবন ঘুখে স্নেহে হেন বানী ॥ না
 কৈপে অনল কুণ্ডে পতিব্রতা জানি * সে পরীক্ষা
 ইন্তে এহি পরীক্ষা নিখল ॥ রাক্ষস ঘুখেতে সাক্ষী পুরিল
 সকল * লজ্বিতে নারিল তোমা কতু দুষ্কমতি ॥ সত্যত
 জানিহু তুমি পতিব্রতা সতী ॥ নিশাচর প্রতি মনে ভয়
 পরিহারি ॥ নিঃসঙ্কায় আশা সঙ্গে রহ প্রাণেশ্বরী * কি
 করিতে পারে তোমা পাপি দুরাচার ॥ আমার সাক্ষাতে কিবা
 আসক্তি তোমার * সেকৌতুক সঙ্গে চাহ না গুন সঙ্কট ॥
 আসিতে না দিব শত্রু তোমার নিকট * সত্যত জানহ প্রিয়া
 আমার বিদিতে ॥ দেব শূরে আসি নারে তোমাকে লজ্বিতে
 নিদ্রাতে আছিহু হেতু এহেন বিপাক ॥ সাক্ষাতে পাইলে
 যেন বধিত বরাক * বৈরি হেতু যুদ্ধ যৌর সঙ্গে তিন দিন
 আজি তাকে করি দিব যমের অধীন ॥ সাক্ষাতে রহিতে
 আমি না ভাবি সংশয় ॥ সহরিশে রক্ত চাহ পরিহারি ভয় *
 নিজ প্রিয়া সম্বোধিয়া কহিল বচন ॥ নিশাচর সংহারিতে
 করিল গমন ॥ সিংহনাদ করি জায় ধরিয়া রূপান ॥ রাক্ষ-
 সের বাঘ হস্ত কাটে তুরমান * দুই হস্ত কাটা গেল পদে
 করি ভার ॥ মেঘনাদ করি চলে রাক্ষস দুর্বার ॥ সূর্যের
 ভেদীতে যেন ঐরাবত কাপে ॥ দুই হস্ত শূন্য পাপী চলিল
 আটোপে * কুমার দেখিল ক্রোধে আইল নিশাচর ॥
 চলিল কুমার-মনি কুপিত অন্তর * যে হেন কুপিত

ভীষ্ম কৃষ্ণ অরুসারে। দুর্বোধম উরু ভাঙ্গে গদার প্রহারে ॥
 তেহেন আটোপে বীর হানে অশিধার ॥ রাক্ষসের দুই
 উরু কাটিস কুমার ॥ দুই উরু কাটিলেক সাহার সন্ততি ॥
 গিরী মূর ভাঙ্গি যেন পড়িল দুর্ঘতি ॥ আকাশ পাতাল
 পাপি যুথ প্রসারিয়া ॥ বুকে হাঁচি চলে কন্যা খাইতে ধরিয়া
 তা দেখি আশিত হই কন্যা লালমতি ॥ কুমার নিকটে ধাই
 আইল শীঘ্রগতি ॥ কুমার দেখিল কন্যা প্রাসিতে আইসল
 শরজালে আবরিল সাহার তনয় ॥ রাক্ষসের দুই ওষ্ঠে হানি
 তিকু শ্বর ॥ দুই ওষ্ঠ বিকীর্য করিল একান্তর ॥ যেহেন
 আটোপে রাম কুণিত অস্তর ॥ রাবনের বুকে হানে
 তিকু তিকু শ্বর ॥ তেন মহা কোপে ধরি সরফল মূলুক ॥
 তিকু তিকু বান হানে রাক্ষসের বুকে ॥ পাতালে প্রবেশি
 বাসি যে হেন আটোপে ॥ মৈদা-সুর ধরি যুও ছিড়ে মহা
 কোপে ॥ তেহেন আটোপে অস্তি বীর গুণবান ॥ রাক্ষসের
 যুও কাটে ধরিয়া কপান ॥ পর্বতের চূড়া যেন ভাঙ্গে অক-
 ক্ষাত ॥ ভূমেতে পড়িল পাপি হইয়া নিপাত ॥ রাক্ষসের যুও
 হস্তে ধরি বীরবর ॥ লালবারু পদ নিম্নে ফেলার সন্তর ॥
 বলিল কন্যার ব্যাবি লইয়া যন্তকে ॥ পড় গিয়া ছার যুও
 অধোর নরকে ॥ পরধন পর নারী লোভে জার মন ॥ ইহ
 লোকে পর লোকে অবশ্য লাঞ্ছন ॥ বিচ্ছেদ সন্তাপে অতি
 সাহার নন্দন ॥ সহরিয়ে নিজ প্রিয়া দিল আলিঙ্গন ॥ নয়নে
 নয়ন দিয়া অধরে অধর ॥ কদেহ আলিঙ্গিল রসের নগর ॥
 নিভিল বিরহ অগ্নি প্রেম মধু পানে ॥ প্রিয়া লইগমন করিল
 পদানে ॥ লালবারু সঙ্গে রক্ত সাহার নন্দন ॥ শুড়ঙ্গের
 লালমতি ॥

পাথে চলে আনন্দিত মন * লালমতি আগে করি সাহার
 কুমার ॥ হাঁটয় অরন্য পাশে সিংহ অবতার * এই মতে
 কত দিন হাঁটী বনে বনে ॥ ক্ষুধায় বনের ফল খায় দুইজনে
 এইমতে কত দিন হাঁটী দুইজন ॥ সম্মুখে দেখিল এক বিচিত্র
 ভবন * পরম উত্তম পুরি অতি মনোহর ॥ পুষ্পার উদ্যান
 তথা দিব্য সরোবর * নগরেতে দিব্য দিব্য সারিসারি ঘর
 মহা হরষিতে রহে সাধু সদাগর * দেখিতে শোভয় যেন
 অমরা ভবন ॥ দেখিয়া আনন্দ অতি নৃপতি নন্দন * নগর
 মাঝেতে এক চৌরাসী সুন্দর ॥ নির্মিয়াছে পরম উত্তম
 মনোহর * নগরে আইসয় যত পুরবাসীগণ ॥ সে দিব্য
 মন্দিরে করে সাধন ভজন * শতেক কলসি ভরিয়াছে দিব্য
 জল ॥ জল পান করিবারে বিদেশী সকল * নগর অন্তরে
 এক পাষানের ঘর ॥ তপস্বিনী রূপে কন্যা গৃহের অন্তর *
 পাষান প্রাচীর ঘর পাষানের দ্বার ॥ কপাট মেলিতে নারে
 গজ পাটওয়ার * দ্বারেতে কুলুফ কুঞ্জি করি কন্যা সতী ॥
 নিষ্কনে বসিয়া ধ্যান করে নিজ পতি * মখন বিকল রমা
 বিরহে তাপিত ॥ গবাক্ষে হেরয় মুখে জপে প্রতিনিতি *
 বিদেশী ভ্রমিক যত নগরে আইসয় ॥ অবধি অন্তরে কন্যা
 গবাক্ষে হেরয় * সেই গৃহ সুমিথে চৌরাসী শোভাকর ॥
 লালমতি সঙ্গে গৃহে প্রবেশে কুমার * ঘর দেখি কুমারী
 কুর্সার গুণবান ॥ প্রসংশিল দিব্য পুরি রাজ যোগ্য স্থান *
 দেখিয়া উত্তম স্থান আনন্দিত মন ॥ বিশ্রাম করিল তথা
 সাহার নন্দন * রাজ ভোগ উপহার জতেক নানান ॥ মুদি
 সবে আনিয়া ভেটিল ভুরমান * কন্যা তরে আত্মা দিল

সাহার নন্দন ॥ নানা উপহারে অন্য করিতে রন্ধন * রন্ধন
 করিল বাল্য সহরিশ ঘন ॥ পরম আনন্দে দোহ করিল
 ভোজন * রহস্য কোতুকে অতি হরিশ অন্তর ॥ বর বাল্য
 দোহ কৈল উত্তর পদুত্তর * হাস্য পরিহাস অতি সহরিশ
 ঘন ॥ অর্দ্ধ নিশি আনন্দে গোড়াইল দুই জন * হরিল অবধি
 রমা রাক্ষস দুর্জনে ॥ নিসিথে নাহিক নিদ্রা কুমার নয়নে
 সাক্ষাতে রাখিয়া প্রিয়া নয়নের পর ॥ বসিয়া গোড়াইল
 নিশি হস্তে ধনুধর * হেন কালে পাষানের গৃহের অন্তর ॥
 তপস্বিনী রোকবানু কান্দে একেশ্বর * নিরবে বসিয়া বর
 বাল্য দোহ জন ॥ যন সাবধান স্নেহে কন্যার কান্দন *
 আবদুল হাকিম কহে পাঁচালি পয়ার ॥ স্বদেহে আত্মা
 দেহ পরম বেহার * রাগ দক্ষিণা বসন্ত *

বসন্তের রিত, বন্দা বিরাজিত, নানা পুষ্প বিকশিত ॥
 প্রিয়া দূর দেশে, বিরহের ক্লেশ, দহে রমণীর চিত *
 কোকিলের ধ্বনি, স্ননি বিরহিনী, অঙ্গে বরিষে অনল ॥
 নবীন যুবতী, বিনা প্রাণ পতি, ভবে জীয়ে গরল * আহা
 করভার, আশা সম আর, নারী নাই বিরহিনী ॥ কেমন
 নিরঞ্জন, করিলা সৃজন, আশা হেন অভাগিনী * দিবস
 জামিনী, কান্দি একাকিনী, পতির বিচ্ছেদ শোকে ॥ জীবের
 জীবন, পতি প্রাণধন, কান্ত সয়ফল মূলুকে * গুনের সাগর
 রসের নাগর, সাহা ছেকান্দর সূত ॥ ভুবন মাঝার, তোমা
 সম আর, রূপ নাহি তদুত্ত * রৈলা মোকে ছাড়ি, প্রাণ
 নিলাহরি, আরনা দেখিব মুখ ॥ বিচ্ছেদ যন্ত্রনা, সহেনা ২, কারে
 কহিব সে দুখ * সাফল্য জীবন, পশু পক্ষিগণ, না জানে বিরহ

বেথা॥ মন রঙ্গে অতি, মনে নিজ পতি, বকে জার জখা তখা
 সংসারে দুষ্কিত, হেন কসচিৎ, নাই আশা সম নারী॥ আছি
 অভাগিনী, জনম দুখিণী, হৈনু কলকের ভারি ॥ নারী অধগতি
 ছাড়ি জার পতি, সে নারী জীবন অকাজ ॥ আহা নিরঞ্জন
 মোকে বিশ্বরণ, হই রৈলা যুবরাজ ॥ জীবন যৌবন, মোর
 অকারণ, সদায় তাপিত মন ॥ বুঝিই বিশেষ, আরু হৈল শেষ
 শোকে তেজিব জীবন ॥ ত্যাগিলে জীবন, তবে কদাচন, খণ্ড
 বিরহ দুখ ॥ যত জীব ধরি, সহিতে নাপারি, সদায় বিদরে
 বুক ॥ আহা প্রাণপতি, কিহেতু বিমতী, হৈলা অভাগিনী
 প্রতি ॥ জানি নিজ দাসী, মনে কুপা বাসি, উদ্দেশি না
 কৈলা গতি ॥ তোমার বিরহে, প্রাণে কত সহে, মরিব
 ভক্তি গরল ॥ জীব আসা ত্যাগি, প্রভু পদে মাগি, হউক
 তোমা কুশল ॥ তোমার বাঞ্ছিত, যেবা মনহিত, পুরাউক
 প্রভু আগে ॥ এ বলিয়া সতী, করিয়া প্রনতী, নিরঞ্জন
 স্থানে যাগে ॥ যুবরাজ প্রতি, কন্যা লালমতি, প্রভুঘট, র
 তুরিত ॥ পতিপ্রাণকানু, লইলা লবারু, সদা রহ আনন্দিত
 মনে লালমতি, চির জীব অতি, হইয়া সংসার মায়া ॥
 হরিষ অনুর, বক প্রাণেশ্বর, ডুগাই সম্পদ রাজ ॥ পতি
 আরু জসে, বক মন রসে, তবে অবধি অনুর ॥ আছিল
 ললাটে, প্রাণ দিব বাটে, তোমা ভাবে প্রাণেশ্বর ॥
 যদি ধৈর্য ধরি, তোমা ভাবে মরি, তবেই সাকল্য মোর ॥
 যতু লইনু ইচ্ছা, তোমা পদ নিছা, প্রাণ ফেলিব মোর
 হই প্রেম জ্বালা, কন্যা রোকবালা, কান্দয় করি প্রনতি ॥
 যত একে এক সব স্মিলেক, বসি কন্যা লালমতি ॥

কন্যার বিনয়, সুনী মর্মদয়, নয়নে অবয়ব জল ॥ উদ্ভাসের
 রিত, দুষ্কের বেধিত, সুনী হইল বিকল ॥ পতির গোচর
 জুড়ি দুই কর, পুছে কন্যা লালমতি ॥ কহ প্রাণ নাথ,
 কি হেতু এখাত, নারী শোকাকুল অতি ॥ নারী একাধরি,
 বহু ভক্তি করি, কান্দে তোমা নাম ধরি ॥ স্মরি জগ পতি
 সাহা মহা মতি, কান্দে কুহরি ॥ কন্যা কেবা হয়, কেন
 বিলাপয়, সত্য কহ প্রাণ কান্ত ॥ কহে বীরমনি, সুন প্রাণ
 ধনি, পহু কোতুক স্বতান্ত ॥ রাগ জমক ছন্দ ॥

তোমা উদ্দেশিয়া আমি যদি কৈল গতি ॥ পথেতে মিলিল
 এক মহা নরপতি ॥ তার পুত্র বিড়া হেতু করিল কোড়নি
 মহা নরপতি সাহা আমীর নন্দিনী ॥ আছিল কুচ্ছিত রূপ
 নৃপতি কুমার ॥ ভজমান নাই বালা তাকে করিবার ॥
 পথেতে পাইয়া যোকে সেই নরপতি ॥ করিল আমাকে বহু
 বিনয় প্রনতি ॥ আমি জাই এই কন্যা বিড়া করি দিতে
 দেশে আনি দিলে রমা তার পুত্রে নিতে ॥ এড়াইতে নৃপ
 হাতে নারি কদাচন ॥ সেই দেশে কন্যা বিড়া কৈল তে কারণ
 যেইমতে এই কন্যা নাহি পরসিনু ॥ যেইমতে সদৃষ্টেতে
 মুখ না চাহিনু ॥ যেন মতে পথে গেল কন্যা পরিহারি ॥
 যেন মতে পিছে ধাইল সুন্দরি ॥ যেন মতে কন্যা ছাড়ি
 কারেস নৃপতি ॥ সসৈন্যে সহিতে নিজ দেশে কৈল গতি ॥
 যেন মতে কন্যার বিনয় বহু সুনী ॥ যেন মতে অশ্রু ভুলি
 লৈল প্রেম গুনি ॥ যেন মতে পথেতে কোতুক ব্যাধহার ॥
 যেন মতে হরিল ধিবর দুরাচার ॥ একে সে সকল কহিল
 স্বতান্ত ॥ জালবার বলে কহি সুন প্রাণ কান্ত ॥ বিষটিত কর

প্রভু করিঞ সুদার ॥ হারাই পাইলা পুনঃ রত্ন আপনার ॥
 এক বাক্য কহিতে মনেতে শ্রদ্ধা অতি ॥ যদিবা বিস্থিত
 প্রভু না হও মোর প্রতি ॥ উচিত কহিতে প্রভু আগেমনে
 ভিত ॥ পতি সঙ্গে সম যুক্ত নহে নরঙ্গিত ॥ পতির অন্তত
 বিনা বাক্য কদাচন ॥ পতি আগে যুক্ত নহে কহিতে বচন
 কুমার বলিল শুন প্রিয়া কণ্ঠমনি ॥ অমৃত লহর তোমা
 মুখে মিষ্ট বানী ॥ হিত ভাবি কহ যদি বচন কটুর ॥ অমৃত
 সঙ্গ রস যেহেন মধুর ॥ জদ্যপী আমাকে প্রিয়া কহ
 কু-বচন ॥ তোমা প্রতি মধু পান হেন লয় মন ॥ তোমা
 বাক্যে মনে মোর না জন্মে বিকার ॥ মন সঙ্গে কহ বাক্য
 সঙ্গতি আমার ॥ কুমারী বলিল কহি শুন শুদ্ধ মতি ॥
 তুমি প্রভু এহেন কন্যার প্রাণ পতি ॥ নিজ সত্য রক্ষা হেতু
 ভাবেতে তোমার ॥ রহিলেক পাষাণের গৃহে বান্ধী দ্বার ॥
 তোমা জপতপ ধ্যান করে নিরন্তর ॥ তপস্বিনী রূপে যোমা
 মঝে একেশ্বর ॥ তোমার বিচ্ছেদ শোকে কান্দে কন্যা
 সতী ॥ সহরিশে আছে প্রভু তুমি রঙ্গমতি ॥ কন্যার কান্দনে
 হয় পাষাণ বিদার ॥ তথাপি মনেতে বেথান ॥ জন্মে তোমার
 পতি সে নারীর দেব ধর্ম যত ইতি ॥ পতি বিনা নারীর
 নারিক অন্যা গতি ॥ জনক জননি পরিহারি নারীগণ ॥ মন
 সঙ্গে ভজে নারী পতির চরণ ॥ পতি দৃষ্টে সতীর নয়ন
 নিরন্তর ॥ পতির নয়ন অন্য নারীর উপর ॥ ভ্রমর প্রকৃতি
 সত্য পুরুষের মন ॥ এক পুষ্প মকরন্দে শান্ত নহে মন ॥
 বিচারেত্ত অন্যে অন্যে পুষ্প মধুময় ॥ পুরুষ ভ্রমর জাতি
 কঠিন হৃদয় ॥ নারীর ছাড়িতে পতি সঙ্কট অধিক ॥ পুরুষে

ছাড়িতে নারী নাহি দিগুদিক্ * পুরুষ নারীর গতিপতি
 প্রাণ ধন ॥ তপস্বিনী হই সতী ভাবে এক মন * দেখেছি
 রাজ বাল্য ত্যজি অন্ন জল ■ তোমার বিচ্ছেদ শোকে
 কান্দিয়া বিকল * তোমা স্মরি কান্দে শোকে সতী বিরহিনী
 কদাচিত না স্মরিল জনক জননী * যতেক বিনয় কৈল
 রাজ বাল্য সতী ॥ সুনিলা আপনা কর্ণে তুমি প্রাণ পতি
 নিজ প্রাণ দিতে তোমা পদের নিছনী ॥ তোমা অবিদিতে
 কৈল সুন গুণমণি * বিদিতে করিলে নারী বলে মায়া
 ছল ॥ অজ্ঞাতে সুনিলে যেবা বিনয় সকল * সতীনি প্রভাষে
 মোকে না গুণি প্রমাদ ॥ তোমা প্রেম লাভে মোকে কৈল
 আশীর্বাদ * নতুবা ইচ্ছতা কিবা আমার সহিত ॥ অনু-
 দ্বেসে কহে মোকে বাক্য গৌরবিত * শুনিয়া কন্যার যত
 বিনয় সকল ॥ সত্য জান পাষান কঠিন হয় জল * তথা-
 পিতৃ করুনা না হৈল প্রাণ কান্ত ॥ নিজ দরশনে কন্যা না
 করিলা শান্ত * এতেক বুঝি তুমি কঠিন হৃদয় ॥ এহেন
 নিষ্ঠুর কেন তুমি দয়াময় * কন্যার বচন সুনি কহেত্ত
 কুমায়ে ॥ এতেক কটুর প্রিয়ে বলহ আমারে * মধু জিনী
 বাক্য তোমা অমৃত লহরী ॥ স্তুতিবাক্যে মিন্দ মোকে প্রাণের
 দোসরী * তোমার কটুর বাক্য মধু বরিষন ॥ শুধারস
 মুখে তোমা অমৃত বচন * এই কন্যা কেবা নহে জানি
 তত্ত্ব সার ॥ কান্দয় কাহার হেতু বনিতা কাহার * কোন
 রাজ্যে বিভা কৈল এহি কোন দেশ ॥ কোথায় রহিল রমা
 না জানি উদ্দেশ * হয় কি না হয় বাল্য না জানি প্রত্যয়
 জদ্যপিও হয় তোমা প্রতিমানে ভয় * কি রূপে সন্তোষি

বল সে কন্যার মন ॥ তোমা ভরে ধড়ে প্রাণ নাহি কদাচন
 সতীনির অরিভাব মনেতে আচরি ॥ যদি সে বিমন মোরে
 হও প্রাণেশ্বরী * তবে সত্য কহি প্রিয়ে শুনহ বচন ॥ বিফল
 হইল মোর এ পাপ জীবন ॥ কুমারী বলিল শুভু বাক্য
 বিপরিত ॥ নিজ দাসী প্রতি কেন মনে বাস ভীত ॥ বন্ধু
 হতে রূপা বাসে শত্রু হতে ভয় ॥ শত্রু ভাব মনে তোমা
 কেন দয়াময় * তোমা প্রেম রসে মোর হৃদয় পূর্ণিত ॥
 বৈরিভাব মনে মোর নাহি কদাচিত * তোমার হরিষে
 মোর হরিষ অপার ॥ তোমা অসন্তোষে বৃথা জীবন আমার
 তোমা শত্রু যেবা মোর শত্রু সেই সব ॥ তোমা বন্ধুগণ
 হয় আমার বান্ধব * যদিবা সতীনি শব্দে মনে ক্রেশ পাই ॥
 দিব্য কৈনু আপনি আপনা সুও খাই * তবে নিবেদন
 শুভু রাতুল চরণে ॥ সেই কন্যা নহে হেন বল কিকারনে
 কন্যা রোকবানু যদি কহে কদাচিত ॥ জোলকর্ণ শশুর
 কারে বলে পৃথিবীতে * যদি সে জোলকর্ণ নামে আছে
 অন্য জন ॥ জগৎ ঈশ্বর হেন বলে কি কারণ * সেই বিনা
 জগ পতি নাহি কিতী মাঝ ॥ সয়ফল মূলুক অন্য নাহি যুব
 রাজ ॥ জগৎ ঈশ্বর সাহা জোলকর্ণ সন্ততি ॥ সয়ফল
 মূলুক বলে এ নারীর পতি * যদি মোর তরে আত্মা কর
 দয়াময় ॥ তথা আই কন্যা মনে করি পরিচয় * আদেশিল
 যুবরাজ জাও প্রাণ ধনি ॥ কি হেতু কান্দয় কন্যা কাহার
 রমণী * কুমারের আদেশ পাইয়া লালয়তি ॥ কন্যার
 নিকটে জার রাজবালা সতী * গর্ভাক দ্বারেতে দাড়া-
 ইল গুণবতী ॥ রোকবালা প্রতি পুছে মধুর ভারতি *

অমৃত জিনিয়া বাক্য আরম্ভিল বাল্য ॥ বচনে গাঁথয় নক
 লক মুক্তা মালা ॥ কাহার দুহিতা তুমি কাহার যুবতী ॥
 সত্য করি কহ রমা কেবা তোমা পতি ॥ নিকুঞ্জ পাশান
 গৃহে কেন একেশ্বরী ॥ কি হেতু কান্দিতে আছ কুহরিং
 সয়ফল মূলুক কেবা কাহার কুমার ॥ জোলকর্ণ কাহার নাম
 কহ তত্ত্ব সার ॥ কি রূপে বিচ্ছেদ হৈল তোমা নিজ পতি ॥
 কিসিতে প্রকার কিবা তাঁহান সঙ্গতি ॥ তোমার বিনয়ে
 মোর দগধর প্রাণ ॥ তেজাজে মিত্রতা ভাবে পুছি তোমা
 স্থান ॥ কহিবা মনের বেধা আমাকে নিশ্চিত ॥ পুছি আমি
 তোমা দুঃখে হইয়া বেধিত ॥ লালবানু মুখে বাক্য সুনি
 রোক বাল্য ॥ গদভাসে কহে গাঁথি মুক্তা মালা ॥ গাঁথয়
 মুক্তা হার অমৃত বচনে ॥ কহ পটুত্তর বানী সচকিত মনে
 তুমি কোন জোন হও কহ প্রাণ সখী ॥ কি হেতু আমার দুঃখ
 পুছ চন্দ্র মুখি ॥ নাহি জানি শত্রু মিত্র তুমি কোন নারী ॥
 তোমাকে মনের ভেদ কহিতে না পারি ॥ সয়ফল মূলুক
 কথা পুছ কি কারণ ॥ কহিতে না পারি বিনা পতি দরশন
 যুগ হীন ক্ষক মোর দেহ জীব হীন ॥ সজীব রহিতে
 মোর মৃত্যুর অধীন ॥ জীব হীন দেহ প্রতি কি পুছ বচন ॥
 প্রাণ বিনা বাক্য না নিঃসরে কদাচন ॥ ওলি হীন পুষ্প
 আমি বিরহে তাপিত ॥ বিরহ বেদনা প্রতি পতি সে
 বেধিত ॥ পতি বিনা মর্ষ ভেদ না কহি কাহাতে ॥ কদা-
 চিত প্রাণ সখী না পুছ আমাকে ॥ জাহাকে কহিলে খণ্ডে
 মনের বেদন ॥ তাহাকে কহিব ঘটাইলে নিরঞ্জন ॥ তোমাকে
 কহিতে দুঃখ কোন প্রয়োজন ॥ তেজারনে অজথা তেনা কহি
 লালমতি ॥

বচন * লালমতি বলে কহ নহে অজ্ঞাত ॥ অবিলম্বে
 মানস পুরিবে সহসাত * অনুশোক পরি হর পূর্ণ ভেল
 আশা ॥ খণ্ডিবে তোমার যত ছিল দুঃখ দশা * ছাড়ি
 বীরহ ক্লেশ সান্ত্ব কর চিতা ॥ তোমা অন্ধকারে চন্দ্র হইল
 উদিত * প্রভুর রূপায় সিদ্ধ তোমা মন কাজ ॥ শীঘ্রই
 মিলিবে তোমা পতি যুবরাজ * যদি সে আমাকে বাঙ্গা
 আদেশ বচন ॥ কণ্ঠ গতে প্রাণ তোমা দিব এইকণ * যুব-
 রাজ সসফল যুলুক যে কুমার ॥ অবিলম্বে আনিদিব বিদিত
 তোমার * রোকবান বলে যথা কহ কিকারণ ॥ গঙ্গা জল
 ছাড়ি কোথা কুপে মজে মন * যথা কন্যা লালমতি ত্রিলোক
 মহিনী ॥ তথায় রহিল মোর প্রভু গুণমনি * লালমতি পরি-
 হরি আমার কারণ ॥ মোনেতে না লয় এথা করিবে গমন
 লালমতি দাসী তুল্য না হই নিশ্চয় ॥ তে কারণে পাসরি
 রহিল দয়াময় * মায়া রূপে কহ কিবা এ সত্য বচন ॥ সত্য
 হেন মনেতে না লয় কদাচন * সত্য বাক্য কহ যদি এক
 কায় চিত ॥ পুরুষ প্রভুর আগে মনের বাঞ্ছিত * যদি সে
 কপটে মোরে ভাণ্ড কদাচন ॥ ইহবে তোমার প্রতি বিধাতা
 বিমন * দুতী হই যদি নিজ ধর্ম কর নাশ ॥ হারাইবে দোহ
 কুল ইহবে নৈরাশ * পৃথিবীতে দুতী নারী বড় অপরাধি ॥
 পুর-ধর্ম নাশে আপে হই শিখা বাদী * বচনে চতুর দুতী
 জিনিয়া পণ্ডিত ॥ না রুচে দুতীর বাক্য সতীর বিদিত *
 যোদ্ধাগণ প্রতি জেন দীর তনুদান ॥ সতী নারী প্রতি
 তেন ক্ষমা ধৈর্য, জ্ঞান * সুনিলে না করে প্রত্য সত্য কিবা
 বচন ॥ বিলম্বে করয় বর্ম বুঝা পরিণাম * বেহেশ্তে আদম

নবী পিতা গুণধাম॥ ইবলিসের বাক্যে পাসরিল প্রভু নাম
 ধাইল গন্দম শীঘ্র ধিলষ না করি ॥ তেকাজে পাইল দুখ
 স্বর্গ পরিহারি ॥ ইবলিসের বাক্যে কর্ম করিল অকাজ ॥
 তেকাজে প্রভুর আগ্নেপায় মহাজ ॥ আদমবংশেতে যোর
 জন্ম পৃথিবীতে ॥ আদ্য পরিণাম কাম বুঝিতে উচিত ॥
 ভাঙিল আদম নবী পুষ্ক দুরাচার ॥ ভাঙিতে নারয় পুনি
 জ্ঞান আছে জার ॥ অকস্মাত কর্ম নহে ভাল ব্যবহার ॥ ধর্ম
 নাশ জনে করে কর্ম অবিচার ॥ তেকাজে সমর্থ দুতী নহে
 সতী আগো ॥ সতীর অগ্রেতে দুতী পরিহারমাগে ॥ পতি
 ভাবে পৃথিবীতে যদি রহে সতী ॥ সতীরে সাহায্য করে ত্রিজ-
 গৎ পতি ॥ নিজ ধৈর্য পালি যদি রহে প্রভু আগো ॥ সহস্র
 দুতীর বাক্য মনেতে না লাগে ॥ সত্যের হরিষ যথা না গুণি
 সংশয় ॥ পুরিলে মনের বাক্য করিব প্রত্যয় ॥ যদি এথা
 আসিয়াছে যোর প্রাণ কান্ত ॥ কহিবে আমার আগো পূর্বের
 বাক্য ॥ সুনিয়া কন্যার যুখে এসব বচন ॥ কুমারে ডাকিয়া
 বালা আনিল তখন ॥ ইহল যে সব কথা কন্যার সঙ্গতি ॥
 কুমারকে সকল কহিল লালমতি ॥ প্রত্যয় না করে রমা
 আমার বচন ॥ আপনার পরিচয় দেই প্রাণধন ॥ লালমতি
 বাক্য সুনি সাহার নন্দন ॥ গবাক্ষের দ্বারে দাওইল রঙ্গমন
 নিকটেতে গেল যদি জোকণ সন্ততি ॥ আশ্চর্যিতে প্রেম-গন্ধ
 পায় কন্যা সতী ॥ দক্ষিণ পবনে জেন ছদেতে ভুজঙ্গ ॥
 মন মত্ত হইয়া উপজে মন রঙ্গ ॥ গগনে দেখিয়া মেঘ বরি-
 ষন রিত ॥ জল হীন মিন যেন অঙ্গ পুলকিত ॥ পত্র
 হীন বক পাই বসন্ত পবন ॥ জেহেন তরুণ ইহ উঠে

তরুণগণ ■ অষ্ট অঙ্গে রোকবানু হৈল পুলকিতা। অঙ্গেতে
 পুরিল সাকী বুঝি অঙ্গ রিতঃ তথাপি মনেতে দ্রাস ভাবে
 কন্যা সতী। সত্য হয় কিবা নহে এহি প্রাণ পতিঃ যৌবন
 প্রভাবে মত্ত হৈল মোর মন ॥ নতু কিবা টোনা মোকে
 করিল এ জন ঃ তেকাজে জন্মিল কিবা উন্মত্তের রিত। নহে
 কিবা প্রাণ পতি বুঝিতে উচিতঃ আগে জেবা না সমুদ্রে
 কন্ম বিধটিত ॥ পরিণামে অনুশোচ কভু নহে হিত ঃ না
 হয় ভালের কন্ম কন্ম অবিচার ॥ অবিচারে কন্ম কৈলে পশু
 বা বহারঃ তবে পুনি রোকবানু ভাবি নিজ মন ॥ যদি স্বাৎ
 হয় নিজ পতি প্রাণ ধন ঃ বিবাহ রাত্রিতে জেবা ছিল
 ব্যবহার ॥ সেই আমি বিনা নাহি জানে কেহ আরঃ যে
 রূপে হইল বিভা তাহান আমার ॥ এহেন বিরূপ বিভা হই
 যাছে কার ঃ একে কহে যদি সে সব বৃত্তান্ত ॥ তবে সে
 জানিব সত্য এহি প্রাণ কান্ত ■ রোকবানু তরে পুনি কহে
 লালমতি ॥ তোমাকে কহিয়ে সত্য রাজকন্যা সতী ঃ কহিলে
 আমার বাক্যে না কর প্রত্যয় ॥ দুতিনারী জানি মোকে মনে
 কর ভয়ঃ কুমন্ত্রের প্রাণ আমি চতুর বচনে ॥ কপটে ভাণ্ডিতে
 আইবু হেন তোমা মনে ঃ তেকাজে না কহি তোমা
 প্রবোধ বচন ॥ দর্পনে না চাহে কেহ হস্তের কঙ্কন ■ সত্য
 বাদী হই কিবা কহি বৃথা বাণী ॥ অবিলম্বে বাক্য মোর
 লও পরিমানী ঃ অঞ্চলের রত্ন পুনি পাইলা হারাই ॥ চিনি
 লও নিজ রত্ন গবাক্ষে দাণ্ডাই ■ প্রাণ হীন অঙ্গে তোমা
 সঞ্চারিল প্রাণ ॥ শূন্য স্কন্ধে যুগু তোমা করিবু নির্মান ঃ
 ওলি হীন পুষ্পে দিবু সঞ্চারী ভ্রমর ॥ সত্য মিথ্য

দেখ নিজ দৃষ্টির উপর * কন্যা বলে সত্য মিথ্যা তবে বুঝি
 সার ॥ পূর্বের স্বতান্তু যদি কহেন কুমার * কুমার সুনিল
 যদি কন্যার বচন ॥ কহিতে লাগিল সব পূর্ব বিবরণ *
 জেনমতে ফারেস নৃপতি নিল ধরি ॥ তার পুত্র প্রতি কন্যা
 দিতে বিভাকরি * জেনমতে কন্যা বিভা করিল কুমার ॥
 বিবাহ রাত্রিতে জেবা ছিল ব্যবহার * জেনমতে হেট
 মুণ্ড রৈল ধর্ম ভয় ॥ হইয়া কন্যার প্রতি কঠিন হৃদয় *
 জেনমতে বিভারাত্রি ভাবি ভিন্ননারী ॥ শয়ন করিল মাঝে
 রাখিয়া কাটারী * জেনমতে কন্যা পরিহরি পঙ্খ মাঝ ॥
 অশ্ব কেপি ধাইতে লাগিল যুবরাজ * জেনমতে চতুর্দোল
 পিছে পিছে ধায় ॥ সে সব প্রকাশ করি কহিল কন্যায় *
 জেনমতে ধাইল সে সব চতুর্দোলি ॥ প্রাণ ভয়ে কন্যাসমে
 চতুর্দোল ফেলি * জেনমতে নিজ চতুর্দোল পরিহরি ॥
 কুমারের পিছে ধাইল সুন্দরী * জেনমতে ফিরে গেল
 ফারেস নৃপতি ॥ জেনমতে অশ্ব তুলি লইল যুবতী *
 জেনমতে প্রবেশিল অরন্য অন্তর ॥ হইল দৌহার মধ্যে
 উত্তর পদুত্তর * জেনমতে অরন্যের মহা বৃক্ষ তলে ॥ করি
 লেক রসরঙ্গ মনকৌতুহলে * জেনমতে নিশি গতে অরন্যের
 মাঝ ॥ সমুদ্রেতে স্নান করি পড়িল নমাজ * জেনমতে ধীরে
 হরিল রাজ সূতা ॥ একে কহিলে শুসেসকল কথা * জেন
 মতে লালমতি উদ্দেশে গমন ॥ সমুদ্র তরিল পক্ষি হই আয়ে-
 হণ * যেকপে পরীক্ষা নিল এগ্রাণ নৃপতি ॥ পরীক্ষা জিনিয়া
 বিভা কৈল লালমতি * একে একে কহে যদি এ মর
 ভারতী ॥ কন্যা বলে যদি তোমা সঙ্গে লালমতি * হইলি

মানিক্য ঝরে কান্দিতে মুকুতা ॥ তবে জানি সত্য এহি
 এতানের সূতা * ধরিলে এসবগুণ কন্যা লালমতি ॥ নাহয়
 প্রলাপ বাক্য সত্য এ ভারতী * নহে এসকল কথা প্রত্যয়
 না করি ॥ জানিয়া কহিতে পার ধর্ম পরিহারি * রোক বালা
 মুখে সুনি মধুরস ধার ॥ কিরূপে হাঁসিবে রমা চিত্তয় প্রকার
 কুমার মনেতে বহু ভাবে আপনার ॥ লালমতি মুখ চাহি
 হাঁসিল কুমার * নিজ নারী মুখ চাহি যদি হাঁসে পতি ॥
 না হাঁসিলে শাস্ত্রে সেই নারী অধঃগতি * পতির দেখিলে যদি
 মুখ বিকাশীত ॥ যে নারী না করে নিজ বদন হশীত * পর-
 কালে নরকেতে অগ্নির দাহনে ॥ চিরদিন রহিবেক বিরম
 বদনে * যদি বা মনের দুখে নারী সন্তাপিত ॥ তথাপি
 স্বামীর হাঁসে হাঁসিতে উচিত * যদি হাঁসে পতি কিবা না
 হাঁসে কামিনী ॥ সে নারী পাণিষ্ঠা অতি হৃদয় পাষণী *
 পতি মুখে হাস্য দেখি হাঁসে লালমতি ॥ অবিল মানিক্য
 মনি জ্যোতির্ময় অতি * তবে নিজ মনে ভাবে সাহার
 কুমার ॥ কি রূপে কান্দয় রমা চিত্তয় প্রকার * নিশ্বাস
 ছাড়িয়া পুনি জোলকর্ণ নন্দন ॥ স্বজল নয়নে কহে আশ্বাসী
 বচন * হত বুদ্ধি হই আমি কি কর্ষ করি ॥ নৃপ মহারানী
 মনে বহু দুখ দি ॥ লালমতি বিনা পুত্রকন্যা নাহি আর
 সে কন্যা আনি ॥ সপ্ত সমুদ্রের পার * না দেখিয়া বাপ মায়
 পুনি নিজ সূতা ॥ লালমতি না দেখিব পুনি মাতাপিতা *
 এ বলিয়া কুমার নয়নে বহে জল ॥ তা দেখি কন্যার মনে
 জন্মে শোকানল * জনক জননী শোক নাহি ধিকারিক ॥
 কুমার রোদন মর্মে সন্তাপ অধিক * পতি মন দুখে নারী

না হৈলে ব্যোথিত ॥ সেনারী মনুষ্য নহে ডাকনাচরিত
 পতির বিরস মুখ দেখিয়া নয়নে ॥ না জন্মে অধিক শোক
 যে-নারীর মনে ॥ পরকালে অনুদিন নরক গহ্বরে ॥ ডুবিয়া
 রহিবে নারী অনল উদরে ॥ পতির কান্দনে যদি নাকান্দে
 যুবতী ॥ কঠিন হৃদয় সেই নারী দুষ্কৃত্যতী ॥ পতির নয়নে
 জল দেখি নারীগণ ॥ স্বজল না হয় যদি নারীর নয়ন ॥
 যদি বা কঠিন হয় সে সব যুবতী ॥ সে সকল নারীর ইবলিস
 গুপ্ত পতি ॥ সে নারীর প্রতি প্রভু অধিক কুপিত ॥ দহিবে
 নরকে প্রভু ইবলিস সহিত ॥ মনের হরিষে যদি নারী
 আনন্দিত ॥ পতির কান্দনে তার কান্দিতে উচিত ॥
 পতির কান্দনে কান্দে মহারাজ সূতা ॥ নয়নের জল সঙ্গে
 অবয়ব যুকুতা ॥ তা দেখিয়া রোকবালা আনন্দ অপারি ॥
 সত্যত জানিল নিজ পতি আপনার ॥ কন্যা মুখে দেখি
 গনি মুক্তা অপরূপ ॥ কুঞ্জদিয়া খুলিলেক পাখান কুলুপ ॥
 বাহির হইয়া রমা সহরিশ মনে ॥ দণ্ডবতে প্রণামিল
 পতির চরণে ॥ পতির চরনে কৈল সহস্র প্রণতি ॥ কন্যা
 প্রতি আলিঙ্গন দিল হৃষ্য মতি ॥ আলিঙ্গনে নিজ প্রিয়ামন
 সন্তোষিল ॥ আগ্রহে সহস্র চুম্ব অধরেতে দিল ॥ দণ্ডবত
 করি রুমা পতির চরণ ॥ লালবানু সন্তোষনে করিল গমন ॥
 পরস্পরে মান্যতা করিল বহুতর ॥ উভয়েতে গৌরবিত দোহ
 সমস্বর ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ॥

কন্যা লালমতি আগে, শত পরিহার মাগে, বিনয় সন্তোষে
 রোকবালা ॥ প্রাণ পতি যুবরাজ, তাহান কণ্ঠের মাঝ,
 নব লক্ষ তুমি কণ্ঠ মালা ॥ রসময় প্রাণ পতি, তুমি তান

রসবতী, তুমি মোর জীবের জীবন ॥ প্রাণ কান্ত গুণমনি,
 তাহান দুর্লভ ধনি, তুমি মোর নরন অঞ্জন ॥ হরিষের
 হরষিত, মিষ্টের পরম মিত, তোমাসমনাহি বন্ধুজন ॥ আমার
 আঁখের আঁখী, তুমি কন্যা চন্দ্র মুখী, জেন মোর জীবের
 জীবন ॥ প্রানের দুর্লভ পতি, তাহান দুর্লভ অতি অখির
 পুতলি সমস্বর ॥ তোমা সম বকুনাই, তোমার ছিননিজাই
 তোমা রূপে ভক্ত প্রাণেশ্বর ॥ অতি সে কোতুক মনে,
 সৃজিলেক নিরঞ্জন, তুমি কন্যা পরম সুন্দরী ॥ তোমা সম
 কদাচিত, রূপনাই পৃথিবীত, লিলায় জিনিলে হর পরি ॥
 ভুবনেতে সুলকণ, যুবতী যে তোমা হেন, কদাচিত নাই
 রাজ সূতা ॥ হেন গুণ তোমা তরে, হাঁসিতে মানিক্যঝরে
 কান্দিতে যে অবর মুকুতা ॥ যবে হরষিত অতি, ছটকে
 হুরের ছোঁতি, উপজয় অমূল্য রতনে ॥ হৃদেতে সন্তাপ
 যদি, উথলয় মহা নদী, মুক্তা মণি বরিষে নরনে ॥ রূপে
 গুণে বিলক্ষণ, তোমা হেন কদাচন, কন্যা না জন্মিল কিতী
 মাঝ ॥ প্রভুর মহিমা অতি, সৃজিলেক পত্নী পতি, জেন
 তুমি তেন যুৱরাজ ॥ তুমি বালা সুবদনী, পতির কণ্ঠের
 মণি, আমি পতি পদের কিকিণী ॥ তুমি দিগ্ধী দিবা অতি,
 প্রচন্ড উজ্জল কিতী, আমি মোর তিমির রজনী ॥ ভাল
 সঙ্কে মন্দ জন্মে, জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা তবে, মন্দ যুলে বেকত
 উত্তম ॥ রঙ্গিন সুগন্ধি অতি, তুমি পুষ্পহার জিতি, আমি
 কদলির ছটা সম ॥ কনক কাঞ্চন তুমি, গুঞ্জরা সদৃশ আমি
 সুবর্ণ সহিত এক ঠাম ॥ সত্য মতে তে কারণে, যুগা না
 রাখিও মনে, তোমাকে সেবিব অবিশ্রাম ॥ প্রীতি ভাষে

তোমা প্রতি, মান্যতা করিব অতি, গুরু ভাবে জেহেম
 মান্যতা ॥ ভক্তি রূপে অবিশ্রাম, পূজিব দেবীর সম, জেন
 পূজে দেবের দেবতা * তোমা সনে প্রাণপতি, সেবিব হরিশ
 যতি, প্রাণ পানে দোহান চরণ ॥ তোমা দাসী তুল্য হই,
 অতিনী সদৃশ নই, দয়া না ছাড়িও কদাচন * উত্তমের যুক্ত
 হয়, হীন প্রতিদয়াময়, রূপা মোরে না ছাড় সুন্দরী ॥ স্বদে
 শুধে এক জানি, তোমাকে কহিব বানী, মনের কপট পরি-
 হরি * ধর্মসাকী জেবা কহি, সত্য কিবা রথা এহি, যতেক
 কহিহু তোমা পাশ ॥ কপট জাহার বানী, সেই পাপি হয়
 জামি, রথা বাক্যে আপনা বিনাস

রাগ জমক ছন্দ ॥

স্তা সুনিয়ালালমতি করুণা সাগর ॥ কহেত্তু মধুর বানী
 অমৃত লহর * রোকবানু সন্তাসয় মহারাজ সুতা ॥ বচনে
 গাঁথর জেন অমূল্য মুকুতা * সুন বালারোকবানু মহারাজ
 সুতা ॥ অসম্ভব কহ কেন না শোভয় কথা * আপে হীন
 হইয়া আমাকে প্রসংশি ॥ তুমি আমি পতির সদৃশ দুই দাসী
 তোমা সম জ্ঞানবন্ত ভুবনেতে নাই ॥ নিজ গুণ রূপ চাহ
 রাখিতে ছাপাই * লুকাই রাখিতে নারে সুগন্ধে দুর্গন্ধ ॥
 নাসিক্য অগ্রেতে ব্যক্ত হয় ভাল মন্দ * প্রকৃতি উত্তমজার
 জ্ঞানেত পণ্ডিত ॥ লুকাই রাখিতে নারে গুণ কদাচিত *
 কলে ব্যক্ত মিষ্ট তিক্ত স্বক ব্যবহার ॥ মুখ ও পণ্ডিত ব্যক্ত
 বাক্যে আপনার * বড়ের দুহিতা তুমি প্রধান সুবতী ॥
 জ্ঞানের প্রভাবে তুমি হেট জন অতি * মেদিনী আকৃতি
 হন কৈরু অনুমান ॥ হীন হই চাহ তুমি হইতে প্রধান *

লালমতি ॥

প্রধান হইয়া মহি হৈল অতি হীন ॥ পদ তলে রৈল হই
 পারের অধীন ॥ তে কারণে অনাদিনাথনে কর তার ॥ দিলেক
 যেদিনী প্রতি প্রতিষ্ঠা ॥ অার ॥ দণ্ডবতে করে সব মেদিনী
 প্রণাম ॥ হীন হই হৈল মহি শ্রেষ্ঠ অরূপম ॥ তেহেন হইয়া
 হীন তুমি গুণবতী ॥ জ্ঞানের প্রভাবে তেন শ্রেষ্ঠ হৈল ॥ অতি
 তেন তুমি নৃপ সূতা ত্রিলোক্য মহিনী ॥ তোমা রূপ দেখি
 মোহ ইন্দ্রে দেব মণি ॥ আপনার রঙ্গরূপ না দেখ আপনে
 তুমি সম রূপবতী নাহিক ভুবনে ॥ আমার প্রভুর প্রিয়া
 তোমা চন্দ্র মুখী ॥ তোমা প্রতি প্রিয় মগ্ন মোর মন সুখী ॥
 বন্ধুর বঁধুয়া তুমি পরম দাক্ষব ॥ তেকাজে তোমাকে মোর
 পরম গৌরব ॥ মোর প্রাণ নাথের যে তুমি প্রাণধন ॥
 তে কারণে তুমি মোর জীবের জীবন ॥ আভরণ প্রতিমোর
 তুমি অলঙ্কার ॥ শোভিত উপরে শোভে নয়ন আমার ॥ বেসরে
 শোভয় জেন অমূল্য মুকুতা ॥ প্রাণ পতি সনে তেন তুমি
 রাজ সূতা ॥ পরিধান দিব্য বস্ত্র চারু পাটশ্বর ॥ সুবর্ণ
 কিনারী বুটা দেখিতে সুন্দর ॥ তেন তুমি রসময়ি পতির
 সহিত ॥ শোভিত উপরে মোর পরম শোভিত ॥ জেন চুটি
 বন্দ খোপে কনক কটরি ॥ প্রাণ পতি সঙ্গে তুমি পরম
 সুন্দরী ॥ কেজুর কঙ্কন জেন কনকে নির্মিত ॥ পরম শুভিত
 অস্তি হিরায় জড়িত ॥ শ্রীমন্ত জেমন তোমা দেখি সীতা
 সঙ্গে ॥ নিকটে বঞ্চিত তোমা অতি মন রঙ্গে ॥ অঙ্গুলে
 অঙ্গুরী জেন কাঞ্চনে নির্মিত ॥ তাহাতে নগিনা হেতু পরম
 শোভিত ॥ তেহেন আমার প্রাণ নাথের সঙ্গতি ॥ নয়ন
 শোভিত মোর তুমি রূপবতী ॥ বড়ের কুমারী তুমি জ্ঞানে

পণ্ডিত ॥ রূপে গুণে তোমা সম কেবা পৃথিবীত * আপে
 হীন হই মোরে প্রশংসা বহুল ॥ কদাচিত নাহি আমি
 তোমা সমতুল * কান্দিতে যুকুতা মোর হাঁসিতে রতন ॥
 তোমা শুভকৃতি মোর নহে কদাচন * রত্ন হতে মহা ধন
 হয় শুভ জ্ঞান ॥ কদাচিত ধন নহে জ্ঞানের সমান * ছিপিতে
 যুকুতা ভেল উপর্য্যে মানিক ॥ সেসবের প্রতিকিবা প্রতিফা
 অধিক * ভুবন মোহন রূপ যেবা বেশ্যাগণ ॥ তুমি হেন
 রূপ বল কোন প্রয়োজন * রূপেতে পান্থিনী রমা সতী
 পতি ব্রথা ॥ তোমা সমকেবা আছে নারী সূচরীভা * মোর
 মহা ভাগ্য হেতু তুমি হেন নিধী ॥ একত্রে সেবিতে পতি
 মিলাইল বিধী * তোমাতে পাইব পতি সেবার উদ্দেশ
 গুরু ভাবে তোমা মান্য করিব বিশেষ * যুবরাজে তোমা
 শিভা করিল প্রথম ॥ তে কারণে তুমি আমি নাহি সমাসম
 ধর্ম্মান্তেত আমা হতে তুমি জ্যেষ্ঠ অতি ॥ আমার মান্যের
 যোগ্য তুমি রূপবতী * মান্যতা করিব জেবাশক্তি ব্যাবহার
 কনিষ্ঠের প্রতি দয়া উচিত তোমার * মোর প্রতি অন্যভাব
 না রাখিও মনে ॥ পণ্ডিত জনের শত্রু নাহিক ভুবনে * আপনে
 উত্তম হৈলে উত্তম সংসার ॥ যিনা দোষে কেবা মন্দ
 করে কেবা কার * তুমি আমি দুই পুষ্প এক বন্দাবনে ॥
 বৃজিলষে প্রভু এক ভ্রমর কারণে * তুমি আমি হেন পুষ্প
 অনন্ত অপার ॥ বিকশি আছয় পুষ্প বন্দার মাঝার *
 প্রতি পুষ্পে কেলি করে একই ভ্রমর ॥ মধু প্রেমে মগ্ন মন
 পুষ্প লৈক্ষাত্তর * ত্রিভুগঙ্গেশ্বর প্রভু এক নিরঞ্জন ॥ এক প্রভু
 সেবয় যতেক বান্দাগণ * গগন মণ্ডলে জেন একা নিশা-

পতি ॥ অনন্ত নক্ষত্রগণ চন্দ্রের সঙ্গতি ॥ নিশাপতি প্রেম
 রসে মনকোতুহল ॥ সহস্র সহস্র উড়েচকোর সকল ॥ সেই
 চন্দ্র পতি যথাই প্রেম রসে ॥ জলেতে অনন্তকোটি কুমুদ
 বিকশে ॥ দিবাকর পতি প্রেম রসকোতুহল ॥ জল মাঝে লক্ষ
 লক্ষ বিকশে কমল ॥ এক সঙ্গে প্রেম রস আঁচরে অনন্ত
 প্রেম বস্তু জন নাহি হয় ॥ প্রেমবন্তে ॥ কমলের পরে যদি
 অম্ব বিকশিত ॥ তবে কেনে গুর সঙ্গে না বজ্জ পিনীত
 পতি প্রেম রস পরিহরি যে সকল ॥ সতিনী সহিত নিত্য বাদ
 কোলাহল ॥ যে সবে কণ্ঠে লাগিয়াছে প্রেম গুণ ॥ সে সবে
 কক্ষা বাদ নাহিক পিশুন ॥ যেই ঘটে মজিয়া আছে প্রেম
 রস ॥ মধুতে ভরিল জেন সম্পূর্ণ কলস ॥ কলসি সম্পূর্ণ
 রাখিলেক মধুভরি ॥ রাখিলেও শুরাকুন্তে সকল সন্তুরি ॥
 অমৃত স্বকের কড়ু তিত্ত নহে ফল ॥ নহে কন্যা বাদি নারী
 সতী যে সকল ॥ চন্দন কাঠেতে কড়ু দুর্গন্ধ না রহে ॥ সতী
 পতিব্রথা ॥ নারী দুর্বাদি যে নহে ॥ গহিন সমুদ্রে কড়ু নহে
 জল হীন ॥ মন রঙ্গে সতাত্তরে বন্ধে কুন্ত যিন ॥ সতী পতি
 ব্রথা ॥ নারী নয় জ্ঞানধীন ॥ সৌভাগ্য সহিতে মন রঙ্গ শুভ
 দিন ॥ সতিনী ননদী যত ইতি দাস দাসী ॥ পতির
 আশ্রমে যত রাখরে সন্তাসি ॥ যে সব সন্তোষ মন পরি-
 হরেরোষ ॥ সে সব সন্তোষে পতি অধিক সন্তোষ ॥ প্রকৃতি
 উত্তম হয় যে সব রমণী ॥ সন্তুর যত ইতি জেহেন যেদেনী
 কৃপায় যুক্ত দিবাকর সমসর ॥ সক্র মিত্রদের সবানের যরে
 কর ॥ কস্তুরি কুমকুম কড়ু না হয় দুর্গন্ধ ॥ পুষ্প মাঝে
 তিত্ত কড়ু নহে মকরন্দ ॥ না হয় উচ্ছগ রব কোকিলের

ধ্রুনি ॥ চঞ্চল নাইয় কভু সুভাষ্য। রমনী * যনি মাকি হর
 কভু প্রবাল মুকুতা ॥ কপট কঠিন নহে নারী সুচরিতা *
 সুজনের অপমানে নহে অপমান ॥ অনল দাহনে বাড়ে কাঞ্চ-
 নের মান * অগুরু চন্দন পাষানের ঘরঘনে ॥ সুগন্ধ প্রসংসা
 হেতু হুখ নাহি গনে * কাঠের তাড়নে ইক্ষু নাছাড়ে প্রকৃতি
 প্রচণ্ড অনল মাঝে মিষ্ট বাড়ে অতি * সূর্য্যমুখী পুষ্প গুর
 প্রেমে ভজিমন ॥ রৌদ্র তাপে বিমুখ নাইয় কদাচন * দিপ
 সঙ্কে প্রেম রঞ্জে মজিয়া পতঙ্গ ॥ অনল দাহনে নাহি ছাড়ে মন
 রঙ্গ * মক্কা মদিনার পন্থে যে করে গমন ॥ পন্থাশ্রমে সঙ্কট
 নাগনে কদাচন * পতিভক্ত নারী জেবা পতির নিকট ॥ সতী-
 নির অপমানে নাগনে সঙ্কট * মন রঞ্জে জেবাকরে প্রেমশুরা
 পান ॥ অপমানে সে সব নাগনে অপমান * যদি বল হৃদেতে
 কপট নাই কার ॥ কালির আকার দিবা চন্দ্রের মাথার * সে
 কালি প্রভাবে কভু চন্দ্র নহে কাল ॥ তথাপিও দিগ্ভীমায়
 চন্দ্র উজিয়ালা * শুজন মুকুর মন না হর মলিন ॥ উত্তম নাইয়
 পাপ কর্মের অধীন * সতীনি সহিতে বাদ জেবা বেশ্যার নারী
 কুকুর অগ্রেতে তিত্ত ভ্রমিক ভিখারী * কুমাত্রি কুভাণ্ডে কুফণে
 জার জন্ম ॥ পৃথিবীতে সে সকলে ছাড়ে দয়া ধর্ম * পৃথিবীতে
 দয়া ধর্ম যেন মধুপান ॥ বৈর বিতা কন্যা বাদ গরল সমান
 পৃথিবীতে সত্যত জিয়ন পঞ্চদিন ॥ অযুক্ত শরীর গর্ভ জন্মের
 অধীন * সংসারেতে জন্মিলেক যতেক সুন্দরী ॥ জেহেন
 ডালিম পুষ্প গেল বারি ২ * অসার সংসার এই নিশার স্বপ্ন
 মিছা ২ একপযৌবন অকারণ * সজীবের হিতে পুন্য করিতে
 উচিত ॥ বিনা পুন্যে পরকালে না পুরে কাঙ্ক্ষিত * নারীগণ প্রতি

পতি সেবা পুন্য অতি ॥ স্বামী বিনানারী প্রতিভার নাই গতি
 দুই নারী দুই কোস হই রঙ্গ মনে ॥ লাগিয়া রহিব প্রাণ
 পতির চরণে ॥ রাগ পরার ॥

লালমতি মুখে বাক্য অমৃতের ধারা ॥ শুনি কন্যারোকবালা
 আনন্দ অপার ॥ লালসাবানু সস্তাষিলা পুনিরোকবাল ॥ গদহ
 ভাসেকহে গাঁথি মুক্তামালা ॥ বলিলে কখন্য তুমি রাজসূতা
 ভুবনে নাহিক তোমা সম সূচরিতা ॥ সাধ সাধ জগপতি সাহার
 নন্দন ॥ সাফল্য তোমার হেতু করিল গমন ॥ সাফল্য তম গিল
 তোমা হেতু অন্ন জল ॥ সাফল্য পঙ্কের দুক্ষ পাই স সকল
 সাফল্য কুমারে যত করিল সাহস ॥ জিনি লপরীকাসব বধিল
 রাক্ষস ॥ সাফল্য কুমারে কৈল তোমার মানস ॥ তোমারূপে
 তাহান পুরিল মন রস ॥ কুমার নয়নে কৈল সাফল্য আরতি
 দেখিল তোমার রূপ পূর্ণ নিশাপতি ॥ দেখিতে তোমার
 রূপ এ চন্দ্র বদন ॥ নয়নের অঙ্কা নাহি খণ্ডে কদাচন ॥ কুমা-
 রের অবনে সাফল্য মানস ॥ সুনিল তোমার বাক্য জিনি মধু
 রস ॥ সুনিতে তোমার মুখে সুধারস বাণী ॥ নাখণ্ডে অবন
 অঙ্কা হিত অনুমানি ॥ চন্দ্রমুখে মধু বানিকোকিলের স্বর
 হিত উপদেশ বাক্য অমৃত লহর ॥ সাফল্য তোমাকে বিভা
 করিল কুমারে ॥ ধন্য উৎসব পড়িল রাজদ্বারে ॥ জেনছিল বিভা
 সগ উৎসব মঙ্গল ॥ বরবালা দোহ প্রতি মন কোতুহল ॥
 সে উৎসব তোমা দোহ মনে প্রতিনীত ॥ জীবন অবধি হৈলা
 প্রেম অখণ্ডিত ॥ তোমাদেখি কুমারের মন কোতুহল ॥ কুমার
 দেখিতে তোমা উৎসব মঙ্গল ॥ মুখ বর বালা প্রতি উৎসব
 মঙ্গল ॥ বিবাহ দিবসে যাত্র মন কোতুহল ॥ পরিণামে পরি-

উরে মনের হারিষ ॥ চঞ্চল দুর্বা দি নারী পুরুষের বিধি *
 নারীর আশ্রিত নিজপুরুষ গরল ॥ যতেক মনের রঙ্গ হরষ
 সকল * মানবী জন্মেত জ্ঞান বহু মূল্য ধন ॥ ভুবনে প্রতিষ্ঠা
 সূচী কীর্তির কারণ * অতিমনরঙ্গ হেতু প্রভু করতারে ॥ মানব
 কুলেতে প্রভু হুজিল তোমারে * জ্ঞান জিনী রূপে তোমারূপ
 জিনী জ্ঞান ॥ ভুবনে নাহিক রমা তোমার সমান * সাফল্য
 জনমমোর হৈল পৃথিবীত ॥ বন্ধিব তোমার সঙ্গে পুরিল বাঞ্ছিত
 তোমা রূপ দেখি নয়নের পাঁপ ছাড়ে ॥ শুনিতোমা মধুবাণী
 হৃদে জ্ঞান বাড়ে * পণ্ডিত সহিত মেলা মন রঙ্গে নিত ॥ হিত
 উপদেশ বাঁকে মন পুলকিত * জেহেন বসিলে গন্ধি সাধুগণ
 পশ ॥ না দিলে ওপায় চুরা চন্দনের বাস * মুখে রসহিতে মেলা
 সদায় বিন্মিত ॥ শুনিতোমা কুচ্ছিত বাণী মরম তাপিত * জেহেন
 বসিলে কৰ্ম কারগণ সঙ্গে ॥ না দিলে ও অগ্নি কনা খসি পড়ে
 অঙ্গে * শাস্ত্রে বিদ্যাগত তুমি পণ্ডিত যুবতী ॥ মিলিল আমার
 ভাগ্যে তোমার সঙ্গতি * শুমঙ্গি সহিত বাড়ে অতিমনরঙ্গ
 সমুদ্রে বহিঙ্গ যেন তরিতে তরঙ্গ * কুসঙ্গি সঙ্গতিগতী মনরঙ্গ
 বটে ॥ সমুদ্রে তরিতে নৌকা যেন ডুব ঘাটে * মোর মহাভাগ্য
 হেতু পুণ্য ফলে অতি ॥ তোমার সঙ্গতী হৈল আমার বসতী
 সুবরাজ হর যেন পণ্ডিত নৃপতি ॥ তেহেন সুমন্ত্র পাত্র তুমি
 গুণবতি * তোমার রাজ্যেতে দেব প্রজার বসতী ॥ মে সব
 ললাটে ভাগ্য লিখিয়াছে অতি * ভুবনমোহন যেন নৃপতি
 কুমার ॥ সেইরূপে রূপ প্রভু হুজিল তোমার * তোমার মুখের
 জ্যোতি দেখিলে চকোরে ॥ পুর্ণিমার চন্দ্রের তুমি পুরি
 ইরে * ভ্রমর যদি বা তোমাদেখেই নদা মাঝ ॥ পুষ্প মধু প্রতি

আলি পরিহরে কাজ অন্ধকারে দেখে যদি তোমারূপ রঙ্গ
 প্রদীপ সহিতে প্রেম বজ্রের পতঙ্গ তোমারূপ দেখি পানি
 উড়া পরিহরি। পানিসবেরূপতে যাচাই দৃষ্টি ভরি তোমা
 রূপ দেখে যদি জলের স্রোতায়া। উজান ধরিয়া রূপ নিরঞ্জে
 তোমারূপ তোমাদেখি জীববন্ত জন হতে প্রাণ। মৃত্যু অঙ্গে
 তোমা দেখি পায় প্রাণদান তোমা মুখে মধুবাণী সুনিশ্চল-
 লিত। ক্ষুধার ত্যাগিয়া প্রেম অঙ্গের সহিত সুনিতে তোমার
 মুখে বাক্য এ সকল। তৃষ্ণা কুল পরিহরে ভিক্ষারের জল
 সুনিতে এসব তোমা অমৃত বচন। পরিদ্র আশ্রয়ে যেন বরিশে
 কাঞ্চন সুনিতে তোমার মুখে মধুর ভারতী। রত্ন ত্যাগ
 কাম কামে ত্যাগের তিহুদেতে বসিল তোমা গুরু ব্রহ্মপতি
 কণ্ঠগতে বৈসে তোমালক্ষি স্বরস্বতী। সাকল্য বসিল তোমা
 পাই নিরঙ্কিরা। পাসরিবু সব দুখ তোমাকে দেখিয়া। কুমার
 বিচ্ছেদে এখা ত্যাগি অন্ন জল। অনাহারে অনিদ্রার সদা
 বিকল তোমা চন্দ্র মুখে সুনি মধুর ভারতী। পাসরিবু সে
 সকল দুখ যত ইতি দুইরমা মুখে সুনি এসব বচন। পরম
 আমন্দমন জোলকর্ণনন্দন। আনন্দে পুরিয়া যন্তু হইল কুমার
 সম্বরিতে নারে অঙ্গ আনন্দ অপার। মনের হরিবে অতি মন-
 রেকের নাথে। দুইরমা গলেতে ধরিল দুই হাতে। অধিক গো-
 রবে অতিনৃপতি কুমার। আলিঙ্গনে তোমারে দুই প্রিয়া আপনার
 সুবর্ণ রঞ্জে তেলতামানিক্য মুকুতা। জড়িত কুমার অঙ্গে দুই
 রাজ সূতা। হৃদেতে আতমা তরু তিন এককায়। কুমার
 অঙ্গেতে দুই কুমারী মিসায়। যেহেন সোহাগ মূলে বালয়
 হেমাঙ্গ। তনু তিন প্রেম মূলে অঙ্গে এক অঙ্গ। তৃতীয় নদীর জল

তিন প্রোত বই ॥ সমুদ্রে পড়িলেবহে এক জল হই ॥ তেন দুই
 রাজসুতানুপতিকুমার ॥ প্রেম অনুভবেরহে হই একাকার ॥
 প্রেম ডোরে গাঁথিলেকএ দুই রতন ॥ ভিমা ভেদ নারহিল
 যনে কদাচন ॥ মন সুখে যুবরাজ পরম উল্লাসে ॥ আনন্দ
 দুই রমা রাধি দুই পাসে ॥ শতচন্দ্রদোহানের অধর উপরে ॥
 মহা মন সুখে দিল রসেরনাগরে ॥ দুই রমা প্রতিকহে সাহার
 কুমার ॥ তোমরা দু'জনে প্রাণ সদৃশ আমার ॥ দুই প্রিয়া যুখে
 শুনি বাক্য সুললিত ॥ হইল আমার মন আনন্দপূর্ণিত ॥
 শুনিরুদোহান যত উপমা ভারতী ॥ জানিহুপণ্ডিত অতি দুই
 গুনবতী ॥ বরসেতে সম ২ সদৃশ যৌবনী ॥ এনব নাগরীদোহ
 মোর প্রাণধনি ॥ পরিশ্রমেশান্তিহওতোমরা দু'জন ॥ তোমরা
 দু'জন মোর নয়ন অঞ্জন ॥ অঙ্গের সর্বস্ব মোর হৃদয় আত্মা
 জীবের সর্বস্ব মোর তোমাদোহরমা ॥ এক জ্যোতি হও মোর
 এ দোহ নয়নে ॥ মূল এক দুই মাত্র শোভিত কারণে ॥ তেহে ন
 কদেতে মোর তোমাদোহ এক ॥ শোভার কারণে দুই নয়ন প্রভেদ
 এক মূলে ভেদাভেদ নাহিক প্রচার ॥ দুই মূলে ব্যক্ত হৈল
 মহিমা আলার ॥ এক হতে দুই জান দুত্রাবতে কাজ ॥ নানাধি
 অপরূপ রস দুই মাঝ ॥ সস্তাসা প্রসংশা কৈলা দোহানে ২ ॥
 দোহ গুন ব্যক্ত হৈল মোর বিদ্যমান ॥ একাধর বৈসে ভেদ
 যদি সেপণ্ডিত ॥ নিজ গুণ দোষ ব্যক্ত নয় কদাচিত ॥ জথাতে
 বৈসয় দুই পণ্ডিত সূজয় ॥ তথা যেন নবরত্ন সভা বিলক্ষণ
 তোমাদুই প্রিয়া মোর হৈয়া এক ঠাঙ্গ ॥ তে কাজে বিচিত্র মোর
 সস্তা অনুপম ॥ তুমি মোর জীবের জীবন দুই জন ॥ প্রানপানে
 পাইনু দুই প্রিয়া প্রাণ যন ॥ তোমা হেন প্রেমের ক্ষুধাক্ত

জন প্রতি। অন্য উপহারমোর দুই রসবতী * সুরশশি বেহেন
 গনন কণ্ঠমালা ॥ মোর কণ্ঠমনি হার তোমরা দু'বালা ॥
 ভুবনে দুর্লভ যেন চন্দ্রিমা তপন। সেদোহ প্রভাবে পূর্ণসুষ্টি
 উপন * তোমা দুই তেন মোর দুর্লভ নিশ্চয়। তোমা দোহ যুলে
 মোর আনন্দ হৃদয় * প্রেমের দরিদ্র আমি ভিক্ষুক ভিখারী
 প্রভুতে মাগি দু'দান তোমা দুই নারী * প্রভুর পাই দু'দান
 মানিক যুক্ত ॥ প্রাণের দুর্লভ ধন দুই রাজসুতা * তুমি পুষ্প
 অতি মহা রক্ষিষ সুবাস। ভ্রমর হই বন্দ তোমা দোহ পাস
 পরম সুন্দরী দোহ প্রকৃতি উত্তম। সদৃশে গুণ রূপে সমসম
 অমের সহিত মমুরসে রস অতি ॥ তেন যি ফেঁসি ফুটি তুমি দুই
 রসবতী * তোমা হো হামের বাক্য অমৃত লহরি ॥ শুনিবার
 যুক্ত নারীগণে কণ্ঠরি * হেনমধু যুক্ত ভরিবারে কণ্ঠষট্ ॥
 হৃদে তেলিখিতে যুক্ত যেন চিত্রপট * কহিল যতে কধমু উপদেশ
 হিত ॥ এহি ধর্মোপরে দোহ কুলের বাঞ্ছিত * শুনিলে মারীর
 হরে কাল কুট বিষ ॥ পাষাণ হৃদয় হয় মোমের সদৃশ *
 এ সকল শুনি যেই নারী পৃথিবীতে ॥ বিসম্বাদ আর ভ্রম সতিনী
 সহিতে * সতিনী সহিতে বাদন হৈ কদাচিত ॥ নিজ পতি মর্মে
 সেহ হানে প্রতিনীত * পতি সর্বেষেরিরিত কোন গর্ব বাসি
 সে সকল নারী সত্য ইবলি সেরদাসী * সাফল্য জনম মোর হৈল
 পৃথিবীতে ॥ ষটে হৈ দুই প্রিয় পুরিল বাঞ্ছিতে * আবহুল
 হা কিম করে শুন যুবরাজ ॥ মহেশ্বর কনেতে তোমা জনা কিতী
 মাঝ * সাহা সেকান্দর নবী আলার রমূল ॥ তাঁহান ঔরসে
 জান মহা জাতি কুল * হতি ভাগ্য কুলশিল ভূষন মাঝার
 বড় মহা ভাগ্যে হয় নৃপতি কুমার * অতি ভাগ্যে তুরক বাক্য

সেইভঞ্জে চিত্তে॥ অতি মহা ভাগ্যে বঞ্চে কামিনীসহিতে*
 রাগ অসু ওয়ারী॥ লালমতিরোকবালা
 জোলকর্ণ নন্দন॥ এহিমতে মন রঞ্জে বঞ্চে তিন জন* সেই
 নগরেতে বাক্য হইল প্রচার॥ নগর মাঝেতে বঞ্চে সাহার কুমার
 দুই রাজবাল। সঙ্গে সাহার নন্দন॥ নগরে বঞ্চে বীরে বিদেশী
 লক্ষণ* নগরের কোত তালে সুনি এবচন॥ জানাইল নৃপতির
 আগে ততৈক্ষণ* মসরেকের রাজ্যে নৃপ সাহা সেকান্দর॥ সয়-
 কল মুলুক নামে তান পুত্রর* মথির রাজ্যের সাহা এতান
 নৃপতি ॥ তাহান দুহিতা বালা কন্যা লালমতি* বিবাহ
 করিয়া রমা বীর গুণধাম ॥ কন্যা সহ আসি কৈল নগরে
 বিশ্রাম* সুনি সে দেশের নৃপ এহেন বচন॥ অধিক সন্তোষ
 হৈল নৃপতির মন* কোত তাল এতি নৃপ কহিল বচন ॥
 জখনে কুমার কৈল বিদেশে গমন* প্রতিদেশে দেশে সাহা
 লেখেন লিখন ॥ দেশে বিচারিতে সাহার নন্দন* সংসারের
 নৃপ সব করিল বিচার॥ কোন দেশে না ঘটিল সাহার কুমার
 পর্বত শিখরে কিবা নগরে ॥ বিচারিল প্রতিদেশে সাগরে ॥
 একতন দুই করি চাহিল বিশেষ ॥ করিতে নারিল কেহ কুমার
 উদ্দেশ* নিজ পুত্র নাপাইয়া সাহা সেকান্দর ॥ পুত্র শোকে
 কান্দে নৃপ অধিঅন্তর* আমার ভাগ্যের হেতু জানিহু নিশ্চয়
 তেই এদেশেতে আইল সাহার তনয়* নৃপ আগে জাই যদি
 কুমার সহিত ॥ পাইব এতিটা বহু সাহার বিদিত* এতেক
 ভাবিয়া মনে সেই নৃপতি ॥ আদেশিল শজ্জা হৈতে সৈন্য সেনা
 পতি* নৃপতি আদেশ পাই মন কুতুহল ॥ শীঘ্র সাজাইল
 পাত্র বাহিনী সকল* সাজিলে কচতুরঙ্গ কটক বিশাল ॥ সৈন্য

পদ ভরে মহি হৈল টল মল ■ সহস্র গজ অশ্ব লক্ষ লক্ষ ■
 পদাতিসাজিল যতকহিতে অসংখ্য ■ দাখিলেক মহানুপসহ-
 রিষ মতি। আশুবাতি আনিবারে সাহার সন্ততি ■ সাহার দিন
 মোহাম্মদ চরণ বন্দিয়া। সাহার জকে রূপদ গিরে তেধরিয়া।
 আবদুল হাকিম কহে পাঁচালি পয়ার ॥ লালবাহু বিবরণ
 অমৃতের ধার ■ রাগ দীঘ ছন্দ ॥

সেই মহা নরপতি, চলিলেক পদগতি, সৈন্য সহিতে
 আপনার। চলে মহা সৈন্যগণ, দুমুখি বাজায় ঘন, তাম্বুনিয়া
 সাহার কুমার ■ জিজ্ঞাসয় এক জনে, কি বাজনা শুনিকানে, কহে-
 সে এদেশের রাজন ॥ নিজ সৈন্য লই সঙ্গে, এথা আসে ঘন
 রঙ্গে, ভেটিবারে তোমার চরণ ■ বীর কহে লালমতি, এদেশের
 নরপতি, আইসে নৃপমোকে ভেটিবার ॥ কহ প্রিয়া প্রাণধনি,
 সন্তোষিতে নৃপমনি, কি দ্রব্য প্রসাদ যোগ্য তার ■ রোক বালা
 লালমতি, এক যুক্ত দুই সতী, স্ব-প্রমর্শে দিল পদতুর ॥
 শুন কহি প্রাণপতি, ভুবনে দুর্লভ অতি, ধননাইরত্ন সমস্বর
 রাজার প্রসাদধন, বহুমূল্য এ রতন, এহাতে কি দ্রব্য ভাল
 অতি ॥ এহেন মানিক ধন, দিয়া তোষ নৃপমনি, সন্তোষ হইবে
 নরপতি ■ হেনকালে আশ্চরিত, আসি ডেল উপস্থিত, স্ব-সৈন্য
 সহিতে নৃপবর ॥ বহুমান্য জাবে অতি, দণ্ডবতেন নরপতি, পড়ি-
 লেক চরণ উপর ■ যুবরাজ হাতে ধরি, বহুল গৌরব করি,
 তুলি বসাইল রঙ্গ মন ॥ সন্তোষ হইয়া অতি, সন্তোষিয়া নর-
 পতি, দিল বহু অমূল্য রতন ■ কুমারকে পুনি ২২ প্রনমিয়া
 নৃপমনি, কহে গলে বান্ধিয়া বসন ॥ আজ মোর ভাগ্য অতি,
 আমার দেশেতে গতি, করিলেন দীপ্ত নন্দন ■ যুগল করিয়া

কর, নিবেদন নৃপবর, সরফল মূলুক চরণে ॥ তোমা পদ
 পরবেসে, মহাপদ পাইবু দেশে, যদি রূপা লয়মোকে মনে
 নিজ দাস মনে করি, প্রবেশ আমার পুরি, পুরিমোর করহ
 সফল ॥ নৃপতির বাক্য শুনি, মনেতে হরিষ গুণি, যুবরাজ
 মনকুতুহল ॥ অতিমনকুতুহলে, নৃপ অন্তঃপুরে চলে, সঙ্কে
 রোকবানু লালমতি ॥ গজের আশ্বারিষাষা, আরহিল যুবরাজ
 চতুর্দোলে দুই রূপবতী ॥ অতি সে আনন্দ মনে, চলে
 নৃপ পদাধনে, লই নিজ সৈন্য সেনা গণে ॥ এহিমতে মনরঞ্জে
 দুই ভাষ্যাকর মঙ্গে, প্রবেশিল নৃপতি ভবনে ॥ তবে নৃপ রক্ত
 মনে, আপনার সিংহাসনে, বসাইল সাহার কুমারে ॥ বহুমান্য
 মনে ধরি, পাত্রমিত্র সঙ্কে করি, দাণ্ডাষ কুমারে সে বিবারে ॥
 রোকবানু লালমতি, অন্তঃপুরে কৈল গতি, অন্তঃপুরে মহা
 দেবীগণ ॥ পাত্র বাল্য সাধু নারী, রূপে গুণে বিদ্যাধরি,
 দিব্য একশত জন ॥ এহি সবলই সঙ্কে, দুই কন্যা কেটে রঞ্জে
 প্রণমিয়া দুই রাজ সূতা ॥ রোকবানু লালমতি, দেবী সন্তা
 সিয়া অতি, দিল বহু মানিক্য মুকুতা ॥ দুই কন্যা কুতুহলে,
 দিল মহা দেবী গলে, অপরূপ নবলঙ্কার ॥ নৃপতির মহা-
 রাণী, দেবী তুল্য অনুমানি, পরিচর্যা করে দু'কন্যার ॥
 অন্তঃগেল দিবাকর, তবে সেই নৃপবর, কুমারকে নিল পুরি
 মাঝা ॥ এহিমতে মন রঞ্জে, দুইরমা লই সঙ্কে, অন্তঃপুরে
 রহে যুবরাজ ॥ সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, শিরে বান্দি তানপদ, রচি
 লেক হাকিমের পার ॥ রাজসম্পদ জারপ্রতি, জথা তথা করে
 গতি, সঙ্কে রঞ্জে সম্পদ অপার ॥ রাগ পারার ছন্দ ॥
 এহিমতে তিন দিন সেই পুরি মাঝা ॥ দুই প্রিয়া সঙ্গতি বঞ্চন

যুবরাজ * আরদিন নৃপস্থানে বিদায় চাইল ॥ আপনার নিজ
 রাজ্যে করিতে গমন * এত শুনিল নরপতি হরষিত মন ॥ আদৈ-
 শিল সঙ্কট হ'তে সৈন্য সেনাগন * সত্ত্ব রহাজার অশ্ব সমে অশ্ব
 বার ॥ পঞ্চ শত গজ চলে ধরি পাট ওর * পদাতি চলিল যত
 সংখ্যা নাই তার ॥ উট গাভি যষ চলে শতেক হাজার * সাধু
 সদাগর চলে সঙ্গতি রাজার ॥ কুমারের সঙ্গতি দিল পুত্র আপনার
 পাত্র মিত্র সৈন্য সেনা সঙ্গতি বাহিনী ॥ কুমারের সঙ্গতি দিলেক
 নৃপমনি * কর জোড় করি নৃপকরে শু বিনয় ॥ তোমার সঙ্গতি
 দিনু আপনা তনয় * যদি সেকরি দুদোষ তোমার চরণ ॥ অপরাধ
 ক্ষম্য মোর ঈশ্বর নন্দন * যুবরাজ নৃপতিকে সম্ভাসে বহুল ॥
 প্রসাদ করিল পুনি রতন অমূল * রাজপুত্র চলিলেক স্বসৈন্য
 সঙ্গতি ॥ মনরঞ্জে যুবরাজ দেশে কৈল গতি * যেই দেশে জায়
 বীর সাহার সন্ততি ॥ সে দেশী নৃপতি মিলে স্বসৈন্য সঙ্গতি
 নৃপসর যুবরাজে করে সম্ভাষণ ॥ কুমারে প্রসাদ দেহু অমূল্য
 রতন * কোন নৃপ চলে আপনি সঙ্গতি ॥ কেহ কুমারের সঙ্গে
 নিয়োজে সন্ততি * এহিমতে চলি জায় সাহার সন্ততি ॥ স্বসৈন্য
 সহিতে তিন শত নরপতি * লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ বাহিনী অপার
 যতেক চলিল সৈন্য সংখ্যা নাই তার * বিস্তারিলিখিলে সৈন্য
 কোটি কোটি লাখে ॥ পুস্তক বাড়য় গতি লিখিলে তাহাকে * ঢাক
 ঢোল তবল বাজায় নিরন্তর ॥ অতি যোরতর উঠে শব্দ ভয়ঙ্কর
 সহস্র বাজে কাশ করতাল ॥ সৈন্য করে কলরব মহি টল
 মল * সিঙ্গা রাজে সশ্ব বাজে যুদ্ধ মাঙ্গল ॥ সৈন্য পদভরে
 হৈল মহি টল মল * সারি ধ্বজ সব হাজারে হাজার ॥ লক্ষ
 লক্ষ পতাকা উড়য় শোভাকর * কোটি কোটি সৈন্য করে

শব্দ হাহাকার ॥ লক্ষ লক্ষ অশ্ব তবে করয় চীৎকার
 সহস্র গজ গজ্জয় সঘন ॥ শুনি ভয়ঙ্কর শব্দ কাঁপে মরগণ
 শুনি মহা কোলাহল শব্দ বিচকণ ॥ অরমোছা ডিয়াজায়পশু
 অক্ষিগণ ॥ শুনিয়া এহেন মহা শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ সমুদ্রের মিন
 কুণ্ড হইল কাফর ॥ গ্রহিমতে আইল নিজ দেশের অন্তর ॥
 সৈন্য দেখি কম্পমান মগরিকের নর ॥ তা দেখিয়া কোত তাল
 হতাসিত মন ॥ সাহার সাক্ষাতে ধাই গেল ততৈকণ ॥ জোড়
 হস্তে কোত তাল সাহার গোচর ॥ নিবেদয় শুননাথ জগৎদেব
 সৈন্য পদ ভরে হৈল মহি টলমল ॥ দেশেতে আইল বুঝি
 বিপাকের দল ॥ কোটি অশ্ববার লক্ষ গজ ॥ সহস্র উড়ে
 সারি ধর ॥ সৈন্যের নাহিক অন্ত অনন্ত বাহিনী ॥ আসিয়াছে
 আক্ষিণী কিবা শত অক্ষিণী ॥ নানা শব্দে বাদ্য ধনি উঠে
 পারম্পর ॥ শুনিতে কাঁপয় প্রাণ শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ সৈন্য সহিত
 তিন শত নরপতি ॥ সারিসারি ধর সব শোভাকর ॥ অতি
 পৃথিবী জুড়িয়া আইসে মহা পরদল ॥ গগন ছাইয়া মেঘ যে
 হেন বাদল ॥ মহা বায়ু মেঘে যেন সমুদ্র হিলোল ॥ সৈন্য
 উঠে তেন মহা কোলাহল ॥ ভুবনে তেন নৃপনাই তোমা
 লগ্ন তুল ॥ অনুক্রমে দেখি তোমা কটক বহল ॥ কতু নাহি
 দেখি হেন বাহিনী অনন্ত ॥ সৈন্য দেখি মতি ক্রম হয় মতিমন্ত
 কি আশ্রয় করিবে নৃপ করহ আদেশ ॥ আশ্রয় কর সৈন্য সর্ব
 হৈতে যুদ্ধ যেস গজেতে আইল সৈন্য অনন্ত অপার ॥ সৈন্য
 পতিগণে যুক্ত গজধরিবার ॥ নতু নিজ মনে সাহা যেন দেখ
 হিত ॥ অবিলম্বে সেই কার্য করিতে উচিত ॥ কোত তালের মুখে
 নৃপ শুনি এবচন ॥ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত ভেল যেন হতাসন ॥

বলিলেক যদি কৃপা করে করতারে ॥ শত অন্ধহিনী সৈন্য কি
 করিতে পারে ॥ শক্রমনে গর্ব লই বহু সৈন্যগণ ॥ পরম অরসা
 যোদ্ধা প্রভু নিরঞ্জন ॥ মহা ২ শত্রু প্রতি নাগুনির ভয় ॥ প্রভুর
 কৃপায় কৈরু ভুবন বিজয় ॥ দারামবীর নাই আছিল প্রচণ্ড
 সমর করি রত্নতারে ধরিল শুভ ॥ পাত্রগণে তবে সাহা আদে
 শিল বানী ॥ দেখ গিয়া আসিয়া ছেকাহার বাহিনী ॥ শীঘ্র চল
 পাত্রগণ স্বসৈন্য সহিতে ॥ অবিলম্বে বাহিনী আন আমার
 বিদিত ॥ যদিবা আইল মোকে ভেটিতে কারণ ॥ সন্তোষ
 করিবা বহু গৌরব বচন ॥ নৃপতি আদেশ পাই শীঘ্র পাত্রগণ
 স্বসৈন্য গড়ের দ্বারে করিল গমন ॥ তথা জাই মহা পাত্র
 প্রমথ চিত্তর ॥ পাঠাইয়া দুত যুক্ত লৈতে পরিচর ॥ কেবা এহি
 নৃপ গতি কিসের কারণ ॥ অনন্ত বাহিনী সঙ্গে এখাভে গমন ॥
 তবে পাত্র দুত পাঠাইল ততৈকণ ॥ উচৈঃশ্বরে ডাকি দুত
 জিজ্ঞাসে বচন ॥ তুমি সব কিবা হেতু অশ্রব্য বহার ॥ হারাইতে
 আইলে কেন প্রাণ আপনার ॥ কেবা নাহি জানেন নৃপ সাহা সেকা
 দর ॥ শত্রু আগে কালান্তক সিংহ সম শ্বর ॥ জদ্যপি মনেতে ভী
 সৈন্য বহু তর ॥ শুধুনা অরন্য দহি ব্রহ্মার গোচর ॥ ভুবন বিজয়
 সাহা প্রচণ্ড হতাশ ॥ তখন রাশি হই কিবা হইল বিনাশ ॥ পরি
 নাম নাগুনিরাকিসের কারণ ॥ যুগ গোটে কৈলে সিংহ অগ্রেতে
 গমন ॥ মৃত্যু হেতু পাসরিলা আপনা প্রতাপ ॥ অগনিত মাঝে
 হেন পতঙ্গের বাপ ॥ নিজ নাম গ্রাম আগে কহ কোন জন
 সংগ্রামে আইল ॥ কিবা ভেটিতে কারণ ॥ কোথা তোমা নিজ
 রাজ্য কি নাম তোমার ॥ সত্য করি কহ তুমি কুমার কাহার
 দুত যুঝে হেন বাক্য শুনিয়া কুমার ॥ হাঁকিয়া কহিল বানী

অমৃতের ধার * এতেককহিলাতুমি বাক্য তত্ত্ব সার ॥ ভুবনে
 বিক্রম কেবা না জানে সাহার * নৃপতির জশ কীর্তি বহিল
 যতেক ॥ সহস্র অংশের অংশ নাকহিল এক * সেকান্দর নবী বর
 আলার রমূল ॥ এসপ্ত আক্ৰিমে নাহি তান সমতুল * প্রভুর
 পরম মিত্র সাহা সেকান্দর ॥ সপ্ত দীপে এক বর্তে জগৎ ঈশ্বর
 পৃথিবীতে হেন বীর্যধরে কোন জন ॥ যুদ্ধ সাজে আসি সাহা সনে
 করে রণ * মানবকুলেতে হেন বীর্য কেবা ধরে ॥ আছুক যত্ন
 দেও - পরি কাঁপে ডরে * কার শক্তি সংগ্রহে ইহতে আগুরান
 গন্ধর্ব দানব জন্মভয়ে কম্পান * সিংহের অগ্রেতে আগু
 কোথাতে মাত * ॥ ব্যাস্ত্র আগে হির নহে কোথাতে কুরঙ্গ
 বরণ অগ্রেতে কোথা অনলের দর্প ॥ আক্ষালে গড়ুচ আগে
 কোথা হেন সর্প * ভুবন বিজয় সাহা সরালের নাথ ॥ শোভয়
 কাহার দর্পিত ॥ হারসাক্ষ * পৃথিবী মাঝেতে দর্প হেন কেবা ধরে
 স্বেচ্ছায় আসি ॥ যুদ্ধ সাহা সনে করে * তোমা সবে নৃপতির ইহ
 পরিজন ॥ অনুমানে হেন মনে নাহি কিকারণ * নৃপতির দাস
 বিনা আসিবারে হেথা ॥ পৃথিবী মণ্ডলে বল কাহার যোগ্যতা
 স্তব নৃপতির ঘোরা সত্যযে কিঙ্কর ॥ মনরঞ্জে আই নিজ ঈশ্বর
 গোচর * নাম প্রায় পরিচয়কহি তত্ত্ব সার ॥ মশরিক রাজ্যেতে
 সন্ত বসতি ॥ আমার * জনক আমার সেকান্দর গুণধাম ॥ সয়-
 ফলমূলুক সত্য জান ঘোর কাম * সাহা সেকান্দর সপ্ত আক্ৰি-
 মের পতি ॥ সয়ফলমূলুক আমি তাঁহার সন্ততি * জননী আমার
 রোশনক দেবী সতী ॥ সত্য নিজ পরিচয় দিহু তোমা প্রতি
 কুমারের মুখে শুনি এসব বচন ॥ জানিল দেশেতে আইল সাহার
 মন্দন ॥ কুমারের পরিচয় পাই ছুতবর ॥ মন রঞ্জে ধায় ছুত

শাহারিগোচরঃ শাহাসেকান্দর নাম ধরি রঙ্গমনা নৃপতিকে
 সেইদুতেডাকে যনেযনঃ শুন কহি নৃপমনি কুশল সংবাদ
 পুরিলরাঃ জ্যেতেতোমাজরজরবাদঃ মনসাবধানে শুনসংবাদ
 কুশল॥ ঠেকিল দ্বারেতেতোমাউৎসসমঙ্গলঃ হারাইঅমূল্য
 মন্ত্রপাইলা আপনার ॥ প্রভুর কৃপায় হস্তে ঘটিলতোমার
 জোড় হস্তেপাত্রবর করে নিবেদন ॥ শীঘ্র উঠ নৃপবর করহ
 গমনঃ তোমা প্রতি ভক্তহৈল প্রভুকরতার ॥ হারাইপাইলা
 পুনঃকণ্ঠমনিহারঃ তোমা প্রতি অন্ধকার নিশির প্রকাশি॥
 পুনঃতোমা দিব্যচন্দ্র উতরিল আসিঃ তোমাপরিহরিগেল
 মৃত মন দুখ ॥ দেশেতেআইলতোমা সয়ফলমূলকঃ দুতমুখে
 হেনবাক্য শুনিআশ্চরিতা ॥ অধিকআনন্দেনৃপহৈলবিভুলিত
 ক্ষনেধায়অন্তঃপুরমনকুতুহল ॥ মহাদেবী তরে কৈল সংবাদ
 কুশলঃ ক্ষনেক দুতেরগলে ধরে রঙ্গমতি ॥ ক্ষনেপুত্র উদ্যে
 শিয়া ধায় শীঘ্রগতিঃ ক্ষনেকইসয়নৃপমনকৌতুহল ॥ অধিক
 ইরিষে অবৈ নয়নের জলঃ ক্ষণেপুত্রবলিধায় নৃপগুনবর ॥
 বিভোলহৈলঅতিহরিষ অন্তরঃ ক্ষনেক্ষনেকগড়ি পড়েউঠে
 ততৈক্ষণ ॥ উর্দ্ধ মুখেহেরে নৃপপুত্র প্রাণধনঃ পাত্র গনে
 বুঝিলেক নৃপতিরমনা ॥ বুদ্ধিস্থির নাহি আইসেহরিষ কারণ
 বিসম সন্তাপে যবে উপায়ে আনন্দ ॥ ইরিষে বিভোলঅতি
 বুদ্ধিহৈলধন্দঃ নৃপতিকে কোলে করি মহাপাত্রবর ॥ বস-
 ইল নৃপতিকে চতুর্দলপরঃ মহাদেবী প্রতি শীঘ্র জানান
 বচন ॥ দেশেতে আইলরাণীতোমারনন্দনঃ পাত্রমুখে মহা
 রাণী শুনিহেনবানী ॥ আশ্চরিতে মৃত অঙ্গসঞ্চারিলপ্রাণি
 রাণীবলেকোথা ঘোর পুত্রপ্রাণধন ॥ পুত্র উদ্যেশিয়া দেবী

ধায় রঙ্গমনঃপদগতি ধায় দেবী হরিষ অন্তর ॥ ক্রনেক্রনে
 গাড়ি পড়েমেদিনীউপরঃশতেঃধায়সখীদেবীর সহিত॥সখী
 সবেদেখেদেবী বিভোল চরিতঃসখী ॥নেকুতুহলেমনরঞ্জে
 অতি ॥ চতুর্দোলেতুলিদিলমহাদেবীসতীঃমহাদেবীদেখি
 মুখে স্বহরিষমন॥ প্রিয়া সঙ্গে কৈল পুত্র উদ্দেশে গমন ঃ
 আদেশিল মহারাজপাত্রগণ প্রতি॥চলিতেদেশেরযতযুবক
 যুবতীঃ যার ঘেই রমনীকে করিয়া সঙ্গতি ॥ যুগলেঃচলে
 ভাষ্যঃসঙ্গেপতিঃকেহগজকাক্কেকেহঅশ্বআরোহণে॥কেহ
 চলে চতুর্দোলে অতি রঙ্গমনেঃকেহসুখপালেকেহ অশ্ব
 আরোহণে॥ডুলিআরোহণেচলেকোননারীগণেঃবাজয়নানান
 বাদ্য অতি সেমঙ্গল ॥ ঢাকচোল কাড়াদম্মা যুদঙ্গ কর্তালঃ
 বাজয় নহবত বাদ্য অতি যোনহর ॥ সঘনপড়য় ডঙ্কাবাজয়
 ঠিকরঃসিঙ্গবাজেসাঙ্গবাজেশুনিমনরঙ্গ ॥ বেনাবাজেবেনু
 বাজে কবিলাম চুঙ্গঃভেউর কণাল বাজেকাশ-করতাল ॥
 নানা শব্দে বাদ্য বাজে কোতুকবিষালঃ বাজয় দোতার
 বাদ্য শব্দ রুতুরু ॥ বাঁজরিমন্দিরবাজে আর মহাবেনুঃ
 বাজয় নানানবাদ্যশব্দঘোরতর ॥ এইমতে মহাধুম্যে হরিষ
 অন্তর ॥ চলিলেক চতুরঞ্জেকোতুক বিষাল॥পরম হরিষে
 সেকান্দর মহিপাল ঃ নানা বস্ত্র পরিধান বিচিত্র বাহিনী॥
 আতলেসফেরাঙ্গিরুমিবস্ত্রদেবাচিনীঃনানাঅলঙ্কারেমন্য
 অপকৃপ সাজ॥চলিলনৃপতিযেনদেবেন্দ্রসমাজঃ এইমতে
 মহারাজ মহারানীসতী॥স্বসৈন্যসহিতে জায় মহা রঙ্গমতিঃ
 অনিলেকযুবরাজবীরগুণমনি॥আগুবাড়িনিতেআইসেজনক
 জননীঃতাশুনিয়াযুবরাজকুমারসুমতি॥চলিল জনক

হুই পদগতি নৃপতি দেখিল পুত্র আইসে পদব্রজে ॥ চতুর্দোল
 ষাড়ি নৃপতানিল যুবরাজে ॥ দেখিয়া পুত্রের মুখ আনন্দ নৃপতি
 হুই হস্ত প্রসারিয়া চলে পদগতি ॥ আইসে যুবরাজ পুত্র প্রাণ
 ধন ॥ আসি মোর যুত অঙ্গে সন্সার জীবন ॥ আধিরপুথলি
 মোর জীবন মরম ॥ ভুবনে ছল ভ্রমোর নহে তোমাসম ॥ তুমি
 বিনা সয়াল সংসার মোর বিষ ॥ পুত্রসে বাপের ধন প্রাণের
 সন্দেহ ॥ পুত্র বিনা রাজ্য পাট বাপের গরল ॥ পুত্রসে বাপের দৃষ্ট
 উৎসব মঙ্গল ॥ পুত্র বিনা বাপের ঐশ্বর্য অকারণ ॥ সহস্রেক
 রত্ন নহে পুত্র হেন ধন ॥ আইসে যুবরাজ পুত্র প্রাণ ধন ॥
 শোকানলে জল ঢাল দিয়া আলিঙ্গন ॥ গলেতে বসন বাস্তু কুমার
 সুমতি ॥ পিতা পদে পড়ি কহে মধুর ভারতী ॥ না করি নু আপনা
 ইচ্ছার অপরাধ ॥ ললাট নিরঙ্ক হেতু ইচ্ছি নু প্রমাদ ॥ তোম পদ
 পরিহরি পাই নু দুখ ভার ॥ চরণ প্রভাবে তোমাই নু উদ্ধার
 অপরাধ ক্ষম নিজ দাস ভাবি মনে ॥ আইনু সেরিতে পদ পরম
 ঘটনে ॥ তোমা মনে দি নু বহু বিচ্ছেদ সন্তাপ ॥ কঠিন হৃদয়
 হুই কৈ নু বহু পাপ ॥ নৃপতি খলিল বাপু কৈলা শুভকর্ম ॥
 একর্ম তোমার বাপু নাহিক বিধর্ম ॥ শুভকর্ম কৈলা প্রভু
 নিরঙ্কর প্রায় ॥ ললাট নিরঙ্ক যেন ॥ যতন নাজার ॥ তুমিত
 গঞ্জিলা দুখ একাকি দিদেশ ॥ গঞ্জি নু আমি ও তব বিচ্ছেদ ও
 ক্লেশ ॥ ধন্য পুত্র তোমা পরম সাহস ॥ পরীক্ষা লইলা নিজ
 ভাগ্য বল বশ ॥ মোর ভাগ্য তোমা ভাগ্য নহে কদাচিত ॥
 সিংহের তরষে সিংহ জন্মিল কীতিত ॥ ত্যাগি অশ্বগজ ধন
 বসনটকার ॥ একেশ্বর হেন কর্ম করিলা সুসার ॥ বিবাহের
 কর্ম কিবা বীর্যবন্ত জন ॥ ভিতমান জন হয় শাস্ত্রেতে নিপা

স্বাপের অসংখ্য ভবে সম্পদ সাহার ॥ ভুবনেতে ছিদ্র ইহ
 দুর্গতি তাহার ॥ সাফল্য ঔরষে মোর জন্মিল কুমার ॥ স্বজীবে
 দেখি নু গুণ যতেক তোমার ॥ পুত্রপাই মহা নৃপ আনন্দিত
 মন ॥ কোলেতে লইল তুলি পুত্র প্রাণধন ॥ অধিক গৌরবে পুত্রে
 দিল আশিস ॥ ললাটে শহস্র চুস দিল রঙ্গমন ॥ শহস্র প্রণাম
 কৈলা জনক চরণে ॥ জননীকে প্রণামিল তুরিত গমনে ॥ জননী
 চরণে পাড়ি মাগে পরিহার ॥ বহু নোষ কৈ নু মাতা চরণে তোমার
 নিষেক প্রভাবে তোমা চরণ বিমুখ ॥ ভিন্ন দেশে গিয়া তোমা
 মনে দি নু দুখ ॥ তোমামনে দুখ দিয়া দুখ পাই নু অতি ॥ মহা
 মহা প্রমাদ ঘটিল মোর প্রতি ॥ পুন্যের প্রভাবে তোমা আমার
 বিজয় ॥ স্বরূপে জানি নু আমি সতীর তনয় ॥ তোমার উদরে
 জন্ম বহু পুণ্য ফলে ॥ অনলেতে না জলি নু না ডুবি নু জলে
 পাকি পুটে এ সমুদ্র সমুদ্র হৈ নু পার ॥ কেবা করিয়াছে হেন
 দুষ্কর্ম সুসার ॥ মশরিক মগরিব কর্ম কৈল কোন জন ॥ এহেন
 নারীর গর্ভে জন্মিল নন্দন ॥ গর্ভেতে জন্মি নু তোমা আমিতে কা
 রনে ॥ তেঁকা জেঁ আমি কৈ হেন কৃপা নিরঞ্জন ॥ সযন নিবেদী
 তোমা চরণ যুগল ॥ তেঁকারনে সর্বত্র হৈল আমার কুশল ॥
 শহস্রে কুমুদ্র মোকে তোমা আশীর্বাদ ॥ তেঁকা জেঁ খণ্ডিল মোর
 লকল প্রমাদ ॥ পুত্রপাই মহা দেবী হরিষে বিহ্বল ॥ শত চুস
 দিয়া পুত্র প্রতি দিল কোল ॥ পুত্র কোলে লই দেবী হরিষ মধুর
 শহস্রে ক চুস দিল ললাট উপর ॥ স্বজলন মন হই কহে হু জননী ॥
 কোথাতে আছিল পুত্র মোর কণ্ঠ মণি ॥ অনোশন সেকান্দর
 করিয়া বিশেষ ॥ মোর চাঁদ দিগন্তান কৈল কোন দেশ ॥
 ঘরের প্রদীপ মোর গিয়া কোন স্থান ॥ মোর গৃহ ছাড়ি কোথা

কৈল দিগ্ভিমান*পরম জননী-পুত্র নিবাস ঘরে কারা। আর
 যশে বধু বাপু ভবনমাঝার*পুত্রসান্তাইয়ারাণী করিল গমন
 সহরিশে দুই বধু দিল আলিঙ্গন*পরম আনন্দেরাণী হরিষ
 অন্তরা। শহস্রেক চুষ দিল ললাট উপর*গৌরবে কহে তু দেবী
 মধুর বচন। তোমা দুই বধু মোর জীবের জীবন*দুল্লভ পুত্রের
 বধু সান্তুড়ির প্রাণ। শহস্র দুহিতা নহে বধুর সমান*পারের
 ঘরের দীপ দুহিতা সকল। বধু ঘূলে নিজ গৃহ প্রচণ্ড উজ্জ্বল
 জননী পালয় কন্যা বহু যত্ন করি। সান্তুড়ি নিকটে বঞ্চে বহু
 মান্য ধরি*নিরন্তর দেখি বধু জুড়ায় নয়ন ॥ স্বক কালে
 পুত্র বধু করয় পালন*যত্ন হইলে পুত্র বধু পরম যতনে ॥ গুরু
 যত্ন কৰ্ম করে কায় চিত্ত মনে*দুখেতে শঙ্কর যেন পুত্র
 সঙ্কে বধু। উপজিলে পৌত্র যেন তাতে পড়ে মধু*দুহিতা বধুর
 সম নহে কদাচন। জীবনে মরনে বধু সান্তুড়ির প্রাণ*তা শু-
 নিয়া দুই কন্যা হরিষ বিস্তর। কর জোড়ে নিবেদয় সান্তুড়ি গোচর
 তোমা সম গুরু মোর নাহি কসর থা ॥ তুমি সে পরম দেব দেবের
 দেবতা*জন্মিল উদরে তোমা মোর প্রাণেশ্বর। শত যুগ নিছি
 ফেলি তোমার উদর*তোমার সদৃশ মোর না হয় জননী
 তে কাজে জাইতে শ্রদ্ধা তোমার নিছনি*তথাতে বঞ্চয় কন্যা
 জননী সম্প্রদায় ॥ সান্তুড়ির যুগ পদ তলে গৃহবাস*জননী
 উদরে জন্মি বিরহে তাপিত। সান্তুড়ি প্রভাবে গুরে মনের বাঞ্ছিত
 পতি সে নারীর দেব ধর্ম যত ইতি ॥ পতি বিনা নারী প্রতি
 অন্য নাহি গতি*সান্তুড়ি পতির জন্ম স্থিতি দিব্য স্থান। গুরু
 গৌরবিত নহে সান্তুড়ি সমান*সান্তুড়ি বিমুখে পতি সন্তানে
 আকাজ। মক্কা ঘর পৃষ্ঠে রাখি যেহেন নমাজ*যতেক সে বয়

পাতি কায়চিহ্ন মনে॥ সাশুড়িসেবিত যুক্ত তার চতুর্দশ
 দুই বধুর মুখে বাক্য অমৃতের ধার॥ শুনি মহাদেবী মনে আনন্দ
 ভাপার॥ তবে দুই বধু লই মহারানী সতী॥ মনরঞ্জে নিজ অন্ত-
 ম্পুরে কৈল গতি॥ দুই বধু লই রানী বৈসে চতুর্দশে॥ দুই
 হস্তে ধরি দুই বধু লৈল কোলে॥ দেখিয়া সাশুড়ি মনে বহু
 গৌরবে ভে॥ মনপুলকিত বাল্য হাঁসিল ইস্থিতে॥ হাঁসিতে রমা
 ত্রিলোক মোহিনী॥ সাশুড়ি কোলেতে চন্দ্র মুখে সুবে মনি
 যদিবা সুবিলম্বি জোতির্ময় অতি॥ তা দেখি আশ্চর্য্য হৈল
 মহাদেবী সতী॥ মহাদেবী চরিত্র বুঝিয়া ততৈকগে॥ জোড়
 হস্তেরোক বাহু নিবেদে চরণে॥ কন্যা লালমতি এহি মহারাজ
 সূতা॥ হাঁসিতে সুবয় মণি কান্দিতে মুকুতা॥ পরম কোতুকে
 প্রভু সজ্জল বাহু॥ অন্ধকার নাশে বাল্য যেন প্রভা তাঁর
 রূপ জিনী গুণ বাল্য গুণ জিনী রূপ॥ রাজমূল্য ধন যে শহস্র
 গজ কুপ ॥ দয়া ধর্ম কল্প তরু পরম ভকত॥ চতুর্দশ শাস্ত্র
 ধানী জার কণ্ঠগত॥ তা শুনিয়া মহাদেবী অতিকুতুহলে॥ চতু-
 র্দশে দুই বধু লৈল নিজ কোলে॥ ভিন্যদোলে বসি নৃপ
 সাহসে কান্দর॥ বসাইল নিজ পুত্র কোলের উপর॥ এহি মতে
 অন্তম্পুরে জায়ে তুলিয়া॥ মহারাজ মহাদেবী পুত্র বধু লৈয়া
 পুত্র পাই জোলকর্ণ পরম উল্লাস॥ ইউক্ষুফ ঘটিল যেন এয়া-
 কুবের পাশ ॥ নির্বলি জনের যেন উপজিল বল॥ হারাই হস্তের
 ডণ্ড পাইল অন্ধল ॥ দরিদ্রে পাইল যেন অমূল্য রতন॥ পাত্র
 হীন বন্ধ পাইল বসন্ত পবন ॥ জলহীন মৎস্য যেন পার
 মব জল ॥ পুত্র বধু পাইয়া নৃপ তেন কুতুহল ॥ পুত্র বধু লই
 মহাদেবী মহারাজ॥ যোন রঞ্জে প্রবেশিল অন্তম্পুরে মাঝে॥

কুমারের বধে শুভধূলীইগেল সতী॥ পুত্র লই সিংহাসনে বৈসে
 নরপতি* পুত্র প্রতি মহারাজ জিজ্ঞাসে মচন॥ কোন রাজ্যে
 ভ্রমিয়াছে প্রাণধন ■ বিবাহ করিলা বল কাহার নন্দিনী ॥
 শুনিবারে প্রজ্ঞামোরসে সব কাহিনী* নৃপতির বাক্য শুনি
 কুমার স্মৃতি॥ একে কহিলেক সে সব ভারতী* যেইমতে
 সর্প পৃষ্ঠে হই আরোহণ ॥ সমুদ্র তরিল বীর সহরিশ ঘন*
 যেইমতে অরন্যে রহিল যন্দাঘাঘা॥ যেইমতে ফারেস নৃপতি
 আগে কাজ* যেইমতে গান্ধে সাহা আমির নন্দিনী॥ দৈবের
 নির্বন্ধ বিভাকৈল বীরমণি* যেইমতে বধে মহা সর্প অজা
 গর॥ যেনমতে সিমোরগ পৃষ্ঠে তরিল সাগর* যেইমতে মথি-
 বেতে করিল গমন ॥ এতান পরীক্ষা সব দিল বিচক্ষণ *
 যেইমতে খোণ্ডাজ খেজুর গুণবান॥ ইলিয়াস সমে আসি কৈল
 পরিচাণ* যেইমতে ইলিয়াস আসি রঙ্গমন্ডে॥ শাহসু গজের
 কুণ্ডুরি দিল ধনে* যেইমতে বিভাকৈল কন্যা লালমতি
 একে কহে বীরসে সব ভারতী* কহিল কুমারী যেবা রূপ
 গুণধরে॥ ইাসিতে যে মানিক্য কাঁদিতে যুক্তা ঝরে* যেই
 মতে শাকীরাজ পিপিলিকা পতি॥ করিল কুমার কণ্ঠ রূপা
 বাসি অতি* যেইমতে ইলিয়াস খোণ্ডাজ স্মৃতি॥ কহিছে
 সালামদোণ্ডা নৃপতির প্রতি* যেইমতে শতে নৃপতিকুমার
 পরীক্ষা জিনিতে নারিরৈল বন্ধিঘর* যেইমতে সে সকল নৃপতি
 সন্ততি ॥ বন্ধন মোচন করি দিল রঙ্গমতি* যেইমতে পুনি
 পক্ষী হই আরোহণ॥ লালমতি সমে দেশে করিল গমন* যেই
 মতে পাতালে প্রবেশি গুণধাম॥ নিশাচর সংহারিল করিয়া
 সংগ্রাম* যেইমতে রোকবালান গরে গমন॥ যেইমতে দুই কন্যা

হৈল দরশন * যেইমতে নৃপ সবে মান্য করি অতি ॥ যেই
 মতে চলি আইল কুমার সঙ্গতি * একে কহিলে নৃত্যভাঙ
 সকল ॥ তা শুনিয়া মহা নৃপ মন কোতুহল * যে সব নৃপতি
 আইল কুমার সঙ্গতি ॥ জনে আনিঙ্গন দিল মহা মতি * তিন
 শত নৃপ ছিল সৈন্য সহিত ॥ সে সবেরে অমৃতভুঞ্জাইল ভল
 মতে * নৃপতি সবেরে নানা বস্ত্র অলঙ্কার ॥ প্রসাদ করিল
 সাহা যোগ্য যে যাহার * প্রেমনন্দ হই অতি স্বহরিষ মতি
 অন্ন বস্ত্র প্রসাদ করিল সবা প্রতি * প্রণামি সাহার পদযে
 সব নৃপতি ॥ স্বহরিবে যার যেই দেশে কৈল গতি * তবে বৈসে
 মহা নৃপ স্বহরিষ মন ॥ সে দেশের আইল যত ভিক্ষকের গণ
 যে সব ভিক্ষুক আনি সেই গুণবান ॥ পূর্বপ্রায় কুমার কন্যায়
 কৈল দান * কিবা অশ্ব কিবা গজ রজত কাঞ্চন ॥ নৃপ আগে
 যে দ্রব্য মাগয় যেই জন * সেই দ্রব্য নৃপ তারে দিল ততৈক
 এই মতে সন্তোষিল ভিক্ষকের গণ * পুত্র বধু পাই নৃপ মন
 হরষিত ॥ পুরাইল জার যেই মনের বাঞ্ছিত * সহরিশেনরপতি
 মন কোতুহলে ॥ মনরঞ্জে প্রবেশিল আপনামহলে * তবে দুই
 বধু আনি মহাদেবী সতী ॥ নৃপতিকে প্রণাম করয় বৃদ্ধ মতি
 দুই বধু দেখি নৃপ হরিষ অপার ॥ অষ্ট অঙ্গে দুই বধু লক্ষ্মীর
 আকার * পরম আনন্দে অতি হরিষ অপার ॥ প্রভুর অস্ত্রত বহু
 কৈল নিরন্তর * দোহ প্রতি আশীর্বাদ কৈল বহুতর ॥ আর তা
 মাগিল দোহা প্রভুর গোচর * তবে দুই কন্যা পুনি মহাদেবী
 সতী ॥ কুমারের খণ্ডে নিয়া দিল শীঘ্র গতি * দুই কন্যা দিয়া
 দেবী পুত্রের গোচর ॥ নৃপতি অগ্রেতে মেল হরিষ অন্তর * ক-
 ন্যার মুখের মনিষুকৃত্যতেক ॥ নেকালিয়া দিল দেবী নৃপতি
 লালমতি ॥

সন্মুখ নৃপতিদেখিয়া সেই মানিক্য মুকুতা॥ বহুপ্রসংশিল
 নৃপএত্রিগিহিতা কন্যার মুখেতে মনিতমূল্য রতন॥ এক
 মুকুতা মূল্যসপ্তরাজধন রোকবাল লালমতি প্রকৃতি উত্তম
 রাখিল নৃপতিদোহ কন্যা সমসম সাহায্য দিনমোহামদপীর
 গুণধাম॥ তাঁহার চরণে করি সহস্র প্রণাম আবুল হাকিম
 কহে পাঁচালি পয়ার॥ সুভর্যকুমার সেই কন্যা ব্যাবহার
 শুভকণ্ঠে জন্মে যেবা পুরুষ যুবতী॥ সে সবে প্রতিজ্ঞান উত্তম
 প্রকৃতি দয়া ধর্ম্যে প্রেম রসে না বঞ্চে যে সব॥ সে সব পুরুষ
 নারী শুকর গর্জব ॥ পরিভাল দীর্ঘ ছন্দ॥

দুই কন্যা লই সঙ্গ, বঞ্চে অতিমনরঞ্জে, পরম আনন্দে যুব
 রাজ॥ দুই বালা দুই পাশ, রাখি কহে হায্যো ল্লাষ, মনরঞ্জে নিজ
 পুরি মাঝ রোকবাল লালমতি, সঙ্গ মন রঞ্জে অতি, আন-
 ন্দিত সয়ফল মূলুক॥ যেন রতি সঙ্গ কাম, রস রঞ্জে অনুপম
 কেলিকলা সযন কোতুক সর্বশাস্ত্রে বিদ্যাগত, রতিশাস্ত্রে
 বিশারদ, রসের নাগর গুণধাম॥ রস রঞ্জে অবিশ্রাম, কামিনীর
 প্রাণ সম, রতি নহে যুদ্ধ অনুপম রসময় গুণমণি, সন্তোষে
 যুগল ধনি, দুই প্রিয়া প্রাণ সমশ্বর॥ ভিন্য ভেদ দুই মাঝ, না
 রাখিল যুবরাজ, দুই কন্যা এক কলেবর পতি আগের সবতী
 সত্য ভাবে মহামতি, দয়া ধর্ম্য অমৃত লহর ॥ এক যুক্ত
 দুই মতী, সযন সেবয় পতি, দণ্ড পল অবধি অন্তর নিত্য
 দুই চন্দ্র মুখী, পতি আগে মন সুখী, পুজি অতি দেব সমশ্বর॥
 কাম সিংহাসন পরে, বসাই পতির তরে, চামর করয় অমর
 পতির কণ্ঠের মালা, পদ্যমণি দুই বালা, পতি আগে হস্তিত
 বদনি॥ পতির অস্ত্রত ঘন, নিত্য করে দুই জন, বাক্য জিনি

ককিলের ধনি * তিন মধ্য রস রঙ্গ, প্রতিবাক্যে রঙ্গ চন্দ্র
 অধিক আনন্দে যুবরাজ * যেহেন যমিনহরে, কেলি করে স্বর্গ
 পুরে, তেন রস রঙ্গ ক্ষিতী মাঝ * নিত্য করি প্রাণপান, সান্তনার
 গুরু জন, গুরুভক্ত দুই রাজ সূতা ॥ এক মন এক চিত, শশুর
 সাশুড়ি নিত, পূজে যেন দেবের দেবতা ॥ নিজ পুত্র বধু দেখি
 শশুর সাশুড়ি সুখী, আশীর্বাদ করে প্রতিনিত ॥ আয়ু যশে
 ক্ষিতী মাঝ, ভূঞ্জিতে সম্পদ রাজ, দুইকূলে পুরিতে বাঞ্ছিত
 দোহনুপ সুন্দিনী, যোগে যোগে মোহাগিনী, হইয়া পূজিতে
 পতিরাজ ॥ দুই বধু সুভাকৃতি, দেখি হরষিত মতি, আনন্দিত
 দেবীমহারাজ * দুই মহারাজ সূতা, সর্বগুণে সুচরিতা, দুখ
 হীন প্রজার জননী ॥ যুবরাজ গুণধাম, দয়াধর্ম অনুপম,
 প্রজার জনক গুণমণি * বান্ধব রূপার সেতু, শত্রু আগে কাল
 কেতু, দানে দাতা অমৃত লহর ॥ শুভাকৃতি শুভরিত, দেখি
 পুত্র আনন্দিত, পরম হরষ সেকান্দর * পূর্বে যোশিগণ আসি
 কুমারের গনি রাশি, কহিছিল যত ফলাফল ॥ সে সকল একে
 এক, দেখি নৃপ পরতেক, গুণ দেখি নৃপ কুতুহল * এহিমতে
 যুবরাজ, নিত্য করে রাজ কাজ, যুগয়া করয় শ্রদ্ধা যবে ॥
 রাজ্যের শতেক মৈন্য, নিত্য করে মৈন্য ২, কুমারকে রাজ্য বাসি
 সবে ॥ শুন, কহি গুণিগণ, দুই কন্যা প্রশোভন; রত্ন হতে
 মুকুতা বিকাশে ॥ সুরণ প্রতিমা সম, যাত পিতৃ মনরম,
 প্রভুর নির্মিত রন্দার সে * সেই রন্দা বনমাঝ, বিকশিত পুষ্প
 রাজ, অতুল উপমা দুইফুল ॥ আয় প্রভু গুণধাম, পূর্ণ কর
 মনস্কাম, বিকশিত কর হকমল * সাহাবদ্দিন মোহাম্মদ, তাহান
 যুগল পদ, আবদুল হাকিম শিরতান ॥ সেপাদ পঙ্কজে বিনা

ভুব সিন্ধু কিবা ধীনা, তরিতে ভরসা নাহি আন ॥

পয়ার ছন্দ ॥

শুভে মহেন্দ্র কণ ও শুভ লগ্ন

ক্ষিতী ॥ রোকবানুলালমতি হৈল গর্ভবতী ॥ এক সম গুণ

দোহ একই পরান ॥ একই দিবসে দুই আচরিল আনন্দ ॥

দিনপক্ষমাসক্রমে হয় ॥ কলা যদি পূর্ণ হৈল চন্দ্রের উদয় ॥

এক দুই তিন চারি পাঞ্চ ছয়মাস ॥ দুইরাজ সূতা গর্ভ হৈল

প্রকাশ ॥ শুনি হরষিত রাজা ভুবনের পতি ॥ মহাদান কৈল

শাহা পুনের আরতি ॥ পুত্রবধুকুসলের হিতে পৃথিবীতে ॥ ষষ্ঠ

মাসে দান কৈল মনের বাঞ্ছিতে ॥ সপ্তমাসে সপ্তফল করাইল

ভোজন ॥ অষ্টমাসে অষ্ট অঙ্গে লিপিল চন্দন ॥ নবমাসেতে

রাজ ধাই নিযুজিল ॥ যত অনুচরি গণসামাইতে কৈল ॥ দশ

মাস দশ দিন হৈল পুরণ ॥ শুভলগ্নে জুয়াবারে শিশু প্রসবন

একই মন্দিরে দোহ অন্তস্পাট রয় ॥ এহি নিয়মেতে ছিল

শাহার তনয় ॥ দুই ভিতে দুই সমা ॥ মধ্যে অন্তস্পাট ॥ গতিভিন্য

মতিমাত্র রহে সন্নিকট ॥ এহি জোগে একত্রে প্রসবে দুই জন

শুনি রোশনক দেবী আনন্দিত মন ॥ সুবর্ণ কাতিয়া ধাই নাভি

ছেদ কৈল ॥ ক্ষৌরকর্ম দু দকর্ম দ্বনির্বা ইল ॥ সেকান্দর মহা

নৃপ হরিষ অন্তর ॥ আনন্দে পূর্ণিত তনু ॥ ভুবন জয়র ॥ উজির

নাজির আদি হরিষ বিশেষ ॥ আনন্দ নগর লোক মশরিকের দেশ

বাদ্যভাণ্ড অসিগ হৈল অভুলন ॥ পুস্তক বিসাল হেতু নাকরি

রচন ॥ পাত্রমিত্র উজির নাজির সাধুনারী ॥ বালক দেখিতে

আইল রাজ অন্তস্পুরী ॥ রোশনক মহা দেবী রাজার মহিষী

আসন দিলেক মান্য পাত্রের প্রিয়সী ॥ অন্তস্পাট খোসাইয়া

প্রবেশে মন্দীর ॥ দুই পৌত্র কোলে দেবী আনন্দ শরীর ॥ দোহ

সমস্বরূপ হরিষ বদন ॥ যেন মাতা তেন পুত্র একই লক্ষণ
 আকাশের চন্দ্র সূর্য্য জিনিরূপেরেক ॥ যেন পিতা তেন সূতা
 সমান প্রত্যেক * বাল-রুদ্ধ-যুবা কিবা মহাদেবগণ ॥ দেখিয়া
 বালক রূপ সানন্দিতমন * রোকবাল লালমতি অধিক
 উল্লাস ॥ দুই পুত্র মুখ দেখি মনে স্বর্গবাস * এহিমতে পঞ্চ দিন
 যদি নির্বাহিল ॥ কোরাণ পুরান দেখি নাম বিচারিল * গনিতা
 ব্রাহ্মণ আদি সমভাগ্য সকল ॥ দোহান নক্ষত্র পাইল অধিক নিখিল
 নক্ষত্র পাইল লালমতি সূতে জৈষ্ঠ্য ॥ রোকবাল সূতে পাইল
 নক্ষত্র কনিষ্ঠ * পুরানেতে এহিমতে আগে পাছে গণি ॥ কোরা-
 ণেতে পাইল শুনক হি পুনি * আলম সকলে মিলি চাহিল
 কোরাণ ॥ একে দুয়ে তিনবারে পাইল জিম আয়ান * জে ওল
 মুলুক থুইল ছাওালের নাম ॥ কোরানে পুরানে দোহ এক অনু-
 পম * অপরে নক্ষত্র আর কহিছে গনিত ॥ কোরাণেতে পাই
 লে শুনে সব ব্যবস্থা * তিনবার চাহিল ফালম সহায় খুলিয়া
 পাইলেক তিন হরফ শুনমন দিয়া * কাফ, মিম, লাম, এই তিন
 হফ সার ॥ কামিল মুলুক নাম রাখিল কুমার * কোরাণে পুরানে
 দোহ এক মত কয় ॥ কামিল মুলুক নাম রোকবানুরতনয় * জে ওল
 মুলুক লালমতির কুমার ॥ অস্ত্র শাস্ত্রে বিশারদ দোহ সমস্বর
 কামিল মুলুক হবে লোক অধিকারী ॥ বাপ পিতা মহারাজ্য
 রহিবে আবারি * রাজ ছত্রপতি হই সংসার পালিবে ॥ দুরা
 ত্তর শত্রু সব মারি খেদাইবে * এহি শিশু হাতে রক্ষা
 মাতৃ পিতৃ কাজ ॥ জে ওল মুলুক কথা শুন মহারাজ * মাতৃ
 তান লালমতি রাজেন্দ্র বনিতা ॥ যেন মাতা তেন পুত্র অপরূপ
 কথা * শরীরের কান্তি দেখি দেব মোহ যায় ॥ ভিন্য কুলে রাজা

হবেবুঝিঅভি প্রায় * কিবা দেব দানর নতুবা যক্ষ্য পরি
 শূন্য পথে একুমাৱে লইজাবেহরি*মিত্র ভাবিবেনাকরিবে
 শত্রু ভাবাভিন্যদেশে রাজা হবেএহি মাত্রলাভ*এতশুনি
 সুকৌতুকে তুসি জশিগণে ॥ পরম আনন্দনৃপপ্রসন্নবদনে*
 শৃষ্টি দিনে নাম মাত্র যদি নির্ধাহিল ॥স্বহরিশে মহারাজ বহু
 দানকৈল*এহিমতেঅষ্টাদশগোঞালদিবস ॥ ষষ্ঠদশ রজ-
 নিতে হইলপ্রবেস*দৈবাধীননিয়মিতফলিতেফলয় ॥রোক
 বাল লালমতি স্বপনেদেখয়*এক সম যুক্তদোহ দেখিল
 স্বপন ॥কোলেতে লইয়া যায় ললাটে চুখন*এত্ৰাণবনিতা
 দেবীশশি কলা নাম ॥ ভুবনেতে নাহি তাঁররূপের উপাম
 আকাশে পুর্ণিমা শশি বাড়া টুটাইয় ॥ মগ্রিবেরশশি কলা
 সদয় উদয় * মাতার সমান রূপ কন্যা লালমতি ॥ উৎ-
 সবে মিলি আসি মগ্রিবেরপতি * মাতা পিতা ইষ্ট মিত্র
 ভ্রাতৃ বন্ধুগণ ॥ নিশি যোগেরূপবতীদেখিল স্বপন*এবে
 শুনরোকবানুআমিরনন্দিনী ॥ মাতাপিতা সুপ্নজোগেদেখিল
 জামিনী*রোকবানুমাত হয় নামেচন্দ্রভানু ॥ জাররূপেপরি
 সুর মোহ গেল ছানু * কতেককহিব তাঁররূপের উপমা ॥
 যোড়সি হইল ধনি কান্তির গরিমা * দুহিতা সহিত যদি
 বৈসে একান্তরে ॥মাতাকোনসূতা কেবা চিনিতে না পারে
 এমনমোহিনীরূপআমির রমণী ॥ যোল বৎসরের রমাসদয়
 বরনি*আছিল বিস্তারবাক্যনিদ্রার প্রস্তাব ॥চৈতন্যহারাই
 দোহ করয় বিলাপ*মাও বাপ নাদেখিয়া আর্তনাদ করে
 তাপের তাপিতহইকান্দেউচ্চৈঃশ্বরে*পরিহরিবালকেনা
 দেয় দুগ্ধ ধার ॥ মন্দিরেকান্দনশব্দহৈলহাহাকার*অনুচরি

গনধাইজানাইলদেবী॥ য়োশনকদেবীগেল মনে দুখ ভাবি*
 অচেতনমোহগতদেখে দুইবাল।। কান্দয় বালক দুই মুখাইছে
 গলা* দুগ্ন নাপাইয়া শিশু কান্দে উচ্চরোলে॥ রাজপাটে-
 শ্বরী আসি ধাইলৈল কোলে* হলস্থ লি পুরি মধ্যে কি হৈল
 ন জানি॥ শুনিয়া জোলকর্ণ সাহা ধাই আইল পুনি* কুমার
 আইল সঙ্গে বলেন নরপতি॥ কিবা রোলমন্দিরেতে দেখি শীঘ্র
 গতি • মহাদেবী আদি যত অনুচরিগণ ॥ মাথে তৈল দুই
 রমা করিল চেতন* মাতৃ পিতৃ সোক তাপ বিচ্ছেদ জানিয়া
 ক্রন্দন করয় সবে ভূমিতে পড়িয়া* সুপনের বিবরণ কহিল
 সকল॥ ধারা রূপে বহে দুই নয়নের জল * যারা সব আসি
 ছিল সঙ্গে নিজ নারী॥ আমীর এষাণ যারা দুই অধিকারী
 উৎসব আনন্দ ছিল হেন দৈব গতি॥ নিদ্রা হন্তে জাগিয়া না
 দেখে সম্রতি * এহি তাপ বিচ্ছেদেতে তেজি নিজ প্রাণ
 উন্নত হই কান্দে হারাইয়া জ্ঞান* হেরিয়া বালক ভিতে নাহি
 চাহে বাল।। রাজ রাণী বলে একি ঘটিলেক জ্বালা* সয়ফল
 মূলুক বীর হৈল শুদ্ধ মন॥ সঙ্কট বিকট হেন জানিল নিদান
 দুগ্ন মাতাধাত্রি আনি শিশু সমর্পিল॥ দুই রাজসূতা হৈতু
 প্রকার চিত্তিল* কেবা আসি দেখা দিল মায়ারূপধরি॥ কিবা
 যক্ষা দেব নর প্রবেশিল পুরি* রজনী প্রভাত হৈল উদিত
 ভাঙ্গর॥ উজিরে ডাকিয়া রাজা আনিল গোচর* বলিল যতেক
 আছে গনক ব্রাহ্মণ॥ আনিয়া বুঝাই ভাই একি বিচক্ষণ *
 রাত্রি কালে প্রমাদ ঘটিল মোর পুরি॥ আজ্ঞাকারী দৈবক আ-
 নিল শীঘ্র করি* গনিয়া দেখিল সাহা অন্য কিছু নয়॥ উৎসবেতে
 দুই রাজা আসিবে নিশ্চয়* বিংশ এক দিন মাত্র উৎসব হইবে

এয়াণ আমীরসাহা আসিয়া মিলিবে* এত শুনি নরপতি হইল
 আকুল ॥ বলিল গনিতা হেতু পাইয়াছ তুল* সপ্ত দশ দিন
 আজি হইয়াছে প্রবেশ* তিন দিনাধিক মাত্র আর নাহিবেস
 ইতি মধ্যেকিরূপে আনিবেন রেখর ॥ সপ্তম সাগর পার কতেক
 বৎসর* পুনরপি চাহিলেক গনিতা গনিয়া ॥ নক্ষত্র গগন শশি
 একত্র জানিয়া* যোগগণে বলে রাজ্য করি নিবেদন ॥ উৎ
 সবের কালে মাতৃপিতৃ দরশন* বিংশ এক দিন মধ্য এমত
 নাহয় ॥ ঘরিবেক দুই কন্যা কহিনু নিশ্চয়* যেমত পাইল
 রেখা গনিয়া কহিল ॥ এত শুনি সর্বজন শুক মান হৈল* তবে
 মহা নরপতি করিল স্বরণ ॥ খোওয়া আর ইলিয়াস ভাই দুই
 জন* বিসম সঙ্কট দেখি ভাবে নরপতি ॥ হেনকালে দুই পীর
 আইল শীঘ্র গতি* আছিল বিমাধ মন শোকের অতুল ॥
 দুই সখা দেখি হৈল আনন্দবহুল* হস্তে গলে মিলি দুই জন
 বিপদেতে হইল সম্পদ বরিষন* ময়ফল মূলুক শুনি পীর
 আগমন ॥ জানিল সদয় হৈল প্রভু নিরঞ্জন* দুই পীর চরন
 বন্দিল রাজ সূত ॥ আশীর্বাদ দুই পীরে দিলেক বহুত*
 পশ্চাতে কহিল নৃপপুরির রত্ন ॥ সপ্ত যোগের কথা যত ইতি
 আদি অন্ত* গনিতায় কহিলেক এসকল কথা ॥ মাতৃপিতৃ
 না দেখি ঘরিবে রাজ সূত* তুমি দুই অন্তর্যামি চাহ বিচারিয়া
 শুকমন আছি অমিকুল না দেখিয়া* ধ্যানেন্তে জানিয়া পীর
 বলিলেক হাঁসি ॥ অবশ্য আসিবে দোহে সঙ্কটে মহিষী*
 বিংশ এক দিন মধ্য আমীর এয়াণ ॥ আসিয়া মিলিবে কন্যা
 পাবে পরিত্রাণ* ইলিয়াস বলে শুন রাজার কুমার ॥ দেখি
 যাছি শুনি যাছি মহিমা তোমার* আমীর এয়াণ দোহ মহিষী

সঙ্গতি। কেমন জামতা তুমি আন শীঘ্রগতি শশুরবেড়ার
 কর শুন যুবরাজ। তিন দিন মধ্যে বাপুসাথ গ্রহিকাজ প্রণাম
 করিয়া বলে রাজার নন্দন। বাস্তা না বিহিত পত্র কর হি লিখন
 তুমি দুই পৌর জার সাক্ষাতে সদয়। সাধিব এ ক্ষুদ্র কৰ্ম তাতে
 কি সংশয়। এত কহি যুবরাজ পুরি প্রবেশিল। লালমতি
 স্থানে গিয়া কহিতে লাগিল। যথিবে ররাজ সূতা স্থির করমন
 আসিবে এতাদৃশ সাহাশুন হবচন। অক্কেলে পাইল জান দিবা চক্ষু
 দান। দরিদ্রে পাইল ধন ক্ষুধার্ত ভোজন। বাপের শুনিয়ানাম
 মেলিল নরন। অতিশোক রাজসূতাকরয় ক্রন্দন। পতির
 মুখেতে শুনিম যথিবে কথ। বাপের শুনিয়ানাম সুন্দর রাজসূত
 উঠিয়া বসিল বাল। হেরে চারি পাশ। না দেখিয়া বাপ মার
 ছাড়য় নিশ্বাস। কুমার বলিল কন্যা একি বিপরিত। বালক
 ভেড়িয়া কেন লোটা ওড়ুমিত। ধারারূপে বহে দুই নয়নের
 জল। মনিমুখ হার রত্ন করে ঝলমল। কুমার বলেন শুন নৃপতি
 কুমারী। দুই পক্ষীর পরমোকে দেও শীঘ্র করি। না কান্দিও
 মন শান্ত কর গুণমণি। আসিবেক মহারাজ। সঙ্গেতে জননী
 পাত্র যিত আসিবে সংবাদ হেনগাই। দুই পক্ষীর পর শীঘ্র
 আনি দিল ধাই। তবে যুবরাজ পর অকলে তাপিল। সেখা
 নে তদুই পক্ষী খবর পাইল। প্রভাতে ভোজন পক্ষী কিছু নাই
 করি। কুমার অকলে বহু রহিতে না পারি। জানিলেক শুভ
 দিন হইল উদয়। ভোকারে বোলা বৈষ্ণব জালক গণ্ডনয়। দুই
 পক্ষী শিশু সঙ্গে শূন্য করি ভর। মশরিক উদ্দেশিয়া চলিল
 সত্যর। ছয় মাসের পথে ছিল। পক্ষীর গমন। ছয়দণ্ডে মিলিলেক
 সাহার ভবন। পক্ষীর গমনে ভূমিকোপেথর। আকাশ ভাঙ্গিয়া
 লালমতি ॥ [৩১]

শেড়েমেদিনী উপর ■ চারিদিকেপৃথিবীসমুদ্রঘিরি আইল
 আকাশ সহিতেভূমিলাময়পাতালপাথেজুড়িপক্ষী ধরে
 পাটওয়ার ॥ আকাশপৃথিবীকিত্তীহৈল অন্ধকারবাঁবাঁশফ
 বিখ্যাত হইলদেশ ভরি ॥ কুস্তকার চক্রযেনফিরয় আবরি
 পাড়িবারহলনাহিপৃথিবীসকল৷ভ্রমিতেহ পক্ষী ইহল বিখল
 পাত্রমিত্র নরপতি সবমোহশ্চিতা৷বাল-স্বক যুবাযতপাড়িল
 ভূমিতবসিয়াকৌতুকদেখে পীর দুইজন৷লালমতি সঙ্গে
 আরনৃপতীনন্দনএইচারিজনমাত্রসচকিতআছে৷অন্যান্য
 আর সবাইভূমি সয্য হৈছেআন্তব্যন্তেনেকলিলরাজার
 মন্দন৷পক্ষীর অগ্রেতে গিয়া দিল দরশনপক্ষীবলেহান
 দাওনৃপতিতনয়৷পরধৈর্যকরিবারেহইলসংসরনদিতীরে
 সরোবরঅতিউচ্চতর৷পাড়িবারেকহিলেকতটেরউপরপাড়ি
 লেক চারিপক্ষীসরোবরতীরে৷ভক্তিভাবেপ্রণামকরিলমহা
 বীরেপক্ষীবলে কই শুনি রাজার নন্দন৷কিকারণেভূমি
 মোকে করিল। স্বরনকহিতেলাগিলবীরেআদিঅন্তকাজ
 শুনিয়া হাঁসিতেলাগে মহাপক্ষীরাজযদিবাকরিবা কার্য
 নৃপতি নন্দন৷শীঘ্র করিআনিদাওক্ষুধার্জ্জবোজনএতেক
 শুনিয়া বীরেভরপাইলমন৷চলিল যথাতে নৃপপীরদুইজন
 ভথা পীর ইলিয়াসখোতাজ স্মৃতি৷সান্তুকরিবসাইল মহা
 নরপতিপাত্রমিত্র আদি যত করাই চেতন ॥ সভাসদ গণে
 কহে পক্ষীর বচন ■ লালমতি সন্তাসিল অন্তপুর নারী
 রোকবালআদি যতকুমারকুমারীতবেযুবরাজগেলসবার
 গোচর৷পক্ষীরভোজনহেতু কহিল সত্যরদুইপীরে বলে
 রাজাএহিসেদারুণ৷রাক্ষসঅধিকপক্ষীকভূমহেউনকতেক

সামর্থ্য আছে হস্তিঘোড়া ভৈস ॥ নিমিসে স্রোতিতে পারেন মশরিকের
 দেশ ॥ চারিপক্ষী আসিয়াছে চারিখণ্ডি রী ॥ কিরূপে ভোজন
 দিবা উদরসস্তুরি ॥ এতক শুনিয়া সাহা হৈল চমকিতা ॥ ভাল
 উপজিলপুত্র বালক চরিত ॥ জাহ্নবীসস্তুরিতে নারিতার সঙ্গে
 মেলা ॥ সিংহ ব্যাঘ্র ভাঙ্কুক সহিত করে খেলা ॥ যেহৌক সে
 হৌক মোর তাতে কিসকয় ॥ ভাণ্ডার সম্বল যত আছে যনি চম
 হস্তি অথ ঘোড়া দুখাখর গোশ গজ ॥ উট খর রসগাভিদেও
 অসম্ভব ॥ শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞাপাত্র মিত্রগণ ॥ ধৈর্য ধরি রহি
 লেক ভাবি মনে মন ॥ তবে দুই পৌর পদে কহে নরপতি ॥
 বিশদে তোমরা বিনা আর নাই গতি ॥ যেকালে পর্বত মাণি
 লইলাম কর ॥ সেইদিন মাণিলাম অগাধ সাগর ॥ চন্দ্র সূর্য
 বন্দিকরি লইনু খাজানা ॥ পাতালে বাসকি বন্দিকরি নুতান
 পৃথিবীর দেও দেত করি নু অনুর ॥ ছয়মাস পক্ষ জুড়িতোমা
 দি নু গড় ॥ জোলমাতে ছিল যত মুখ নরপতি ॥ সব পরাভব
 কৈ নু তোমার আরতি ॥ যদু হৈ নু পুত্র আগে পূর্ব সন্মান ॥
 হইতে উচিত তোমাদোহ বিদমান ॥ নৃপতির শুনি হেন কাতর
 রচ ॥ হাঁসিয়া উত্তর দিল পীর দুইজন ॥ অসাদ আছে কিবা
 বল নরপতি ॥ সাগরান্ত পৃথিবী সাঙ্গিলা বসুমতী ॥ চারি
 পক্ষী করিবেক কতেক ভোজন ॥ এহার কারণে রাজা চিন্ত
 ক্রি কারণ ॥ খোণ্ডা জবলেন যদি প্রভু আজ্ঞাপাই ॥ মরজীব
 ভক্ষ্য আমি একত্রে যোগাই ॥ তুমি কি নাজান রাজা সেকার্য
 আমার ॥ মোর হস্তে দিল প্রভু সবার আহার ॥ ইলিয়াস
 বলেন নৃপবেত্তারের কালে ॥ দেখিবা আমার সাদ ধনে আর
 ঘালে ॥ পৃথিবীর মধ্যে আছে যত ধন কড়ি ॥ প্রভুরাখিয়াছে

মোকে একা বৃত্ত করিঃসে সব করিয়া কিছু নাহি প্রয়ো-
 জন॥ কত বড় কার্য হৈল পক্ষীর ভোজনঃ ডাহিনে বামে দুই
 পীর সাহা হস্তে ধরি॥ উজির না জির গনে চলে সন্ধে করিঃ সৈন্য
 সেনাগণ সন্ধে আগে যুবরাজ ॥ চলিল সাজিয়া সব যথা পক্ষী
 রাজঃ তথাতে আইয়া সব হৈল উপস্থিত ॥ যুবরাজ বলে
 মোর পুরিল বাঞ্ছিত ॥ দুই পক্ষী দেখি পৌরে প্রণাম করিল
 মহারাজে সন্মোখিয়া কহিতে লাগিলঃ কার্যের বুঝিয়া গতি
 আদেশে রাজন॥ বিলম্বের ফল নাহি করহ গমনঃ চারি পক্ষী
 পাড়িয়াছে পর্বত আকার॥ অণ্ডেতে ভোজন নহে জানিলেক
 সারঃ সাগরের তীরে পীর করিল গমন॥ ফেলিল হস্তের আসা
 লম্বু দ্র গহনঃ খোঁজা জে বলে শু গঙ্গা শু ন ভাগিরথী॥ মহত
 জোজন এড়িলাম শীঘ্র গতিঃ আজ্ঞা পাই যহা মাই ভাসাইল
 চর ॥ শুকুনার মধ্যে গড়ে ॥ মৎস্য মকরঃ ইলিয়াস বলে
 পক্ষী আর কিবা চাও ॥ মকর কুণ্ডিরে গিয়া পেট ভরি খাও
 এতেক আদেশ যদি পক্ষীর পাইল॥ অপূর্ব ভোজন সব দেখিতে
 ধাইলঃ এক মিন জান এক গিরী॥ খাইতে লাগিল পক্ষী
 চুপে বিদারীঃ কাতলা, রোহিত, বোয়াল জল চর গণ॥ বাটা,
 মেরু গা আদি যত নাজার গমনঃ উদর পুরিয়া পক্ষী করিল আহার
 অবশিষ্ট গেল নিরে যত জল চরঃ পক্ষী বলে মহারাজ এমত
 ভোজন ॥ এহি জন্মে নাহি করিয়াছি কদাচনঃ তবেরাজা
 দুই লেখা সপ্রতুল করিঃ বোলাই উজির হস্তে দিলেক আদরী
 পক্ষী আরোহনে দুই উজির নন্দন॥ শীঘ্র গতি চলে দুই নৃপতি
 ভবনঃ পীরপদে প্রণমি পাত্রে যুবরাজ॥ প্রণমিয়া আরোহ-
 হয় পক্ষী পুষ্ট মাঝাঃ সভাসদ প্রণমিয়া পক্ষী দিল উড়া

পাখের প্রহারে পর্বতের খসে চূড়া ॥ দুই রাজ্যে মহা পক্ষী
 করিল গমন ॥ এক বৃদ্ধ এক শিশু ॥ এমত বয়স ॥ কুপির সহরে
 গেল আশীষের দেশ ॥ শীঘ্র গিয়া দুই পক্ষী করিল প্রবেশ
 আকাশ পৃথিবী হৈল যোর অন্ধকার ॥ বাঁবাঁকার শব্দ হৈল
 লোক চমৎকার ॥ অচেতন পুরবাসী রাজা প্রজাগণ ॥ মালিক
 জাদা সাহা পরি আছিল চেতন ॥ সাহা পরি বলে শুম
 রাজার কুমার ॥ পৃথিবী হৈল যোর শব্দ ভয়ঙ্কর ॥ কিবা শব্দ
 কিবা গিত্র দেও পরিগণ ॥ বাহেরে নিকলি শুন শব্দ বিচক্ষণ
 ধনুর্ধান হস্তে করি রাজার কুমার ॥ শীঘ্র করি মহাবীর গেল পুরি
 দ্বার ॥ পর্বত একাণ্ড সম দুই পক্ষী রাজ ॥ আশ্চর্য্য হৈল
 দেখি বীর যুবরাজ ॥ পত্র হস্তে প্রনমিল উজির নন্দন ॥ মালিক
 জাদায় বহু কৈল সস্তাবন ॥ কোথা হৈতে আসিয়াছে কিকার্ষ্য
 এথাতে ॥ এত শুনি পাত্র সূত পাত্র দিল হাতে ॥ এক পাত্র লিখি
 রাখে সাহা সেকান্দর ॥ ছয় ফল ঘুলুক আর লিখিল পত্র
 পাত্র পাঠে যুবরাজ কিছুর বুঝায় ॥ ভগ্নি সূতা উৎসব যেন রাজায়
 প্রত্যয় ॥ সয় ফল ঘুলুক হয় সেকান্দর সূত ॥ মোর ভগ্নি
 পতি হয় অতি অদভুত ॥ না বুঝি পত্রের পাঠ ভাবে মনে মন
 যথানুপ যুবরাজ গেল ততৈক ॥ দেখে রাজা পাত্র মিত্র সব
 অচেতন ॥ দেখি বিসাদিত হৈল নৃপতিন নন্দন ॥ একে ২ জনে ২
 করি চেতাইল ॥ প্রসন্ন বদনে রাজা উঠিল যাব দিল ॥ পাত্র মিত্র
 সস্তাদিয়া দিলেক আসন ॥ পত্র পাঠে মহারাজ লই পাত্র গণ
 সয় ফল ঘুলুক-পাত্র প্রথমে পড়িল ॥ আদি অন্ত সমাচার সকল
 পাইল ॥ যেই মতে লালমতিকন্যার উদ্দেশ্য ॥ যেই মতে যুবরাজ
 চলে ভিন্যদেশ ॥ যেই মতে হারে সে পাইল বনমাঝ ॥ যেমতে

বর্গনবরহৈলযুবরাজ* যেইমতেরোকবালা কৈল পরিণয়॥
 যেইমতেবনপাশ্বেগেল মহাশয় ■ যেইমতে চণ্ডালে হরিল
 রাজবালা॥ যেইমতে সর্প রাজ সংহারকরিল। ■ যেইমতে
 মালি যরে করিল। বসতি॥ যেইমতে বিভাকৈল কন্যালাল
 মতি* যেইমতেপুনি দেশেকরিলগমন॥ যেইমতেরোকবালা
 পুনি দরশন* যেইমতেদেশেগেলবীরযুবরাজ ॥ পাত্র মধ্যে
 পাইলেস্ত্রীআদি অন্তকাজ* মালিকজাদায়শুনিবিস্মিতহইল
 এ সকল বাক্যসববুঝিতেনারিল* যেইদিনরোকবালা কৈল
 পরিণয়॥ সে দিন মালিকজাদা নাছিলদেশের* মহররোখাম
 গেল পারির কারণ ॥ তেকাজে স্ত্রীসব নাজানে ধারন
 পাশ্চাতে জানিয়াবীর হয়ষিতমন॥ সেকান্দরসাহারপাপত্রঠে
 তৈতক্ষণ* শুনহআমীরসাহাউৎসবকথন॥ তোমার দুহিতা
 যরে জন্মিল নন্দন* ষিংশ একদিন হবে জুমাহ বাসর॥ উৎ-
 সবেরহৈবে লগ্ন শুন নরেশ্বর* মহাদেবী সঙ্গে রাজাকরহ
 গমন॥ করুবা বিচ্ছেদে কন্যা হইবেনিধন* স্বপনেদেখিল
 কন্যাতোমা দুইজন ॥ সে অবধিরাজসূতাউচাটনমন* যদি
 অনুগ্রহনাহিকরমহারাজ ॥ আমার বাঞ্ছিতসবনিষ্ফলঅকাজ
 এইমতে পাত্রিতে পাইয়া বিবরণ॥ আনন্দিত নরপতি মহা
 দেবী মন * মালিকজাদার সাহা আদেশকরিল॥ উৎসবে
 বাদ্যগীতহইতেবলিল* আরপুছিলেকরাজ। কেমতেজাইবা
 পক্ষী আরোহণে কিবাস্বরূপকহিবা* মালিক জাদায় বলে
 কিরূপে জাইব ■ অন্তঃস্পুর হতে আসি প্রভোতর দিব
 এবলিয়াগেলবীরঅন্তঃস্পুরমাঝে॥ সাহাপরিহ্রানেগিয়া পুছে
 যুবরাজ* ভূমীসূতউৎসবেতেহইছেবার্থন॥ কহেদেখিসুবদমী

করিব কেমন * পক্ষিপাঠয়া দিল শীঘ্র যাইবার ॥ মোর স্থানে
 নৃপতি করিল প্রচার * উত্তর না দিলু আমি তোমা প্রতি
 আশা ॥ কি উত্তর দিব রাজা করিলে জিজ্ঞাসা * সংক্ষেপে বুঝিল
 রমা পরিব নন্দিনী ॥ কহিবারে লাগিলে শু মহরিষ বানী *
 শরীর বাহনে জাইতে না রূচয়মতি ॥ বলিবে সামান্য হয় পরিব
 নৃপতি * তাঁহান বাহন পক্ষী কহর বিদায় ॥ আপনার শাশা
 হিতে জাইব তথায় * পরিব বিমানে যদি জাইবারে মন ॥ বল
 মোর নিজ রথ আনিব এখন * আবেত চড়িয়া যদি যাইবারে
 সাধ ॥ হইতে হইবে শীঘ্র কিবা বিস্বাদ * সহিছে জাইতে যদি
 চাহ মহামতি ॥ সপ্তম সাগর বল বান্ধি শীঘ্র গতি ॥ ইতি
 ঘোড়ারথার ধিহই আরোহণ ॥ ইচ্ছা যদি লয়নাথ চল এহি ক্ষণ
 কিন্তু এক কথা কহি স্বরূপ বচন ॥ ভগ্নি-পতি রথে চল উত্তম
 আদন * যেই মনে লয় প্রভু করহ আদেশ ॥ মতু তান পক্ষী
 পাঠাইয়া দেও দেশ * এত শুনি যুবরাজ বাহিরে গমম ॥ জানা-
 ইল সর্বকথানৃপতি সদন * আপনা বাহনে বাপু তথাতে যাইব
 তাহার বাহনে গেলে অ-প্রতিষ্ঠা হৈব * আমীর এত্নাণ সাহা
 মহিপাল ॥ আর ২ আসিবে কবিষালে বিঘাল * সেকাঙ্গর সাহা
 ইন্তু আক্লিমের পতি ॥ তাম সম মহিপাল না জন্মিল কিতী
 মরমুর দেও পরি দানব রাক্ষস ॥ তাঁহান উৎসবে আসি মিলিবে
 বিশেষ * বলিলে আমীর সাহা সামান্য নাহয় ॥ এনিমিত্ত
 আসিলেক ভিন্ন বাহনায় * এত শুনি নরপতি করাই ভোজন
 উজিরে বিদায় দিল জাইতে কারণ * বলিও আসিব তাঁরা
 আপনা সাহায্যে ॥ পাত্র সূত চলি জায় আপনার রাজ্যে * কত
 দূর গিয়া তবে পাত্রের নন্দন ॥ মনে ভাবে দেশে জাই কোন প্রয়জন

সেজে দুইপক্ষী ॥ ছেমিগ্রিবের দেশ ॥ চল আমিসব তথা করিব
 প্রবেশ ॥ এতকহি নরপক্ষী চিত্তে তিনজন ॥ হুকারে প্রবেশ
 কৈল যথিব ভবন ॥ চারি পক্ষী দুইনর হৈল একান্তর ॥ বার্তা
 গাই হরষিত যথিব দৈশ্বর ॥ জার ঘেই ডক দ্রব্য লিল খাইবার
 মেষ, অশ্ব ইতিরষ নানান প্রকার ॥ ভোজন করিয়া পক্ষী আন
 ন্দিত মন ॥ বড়তুর্ক হৈল দুই উজির নন্দন ॥ পাত্রপাতি মহারাজ
 সচকিত মতি ॥ দেবী স্থানে জানাইল মধুর ভারতী ॥ রিচ্ছেদ
 ভাষিয়া দেবী ভাবে মনস্তাপ ॥ মাতাপিতা দুই জনে করয় বিলাপ
 শোক চিন্তা ছাড়ি রাজা সান্ত কৈল মন ॥ পাত্রগণ বোলাই
 আনিল তৈতক ॥ সেকান্দর মহারাজা ভুবন বিদিত ॥ তাঁহান
 বোলানে পত্রে জাইতে উচিত ॥ শুনিলামলাল বাবু উচিত
 পাঠ ॥ মা গেলেন মরিবে কন্যা বুঝি এহি দায় ॥ উৎসব হইবে
 তোমা ভগ্নি সূত কাজ ॥ কায়েবার পত্র লিখিয়াছে মহারাজ
 ইচ্ছা মিত্র বোলা যবে আরম্ভ ক্ষজনে ॥ অবিলম্বে জাইবাম পক্ষী
 আরোহণে ॥ এইমতে ইচ্ছা মিত্র সব বোলাইল ॥ তথাতে আমীর
 সাহা আদেশ করিল ॥ নরপক্ষী বিদায় করিয়া মহারাজ ॥
 আঞ্জাদিল করিবারে উৎসবের সাজ ॥ ওখানৈ যামিক জয়
 সাহা পরিহীন ॥ আদেশিল আনিবারে পরিব্রজ ॥ পক্ষি
 কুমারী যদি আদেশ পাইল ॥ আপনার নিজ সৈন্য স্মরণ করিল
 হুকারে পুরিয়া যদি দিল এক টান ॥ শীঘ্র গতি রথ সাহায্য
 হৈল অবিমান ॥ অশ্ব বশ্ব অলঙ্কার নানা আভরণ ॥ লক্ষ
 পরিগণ আইল তৈতক ॥ মেঘ বন উড়ে যত অলঙ্কার
 বিমান ॥ শ্বেত বর্ণ রূক্ষ বর্ণ গৌর বর্ণ জান ॥ কতক কহিব যত
 পরিগণ ঠাট ॥ ভরিল আমীর রাজ্য নহি ঘাটঘাট ॥ সাহা

পরিবোলাইল সহচরিপরি॥ বার্তা॥ কুশলপত্রদেনশীঘ্র করি
 পরিহ্রানে যত আছে রাজরাজেশ্বরী॥ সকলেরে শাহা পরি
 লিখিল বিস্তারি॥ লাল ও নীলমপরি আর সজ্জাপরি॥ খেত
 ও পাখরাজ আর ফিরোজপরি॥ কোহ-কাফে আছে বতপরি
 ইশ্বরী॥ তা'সবারে লিখিলেক সকল বিচারী॥ এহিমতে
 হানে পত্রপাঠাইল॥ নূরবানু আদিষত দুতনিরো জিল॥ হুতে
 পত্রলইগেল গোলেস্তাৱম॥ সাহাবাল হানে দিল করিয়া
 প্রণাম॥ সাহাবাল পরি যদি বার্তাপত্রপাইল॥ পত্র পাঠে
 মর্ম সব অবগত হৈল॥ পাত্রমিত্র সঙ্গে যুক্তি করে মহা-
 রাজ॥ সাহা পরি খেঁচি হয় পরির সমাজ॥ তানমোর এক
 জাতি এক গতি হয়॥ নাগেলে বিরূপ হবে সামান্যতানর
 এবলিয়া পত্র রাজা পাঠায় উৎকালে॥ সয়ফল মুলুক যথা
 বদি ওজ্জামালে॥ একইপুরির মধ্যে বিভিন্ন মন্দির॥ কন্যা সঙ্গে
 বসিয়াছে হরষিতে বীর॥ অনুচরপরি যদি পত্র জোগাইল
 পত্রপাঠে মহারাজ অর্থ না বুঝিল॥ লিখিয়াছে লালমতি
 উৎসব কথন॥ সাহা পরি পত্র মধ্যে কেন আগমন॥ রোক
 বালালিখিয়াছে পুত্র প্রসবন॥ সয়ফল মুলুক কেবা কোল কর্ণ
 নন্দন॥ পত্রপাঠে রাজবাল বিস্মিত হইল॥ বদি ওজ্জামাল
 শুনিই সিতেলা গিল॥ কুমার বলিল তুমি কেমন বরবর॥ না
 বুঝিয়াই স কেন পত্রের উত্তর॥ সেকান্দর সাহা সূত সয়ফল
 মুলুক॥ সাহা পরি লিখিয়াছে এ বড় কোতুক॥ বদি ওজ্জামাল
 বলে শুন প্রাণেশ্বর॥ আপনে না বুঝ বাক্য কহি পুনর্বার॥
 এবলিয়া বারেই সেন্সুবদনি॥ হস্তহস্তে পত্র বীরে রাখিল
 ধরনী॥ পুনরপি হস্তে লই পঠে বারেবার॥ কুমারী বলিল প্রভু
 লালমতি॥

নাপাঠিও আরঞ্চপত্রমধ্যে লিখিয়াছেযে সবস্বতান্তা একে২
 নিবেদিহিশুনপ্রাণ কান্তুলালমতিরোককাল। এইদুইজন।
 পরিণয় করিয়াছেজোলকর্ণনন্দনঃ দুইজনগর্ভে দুই বালক
 জন্মিল ॥ তা সবার উৎসবের কর্ম আরঙিলঃ রোকবাল।
 পিতাহয় আমীর নৃপতি। মালিকজাদা তানসূতসাহাপরির
 পতিঃ উৎসবের আমন্ত্রণ লিখেসাহাপরি। সাহাবাল আদি
 যত পরির ঈশ্বরীঃ মোর পিতা স্থানে এহি পত্র পাঠাইল
 আমাদের উভয়কে যাইতে কহিলঃ কি আজ্ঞা করিবাএবে
 কহ মহাশয়। পত্রেলেখেএইবাক্য জানিও নিশ্চয়ঃ এতেক
 শুনিয়া বীরসন্তোষ হইল। বুদ্ধিমন্তরাজসূতা তখনেজানিল
 পুনিহু কুমার বলে শুন প্রাণধনি ॥ কিরূপে জানিলা তুমি
 পত্রের কাহিনীঃ কুমারী বলিলনাথপরি কুল আমি। চরাচর
 সবজানিহই অন্তর্যামিঃ লুকাইতেপারি আমিত্নেরভিতর
 উড়া দিতে পারি আমি শূন্যেকরি ভরঃ সেসব লিখিতে
 হয় বিবালপুস্তক। পরিকুলবিস্তারিতকহিবকতেকঃ পুনরপি
 সাহাবাল দুত পাঠাইল। কুমার কুমারী দুইবিদ্যমানেনেল
 বদিওজ্জামালকোলেমেহেরজামাল। একাদশ দিনহয় কন্যা
 রত্ন ভালঃ রতন প্রতিমা কোলে মানিক পুখলি ॥ মাও
 কন্যা একরূপকাস্তিবালামলিঃ হাঁদিয়া অধরেরাজাপুছিতে
 লাগিল। সাহা সেকান্দরকথাকহিতেলাগিলঃ প্রণাম করিয়া
 বলে রাজার কুমার। আপনার আজ্ঞামোরানারিলজিবাবর
 সাহা সেকান্দর হয় নবী অবতার ॥ তাঁহান উৎসবে উচিত
 যাইবারিঃ সাহাপরিআমন্ত্রিছেপরির রাজনা। সামান্য না হয়
 পরিকূলে মান্য জনঃ বদিওজ্জাল স্থানে পুছে মরপতি।

ভূমিকিয়া ইবাকহ আমার সঙ্গতি * মুখে বস্তুদিয়া রমা ইষি ত
 অধরা নৃপতির বাক্যে কিছু না দিল উত্তর * মনে মাত্র ইচ্ছা
 আছে তথা জাইবারা লালমতি কন্যা সঙ্গে করিতে দিদার
 শুনিয়াছি লালমতিরূপের গরিমা ॥ স্বর্গমর্ত্য পাতালে দিবারে
 নাহি সিমা * কান্দিতে শব্দ যুক্ত হাম্যে বারেলাল ॥ এহাতে
 অপূর্ব না দেখিছে কোন কাল * একাদশ দিন মাত্র প্রসবিছে
 বাল ॥ বাপের চরণে বাল উত্তর না দিল * রোশন জামাল নামে
 রাজার বনিতা ॥ বদিত জামালের মাতা রাপে সূচরিতা *
 অন্তর্গত আড়ে থাকি দিল পছন্দ ॥ ঘোরা সব জাব কন্যা
 রবে একেশ্বর * এমত উচিত নহে অনিষ্ট বেস্তার ॥ জামতা
 সহিতে কন্যা বল জাইবার * এরোম গোলেস্তান সাহা
 তোমার বসতি ॥ শূন্যে তে রাখিছে আল্লা জগতের প্রতি * এমত
 দুর্লভ স্থান কেহ না পাইছে ॥ নরসূর গন্ধর্ব যে কাকেনা হি
 দিছে * যথা ইচ্ছা তথা জাও মেঘ সমধর ॥ এমন দেশের রাজা
 ভূমিনৃপ বর * এহি ঘর এহি দ্বার এহি সেমন্দির ॥ টুঙ্গিতে কদা-
 চিত না হৈব বাহির * নহে বাক্য কচাকচি কর কিকারণ
 শূন্যেতে ঢালিয়া কন্যা কি বুদ্ধি ঘষন * সূর্যকল মূলুক আর
 শূন্যে নরপতি ॥ যতেক কহিতে আছে মহাদেবী সতী * নৃপতি
 মহিষী আর কুমারী কুমার ॥ যাইবারে ইচ্ছা হৈল আমীর নগর
 রোশন জামাল বলে শুন নরপতি ॥ রাজ্য চলে আপনার
 যথা জায় মতি * শূন্যপারে থাকে প্রভু আপনার দেশ ॥ মদ্র
 ভূমেনর বঞ্চে না জানে বিশেষ * শব্দে কলরব শুনিবুঝি নররায়
 হেটে কেনে রাজ্য হয় দেখ মহাশয় * মহাদেবী বাক্যে রাজা সচ-
 কিত ঘন ॥ দেখিল আনিছে রাজ্য আমীর ভুবন * প্রভুকে

অরিয়া রাজ্য করে মোনা জাত ॥ করিম রহিম আল্লা জগতের
 নাথ ॥ কুমার কুমারী দোহ নিজ বরেন্ধর ॥ সাহা পরিহানে
 রাজ্য দুত পাঠাইল ॥ গিয়া কহিলেন্ত এ সব বৃত্তান্ত ॥
 সাহাবালির পতি এখা আসিছেন্ত ॥ এত শুনি পরি জাদি হয়
 যিত মন ॥ হেনকালে আইলেক আর পরিগণ ॥ বিধান সমন
 যত ধরনি ভরিল ॥ দেখিয়া আমীর সাহা আনন্দিত হৈল
 সাজ বলিরান গরে দিল সাড়া ॥ ঢোলদফানানা বাদ্য ঘন বাজে
 কাড়া ॥ সানাই বিগুল বাজা কাঁশী করতাল ॥ সারি দ্বিদোতার
 বাজে ঘুদক মাদল ॥ তব্রা বি করুর আর চঙ্গ কবিলাব ॥
 নৃত্য কি নটুরা সব নাচয় সম্পাস ॥ দোতার সেতার বাজে
 ঘুরচক বিধালে ॥ আকাশে উড়িল ধরনিসমুদ্র উথলে ॥ এহিমতে
 বাদ্য ধনি সমন পুরিয়া ॥ পুরি হন্তে চলে রাজ্য হরষিত হৈয়া
 রোক বালা ফাতা দেবী নামে চন্দ্রভান ॥ আরোহণ হৈল সাহা
 পরিব বিমান ॥ রাজ্য মহা দেবী এক বিমানে চড়িল ॥ জনৈ
 সিংহাশন বিবর্তিয়া দিল ॥ রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দ ॥
 সাজে পরিরাজ, অপরূপ সাজ, শশি নকত্র জিনিয়া ॥ সাহা
 জাদা পরি, ভগ্নি সজে করি, সহচরিগণ লৈয়া ॥ যেত
 পরিচলে, পুষ্প চতুর্দলে, খবল করি ভূষন ॥ লাজপরি আর
 বার্তা পাইয়া তার, সাজিল হরিক মন ॥ চলে সাহা রোক,
 কোহকার মুখ, জাহার নিজ বসতি ॥ আগত নগত, চলে
 পরি যত, কহিতে কাহার শক্তি ॥ চলে আসয়া পরি-
 শাকিহান ঈশ্বরী, ভুবন মোহন রূপা ॥ চিত্র-মাদ্রা-বতী, যুগ
 ফাল। সতী, চিত্রকূট গিরী কুপ ॥ সাহাবাল রাজ, নানা বর্ণ
 সাজ, এরম গোলেস্তা পতি ॥ বদি ওজামাল, রূপে দিগ্ধী

লাল, পতি সঙ্গে রূপবতী ■ সাহা পরি চলে, রত্ন চতু-
 কোলে, পতি ভাষা একেশ্বরী॥রোকাশ্রী, সঙ্গে সহচরী
 রূপ জিনি বিদ্যাধরী ■ গগন ধরনী, পরিবাহিনী, বিমান
 সামানে চলে॥ ভরিবাম পদ, পরি নাহি অন্ত, হিন্দুলকন্দন
 কোলে ■ বান্য বাদ্য বাজে, চলে দিব সাজে, উত্তমউৎসব
 কাজ ॥ যাত্রা শুভকণ, সুখেরি বাজন, চলে সব পরিরাজ
 পীর গুণধাম, সাহাবদিননাম, সে পদ পঙ্কজ রেহু॥নিরেতে
 বন্দিতা, হৃদে অভ্যাশ্রিতা, হীন হাকিম রচিতুঃ পর ॥
 তথা যারিব সাম্য বহু গণ সঙ্গে॥দুহিতা উৎসবে সাহা চলে
 যমরাজে নানাবস্ত্র অলঙ্কারনানা আভরণ॥দানপুণ্যকাজে লর
 মনিমুক্তাধনঃ পক্ষী আরোহণে চলে সাহা এমরাণ॥রথবাহনেতে
 যেন দেবকীনন্দনঃ সাহাবালরাজ্যজ্ঞান শূন্যেতে ভ্রমর॥বরি-
 যার মেঘে যেন অঙ্ককার হয়ঃ তেনমতে চারি পক্ষী চরী গিরি
 সমাদিনে অঙ্ককার জ্ঞান যামিণীউত্তমঃ নাহি দিগ্-দিগান্তর
 পক্ষী দিল উড়া ॥ না পারে দিবারে সীমা মনুষ্য বাহড়া
 পক্ষী পাখাঘাতে বার বহে নিরন্তর॥সোতাইলরক আদিপর্বত
 শিখরঃ সমুদ্রে উঠিল চেউ পরশি আকাশ॥গৃহবাসী লোক
 সবে পাইল তরাষ ■ এহিমতে গমন করিল মহারাজা আশচ
 যিতে মিলিলেক পরিব সমাজঃ সাহা এমরাণ বলে শুন
 পক্ষীবর ॥ বিমান সমান দেখি গগন উপরঃ দিবঃ সিংহাসন
 অযুতে অযুত ॥ আর এক রাজ্য দেখি বড় অদভুতঃ হাঁসি
 পক্ষীরাজ বলে শুন নরপতি ॥ উৎসবে চলিয়াছে মশরিকে
 গতি ■ কুপি সহরের রাজা সাহা আমিরণ ॥ রোকবান
 পিতা হয় বড় ভাগ্যবানঃ পুত্রবধু সাহা পরি পরিবদ্বী

বিমানসামানেচলেসঙ্গে যত পারিঃ সাহাবালরাজ্যহরপারিক
 প্রধান॥ এরমগোলেস্তানে বর মহাবলবানঃ যথা তথ্য রাজ্য
 সমে করয় গমন॥ শূন্যপারে রহে রাজ্য অমরা ভুবনঃ এতেক
 কহিতে পক্ষী নিকটে আইল॥ উপরে দেখিয়া রাজ্যনৃপতি
 ডরিলঃ দশ দিবসের পাহরাজ্যের পাতনে॥ উপরে পড়িবে চাপি
 ভয় লাগে মনেঃ এতেক শুনিয়ানৃপবান আচরিল॥ হেটেতে
 রাখিয়া রাজ্য উপরে বসিলঃ দেখি দিব গোড়া রাজ্য হরষিত
 মন॥ নিরঞ্জন অরি পক্ষী করিল বৈঠনঃ পক্ষী স্থানে জিজ্ঞা-
 সিল বার্তা পুনর্বীর॥ হেটেতে লাগিল রাজ্য কেমন প্রকার
 গিরি গুহা নদী নালা সব কম্পমান ॥ সমুদ্র হিন্দুল তুমি
 করিলে আপনঃ হেন মোর অস্থান তুমি চারি ভারে॥ হেটেতে
 পড়িবে রাজ্য ইহ চূর্ণ করেঃ এত শুন পক্ষি রাজ্য হাঁসে গদ
 গদ ॥ বুঝিল ধার্মিক রাজ্য কেবল নির্বোধঃ পক্ষী বলে শুন
 রাজ্য সব আদিভাষা বিস্তারিয়া কহি শুন সে সব রত্নঃ আর
 যত রাজ্য সব জলের পাখলে॥ জলে ভাসি ভরে নিয়া সমুদ্র
 উথলেঃ এ রাজ্যের মাটি হয় পায়ান সমান॥ একাধে ভাঙ্গে
 হেন নাহি বলবানঃ প্রভুর শূজন হেন অপূৰ্ণ ভারতী॥ হেটেতে
 নামায় হেন কাহার শক্তিঃ এহিমতে বাক্য লাগি বিস্তর
 ইহল॥ মশরিক দেশে দক্ষ্য উপস্থিত হৈলঃ বিমান সমান পক্ষী
 সাহাবাল দেশাঃ সাহা সেকান্দর রাজ্য করিল প্রবেশঃ উপর
 ছাড়িয়া পক্ষী হেটেতে নামিল॥ কুন্তকার চক্রে যেন ভ্রমিতে
 লাগিলঃ বিমানে ভ্রময় যেন মেঘ খণ্ড ॥ পক্ষী সব ভ্রমে তেন
 সুমেরু প্রচণ্ডঃ সাহাবাল রাজ্য খণ্ড উপরে চতুরাঃ যামিনী
 প্রবেশ হৈল শক ভয়ঙ্করঃ সহস্র গঙ্গা দিয়া আছে চর ॥

খো ওজকরিয়া আছে মারাবী নগর * এক অকনকমাস নগ-
 রেরচাক ॥ পরিচিহ্নকরিবারেনাপারয়তাক * স্থানে ২ সরোবর
 উষ্ণ মেরুদোল ॥ বড় ২ নদী নালা বড় ২ পোল * বড় ২ স্বক
 রহে বড় ২ ঘর ॥ পাকা ইমারত সিনা বজ্রসমস্বর * নিজস্থানে
 রাজ পুরি না পাইল পক্ষি ॥ স্বকপরে বসিলেক ইইমন দুক্তি
 সাহাবালরাজ্যখণ্ডশূন্যে তেরহিল ॥ বিমানসমানযত ভ্রমিতে
 লাগিল * ছয় দণ্ড রাত্রি হৈল গণ্ড গোল রৈল ॥ বাহ্যশব্দে
 কেহ কার নাহি শুনে বোল * পরিমানবেরমেল হৈল এক
 ঠাই ॥ আপ্তপরভেদাভেদপরিচয়নাই * দুতেবার্ত্ত জানাইল
 নৃপতির স্থান ॥ আসিয়া মিলিল সাহা আপনি এত্ৰাণ * পক্ষী
 আরোহনে আইলমগ্রি বেরপতি ॥ আইল আমীর সাহা পরি
 সঙ্গতি * সাহাবাল রাজা আদি যত রাজা পরি ॥ কি আশ্রয়
 করিবা এবে বল অধিকারী * শুনি হরষিত রাজা দিলপদুত্তর
 আজিরহিবারে বলভোজন ধাসর * কালুকাদরশনহবেসভা
 নেরসনে ॥ আজিকা রহিতে যুক্ত ইষ্ট সন্নিধানে * এতশুনি
 কোত ওল হরষিতমন ॥ মুনাদি ফরাই দিলসকল ভবন * মায়া
 নগরেতে হৈল মায়াশব্দধ্বনি ॥ জনে জনে ডাকি বলে হেনমানে
 গুণি * প্রবোধ হৈল সব হরষিতমন ॥ ইষ্ট শুধেকরে সবরন্ধন
 ভোজন * প্রভাতে দর্শনহবে মহারাজ সনে ॥ বারাম দিবেক
 রাজা আগামী বিহানে * এতশুনি সর্বলোক স্থান আবরিল
 স্বক হতে পক্ষীরাজ ভূমিতে পড়িল * পক্ষী বলে মহারাজ
 শুন নিবেদন ॥ বড় ২ গৃহ সব মানিক্যগঠন * মুকুতার শুভ্র সব
 মানিক্যেরচাল ॥ চৌদিগে চালায় মণি মুকুতা প্রবাল * যেই ঘরে
 ইচ্ছা হয় করহ আসন ॥ খাইতে আছয় লোকে এদ্রব্য নানান

এতশুনিহরষিতহৈলমহারাজ॥ প্রবেশকরিল সবে মন্দিরের
 মাঝে॥ মনহরদিবটুঙ্গি অধিক উজ্জ্বল॥ মানিক্য দেউটি ফলে
 করে বালমল॥ সমস্তনগরহয় একইবরণ॥ প্রভুরমহিমা কিছু
 নাজায়কখন॥ যারযেইহৈছা শুশেয়নভোজন॥ পঙ্কীগবেঅর
 ভকে সানন্দিতমন॥ নরপরি অযুতে২সবেরয়॥ আশুপারভেদ
 নাহি নাহি পরিচর॥ যামিনী খণ্ডিল যদি উদিত ভাস্কর
 আনন্দিতনৃপতিরসকলনগর॥ বিংশএকদিন যদি হইলপুরন
 উৎসব সমস্তহৈলনগরিসাগণ॥ সাগরেনগরেহৈলবাদ্য হল-
 ল ॥ আকাশপাতালমর্ত্ত করে দলমল॥ সাহাবাল রাজ্য
 অমেশূন্যেতেরহিয়া॥ নানাবিধবাদ্যভাণ্ডনবদতুলিয়া॥ পরির
 বিমান সব শূন্যে করি ভর ॥ অপরূপকৌতুহলনৃপতিনগর
 ভবেসেকান্দরসাহাপাত্রকে ডাকিল॥ বসিবারেসময়াকরণাদরে
 কহিল॥ আজ্ঞা পাই পাত্রমিত্র সৈন্যসেনাগণ॥ জারযেই
 যোগ্য স্থান করিলরচন॥ দুইপীর সঙ্গে লইজোলকর্ণরাজন
 সভাকরিবসিলেকুহরষিতমন॥ দক্ষিনেতেইলিয়াসবামেতে
 খোজা॥ রচিলমোহন সভা যেমদেবরাজ॥ বাদ্যভাণ্ড হল-
 লিএজরজেগার॥ মুখরোলে গীত গাহেনামন প্রকার
 কোতওালেডাকিয়া কহেনগরেনগর॥ বারামদিয়াছেরাজাভুবন
 ঈশ্বর॥ নরপতিপরিপতি যতরাজাগণ॥ অবিলম্বে কর আসি
 নৃপতি দর্শন॥ এইশব্দ যদি সেনে হইলবারেখার॥ চলিল এত্ৰাণ
 রাজা সাহা ভেটিবার ॥ তার শেষে আগিরণ মহানরপতি
 সাহাবাল পরি নৃপ সমাহিত গতি॥ সয়ফল যুলুক সাহা
 সুফিরানসূতা॥ অশ্রুশাশ্রুবিসারদরূপেঅদভূত॥ গ্রহিমতে
 অনে২নরপতিরাজ॥ একে২মিলিলেকজোলকর্ণসমাজ॥ দুই

পীর সযোথিয়া বলে নরপতি। কিবা নাহ কেবা হয় কইমহা
 মতি। ঋখো ওজখেজের পীর দিল পাউতুর। প্রথমে এতান সাহা
 যথি। ঈশ্বর তারিছে আদীর সাহা এতান রাজন। সঙ্গতি
 মালিকজাদা তাহান নন্দন। তাহান পশ্চাতে দেখ সাহবাল
 রাজ। পৃথিবীর রাজ। সব জারে করে পুজা। তাহান সঙ্গতি দেখ
 জামতা। তাঁহার। সাহা সুফিয়ান পুত্র নর অবতার। এহিমতে
 জনে সব চিনাইল। হেন কালের রাজ ও আসিয়া মিলিল। তবে
 সাহা সেকান্দর সন্তানে উঠিয়া। হস্তে গলে আলিঙ্গন দিয়া
 এহিমতে চারনুপতিন যুবরাজ। অনেক সন্তান। সাতা ছিল সন্তান।
 সেকান্দর আমীর এতান সাহাবাল। এহি চারিনুপজান প্রধান
 বিবাল। দুই যুবরাজ দুই নুপতির সূত। সাহা সেকান্দর আর
 সুফিয়ান সূত। মালিকজাদা হয় সাহা আমীর নন্দন। যুবরাজ
 প্রধান হয় এহি তিন জন। আর রাজ। সব যত যুবরাজ। মণ্ডলি
 করিয়া বৈসে সবার সমাজ। সয়কল যুলুক দুই প্রচার হইল
 মিত্র জোড়া ইচ্ছা ভাব আনন্দ বাজিল। বাদ্য ভাণ্ড হল লুলি
 পুরিল ভুবন। অন্তিম্পুরে প্রবেশিল মহাদেবী গণ। শশিকলা মহা
 দেবী এতান বনিতা। মহা সতী লালমতিকুমারীর মাতা। আমীর
 মহিষী দেবী নামে চন্দ্রভান। রোকবাল। কুমারীর মাতা। তেঁহ জান
 রোশন জামাল সাহাবালের বনিতা। পরির নন্দিনী বদি ওজ্জা-
 মালের মাতা। তিন পাটেশ্বরী আর দুই রাজসূতা। সাহা পরি বদি
 ওজ্জামাল রূপে জুতা। আর যত পরিজাদি পাটেশ্বরী গণ। রূপে
 গুণে শ্রেষ্ঠ হয় এহি পঞ্চ জন। রোশন কমহাদেবী মুক্য পাটেশ্বরী
 সবে তানে প্রণালি লবণ বত করি। অনেক সন্তান। সাতা ছিল বহু
 তুর। চারি পাটেশ্বরী বৈসে একাশন পর। দুই বালা পরিসূতা যথা

লালমতি॥রোকবাল।উদ্দেশিয়াচলেহুইসতী*সঙ্গতিপারির
 ঠাট অনুচরিগণ॥বিরলমন্দিরে গিয়া দিলদরশন*লালমতি
 দিপ্তীময়উজ্জ্বলমন্দির ॥ মুকুতা প্রভাবেহীরাউজ্জ্বলপ্রাচীর
 যুবকযুবতীদিবরভ্রময়টুঙ্গি॥ লোকমানেগঠিয়াছেনানরঙ্গারঙ্গি
 প্রবেশিমন্দিরমাঝেহুইরাজবাল।। ভুবনমোহনরূপ জিনিয়া
 চপলা*হুইশিশুকোলে হুই মানব হুহিতা॥পরিজাদিরূপে
 দোহহইলমোহিতা*সুদমনেচারি জন কনেকআছিল।।মন
 মত সন্ধিপাইপ্রাণ সম্বরিল*অনুমানেরুঝিলেকবদিওজ্জা-
 মাল॥লালমতিনামহয়সর্ব অঙ্গলাল*প্রিতীভাবেগলে২মিলি
 হুইজন॥রোকবানু সাহাপরি হইল মিলন*আনন্দেপলকে
 চারিঅন্য২মিলে॥অদলেবদলেশিশুলইলেককোলে*সাহা
 পারির সুতাহয়কয়রা পরিণাম॥ভুবনেতে নাইতার রূপের
 উপাম*রোকবালালইলেক ভ্রাতার নন্দিনী॥ কামিলমূলুক
 লয় পরিশুবদনি*বদিউজ্জামাল লয়জ্যেয়াল মূলুক॥দেখিয়া
 বালকরূপমনেভাবেসুখ*লালমতিলইলেকমেহেরজামাল
 আনন্দিতহুলস্থূলি হইল উথাল*চোলদমাকাড়াসিঙ্গাকাস
 করতাল॥নাগোরাটিকার।বাজেনবদবিশাজ*অন্তস্পুরস্থানে
 স্থানেপরিগণমেল॥নৃপতিসভাতেহইলজয়ধ্বনিখেলা*শূন্য
 পরেথরে২কম্পয় গগণ॥বাদ্যভাণ্ডেহুলস্থূলি নাচে পরিগণ
 মধ্যভূমেবাদ্য বাজে পাতাল কম্পয়॥ নর নারীবেশ্যানাচে
 সুখ সুনিশ্চয়*গগণপুরিয়াসুখেনাময়পাতালে॥মর্তলোকে
 মোহপায়বামকউথলে*আনন্দেপুলকহইষারযেইজন॥আবির
 অগুরুকেহকরে বুরিষণ*সুখ সাগরেরকথানাজায় কহন॥
 শিশুকোলেচারিরমাভুবনমোহন*জ্যেয়ালমূলুকরূপারত্নাকর

শশি॥ বদিওজ্জামালেদেখি উঠিলেক হাঁসি* জেয়ালমুলুক
 আর মেহের জামাল ॥ এক বর্ণ রূপে কান্তি দিগ্ভীমর লাল
 আমারদুহিতাযোগ্যএইশিশুবর॥ এতভাবি পরিসূতাহাঁসিল
 অধর* এহিমতেমুখেবহুহাঁসেঘনং॥ একদৃষ্টেহেরিতেলাগিল
 তিনজন* সন্মুখেচারিজনএকই আসন॥ চতুর্ভিতে অনুচরি
 নর পরিগণ* সাঁহাপরি বলে শুন বদিওজ্জামাল॥ ঘনংহাঁস
 কেনেএতনহেভাল* তুমিআমিপরিজাতিঅন্তর্যামি দেখি
 এনিমিত্তহাঁসকিনাকহচন্দ্রমুখী* মানবসমাজে বসি অনুচিত
 হাঁস॥ সত্যংসুবদনীকরিবাপ্রকাশ* এতশুনি নিঃশব্দহইল
 শশিমুখ॥ রোকবানুকহিতেছে বচনকৌতুক* পরিকুলরূপা-
 ধিকগুণবেসহয়॥ এতজানিসুবদনীসঘনহাঁসয়* নহেংকহে
 তবে বদিওজ্জামাল॥ দুর্ঘটকথাকহকেননালাগয়ভাল * রূপ
 গুণধিকাদিক যদিমোরমন॥ জাতি কুল বংশমোর হউকউচ্ছন
 যদিকহিনাহককথাদোহাইআল্লার॥ আছয়রহস্য একহৃদয়ে
 আমার* পুনরোকবালা কহেহাঁসিতে অধর॥ কহংগুণমনি
 বাক্যমোনহর* কহংকিসুখেহাঁসিলাপারিসূতা॥ কহকহচন্দ্র
 মুখী নিজ মনকথা* কহংনববালামর্ষেরবেদন॥ কহকহকিবা
 হাস্যদেখিলানয়ন* কহকহবলিয়াপুছয়হাঁসিহাঁসি॥ কহকহ
 কহকহ কহ নবশশি* বদিওজ্জামলবলেকহিতেনাপারি॥ সর্ব
 থায় না জিজ্ঞাস রাজারকুমারী* রোকবালা বলেএহিকপট
 তোমার॥ নিশ্চয়জানিহুএহিপারিকুলাচার* যুগমালাপরি যদি
 কপটরচিলা॥ চন্দ্রভানুরাজপুত্রদেশত্যাগকৈলা* সামারোঁধ
 পরিছিলরূপেগুণেবেখা॥ ঘরেঘরেজেয়ালমুলুককৈলভিক্স
 এলজাহাপরিরূপবস্ত্রীনলিনীকুমার॥ কাননেভ্রমিয়াদুখপাইল

অপার*শ্বেতপারিহরি নিলরুদ্রদেবরাজা॥ প্রেমতেভরিয়া
 মনহইলেকভার্যা*সাহা সূফিয়ানসূতসরফলমূলুক॥ তেমা
 লাগিএ কুমারে বহু পাইলদুখ*মোর ভাতাযুবরাজ মালিক
 জাদায়॥ সাহা পরি লাগি দুখ পাইল সর্বথায়*অথবাপরি
 মর্মবুঝিতে নাপারি॥ রূপা চিত্তেপ্রকাশিয়া কহিবা বিস্তারি
 বদিওজ্জামালে শুনিসক্কাচিত্তমন॥ হেটমাথে কহেবালামধুর
 বচন*শুনরোখবালাতোমানাহরউচিত॥ দিব্যকরিলামতবে
 বল বিপারিত*মনে কহিলামমোরমেহের জামাল॥ জেওল
 মূলুক সম একরূপ ভাল*কুমার কুমারী দুই একই আকৃত
 যোগ্যজেওলা*তিপত্নীমনেতবাঙ্কিত॥ আমারউচিতনহেকহিতে
 একথা॥ নিমিতে হাঁসিলামশুনরাজ সূতা*সাহা পরি লাল
 মতিহাঁসে রোখবালা॥ বদিওজ্জামাল মাত্র স্বলজ্জিতহৈলা
 সখীসহচরীগণহাঁসে আনন্দেতে॥ চারিমহারাজরাণী আইল
 আশ্চরিতে*সাহাপরিবলে শুনবদিওজ্জামল॥ জামতালইয়া
 কোলে একোনখেরাল*লজ্জাভাবিপারিসূতা হেটমাথেরৈল
 চারিমোক্য পাটেশ্বরী স্বকানে শুনিল*তিনজন হাস্যমুখী
 লজ্জাবতী এক॥ হরিশেচক্কেরজলধায় পরতেক*রোশন জা-
 মালে দেখি দুহিতালজ্জিত॥ সন্তোষিয়া পুছিলেক বচনপিরিত
 কিসের দামন্দ কথা কহতুমি সব॥ বিস্তারিয়াকহ শুনি দুহিতা
 দুহ ভ*এতেক বলিয়া মায়পুছেবারেবার॥ উত্তরনা দিলাকন্যা
 লজ্জাকুল ভার*চারিমহাদেবী লয় শিশু চারিজন॥ সাহা
 পরিকহিলেক যতবিবরণ*রোশন জামাল লয় জেওলমূলুকে
 দেখিয়া বালকরূপ মনে বড় সুখে*শশিকলালইলেক মেহের
 জামাল॥ মানিক পুথলি যেন নিপ্তিময়লাল*কামিলমূলুকে

লয় চন্দ্রভানুদেবী॥ হুহিতাঘরেরদত্ত মনেদরাভাবিককয়রা
 পরি লইলেকদেবী রোশনক ॥ পরিগর্তে নর বীৰ্য্য উত্তম
 বালক ॥ এহিমতে অদলেবদলে শিশুগণ ॥ মহাদেবীগণ আদি
 আনন্দিতমন ॥ মেহেরজামাল আরজে ওলমুলুক ॥ সাহাপরি
 কহিলেকসকলকৌতুক ॥ পাটেশ্বরীসারিবাল চারিশিশুকলা
 দ্বাদশ শশিয়হৈল মন্দির উজালা ॥ সহচরীপরিগণ নর্তকি
 সদায় ॥ পাখওজবাজাইয়ানাচে আরগায় ॥ রাজসভা মধ্যে
 কহেনপুংসমালিক ॥ অন্তঃপুরেদেবীগণ আনন্দিতধিক ॥ জেও
 লমুলুক আরমেহেরজামাল ॥ যোগ্যজোড়াসুভলগেমিলারেছে
 ভাল ॥ এতশুনিপুছিলেকজোলকর্ণএত্রাণ ॥ মেহেরজামালকেবা
 নামেরবাধান ॥ সাহালবলেহয়আমারদৌহিত্রী ॥ বদিওজা-
 মালসূতা সুফিয়ানপুত্রি ॥ সয়ফলমুলুকপিতাসাক্ষাতেআছয়
 কি আত্মা করিব বল রাজা মহাশয় ॥ দুই পীরে বলে মহা
 বাঞ্ছিতকামনা ॥ রাজউদ্দেশিয়া রথে তাতে মিলে সোনা
 যোগ্যমিলয়অযোগ্যমিলে কি ॥ পুণ্ড্রমকরন্দমিলেদুগ্ধ
 মিলেধি ॥ সাহাবাল মহারাজ পরিপ্রধান ॥ সুজুগেকুটুম্ব
 জান সাহাএত্রাণ ॥ এতশুনিসভাখণ্ডউল্লাসিতমন ॥ সেকান্দর
 সাহাবাল মিলে দুইজন ॥ সাহাবাল আমীর এত্রাণনরপতি
 সেকান্দরসয়ফলমালিকজাদা প্রতি ॥ অন্যসন্তানিয়াসাদর
 মিলনে ॥ ভক্তিভাবে প্রণামিলপীরদুইজনে ॥ তবেসেকান্দর
 সাহাপুলকিতহৈল ॥ বরনবিভারপ্রতি আদেশকরিল ॥ দৈবজ্ঞ
 আনিয়া রাশি বিচারিল ॥ জেওলমুলুক আরমেহেরজামাল
 জেয়ালনামেতে হৈলদশবর্গ ভিত্তি ॥ পুনঃদশবর্গ হয় মেহের
 যুবতী ॥ বিংশবর্গ দোহানেরদশবর্গ সমান ॥ তিন গুণহার

চাহে পণ্ডিত সুজ্ঞান * তিন ছয় আঠার গেল দুই রয়ে সিমা
 একেশূন্য পতিনাশা দুইয়ে মরের মা * জেতাল জাতিয় সিংহ
 চুরাসে মেহেরা ॥ সিংহ পদতলে চুরা পত্নী হয় জের * মিনরুপি
 কুমার সে কুমারী জলস ॥ পু. পাত্রে ভ্রমরা যেন ফিরয় সরস * অষ্ট
 জাতি অষ্টকুল সকলি উত্তম ॥ জাতীয় পদ্মিনী কন্যা পূর্ণ কুন্ত
 সম * ভাগ্যবতী হবের মা পতিব্রতা সতী ॥ শুভ শুভ গণিক হে
 দৈবজ্ঞ সুমতি * বিবাহের বর কন্যা হইল বরন ॥ কত দিন বা দেহ বে
 মঙ্গল পুরণ * আনন্দে উৎসব বাদ্য বাজে অতুলিত ॥ পঞ্চ
 পাত্রে জলযান ধরনিকম্পিত * পুরিমধ্যে যানাইল যাইয়া কখন
 পুনিঃহরষিত হৈল মহাদেবী গণ * রোশনক মহাদেবী দারা
 রাজ সুতা ॥ শশিকলা মোক্ষরাণী লালমতি মাতা * চন্দ্রভান
 রোশন জামাল দুইজন ॥ মোক্ষ আর যত পাটে স্বরী গণ * লাল
 মতি রোক বাহু মানব দুহিতা ॥ সাহা পরি বদি ওজ্জামাল পরিসূতা
 এহি অষ্ট প্রধান অপার যত জন ॥ আনন্দিত মোক্ষ রোলেকরে
 নারী গণ * এজার জরদ বস্ত্রে ঢাকি দুই জন ॥ মণি যুক্ত গলে দেহ
 করিয়া যতন * সফেদ বরণ যুক্ত মনি হয় লাল ॥ গৌরবর্ণ
 গলা হয় সুশোভিত ভাল * কুমার কুমারী এক পালকে সোতাই
 গীত গাহে আউসুয়া সকল মিলাই * নরপরি এক মেলা করিয়া
 মণ্ডলী ॥ নানা ছন্দে গাহে গীত করিয়া চিকলী * নানা যন্ত্র কবি-
 লাস সৃদঙ্গ মন্দীর ॥ রোবাব দোতার ॥ বাজে সারিন্দী কিন্দারা
 চঙ্গ করতাল বাঞ্জা ॥ নেপুর ঘাঘরী ॥ সহচরী দিঘ নারী নাচয়
 কুঁহরি * নটী ও তয়ফারূপে রোশন জামাল ॥ করতালি দিয়ানাচে
 তুলি দিঘতাল * অষ্ট ভিতে আবরিল নারী অষ্ট জন ॥ গীত গাহে
 নাচে ধরি যন্তের লাবন * নর্ততি নাহিক যথা কেবাকরে গান

চাহে পণ্ডিত সুজ্ঞান * তিন ছয় আঠার গেল দুই রয়ে সিমা
 একেশূন্য পতিনাশা দুইয়ে মরের মা * জে ঝাল জাতিয় সিংহ
 চুরাসে মেহেরা ॥ সিংহ পদতলে চুরা পত্নী হয় জের * মিনরুপি
 কুমার সে কুমারী জলসা ॥ পু. প্পাতে ভ্রমরা যেন ফিরয় সরস * অষ্ট
 জাতি অষ্টকুল সকলি উত্তম ॥ জাতীয় পদ্মিনী কন্যা পূর্ণ কুন্ত
 সম * ভাগ্যবতী হবে রমা পতিব্রতা সতী ॥ শুভ শুভ গণিক হে
 দৈবজ্ঞ সুমতি * বিবাহের বর কন্যা হইল বরন ॥ কত দিন বা দেহে
 মঙ্গল পূরণ * আনন্দে উৎসব বাদ্য বাজে অতুলিত ॥ পঞ্চ
 পাত্র জলযান ধরনিকম্পিত * পুরিমধ্যে যানাইল যাইয়া কখন
 পুনিঃহরষিত হৈল মহাদেবী গণ * রোশনক মহাদেবী দারা
 রাজ সুতা ॥ শশিকলা মোকরাণী লালমতি মাতা * চন্দ্রভান
 রোশন জামাল দুই জান ॥ মোক্ষ আর যত পাটে খরী গণ * লাল
 মতি রোক বাহু মানব দুহিতা ॥ সাহা পরি বদি ওজ্জ্বাল পরি সুতা
 এহি অষ্ট প্রধান অপর যত জন ॥ আনন্দিত মোক্ষ রোলে করে
 নারী গণ * এজার জরদ বস্ত্রে ঢাকি দুই জন ॥ মণি যুক্ত গলে দেহ
 করিয়া যতন * সফেদ বরণ যুক্তা মনি হয় লাল ॥ গৌরবর্ণ
 গলা হয় সুশোভিত ভাল * কুমার কুমারী এক পালকে সোতাই
 গীত গাহে আউসুয়া সকল মিলাই * নরপরি এক মেলা করিয়া
 মণ্ডলী ॥ নানা ছন্দে গাহে গীত করিয়া চিকলী * নানা যন্ত্র কবি-
 লাস সৃদঙ্গ মন্দীর ॥ রোবাব দোতার ॥ বাজে সারিন্দী কিন্দারা
 চঙ্গ করতাল বাঞ্জা ॥ নেপুর ঘাঘরী ॥ সহচরী দিঘ নারী নাচয়
 কুহরি * নটী ওতয় ফারুপে রোশন জামাল ॥ করতালি দিয়ানাচে
 তুলি দিঘ তাল * অষ্ট ভিতে আবরি লনারী অষ্ট জন ॥ গীত গাহে
 নাচে ধরি যন্ত্রের লাবন * নর্ততি নাহিক যথা কেবাকরে গান

স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদিশব্দত্রিভুবন*আনন্দিতহলস্থ লিবিস্তুর
 আছিল॥বালক দেখিতে নৃপ সমাজে চলিল *দুইদিগেদুই
 পীর মদ্রোমহারাজ॥ আগৌর এগ্রাগদুইমদ্রোপারিরাজ*সাহা
 বাল পরিপতি সাদরল করিয়॥দুইবাহুদুইনৃপচলিলমিলিয়া
 সরফলমূলক দুই দুই পাশে চলে ॥ মধ্যতেমালিক জাদন
 মনকৌতুহলে*দুই পীরচারিরাজতিনযুবরাজ॥ এহি নয়জন
 চলেঅন্তম্পুরমাঝ*পুনঃবাদ্যভাণ্ডপুরেগগনেপাতালে॥লহ-
 রে সাগরেজলে তরঙ্গউথলে*আনন্দেগগনেধায়চন্দ্রচাহে
 হাতে॥পাতালেনামিতেলাগেবাসুকিরমাথে*মধ্যভুমিস্থির
 নহেদ্রমেচক্রাকার॥কুন্তসনে ঘনতালেআনন্দঅপার*এহি
 লগ্নেগেলরমাঅন্তম্পুরমাঝ॥মণ্ডলিকরিয়ানাচেরমণী সমাজ
 শুনিতেসুস্বরধ্বনি গীত হলস্থ লি ॥ কুলিষ কমল হয় জ্ঞানে
 জ্ঞানভুলি*মণিন*মতিভ্রমললিতসুস্বর॥ ঘোরজিন লাবন্য
 মধুরি তিন তার*স্থগিতপবণযহেমন্দং বায়॥বসন্তের পাপি
 পিক বলে মধু রায় *

রাগ বসন্ত ॥

বিরহে বসন্তেরিতসমির শীতল ॥ বিকশিতপুষ্পদলসুগন্ধি
 সকল*স্বমকে২বাদ্য উঠয় লহর॥সরাসরি শব্দ জান অখাত
 সাগর*সাহা পরিবদিওজ্জামালদুইজন॥রোশনজামাল সঙ্গে
 তালেরপুরন*লালমতিরোকবালামাতৃ সঙ্গেচারি॥রোশনক
 মহাদেবীগীতেরউস্তারি*আনন্দেতে মহামহা নাচেপরিগণ
 শুনিতেঅপূর্বলিলামোহজায়মন*বসন্তপ্রকাশযদিহইলতরল
 ক্রমে ক্রমে পূর্ণমিত হইলপ্রবল*গাহনবাজনরোলেধরনি
 ভরিল॥অন্তম্পুরেররাজসবেমোহ আচরিল*শুভমনেকতক্ষণ
 শুনিয়া নিষ্যাস॥অপূর্বগাহনধ্বনিমন অভিলাষ * সাহাবলি

বলে রাজ্য কর অবধান॥ বরনবিবাহ কার্য করমনমানি ॥ স্থির
মতি হই রাজ্য করিল আদেশ ॥ মহাদেবী স্থানে বার্তা কহিতে
বিশেষ ॥ সহচরী খাইয় গিয়া বার্তা জানাইল ॥ কুমারকে দেখি
বারে রাজ্য গু আইল ॥ পদ বন্দ ॥

শুনিয়া ছুতের কথা রাজ্য আগমন ॥ নাট্যগীতেশান্তি হয় মহা
দেবীগণ ॥ স্থানে ২ রত্নময় সিংহাসন দিল ॥ গুলি করিয়া সব
আসনে বসিল ॥ রত্নরাজ্য চারি জন অপার মহিমা ॥ রূপে গুনে
যুবরাজ দিতে নাহি সীমা ॥ জেহেন যুবতী সব তেন যুবরাজ
ধন্য ২ শব্দ হৈল ভুবনের মাঝ ॥ ধন্য ২ জননী উদরে দিল ঠাই
ধন্য কুলে পুন্যবতী এস কলমাই ॥ তবে দুই পীরে বলে শুন নর-
পতি ॥ কেমন দৌহিত্রী দেখি আনন্দী প্রগতি ॥ এত শুনি আদেশিল
সহচরীগণে ॥ আনিলে কদুই শিশুরাজ্য রসদনে ॥ নীল ও জরদ
সিরা বসনে চাকিয়া ॥ দুই রাজ্য কোলে দুই শিশু দিল নির ॥ আমীর
এত্রাণ দৌহিত্রী মাতা মহাজন ॥ ললাটেতে চুস দিল দৌহিত্র সন্তান
ব্যবহার নানা বস্ত্র নানা অলঙ্কার ॥ অদলে বদলে দিল দৌহান-
কুমার ॥ হাঁসিতে লাগিল পীর কি দিবষে ভার ॥ তুমি সব রাজ্যে স্থর
কি আছে আমার ॥ রহস্য দেখয় যত পুরবাসীগণ ॥ জয় জয়
বাদ্য বাজে যোরদরশন ॥ ইলিয়া সবলে গঙ্গা কি বলিব আর ॥
নিশ্চয় পালিবা তুমি বচন আমার ॥ ধন রত্ন ব্যবহার দিব জনে
জন ॥ ভূমিতে রাখিলে হওঁ পৈত্রি ভুবন ॥ তিনবার করাঘাত
ভূমেতে করিল ॥ অলঙ্কার ধন বস্ত্র ভাসিয়া উঠিল ॥ যেইমতে
বাজী করে বাজী করগণে ॥ অন্তম্পুর ভরিলে কমণি মুক্তা ধনে
লাল রত্ন জমরুদ হেমহীরা মতি ॥ জগৎ ডগমগ অপূর্ব ভারতী ॥
এইমতে ধন হৈল সন্তান সাক্ষাত ॥ খোঁজা জেজের বলে

শুন নরনাথ ॥ আসিছে কুটুম্বতোমা মানামন্তজন ॥ ব্যবহার
ধন রত্ন যেইলরমন ॥ সেইশব্দইলেক সভাসদ মাঝ ॥ স্বশুর
বাভার দিল বীর যুবরাজ ॥ আশ্চর্যইল দেখি পুরবাসীগণ ॥
ধনপারেসোতাইলশিশু দুইজন ॥ নাটুরায়নিত্যকরে গীতগাহে
গাইনো ॥ মেহের জায়েলে পুনিসভামধ্যে আনেন ॥ দেখিয়া পারিল
সুতাসবহরযিত ॥ কুমারকুমারীদোহসমান আকৃত ॥ এহিমতে
কতদিন কোতুকে নিবাস ॥ দেশেজাইবারেসবহইলউদাশ ॥ হেন
সভা ভঙ্গহৈতে মনেনাহি ভায়ে ॥ কিকরিব অ-সকালে দিন
যাত্রিজায়ে ॥ বিদায় হইতে বনে নরপরিপতি ॥ কহিবারে না
পারিলবিবাহভারতী ॥ কতদিনব্যজ্ঞহবেদোহপরিণয় ॥ জায়
যেই নিজ দেশে গেলেক নিশ্চয় ॥ সাহাবদ্দিনঘোহামদপীর
গুণধাম ॥ ভূমিগতে দণ্ডবতে করিয়া প্রণাম ॥ তাহান পঙ্কজ
ধূলিশিরেতে তুলিয়া ॥ আবদুলহাকিম কহে পাঁচালিরচিয়া ॥
দীর্ঘ ছন্দ ॥

শুন কহি গুণিগণ, কেতাবের যে লিখন
আছে সত্যজানহ নিশ্চয় ॥ আলাররসুগহর, সেকান্দরমহাশর
জোলকর্ণ ভুবনবিজয় ॥ তানসুতগুণধাম, সয়ফলমুলুকনাম
পৃথিবীবিজয়ীযুবরাজ ॥ সর্বগুণেবিদাগত, অস্ত্রেশাস্ত্রেবিসারদ
ইলেক এইজগমাঝ ॥ রোকবালালালমতি, প্রভুভক্তদুইসতী
দেউপায়ুক্তারমণী ॥ এইদুইকন্যা যেন, প্রকৃতি উত্তম তেন,
ভূষে আঙ্গমিলরমণী ॥ পুরুষরমণীমাঝ, দুইকন্যা যুবরাজ
কোথা হেনমজ্ঞে প্রেম মাঝ ॥ পুনহেতু গটেজয়, শকটইল
ধর, পুত্রদুই দেবেন্দ্র সমাজ ॥ খোণ্ডাজখেজিরসঙ্গে, ইলি-
রাস মনরঙ্গে, কর্মজোগ করিল সুসার ॥ এহিসববিবরণ, পঠে
শুনে যেইজন, সর্বত্র কুসমহরতার ॥ য়েবা পঠে য়েবা শুনে

জ্ঞান বাড়ে শত গুণে, প্রকৃতি হয়েন্তু অতি ভাল ॥ চুঃখ
 দারিদ্রতা ছাড়ে, ভবে আরু জশ বাড়ে, হয় অতিসম্পদ
 বিঘাল * সঙ্কটে জায়েন্তু দূরে, মন রঙ্গে রস পুরে, হরিশে
 বধুয় প্রতিনীত ॥ নিজ সতীনের প্রতি, সতীনের প্রেম
 অতি, ধর্ম ভাবে বাড়য় পিরিত * নিজ পুত্র বধু প্রতি, সাশু
 ডির কৃপা অতি, সাশুড়িকে বধুর মান্নতা ॥ নিজ সূত সূতা
 প্রতি, মাতৃ পিতৃর কৃপা অতি, পুত্র কন্যা মা বাপ পুজিতা
 যদি নিজ ভাই প্রতি, জনকের দয়া অতি, ভিন্ন ভাব নহে
 মনে ভ্রাতি ॥ পরসি গনের সঙ্গে, পরসি বধুয় সঙ্গে, একা
 যুক্ত সহরিষ মতি * ফকির দরবেশ প্রতি, দরবেশের কথা
 অতি, প্রভু কৃপা প্রভাব কারণ ॥ প্রভু সঙ্গে কৃপা যার,
 তার সঙ্গে অবৈভার, সমসম বুঝিতে আপন * প্রভু কৃপা
 দৃষ্ট জাকে, মনেত অতৃষ্ট তাকে, সত্য জ্ঞান প্রভু সঙ্গে
 বাদ ॥ যেবা জ্ঞানহীন নর, ক্রমিব প্রভুর ডর, আপে চিন্তে
 আপনা প্রমাদ * প্রভু যাকে কৃপা ময়, অরি সঙ্গে যুক্ত
 হয়, প্রণমন করিতে পিরিত ॥ বন্ধুর বন্ধুয়া প্রতি, গৌর-
 বেতে যুক্ত অতি, তবে বন্ধু ভক্ত বন্ধু প্রতি * সাহাবদ্দিন
 মোহাম্মদ, শিরে ধরি তানপদ, আবদুল হাকিম হীন জ্ঞান
 প্রণামিয়া গুণিগণ, প্রভু করি আরাধন, পুনবসি কর অবধান
 হীন বুদ্ধি অঙ্গ জ্ঞান, ক্ষুদ্র জ্ঞান অহমান, পাঁচালি রচি
 দেশী ভাসি ॥ ক্ষম ছিদ্র অপরাধ, কর মোকে তা শীর্বাদ,
 হেন দয়া চিন্তেতে প্রকাশি * ধর্ম ভাবে গুণিগণ, মোকে
 কৃপা কর মন ছিদ্র যেবা আছয় আমার ॥ বক্ত মাংশ অঙ্গ
 মোর, স্মরণ হইল তার, পদ বন্দ না হই সুসার * যেবা

শুনে যেবা পড়ে জ্ঞান সঞ্চরয় ধড়ে, ধর্ম ভাব হয় তার মন
 ধর্ম ভাব হই অতি, রূপা বাসি মোর প্রতি, শুদ্ধ ভাবে
 করিবে পাঠন * মোর এহি হীন জ্ঞান, জিনি যেবা গুণি
 গণ, প্রস্তু যে জিনি জ্ঞান অতি ॥ যত ভঙ্গ পদ বন্দ, শুদ্ধ
 কর খণ্ড খণ্ড, পরলোকে হবে ভাল গতি * নতু এহি পদ
 বন্দ, যে পাইল ভাল মন্দ, এহিরূপে করিতে উচিত * মন্দ
 যদি ভাল করে, লক্ষ্মী বেড়ে পাপ হরে, ভাল ভাদ্রি মন্দ
 অরুচিত * যেবা জ্ঞান নাহি ধরে, ভাল ভাদ্রি মন্দ করে,
 গাভি পুত্র নিশ্চয় গর্ভভ ॥ শুদ্ধ অশুসার যত, কেহ না
 পাইবে তত, সত্য জান গুণি গণ সব * ইতি সমাপ্ত ॥

সন ১২৭০ সাল তারিখ ২৭ ফাল্গুন ।

শ্রী আবদুল হাকিম, সাং সুধারাম ।

—*—

* লালমতি পুস্তকের শুচি পত্র *

অথ প্রভুর স্তুতি ও নবীবরের প্রসংসা এবং সরফলমুলু-
 কের বিবরণ ২

সরফল মুলুক ভ্রমিকের মুখে লালমতির বার্তা শুনিয়া
 মগ্নিবে দেশে গমন করিবার বয়ান ৮

পুত্র শোকে রাজা ও রানীর আক্ষেপ ১৭

অথ মহাদেবীর পুত্র শোকে পুনর্বার আক্ষেপ ১৯

রাজ কুমার স্বর্ণ লক্ষ্যে নিকু পার হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ
 করতঃ বৃন্দাবনে বাস করিবার বয়ান ২৩

কন্যা রোকবানু ফারেস তনয়ের কুরূপ বার্তা চর লক্ষ্যে
 জ্ঞাত হইয়া আশুঘাতি হইবার এবং নৃপ চিহ্নিত হইয়া

কুমারকে স্বন্দা হতে বর পরিবর্তে সাজি আর্মীর সাহার
দেশে জাইবার বয়ান ২৯

অথ কুমারের সঙ্গে রোকবানুর বিবাহ হইবার ও রোক-
বানু দুক্ষি হই কুমারের পিছে পিছে জাইবার এবং
কন্যাকে আশে তুলি লইয়া উজার অরনো আপন দুক্ষ
কহিয়া সুখে নিশি প্রভাতে উঠিয়া সমুদ্রের তিরে জাই
ধিবরের সঙ্গে দর্শন হইবার বয়ান ৩৭

অথ কুমার হইতে ধিবরে কুমতি কহিয়া কুমারীকে আপন
বাটিতে নিবার এবং কুমারী বিচ্ছেদ ভাবে কুমার খেদ
করিবার বয়ান ৫০

অথ সয়ফল মূলুক ধৈর্য্য ধরি প্রভু সর্প রাজ যারিরা
নিমোরগের পৃষ্ঠে আরোহি সমুদ্র পার হইয়া লালমতির
স্বন্দাতে প্রবেশ করিবার বয়ান ৬০

অথ স্বন্দাবনে কন্যার মালিনিসনে কুমারের দর্শন হইবার
এবং মালিনীর মোহশিট হইবার ও পুষ্পমালার দুঃখ
সমস্ত নিধি কন্যার নিকট পাঠাইবার বয়ান ৭১

অথ রাজ কন্যা মালিনীর হস্তে পুষ্পমালা পাইয়া অধৈর্য্য
চিত্তে কুমারের হাল জিজ্ঞাসা কারবার বয়ান ৭৯

অথ মালিনী কুমারকে রমনি বেশে আপন বধু ছলে
কন্যার নিকটে সঙ্কটে ভাজি নিবার এবং কন্যা রূপে
লালমতি মগ্ন হইবার বয়ান ৮৫

অথ রাজ কন্যার বিনয় শুনিয়া কুমার আপন পরিচয়
দিবার ও আদি-অন্ত দুঃখ স্বতাক্ত কাহবার ও বিচ্ছেদ হই
জাইবার বয়ান ১০১

অথ সয়কল যুলুক মালিনীর উপদেশ প্রকার যতে দয়া
জাইবার ও দয়া শব্দ শুনি তাহাকে ধরিয়া নৃপ আগে
নিবার ও পরিচর নির্ণয় দিবার ও ষষ্ঠম পরীক্ষা
জিনিবার বয়ান ১১৫

কুমারের এ সকল আশ্চর্য্য পরাক্রম কর্ত্ত্ব এতাদৃশ নৃপতি
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া এক দিব্য পুরি নির্মিয়া মালিনীর
আলয় হতে আনি তথা বাস দিবার বয়ান ১৩৭

অথ কুমার কুমারী দুই জনে বিবাহ হইবার এবং নানা
প্রকার উৎসব করিবার বয়ান ১৪৮

অথ কুমারের নিকট নৃপতি ঘাইট মালিয়া রাজ সিংহা-
সন সমর্পন করিবার এবং রাজ পাটেবদি রাজত্ব করিবার
এবং বন্দিয়ান সকলকে মুক্ত করি দিবার বয়ান ১৫৪

অথ পুষ্প বৃন্দে পুষ্প বিকণিত দেখি এবং নানা পক্ষী
শব্দ শুনি কুমারে জনক জননী বিচ্ছেদাঙুণে দহি নৃপ
স্থানে অনুমতি লইয়া পক্ষি আরোহণে দেশে জাইবার
এবং রাজা রানী খেদ করিবার বয়ান ১৬৩

অথ কুমার কুমারীকে সমুদ্র তীরে পক্ষী বরে রাখিয়া
জাইবার এবং কুমার কুমারী স্বক তলে রজনী বিস্রাম
করিবার এবং তথা হইতে কন্যাকে নিশাচরে হরিয়া
পাতাল নগরে লিয়া জাইবার বয়ান ১৭৩

অথ কুমার চেতন হইয়া কন্যাকে আপন পাশে না
দেখিয়া কন্যার বিচ্ছেদ ভাবে দহিয়া পশ্ছে মুক্ত দেখি
সেই লক্ষ্যে পাতালে জাইয়া নিশাচরকে মারিয়া কন্যা
লই আসিবার বয়ান ১৮০

অথ কুমার কুমারী রোকবানুর উদ্যান প্রবেশ করিয়া ও
কন্যা সঙ্গে দর্শন করিয়া পরিচয় দিবার বয়ান ১৯৪

অথ কন্যা লালমতি সতী কন্যারোকবানুকে নানা প্রকারে
ও প্রেম তুষ্ট বাক্য কহিয়া তুষ্টমন করিবার বয়ান ২০৯

অথ কন্যা রোকবানু পুন্য মন কন্যা লালমতি সতীকে
অমৃত বাক্যে বস করি দুই সতী পতি সঙ্গে মন রঞ্জে
বঞ্চিবার বয়ান ২১৪

অথ নরপতি কোত ওালের মুখে কুমারের ও দুই কুমারী
নগরে এক সাত বকে তাহা শুনিয়া স্বসৈন্য সহিতে
সাজিয়া তিন জনকে আনিবার এবং সেই নৃপ গৃহে তিন
দিন থাকিয়া আপন দেশে জাইবার এবং জনক জননী
আগু বাড়ি আনিবার বয়ান ২১৬

অথ দুই কন্যা সতী গর্ভবতী হইয়া দোন পুত্র প্রসুবিবার
এবং দুই পক্ষী আসিয়া পত্র লই আমীর সাহার দেশে
জাইবার এবং পত্র পড়ি জ্ঞাত হইবার বয়ান ২৩৬

অথপরি আদি সকল সাজিয়া মশরিকে আসিবার বঃ ২৫২

অথ আপন ছহিতা উৎসবে এত্ৰাণ নৃপতি মন রঞ্জে নানা
সাজে বকুগণ সঙ্গে পক্ষী পৃষ্ঠে ও মন তুষ্টে আরোহিয়া
মশরিক দেশে হরিষে উপানিত হইবার এবংছুতে গিয়া
নৃপতিকে বাক্তা দিবার এবং মহিষী সকলের সঙ্গে রঞ্জে
দর্শন স্পর্শন করিবার এবং মহিষী সকলে নানা পরি হাস্য
মনে কুতুহলে আমোদ আহ্লাদ করিবার বয়ান ২৫৩

অথ পুস্তক সমাপ্ত

২৬৭

✽ লালমতি ছয়ক যুলুক পুস্তকের শুচি পত্র সমাপ্ত ✽

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণ কে অবগত করান যাইতেছে যে, সুধার্মী নিবাসী পণ্ডিত আবদুল হাকিম প্রণীত অত্র “লালমতি সরফল ঘুলুক” পুস্তকের কপী-রাইট, এবং অপর কতক গুলি পুস্তকের কপী-রাইট মৌলবী আলী-নকী মরহুমের ওয়ারেস গণের নিকট হইতে আমরা ক্রয় করিয়া, প্রথম বার ছাপিয়া প্রকাশ করিলাম। এখন হইতে ইহার সমস্ত স্বত্ব ও স্বামিত্ব আমাদেরকে অর্ণাইল। যদি কেহ ইহার কোন অংশ কখনও পরিবর্তন বা পারি-বর্তন করিয়া ছাপেন, কিম্বা এই পুস্তকের নাম কেহ অপর পুস্তকে ব্যবহার করেন, অথবা আমাদের বিনানু-মতিতে কেহ এই পুস্তক ছাপিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আইন আমলে আসিবে, এবং তাঁহাকে আমাদের সমস্ত খেসারতের দায়িক হইতে হইবে। ইতি

সন ১২৯৫ সাল ১ লা আশ্বিন।

দিনহীন

গোলাম মওলা ও হামিদুল্লাহ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণ কে জ্ঞাত করা- যাইতেছে- যে, অত্র “লালমতি সরফল” ঘুলুক পুস্তকের এবং অপর কতক গুলি পুস্তকের কপী রাইট, মৌলবী আলী নকী মরহুমের ওয়ারেস দিগের নিকট হইতে, আমি ও বন্ধুবর

মৌলবী হামিদুল্লাহ সাহেব, আমরা উভয়ে খরিদ করিয়া,
 প্রথম বার ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের
 খরিদা সমস্ত কপী রাইট, আমি ও বন্ধুবর মৌলবী হামি-
 দুলাহ সাহেব, আমরা উভয়ে আপোষে বন্টন করিয়া
 লইয়াছি। এই লালমতি পুস্তকের সম্পূর্ণ কপী রাইট
 আমার হইয়াছে। একনে আমি এই লালমতি পুস্তক,
 নিজ খরচ পত্রের দ্বারা আপন হবিবি প্রেসে ছাপিয়া
 দ্বিতীয়বার প্রকাশিত করিলাম। অদ্য হইতে এই পুস্তকে
 মৌলবী সৈয়দ হামিদুল্লাহ সাহেবের কোন প্রকার হক
 রহিল না। ইহাও প্রকাশ থাকে যে, ১৮৪৭ সালের
 কপী-রাইটের ২০ আইনের মর্মানুসারে, এই পুস্তকের
 কপী রাইট, হোম ডিপার্টমেন্টে নিজ নামে রেজিস্টারী
 করিয়াছি। কেহ এই পুস্তক সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে
 সামান্য রদ-বদল করিয়া, ছাপেন অথবা ছাপিবার কসদ্
 করেন, মোতাবেক আইন আমলে আসিবে, অথবা যদি
 কেহ এই পুস্তকে বর্ণিত নায়ক নায়িকার নাম গুলি ঠিক
 রাখিয়া, ভাষা পরিবর্তন করিয়া, ছাপেন, তিনি আইন
 অনুসারে আমার খেসারতের দায়িক হইবেন। ইতি হবিবি
 প্রেস, ২৭ নং নর্থ শিয়ালদাহ রোড,

সন ১২৯৮ মাল ১৭ ই অগ্রাহরণ।

দিন্‌হীন
 গোলাম মওলা।